অনুসন্ধান
কিতাবুল মোকাদ্দস

একটি পূর্ণ অধ্যয়ন কিতাবুল মোকাদ্দস

অধ্যয়ন ইঞ্জিল শরীফ

তৃতীয় খণ্ড : লূক

BACIB VERSION

গবেষণা, গ্রন্থনা ও সম্পাদনাঃ সামসুল আলম পলাশ (এম. টিএইচ)

প্রকাশক:

বিবলিক্যাল এইডস্ ফর চার্চেস এণ্ড ইনষ্টিটিউশনস্
ইন বাংলাদেশ (BACIB) এবং ইন্টারন্যাশনাল
বাইবেল চার্চ (IBC)

Exploratory Kitabul Moqaddas (অনুসন্ধান কিতাবুল মোকাদ্দস)

Bible Text: BACIB VERSION KM

Copyright © Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB) & International Bible Church (IBC)

Study materials are taken from: Various sources of published Study Bibles, Bible Handbooks and Commentaries.

List of the Various Sources:

- The NIV Study Bible, published by the Zondervan Corporation, 1985
- GNB Study Bible, published by United Bible Societes, 2001
- New Unger's Bible Handbook, published by LD, ABWE, 2001
- Halley's Handbook, published by Zondervan, 1961
- New Bible Commentary, published by Universities and Colleges Christian Fellowship, 1994
- New Testament Commentary, published by PCB, 2007
- Bijoy Study Bible, published by AOG, Bangladesh, 2006
- Life Application Study Bible, published by Tyndale House Publishers, Inc. and Zondervan Publishing House, 1988
- Kitabul Moqaddas Dictionary, published by BACIB, 2010

Research, Study, Translation, Editing and Rewriting: Shamsul Alam Polash (M. Th)

Co-translator: Joash Nitol Baroi, Samuel Alam Ricky, Bitu Bakshi

Graphics and Maps: Ruth Salome

This *Exploratory Kitabul Moqaddas* has been developed and Printed under the partnership program with Light Foundation Bangladesh.

Published by:

Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB) & International Bible Church (IBC)

Road # 4, House # 12, Sector # 7, Uttara, Dhaka 1229

Phone and Email to Contact: 01789822058; contact@ibc-bacib.com; bacib321@gmail.com

Visit: www.ibc-bacib.com

BACIB

International Bible CHURCH

৩য় খণ্ড : লূক

ভূমিকা

সুসমাচারটির লেখক:

কিতাবখানির মধ্যে লেখকের নাম পাওয়া যায় না, কিন্তু অনেক সাক্ষ্য-প্রমাণ হযরত লূককে এই সুসমাচারের লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠা দান করে। এই কিতাবখানি প্রেরিতদের কার্যবিবরণ নামক কিতাবের আগের লেখা কিতাব; এই দুই কিতাবের ভাষা ও গঠন কাঠামো নির্দেশ করে যে, এই দু'টি কিতাবই একই ব্যক্তি দ্বারা লেখা হয়েছে। দুটি কিতাবই থিয়ফিল নামক এক ব্যক্তির নামে উৎসর্গ করা হয়েছে। দ্বিতীয় কিতাবখানিতে প্রথম কিতাবের সূত্র পাওয়া যায় (প্রেরিত ১:১)। প্রেরিত কিতাবের বিশেষ কয়েকটি অংশে "আমরা" সর্বনামটি ব্যবহার করা হয়েছে (প্রেরিত ১৬:১০-১৭; ২০:৫-১৫; ২১:১-১৮; ২৭:১–২৮:১৬); এতে বুঝা যায় যে, যখন কিতাবের এই অংশগুলোর বর্ণিত ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল, তখন লেখক লূক হযরত পৌলের সাথে ছিলেন। অন্যান্য দিক বিচার করলে পৌলের "লূক, সেই প্রিয় চিকিৎসক" (কল ৪:১৪) এবং "সহকর্মী" (ফিলীমন ২৪) উক্তিগুলো লূককেই এই সুসমাচারটির লেখক বলে প্রতিষ্ঠিত করে। প্রাথমিক মণ্ডলীর পিতাগণও এই কিতাবখানির লেখক হিসাবে লূককে চিহ্নিত করেছেন।

যার উদ্দেশে লেখা হয়েছে:

সুসমাচারটি বিশেষভাবে থিয়ফিলকে উদ্দেশ্য করে লেখা হয়েছে (১:৩); এই নামের অর্থ, "যিনি আল্লাহ্‌কে ভালবাসেন"। নামটির সাথে "মহামহিম" শব্দের ব্যবহার এই ব্যক্তিকে একজন রোমীয় উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা বা সম্মানিত একজনের প্রতি নির্দেশ করে। সম্ভবত তিনি লূকের একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

যদিও থিয়ফিলকে লক্ষ্য করে প্রাথমিকভাবে সুসমাচারটি রচিত হয়েছে কিন্তু এতে এর উদ্দেশ্যকে সীমাবদ্ধ করে না। সকল ঈমানদারের ঈমানকে মজবুত করতে এবং অ-ঈমানদারদের অনেক প্রশ্নের উত্তর দিতে এই কিতাবখানি লেখা হয়েছে। লূক দেখাতে চেয়েছেন যে, আল্লাহ্‌র রাজ্যে যে সমস্ত ঈমানদার অ-ইহুদী থেকে এসেছে তাদের স্থান ঈসা মসীহের শিক্ষার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। তিনি সমস্ত জগতে সুসমাচারটির তবলিগকে নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন। সেজন্য বলা যায় যে, এই কিতাবখানি অ-ইহুদীদের প্রতি লক্ষ্য রেখেই লেখা হয়েছে।

লেখার তারিখ ও স্থান:

জেরুশালেমের পতনের বিষয়ে বলার সময়ে যে শব্দ বা ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে (২১:১০) তা থেকে বুঝা যায়

যে, এ কিতাবখানা ৭০ খ্রীষ্টাব্দে রোমীয়দের দ্বারা জেরুশালেমের ধ্বংস হবার পরে লেখা হয়েছে। যদিও কেউ কেউ বিশ্বাস করেন যে, হযরত লূকের লেখা কিতাব দু'খানি ঐ ঘটনার আগে লেখা হয়েছিল, তবে অধিকাংশ পণ্ডিতের ধারণা কিতাব দু'টি ৭০-৮০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে লেখা হয়েছিল।

সুসমাচারখানা কোথায় লেখা হয়েছিল তা জানার কোন উপায় নেই। সিরিয়ার আন্তিয়খিয়া, সিজারিয়া বা আখায়া (গ্রীক) ইত্যাদি স্থানের কথা অনুমান করা হয়ে থাকে। অধিকাংশ পণ্ডিতদের ধারণা এটি লেখা হয়েছে প্যালেস্টাইনের বাইরে কোন দেশে।

লেখার ধরন:

লূক যেহেতু একজন শিক্ষিত ডাক্তার ছিলেন তাই সেই সময়কার বহুল ব্যবহৃত ভাষা গ্রীকের উপর তাঁর অসম্ভব ভাল দখল ছিল। তাঁর শব্দ-ভাণ্ডার ছিল ব্যাপক ও সমৃদ্ধ। আবার তিনি অনেক সময় সম্পূর্ণ সেমিটিক বা সেমিটিক প্রভাববিশিষ্ট শব্দাবলী ব্যবহার করেছেন। তাঁর ব্যবহৃত শব্দকোষ সাধারণভাবে তখনকার ভৌগলিক ও কৃষ্টিগত দিকটিকে প্রকাশ করেছে। যখন লূক ইহুদী পরিমণ্ডলে পিতরের বিষয়ে লিখেছেন, তখন তিনি সেমিটিক প্রভাব বিশিষ্ট ভাষা ব্যবহার করেছেন এবং পৌলের ক্ষেত্রে গ্রীক প্রভাব বিশিষ্ট ভাষা ব্যবহার করেছেন।

সুসমাচারটির মূলবাণী:

সকলের জন্য সুসমাচার। এই সুসমাচারের ভিতরে বার বার একটা সার্বজনীনতার সুর বেজে উঠে আর তা হল সুখবর বা ইঞ্জিল সকলের জন্যই। ফেরেশতারা ঘোষণা করলেন, "ঊর্ধ্বলোকে আল্লাহ্‌র মহিমা, দুনিয়াতে [তাঁর] প্রীতিপাত্র মানুষের মধ্যে শান্তি।" (২:১৪)। শিমিয়োনের কথায়– আল্লাহ্‌র নাজাত হচ্ছে "অ-ইহুদীদের প্রতি প্রকাশিত হবার নূর, ও তোমার লোক ইসরাইলের

গৌরব।” (২:৩২) এবং নবী ইশাইয়ের কথাও উদ্ধৃত করা হয়েছে: “এবং সমস্ত দুনিয়া আল্লাহ্‌র নাজাত দেখতে পাবে” (৩:৬)। হযরত ঈসা মসীহের বংশাবলি গিয়ে শেষ করা হয়েছে এই ভাবে– “... ইনি আনুশের পুত্র, ইনি শিসের পুত্র, ইনি আদমের পুত্র, ইনি আল্লাহ্‌র পুত্র;” (৩:২৩-৩৮) এর মধ্য দিয়ে মসীহ্‌ হযরত ঈসার দেয়া সুসমাচারের সার্বজনীন প্রকৃতি দেখা যায়।

সেই সময় ইহুদীরা যাদেরকে আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে বেশি মূল্যবান বলে মনে করত না, এই সুসমাচারের লেখক তাঁর লেখায় সেই সমস্ত মানুষের বিভিন্ন দল বা শ্রেণীকে বিশেষ স্থান দিয়েছেন। হযরত ঈসার পরিচর্যা কাজের মধ্যে সামেরীয়দের দেখা যায় (৯:৫১-৫৫; ১৭:১১-১৯) এবং একজন দয়ালু সামেরীয়কে দেখা যায় তাঁর একটা গল্পের প্রধান চরিত্রে (১০:৩০-৩৭)। এছাড়া ঘৃণিত কর-আদায়কারীদের প্রায়ই উল্লেখ করা হয়েছে (৩:১২-১৩; ৫:২৭-৩২); কর-আদায়কারীদের মধ্যে সক্কেয়কে দেখা যায় মন পরিবর্তনের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্তরূপে, যেমন দেখা যায় বায়তুল মোকাদ্দসে মুনাজাতে রত কর-আদায়কারীকে (১৮:৯-১৪)। অন্য অনেকেই আছে যাদেরকে ঘৃণার সঙ্গে লোকেরা গুনাহ্‌গার বলেছে, তাদেরকে অন্য সুসমাচারের চেয়ে এই সুসমাচারে বেশি উল্লেখ করা হয়েছে। আলেমদের চোখে তথাকথিত গুনাহ্‌গার ছিল তারা, যারা মূসার শরীয়ত বিশেষ করে খাবার গ্রহণ ও অ-ইহুদীদের সাথে মেলামেশা সংক্রান্ত শরীয়ত সূক্ষ্মভাবে মানত না। সে কারণে যারা সূক্ষ্মভাবে শরীয়ত পালন করত সেই সমস্ত আলেমরা তাদের অধ-ার্মিক মনে করত ও সমাজের বাইরের লোক বলে তুচ্ছ করত (৫:৩০,৩২; ৭:৩৪; ১৫:১-২; ১৮:১৩; ১৯:৭; ২৪:৭)।

এই সুসমাচারের মধ্যে মহিলাদের কথা অন্য যে কোন সুসমাচারের চেয়ে বেশি উল্লেখ করা হয়েছে। আমরা দেখতে পাই বাপ্তিস্মদাতা ইয়াহিয়ার মা এলিজাবেতকে (১:৫-৭, ২৬-৫৭); বৃদ্ধা মহিলা-নবী হান্নাকে (২:৩৬-৩৮); নায়িন-দ্বারের বিধবাকে (৭:১১-১৭); এবং নাম না জানা সেই কুঁজা স্ত্রীলোককে যাকে ঈসা মসীহ্‌ মজলিসখানায় সুস্থ করলেন (১৩:১০-১৩)। মগ্‌দলীনী মরিয়ম, যোহানা, শোশন্না এবং অনেক স্ত্রীলোকই আছেন যারা ঈসা মসীহ্‌কে ও তাঁর সাহাবীদের বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছেন (৮:১-৩)। এখানে আরও আছেন সেই স্ত্রীলোকেরা যারা ঈসার পিছনে পিছনে কালভেরীর ক্রুশ পর্যন্ত গিয়েছিলেন (১৫:৮-১০; ১৮:২-৮)। অন্যান্য সুসমাচারের মত লূকে আমরা দেখি সর্বপ্রথমে স্ত্রীলোকেরাই ঈসা মসীহের পুনরুত্থানের কথা জানতে পারেন ও অন্যদের তা জানান (২৪:১-১০)।

আনন্দ ও প্রশংসা। লূকের লেখা সুসমাচারের প্রথম কয়েকটি অধ্যায়ে আছে চমৎকার কতগুলো প্রশংসার গান যেগুলো শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মণ্ডলীর এবাদতে বড় স্থান করে নিয়েছে। ফেরেশতাদের গাওয়া গান (২:১৪); হযরত মরিয়মের প্রশংসা-গান (১:৪৬-৫৫); হযরত জাকারিয়ার দোয়া উচ্চারণ (১:৬৮-৭৯); হযরত শামাউন কর্তৃক আল্লাহ্‌র গৌরব (২:২৯-৩২) এর সবই এখানে আছে। বারবার আমরা দেখি লোকেরা আল্লাহ্‌র প্রশংসা করছে, বিভিন্ন ভাব ও ভঙ্গি ব্যবহার করছে, (যেমন– ১:৬৪; ২:১৩; ৫:২৫-২৬) এবং আল্লাহ্‌কে শুকরিয়া জানাচ্ছে (১৮:৪৩)। সক্কেয় হযরত ঈসা মসীহ্‌কে আনন্দের সঙ্গে (১৯:৬) তাঁর ঘরে মেহমান হিসাবে গ্রহণ করেন। বিভিন্ন গল্পের মধ্যে ঈসা মসীহ্‌ শিক্ষা দেন যে, মানুষের আনন্দ ও সুখ বেহেশতে একই আনন্দের পার্থিব রূপ (১৫)। সুসমাচারখানা শেষ করা হয়েছে জেরুশালেমের বায়তুল মোকাদ্দসে ঈসার সাহাবীদের আনন্দ ও আল্লাহ্‌র শুকরিয়া জানানোর মধ্য দিয়ে (২৪:৫২-৫৩)।

সম্পদ ও দারিদ্র্য। বাপ্তিস্মদাতা ইয়াহিয়া ও ঈসা মসীহ্‌ উভয়েই ধন-সম্পদের দায়িত্বপূর্ণ ব্যবহারের গুরুত্বের উপরে জোর দিয়েছেন (৩:১০-১৪)। ঈসা মসীহ্‌ লোভের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন (১২:১৩-২১) এবং ফরীশীদের বলা হয়েছে টাকা-পয়সার প্রেমিক (১৬:১৪)। ঈসা গল্প বলেছেন যেগুলোর মধ্যে সম্পদের গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে। যেমন– দুই ঋণীর দৃষ্টান্ত (৭:৪০-৪২), মূর্খ ধনী লোকের বিষয় (১২:১৩-২১), হারানো টাকার দৃষ্টান্ত (১৫:৮-১০); একজন অসৎ কর্মচারী (১৬:১-১২) এবং লাসার ও একজন ধনী লোক (১৬:১৯-৩১)। ঈসা শিক্ষা দেন যে, দরিদ্রকে দান করা সত্যিকারের ধন সঞ্চয়ের একটা পথ (১১:৩৭-৪১) ও তাঁর অনুসারীদের তাদের সম্পদ বিক্রি করে সেই অর্থ গরীবদের দিতে বলেন (১২:৩২-৩৪)।

মুনাজাত। এই সুসমাচারে ঈসা মসীহের সাতবার মুনাজাত করার বিষয়ে উল্লেখ আছে যা অন্য কোন সুসমাচারে নেই। ঈসার বাপ্তিস্মের সময় (৩:২১); রোগীদের রোগ সুস্থ করার সময় (৫:১৬); বারোজন প্রেরিতের নিয়োগের আগে (৬:১২); ঈসাকে মসীহ্‌রূপে স্বীকার করার আগে (৯:১৮); তাঁর উজ্জ্বল রূপ গ্রহণ করার আগে (৯:২৯); সাহাবীদের শিক্ষা দেবার আগে (১১:১) এবং ক্রুশের উপরে (২৩:৩৪,৪৬)। তিনি পিতরের জন্য মুনাজাত করেন (২২:৩২) এবং মুনাজাতের গুরুত্ব সম্পর্কে তিনটি গল্প বলেন যা অন্য সুসমাচারগুলোতে নেই, যেমন– মধ্যরাতের বন্ধু (১১:৫-৮), আল্লাহ্‌-ভয়হীন বিচারক (১৮:১-৮) এবং ফরীশী ও কর-আদায়কারী (১৮:৯-১৪)।

পাক-রূহ্‌। সমদর্শী অন্যান্য সুখবরগুলো থেকে এখানে পাক-রূহের উল্লেখ অনেক বেশি। পাক-রূহ্‌কে দেখা যায় এলিজাবেতের সঙ্গে (১:৪১-৪৫), হযরত জাকারিয়ার সঙ্গে (১:৬৭) ও হযরত শিমিয়ানের সঙ্গে (২:২৫)। ঈসা মসীহের বাপ্তিস্মের সময়ে (৩:২২), তাঁর পরীক্ষার সময় (৪:১) এবং তাঁর কাজের শুরুতে (৪:১৪) পাক-রূহ্‌ তাঁর সঙ্গে ছিলেন। “সেই সময়ে তিনি পাক-রূহে উল্লসিত”

হন (১০:২১) এবং পাক-রূহ্‌কে আল্লাহ্‌র সবচেয়ে বড় দান বলেন (১১:১৩)। তিনি ওয়াদা করেন যে, তাঁর অনুসারীদের যখন বিচারের জন্য শাসনকর্তাদের কাছে নিয়ে যাওয়া হবে তখন তাদের সঙ্গে পাক-রূহ্ থাকবেন (১২:১১-১২) এবং তিনি যখন তাদের কাছ থেকে চলে যাবেন তখন তিনি তাদের জন্য পাক-রূহ্‌কে পাঠিয়ে দেবার ওয়াদা করেন (২৪:৪৯)।

আজকের দুনিয়াতে ঈসায়ী ঈমানদাদের তাদের দুনিয়াবী সম্পদের সদ্ব্যবহার করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সুসমাচারে এই বিষয়টির উপরে গুরুত্ব দেওয়ায় বুঝা যায় যে, এ কিতাবটি লেখার সময়েও ঈসায়ী ঈমানদারদের মধ্যে এটি একটি বড় সমস্যা ছিল। সম্ভবত তখন অনেকেই ছিল যারা দুনিয়াবী ধন-সম্পদের বিপদের বিষয়ে বেশি গুরুত্ব দেয় নি ও তারা দরিদ্রদের বিষয়ে যথেষ্ট সহানুভূতি দেখায় নি। যাহোক, সুসমাচারের সবচেয়ে বড় দিকটি হচ্ছে তার সার্বজনীনতা। আমরা এর মধ্যে ঈসা মসীহ্‌কে প্রায়ই দেখতে পাই সমাজের নিচু শ্রেণীর মানুষদের ও গরীবদের, দুঃখী ও সর্বহারাদের সঙ্গে, সমাজে যারা অবহেলিত ও অবাঞ্ছিত তাদের সকলের সঙ্গে মেলামেশার জন্য উৎসাহী একজন বন্ধুরূপে। তিনি তাদের সবাইকেই আল্লাহ্‌তা'লার ক্ষমা লাভ করা ও একে অন্যকে মহব্বত করার জন্য আহ্বান জানান।

লূক লিখিত সুসমাচারের ধর্মতত্ত্বীয় গুরুত্ব:

লূকের এই সুসমাচারটি ইতিহাসের এক অংশ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত এবং তিনি আধুনিক ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সুসমাচারটি লিখেছেন। তিনি বিশ্বাস করেছিলেন যে, ঈসায়ী ঈমান ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর উপরে ভিত্তি করে প্রসার লাভ করবে। তিনি তাঁর পাঠকদের ঈমানের জন্য দৃঢ় ঐতিহাসিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেছেন। ঈমান সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব উপলব্ধি ছিল, যা অন্যান্য সুসমাচার লেখকদের উপলব্ধির পরিপূরক হিসাবে কাজ করেছে। কাহিনি নির্বাচন এবং গুরুত্ব আরোপের ক্ষেত্রে তিনি ঈসা মসীহের জীবনের সেসব বিষয়ের দিকে মনোযোগ দিয়েছেন, যেগুলোকে তিনি বিশেষ গুরুত্ববহ বলে বিবেচনা করেছেন। তাঁর সাহিত্যসংক্রান্ত জ্ঞান ছিল অসাধারণ এবং কাহিনীর গতিধারায় তিনি তা সম্পূর্ণভাবে ব্যক্ত করেছেন।

- লূক ঈসা মসীহের কাহিনীকে ইতিহাসের অংশ বলে ঘোষণা করেছেন। অন্য সকল সুসমাচার লেখকের মধ্যে তিনিই সবচেয়ে কাছ থেকে ঈসা মসীহের জীবনী ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন। লূক ঈসা মসীহের পরিচর্যা কাজ ও প্রাথমিক মণ্ডলীর উত্থানের মাঝে ধারাবাহিকতা তুলে ধরেছেন এবং এর মধ্য দিয়ে তিনি ঈসা মসীহের জীবন কাহিনীকে ঈসায়ী মণ্ডলীর ইতিহাসের অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। অবশ্য লূক আমাদেরকে এই ধারণা দিয়েছেন যে, ঈসা মসীহের জীবন কেবলমাত্র মণ্ডলীর ইতিহাসের সামান্য অংশ নয়; বরং তাঁর জীবনকাল হচ্ছে মানুষের সাথে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহশীল আচরণ প্রকাশের প্রধান সময়, যা ইসরাইলের ইতিহাসের অনুসরণ করেছে এবং মণ্ডলীর যুগের সূচনা করেছে।
- ঈসা মসীহের পরিচর্যা কাজের মূল দিক হচ্ছে নাজাতের সুসমাচার। তিনি ঈসা মসীহ্‌কে তুলে ধরেছেন একমাত্র নাজাতদাতা হিসাবে, "কারণ যা হারিয়ে গিয়েছিল, তার খোঁজ ও নাজাত করতে ইবনুল-ইনসান এসেছেন।"
- নাজাত যদি হারানোদের জন্য হয়, তবে এটি সকল মানুষের জন্য, কারণ সবাই হারিয়ে গেছে। লূক বিশেষভাবে দেখিয়েছেন যে, কীভাবে ঈসা অপেক্ষাকৃত কম সুযোগপ্রাপ্তদের জন্য নাজাত নিয়ে এসেছেন– দরিদ্রদের, নারী, ছেলেমেয়ে ও মারাত্মক গুনাহ্‌গারদের জন্য তাঁর নাজাতের কাজ পরিলক্ষিত হয়। যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি ইহুদীদের মাঝে তাঁর পরিচর্যা কাজকে আবদ্ধ করেছেন, তবুও তিনি এমনভাবে সে কাজগুলো করেছেন যে, তাঁর সুসমাচার অ-ইহুদীদের প্রতি প্রসারিত হয়েছে, বিশেষভাবে সামেরীয়দেরকে, যাদেরকে ইহুদীরা ঘৃণার চোখে দেখত তারাও প্রচণ্ডভাবে আকর্ষিত হয়েছে।
- লূক 'আল্লাহ্‌র দয়ার প্রশস্ততা' বিষয়ে খুব বেশি জোর দিয়েছেন। একই সাথে ঈসা মসীহের দাবীগুলো খুবই শক্তিশালীভাবে প্রকাশ করেছেন। ঈসা মসীহ্ লোকদের আহ্বান করেছেন তাঁর সাহাবী হওয়ার জন্য এবং সাহাবী হওয়ার যে মূল্য তা দিতেও তিনি তাদের প্রস্তুত হতে বলেছেন।
- লূক তাঁর সুসমাচারে আগামী যুগের বৈশিষ্ট্যগুলোকে নির্দেশিত করেছেন। তাঁর সাহাবীদেরকে অবশ্যই সমস্ত জাতির কাছে নাজাতের সুসমাচারের তবলিগের কাজ অব্যাহত রাখতে হবে এবং পাক-রূহের শক্তিতেই তারা এই কাজ করবেন। যখন সমস্ত কিছু সম্পন্ন হবে, ঠিক তখনই ঈসা মানব জাতির বিচারকরূপে হঠাৎ হাজির হবেন এবং তাঁর বেহেশতী রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবেন।

কিতাবটির মূল আয়াত:

"তখন ঈসা তাকে বললেন, আজ এই বাড়িতে নাজাত উপস্থিত হল; যেহেতু এই ব্যক্তিও ইব্রাহিমের সন্তান। কারণ যা হারিয়ে গিয়েছিল, তার খোঁজ ও নাজাত করতে ইবনুল-ইনসান এসেছেন।" (১৯:৯,১০)।

প্রধান ব্যক্তিসমূহ:

ঈসা মসীহ্, এলিজাবেত, জাকারিয়া, হযরত ইয়াহিয়া, মরিয়ম, তাঁর সাহাবীগণ, মহান হেরোদ, পিলাত, মগ্দলনী মরিয়ম।

প্রধান স্থানসমূহ:
বেথেলহাম, গালীল, এহুদিয়া, জেরুশালেম।

কিতাবটির রূপরেখা:
(১) ভূমিকা (১:১-৪)
(২) ঈসা মসীহের জন্ম (১:৫-২:৫২)
ক. ঈসা মসীহের জন্মের আগাম সংবাদ (১:৫-৫৬)
খ. বাপ্তিস্মদাতা ইয়াহিয়ার জন্ম (১:৫৭-৮০)
গ. ঈসা মসীহের জন্ম ও শৈশবকাল (২ অধ্যায়)
(৩) ঈসা মসীহের প্রকাশ্য কাজের জন্য প্রস্তুতি (৩:১-৪:১৩)
ক. বাপ্তিস্মদাতা হযরত ইয়াহিয়ার ঘোষণা (৩:১-২০)
খ. ঈসা মসীহের বাপ্তিস্ম (৩:২১-২২)
গ. ঈসা মসীহের বংশ-তালিকা (৩:২৩-২৮)
ঘ. ঈসা মসীহের পরীক্ষা (৪:১-১৩)
(৪) গালীলে ঈসা মসীহের পরিচর্যা কাজ (৪:১৪-৯:৯)
ক. নাসরতে ঈসা মসীহের পরিচর্যা-কাজ (৪:১৪-৩০)
খ. এক জন বদ-রূহে পাওয়া লোক ও অন্যান্যদেরকে সুস্থ করা (৪:৩১-৪৪)
গ. ঈসা মসীহ্ তাঁর প্রথম সাহাবীকে আহ্বান করেন (৫:১-১১)
ঘ. ঈসা মসীহ্ এক জন কুষ্ঠ রোগী ও একজন পক্ষাঘাত রোগীকে সুস্থ করেন (৫:১২-২৬)
ঙ. ফরীশীদের সাথে নানা বিষয় নিয়ে তর্ক-বিতর্ক (৫:২৭-৬:১১)
চ. বারো জন প্রেরিত্‌কে বেছে নেওয়া (৬:১২-১৬)
ছ. ঈসা মসীহ্ শিক্ষা দেন ও সুস্থ করেন (৬:১৭-৪৯)
জ. ঈসা মসীহ্ শতপতির গোলামকে সুস্থ করেন (৭:১-১০)
ঝ. বিধবার একমাত্র পুত্রকে জীবন দান (৭:১১-১৭)
ঞ. ঈসা মসীহের কাছে হযরত ইয়াহিয়ার সাহাবীরা (৭:১৮-৩৫)
ট. অনুতাপিনী স্ত্রীর প্রতি ঈসা মসীহের রহম (৭:৩৬-৫০)
ঠ. ঈসা মসীহের পরিচর্যা-কাজ ও শিক্ষা (৮:১-২১)
ড. ঈসা মসীহ্ ঝড় থামান ও এক জন বদ-রূহে পাওয়া লোককে সুস্থ করেন (৮:২২-৩৯)
ঢ. একটি মৃত বালিকা ও এক জন অসুস্থ স্ত্রীলোক (৮:৪০-৫৬)
ণ. ঈসা মসীহ্ বারো জন সাহাবীকে তবলিগ করতে পাঠান (৯:১-৬)
ত. বাদশাহ্ হেরোদের অস্থিরতা (৯:৭-৯)
(৫) গালীলের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ঈসা মসীহের পরিচর্যা কাজ (৯:১০-৫০)
ক. পাঁচ হাজার লোককে আহার দেওয়া (৯:১০-১৭)
খ. ঈসা মসীহ্ তাঁর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেন (৯:১৮-২৭)
গ. ঈসা মসীহের রূপান্তর (৯:২৮-৩৬)
ঘ. ঈসা মসীহ্ একটি বালককে সুস্থ করেন (৯:৩৭-৫০)
(৬) এহুদিয়াতে ঈসা মসীহের পরিচর্যা কাজ (৯:৫১-১৩:২১)
ক. সামেরীয়দের একটি গ্রাম ঈসা মসীহ্‌কে গ্রহণ করলো না (৯:৫১-৬২)
খ. ঈসা মসীহ্ সত্তর জনকে তবলিগে পাঠান (১০:১-২৪)
গ. প্রধান হুকুমের বিষয়ে শিক্ষা ও দয়ালু সামেরীয়ের গল্প (১০:২৫-৩৭)
ঘ. মরিয়ম ও মার্থার বাড়িতে ঈসা মসীহ্ (১০:৩৮-৪২)
ঙ. এহুদিয়াতে মসীহের শিক্ষা দান ও সুস্থকরণ (১১:১-১৩:২১)
(৭) পেরিয়াতে ও জেরুশালেমের যাত্রাপথে পরিচর্যা কাজ (১৩:২২-১৯:২৭)
ক. ঈসা মসীহের শিক্ষা দান ও সুস্থকরণ (১৩:২২-১৪:৩৫)
খ. হারানো ভেড়া, হারানো সিকি এবং হারানো পুত্রের দৃষ্টান্ত (১৫:১-৩২)
গ. অসৎ ব্যবস্থাপকের দৃষ্টান্ত (১৬:১-১৮)
ঘ. লাসার ও এক জন ধনবান (১৬:১৯-৩১)
ঙ. ঈসা মসীহের বিবিধ শিক্ষা (১৭:১-১০)
চ. ঈসা মসীহ্ দশ জন কুষ্ঠ রোগীকে সুস্থ করেন (১৭:১১-১৯)
ছ. আল্লাহ্‌র রাজ্য আসার বিষয়ে শিক্ষা (১৭:২০-৩৭)
জ. মুনাজাত, ধনাসক্তি ও অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষা (১৮:১-৩৪)
ঝ. এক জন অন্ধকে চোখ দান (১৮:৩৫-৪৩)
ঞ. সক্কেয়ের মন পরিবর্তন (১৯:১-১০)
ট. দশটি মুদ্রার দৃষ্টান্ত (১৯:১১-২৭)
(৮) ঈসা মসীহের দুঃখভোগ, মৃত্যু ও পুনরুত্থান (১৯:২৮-২৪:৫৩)
ক. ঈসা মসীহের জেরুশালেমে প্রবেশ (১৯:২৮-৪৪)
খ. বায়তুল মোকাদ্দস পরিষ্কার করা (১৯:৪৫-৪৮)
গ. জেরুশালেমে দেওয়া ঈসার উপদেশ (২০:১-২১:৩৮)
ঘ. ঈসা মসীহ্‌কে হত্যা করবার ষড়যন্ত্র (২২:১-৬)
ঙ. ঈদুল ফেসাখের প্রস্তুতি (২২:৭-১৩)
চ. প্রভুর মেজবানী স্থাপন (২২:১৪-৩৮)
ছ. গেৎশিমানী বাগানে ঈসা মসীহের মুনাজাত (২২:৩৯-৪৬)
জ. দুশমনদের হাতে ঈসা মসীহ্ (২২:৪৭-৬৫)
ঝ. মহাসভার সম্মুখে ঈসা মসীহ্ (২২:৬৬-৭১)

ঞ.পীলাতের সামনে ঈসা মসীহের বিচার (২৩:১-১২)
ট. ঈসা মসীহের প্রতি মৃত্যুদণ্ডের রায় (২৩:১৩-২৫)
ঠ. ঈসা মসীহের ক্রুশারোপণ (২৩:২৬-৪৩)
ড. ঈসা মসীহের মৃত্যু (২৩:৪৪-৪৯)
ঢ. ঈসা মসীহের কবর (২৩:৫০-৫৬)
ণ. ঈসা মসীহের পুনরুত্থান (২৪:১-১২)
ত. ইম্মায়ূ নামক গ্রামের পথে (২৪:১৩-৩৫)
থ. সাহাবীদের সঙ্গে ঈসা মসীহের সাক্ষাৎ (২৪:৩৬-৪৯)
দ. ঈসা মসীহের বেহেশতে চলে যাওয়া (২৪:৫০-৫৩)

লূক লিখিত সুসমাচারের গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহ

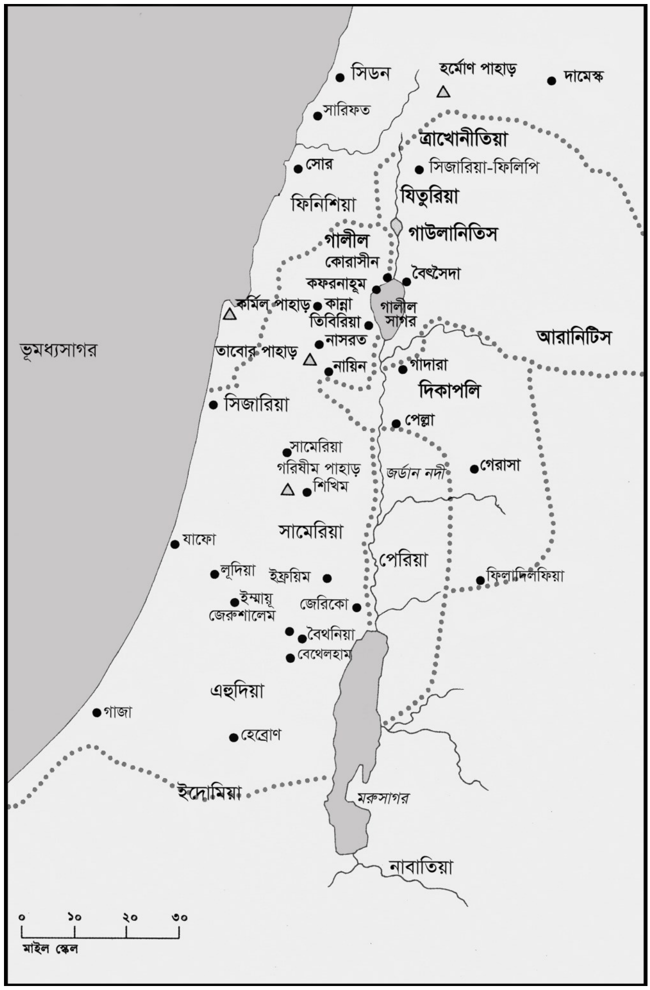

লূক পটভূমি হিসাবে তাঁর ঘটনার বিবরণ শুরু করেছেন জেরুশালেমের এবাদতখানার মধ্যে বাপ্তিস্মদাতা ইয়াহিয়ার জন্মের বিষয় দিয়ে। এরপর তিনি সেখান থেকে এগিয়ে গিয়ে নাসরত নগরের মরিয়মের কথা বলেছেন, যাকে নাজাতদাতার মা হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে (১:২৬)। সম্রাট সীজারের আদমশুমারীর আদেশের কারণে মরিয়ম ও ইউসুফ বেথেলহাম নগরে যান নাম লেখাবার জন্য এবং এখানেই পাক-কিতাবের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে মরিয়মের গর্ভে ঈসা মসীহ্ জন্মগ্রহণ করেন (২:১১)। ঈসা মসীহ্ নাসরতেই তাঁর ছোটবেলা কাটিয়ে বড় হয়ে উঠেন ও জর্ডান নদীতে বাপ্তিস্মদাতা ইয়াহিয়ার কাছে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেন (৩:২১,২২) ও মরু এলাকায় শয়তান কর্তৃক পরীক্ষিত হন (৪:১)। তাঁর পরিচর্যা কাজের বেশিরভাগ সময় তিনি গালীল প্রদেশে কাটিয়েছেন। তিনি তাঁর পরিচর্যা কাজের কেন্দ্র হিসাবে কফরনাহূমকে বেছে নেন (৪:৩১) এবং সেখান থেকেই তিনি সমস্ত অঞ্চলে পরিচর্যা কাজ করতে থাকেন (৮:১)। পরে তিনি গিনেষরৎ অঞ্চলে যান (যাকে গাদারাও বলা হয়ে থাকে) যেখানে তিনি দু'জন বদ-রূহে পাওয়া লোককে সুস্থ করে তোলেন (৮:৩৬)। তিনি বৈৎসৈদার কাছে গালীল সাগরের তীরে একজন লোকের খাবার দিয়ে ৫০০০ লোককে খাওয়ান (৯:১০)। ঈসা সব সময়েই বড় বড় উৎসবের সময়ে জেরুশালেমে ভ্রমণে যেতেন এবং জেরুশালেমের কাছে বৈথনিয়ায় তাঁর বন্ধুর বাড়িতে থাকতেন (১০:৩৮)। তিনি গালীল ও সামেরিয়ার মাঝখানে ১০জন কুষ্ঠরোগীকে সুস্থ করেন (১৭:১১)। তিনি জেরিকোর একজন অসৎ কর আদায়কারীকে তাঁর সাহাবী হতে আহ্বান করেন এবং এর ফলে তাঁর জীবন আমূল বদলে যায় (১৯:১)। জৈতুন

উৎসর্গ

১ ১ প্রথম থেকে যাঁরা স্বচক্ষে দেখেছেন এবং
কালামের সেবা করে এসেছেন, তাঁরা
আমাদের কাছে সবকিছু যেমন জানিয়েছেন,
২ সেই অনুসারে অনেকেই আমাদের মধ্যে
সম্পূর্ণভাবে গৃহীত বিষয়াবলির বিবরণ লিপিবদ্ধ
করতে আরম্ভ করেছেন, ৩ সেজন্য আমিও প্রথম
থেকে সকল বিষয় সবিশেষ অনুসন্ধান করেছি
বলে, হে মহামহিম থিয়ফিল, আপনাকে সুবিন্যস্ত
একটি বিবরণ লেখা ভাল মনে করলাম; ৪ যেন,
আপনি যেসব বিষয় শিক্ষা পেয়েছেন, সেসব
সত্যি কি না তা জানতে পারেন।

বাপ্তিস্মদাতা ইয়াহিয়ার জন্মের আগাম-সংবাদ

৫ এহুদিয়ার বাদশাহ্ হেরোদের সময়ে
অবিয়ের পালার মধ্যে জাকারিয়া নামে এক জন
ইমাম ছিলেন; তাঁর স্ত্রী হারুন-বংশীয়া, তাঁর নাম
এলিজাবেত। ৬ তাঁরা দু'জন আল্লাহ্‌র সাক্ষাতে
ধার্মিক ছিলেন, প্রভুর সমস্ত হুকুম ও নিয়ম
অনুসারে নির্দোষভাবে চলতেন। ৭ তাঁদের কোন
সন্তান ছিল না, কেননা এলিজাবেত বন্ধ্যা ছিলেন
এবং দু'জনেরই অধিক বয়স হয়েছিল।
৮ একদিন যখন জাকারিয়া নিজের পালা
অনুসারে আল্লাহ্‌র সাক্ষাতে ইমামীয় দায়িত্ব
পালন করছিলেন, ৯ তখন ইমামীয় কাজের
প্রথানুসারে গুলিবাঁট ক্রমে তাঁকে প্রভুর পবিত্র
স্থানে প্রবেশ করে ধূপ জ্বালাতে হল। ১০ সেই
ধূপ জ্বালাবার সময়ে সমস্ত লোক বাইরে থেকে
মুনাজাত করছিল। ১১ তখন প্রভুর এক জন
ফেরেশতা ধূপগাহের ডান পাশে দাঁড়িয়ে তাঁকে
দর্শন দিলেন। ১২ তাঁকে দেখে জাকারিয়ার মন
অস্থির হয়ে উঠলো, ভীষণ ভয় তাঁকে পেয়ে
বসলো। ১৩ কিন্তু ফেরেশতা তাঁকে বললেন,

[১:২] ইউ ১৫:২৭; ইব ২:৩; ১পিতর ৫:১; ২পিতর ১:১৬; ১ইউ ১:১।
[[১:৫] মথি ২:১; ১খান্দান ২৪:১০।
[১:৬] পয়দা ৬:৯; লূক ২:২৫।
[১:৮] ১খান্দান ২৪:১৯; ২খান্দান ৮:১৪।
[১:৯] প্রেরিত ১:২৬; হিজ ৩০:৭,৮; ১খান্দান ২৩:১৩; ২খান্দান ২৯:১১; জবুর ১৪১:২।
[১:১০] লেবীয় ১৬:১৭।

১:১ স্বচক্ষে দেখেছেন এবং কালামের সেবা করে এসেছেন। লূক যদিও প্রত্যক্ষদর্শী নন, তথাপি তিনি তাদের থেকে সাক্ষ্য গ্রহণ করেছিলেন যারা প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন এবং সুসমাচার ছড়িয়ে দেওয়ার ব্রত নিয়ে নিজেদেরকে উৎসর্গ করেছিলেন। প্রেরিতিক তবলিগ ও ঈসা মসীহের পরিচর্যা কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তিদের সাথে সাক্ষাৎ তাঁর জন্য সহজলভ্য ছিল।

১:২ সম্পূর্ণভাবে গৃহীত বিষয়াবলীর বিবরণ। পুরাতন নিয়মে যেসব বিষয়ের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল তার মধ্যে যেগুলো এখন পুরোপুরি সম্পাদিত হয়েছে।

১:৩ সবিশেষ অনুসন্ধান করেছি বলে। ঐতিহাসিক পুঙ্খানুপুঙ্খতায় লূকের বৃত্তান্ত সঠিক, কারণ তা প্রত্যেক দিক থেকে যাচাই-বাছাই করা হয়েছে। পাক-রূহের অনুপ্রেরণা মানবীয় প্রচেষ্টাকে বাতিল করে না। বিবরণটি সম্পূর্ণ, যা ঈসা মসীহের পার্থিব জীবনের আরম্ভ থেকে শুরু করা হয়েছে। তিনি ঘটনার তথ্যসমূহকে সুশৃঙ্খলভাবে ও অর্থপূর্ণভাবে সাজিয়েছেন।

মহামহিম। পৌল গর্ভনর ফিলিক্স (প্রেরিত ২৪:৩) এবং ফিষ্টের (প্রেরিত ২৬:২৫) জন্য এ সম্মানজনক পরিভাষা ব্যবহার করেছেন।

থিয়ফিল। ভূমিকা দেখুন।

১:৪ সত্যি কি না তা জানতে পারেন। ইউহোন্না লিখিত সুসমাচারের উদ্দেশ্য (ইউ ২০:৩১) তুলনা করুন।

১:৫ এহুদিয়ার বাদশাহ্ হেরোদ। মহান হেরোদ ৩৭-৪ খ্রীষ্টপূর্ব সময়কালে শাসন করেছেন এবং তাঁর রাজ্যে সামেরিয়া, গালীলী, পেরিয়া ও সিরিয়ার অনেক অংশ অন্তর্ভুক্ত ছিল (মথি ২:১ আয়াতের নোট দেখুন)। যে সময়ের কথা এখানে বলা হচ্ছে তা সম্ভবত ৭-৬ খ্রীষ্টপূর্ব।

জাকারিয়া ... এলিজাবেত। বাপ্তিস্মদাতা ইয়াহিয়ার পিতা-মাতা; উভয়ে হারুনের ইমামীয় বংশ থেকে এসেছেন।

অবিয়ের পালা। বাদশাহ্ দাউদের সময় ইমামদেরকে ২৪টি ভাগে সংগঠিত করা হয়েছিল এবং অবিয় ছিলেন এদের একটি ভাগের নেতা (নহি ১২:১২; ১ খান্দান ২৪:১০)।

১:৬ ধার্মিক ... নির্দোষভাবে চলতেন। তারা গুনাহ্‌বিহীন নন, কিন্তু আল্লাহ্‌র আদেশ পালনে বিশ্বস্ত ও একনিষ্ঠ ছিলেন। শামাউন (২:২৫) ও ইউসুফকেও (মথি ১:১৯) এ ধরনের বিশেষণ ব্যবহার করা হয়েছে।

১:৭ সন্তান ছিল না। ২৫ আয়াতের নোট দেখুন। একজন ইহুদী নারীর জন্য নিঃসন্তান হওয়া মহা নিন্দার বিষয় ছিল (১:২৫; পয়দা ৩০:২৩) এবং মাঝে মাঝে তা গুনাহের শাস্তি বলে ধরা হত। কিন্তু ৬ আয়াত আমাদেরকে ভিন্ন কথা বলে; প্রকৃতপক্ষে বন্ধ্যা নারীর সন্তানের জন্ম হওয়া অনেক সময় মানুষের জন্য মহা অনুগ্রহের নিদর্শন (উদাহরণ, ইসহাক, গিদিয়োন ও শামুয়েল)।

১:৮ নিজের পালা অনুসারে। লেবীয়দের বৃহৎ ইমামীয় বংশকে চব্বিশটি উপ-বিভাগে বিভক্ত করা হয়েছিল, অবিয়ের বংশ (আয়াত ৫) ছিল তার মধ্যে অষ্টম বংশ (১ খান্দান ২৪:১০)। বছরে দু'সপ্তাহের জন্য প্রত্যেকটি বিভাগ বায়তুল মোকাদ্দসে ইমামতির দায়িত্ব পালন করতো, তাই অনেক ইমাম বছরের বাকি সময় ভিন্ন পেশায় নিয়োজিত থেকে জেরুশালেম থেকে দূরে কোথাও কাটাতেন (আয়াত ২৩)।

১:৯ ধূপ জ্বালাতে হল। ইমামদের প্রধান কর্তব্যের একটি হচ্ছে মহাপবিত্র স্থানের সামনের ধূপগাহে ধূপ প্রজ্জ্বলিত রাখা। তিনি সকালের কোরবানীর পূর্বে আবার সান্ধ্যকালীন কোরবানীর পরে মহাপবিত্র স্থানের সামনে ধূপ জ্বালাবেন (হিজ ৩০:৬-৮)। স্বাভাবিকভাবে একজন ইমাম এই সুযোগ খুব কমই লাভ করতেন এবং অনেকে কখনোই সে সুযোগ পেতেন না, যেহেতু এই দায়িত্বটি গুলিবাঁট দ্বারা নির্ধারণ করা হত। গুলিবাঁটের গুলি সচরাচর ছোট পাথর বা কাঠের টুকরা দিয়ে তৈরি হত। মাঝে মাঝে তীর ব্যবহার করা হত (উযা ২১:২১; নহি ১১:১)। কাপড়ের ভাঁজে কয়েকটি নুড়ি পাথর বা কাঠের টুকরো রেখে নেড়ে-চেড়ে মাটিতে ফেলা হত এবং যে পাশটি উপরের দিকে মুখ করে থাকতো তার ভিত্তিতে ইমাম নির্ধারণ করা হত। এটি কোন সম্ভাব্যতা বিচার নয়, বরং আল্লাহ্‌র পরিকল্পনা সম্পর্কে জানার একটি উপায় (হেদায়েত ১৬:৩৩; ইউনুস ১:৭; প্রেরিত ১:২৬)।

১:১১ প্রভুর এক জন ফেরেশতা। ১৯ আয়াত দেখুন।

ধূপগাহের ডান পাশে। দক্ষিণ দিকে, কারণ ধূপগাহটি পূর্বমুখী ছিল।

১:১২ ভয়। ফেরেশতাদের দর্শন পাওয়ার পর সাধারণ প্রতিক্রিয়া, যেরূপ গিদিয়োন (কাজী ৬:২২-২৩) এবং মানোহ

BACIB
International Bible
CHURCH

জাকারিয়া

জাকারিয়া ছিলেন বায়তুল মোকাদ্দসের ইমামদের একজন। সবার আগে তাঁকেই প্রথম জানানো হয়েছিল যে, আল্লাহ্ স্বয়ং এই দুনিয়াতে মানুষ রূপে নেমে আসবেন। জাকারিয়া ও তাঁর স্ত্রী এলিজাবেত উভয়ে ধার্মিক হিসেবে অত্যন্ত সুপরিচিত ছিলেন। কিন্তু তাঁদের কোন সন্তান ছিল না, যা নিয়ে তাদের মনে অনেক দুঃখ ছিল। ইহুদী সংস্কৃতিতে সন্তান না হওয়াকে আল্লাহ্র অভিশাপ বলে মনে করা হত। তাঁরা দু'জনেই অত্যন্ত বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন এবং সন্তানের আশা ছেড়েই দিয়েছিলেন।

ইমামেরা বছরে দু'বার বায়তুল-মোকাদ্দসে সেবা কাজ করতেন, এবং প্রতিবার তারা শুধুমাত্র এক সপ্তাহের জন্য তা করতেন। এভাবেই একবার যখন ইমাম জাকারিয়া সোনার পবিত্র ধূপগাহে গিয়ে পবিত্র সুগন্ধি ধূপ জ্বালিয়ে সেবা কাজ করছিলেন, তখন মাবুদের ফেরেশতা জিবরাইল ঘোষণা করেছিলেন যে, তাঁর স্ত্রী এলিজাবেত, যিনি আর এক ইমাম পরিবারের সন্তান, তার গর্ভে একটি পুত্র সন্তান হবে, যার নাম হবে ইয়াহিয়া, আর তিনিই হবেন দীর্ঘ প্রতীক্ষিত খোদাবন্দ্ ঈসা মসীহের পথ প্রস্তুতকারী, লূক ১:১২-১৭। এই শুভ সংবাদ যখন তিনি বিশ্বাস করলেন না, তখন তিনি ততদিন পর্যন্ত বোবা হয়ে রইলেন, যতদিন না এই প্রতিজ্ঞাত ঘোষণা সত্য প্রমাণিত হল। নয় মাস পরে এলিজাবেতের সন্তানের জন্ম হল, আর জাকারিয়া একটি লেখার পাতে নাম লিখে দিলেন যে, শিশুটির নাম হবে ইয়াহিয়া, আর তখনই তার মুখ ও জিহ্বা খুলে গেল, আর তিনি আল্লাহ্ মাবুদের প্রশংসা করলেন। এভাবে এই শিশুটি (তরিকাবন্দীদাতা ইয়াহিয়া) অন্তরে বলবান হয়ে নির্দিষ্ট সময়ের আগেই জন্মেছিলেন, লূক ১:৮০।

সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:

- একজন ধার্মিক মানুষ হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন।
- আল্লাহ্র একজন নিবেদিত-প্রাণ ইমাম ছিলেন।
- হাতের গোণা সেই সব লোকদের একজন, যাদের সাথে ফেরেশতারা সরাসরি কথা বলেছেন।

দুর্বলতা ও যে সব ভুল করেছেন:

- নিজের বার্ধক্যের জন্য আল্লাহ্ কর্তৃক তাঁর ছেলের জন্ম হওয়ার ওয়াদাকে সাময়িকভাবে সন্দেহ করেছেন।

তাঁর জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:

- শারীরিক সীমাবদ্ধতা আল্লাহ্র কাজকে প্রতিহত করতে পারে না।
- আল্লাহ্ তাঁর ইচ্ছা অনেক সময় অপ্রত্যাশিত কোন ঘটনার মধ্য দিয়েও সম্পাদন করে থাকেন।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- **কাজ:** বায়তুল মোকাদ্দসের ইমাম
- **আত্মীয়-স্বজন:** স্ত্রী: এলিজাবেত, পুত্র: বাপ্তিস্মদাতা ইযাহিয়া
- **সমসাময়িক যারা ছিলেন:** ইউসুফ, মরিয়ম, মহান হেরোদ।

মূল আয়াত: "তাঁরা দু'জন আল্লাহ্র সাক্ষাতে ধার্মিক ছিলেন, প্রভুর সমস্ত হুকুম ও নিয়ম অনুসারে নির্দোষভাবে চলতেন। তাঁদের কোন সন্তান ছিল না, কেননা এলিজাবেত বন্ধ্যা ছিলেন এবং দু'জনেরই অধিক বয়স হয়েছিল।" (লূক ১:৬,৭)

লূক ১ অধ্যায়ে জাকারিয়ার কথা পাওয়া যায়।

এলিজাবেত

এলিজাবেত ছিলেন ঈসা মসীহের মা মরিয়মের বোন। তাঁর স্বামী ছিলেন ইমাম জাকারিয়া এবং তাঁর পিতার নাম ছিল হারুন। এলিজাবেত ও জাকারিয়া দু'জনেরই অনেক বয়স হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু কোন সন্তান তাঁদের ছিল না। ইসরাইলের মত সমাজে, যেখানে নারীর গুরুত্ব নির্ধারণ করা হত তার সন্তান ধারণের সক্ষমতার উপরে, সেখানে নিঃসন্তান থাকাটা এলিজাবেতের জন্য নিঃসন্দেহে অত্যন্ত বেদনাদায়ক ছিল। কিন্তু তারপরও তাঁরা দু'জনেই আল্লাহ্‌র প্রতি অত্যন্ত বিশ্বস্ত ছিলেন।

জাকারিয়া তাঁর ইমামতির দায়িত্ব পালন করার জন্য প্রতি বছর দুই সপ্তাহ জেরুশালেম বায়তুল মোকাদ্দসে থাকতেন। একবার এমনই এক দায়িত্ব পালনের শেষে জাকারিয়া বোবা অবস্থায় ঘরে ফিরে আসেন। তিনি যে সুসংবাদ পেয়েছিলেন তা তাঁকে লিখে জানাতে হয়েছিল, কারণ তিনি কথা বলতে পারছিলেন না। এলিজাবেত বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন, কারণ তাদের প্রায় বিলীন হয়ে যাওয়া স্বপ্ন অবশেষে সত্যি হতে চলেছে! এলিজাবেত গর্ভবতী হলেন এবং তিনি বুঝলেন আল্লাহ্‌র কাছ থেকে তিনি তাঁর বহু আ-কাঙ্ক্ষিত সেই উপহার পেতে চলেছেন।

আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে দ্রুত এ কথা ছড়িয়ে পড়ল। সত্তর মাইল উত্তরে অবস্থিত নাসরতে এলিজাবেতের বোন মরিয়মও অপ্রত্যাশিতভাবে গর্ভবতী হলেন। তিনিই যে নাজাতদাতা মসীহের মা হতে চলেছেন, ফেরেশতার কাছ থেকে এই বার্তা পাওয়ার পর মরিয়ম এলিজাবেতের সাথে দেখা করতে চললেন। তাঁরা দু'জনেই পাক-রূহের রহমতে পরিপূর্ণ হয়েছিলেন। এলিজাবেত জানতেন যে, মরিয়মের সন্তান তাঁর নিজ সন্তানের চেয়েও মহান ব্যক্তি হবেন, কারণ ইয়াহিয়া হবেন মরিয়মের সন্তানের অগ্রদূত।

শিশুটির যখন জন্ম হল, এলিজাবেত তখন তার আল্লাহ্‌-প্রদত্ত নামটি রাখতে চাইলেন: ইয়াহিয়া। জাকারিয়া কথা বলতে না পারায় লিখে এই নামের প্রতি তাঁর সম্মতি জ্ঞাপন করলেন। শহরের প্রত্যেকে অবাক হয়ে ভাবতে লাগল এই শিশুটি বড় হয়ে কে হবেন! এলিজাবেত আল্লাহ্‌র কাছ থেকে এই মহান উপহার পেয়ে তাঁর প্রশংসা ও গৌরব করলেন।

সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:

- অত্যন্ত ধার্মিক ও রূহানিক একজন নারী ছিলেন।
- আল্লাহ্‌র ওয়াদা পূরণে কোন ধরনের সন্দেহ পোষণ করেন নি।
- বাপ্তিস্মদাতা ইয়াহিয়ার মা।
- মরিয়মের কাছ থেকে নাজাতদাতার আগমনের সংবাদ পাওয়া প্রথম ব্যক্তি।

তাঁর জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:

- আল্লাহ্‌র প্রতি যারা বিশ্বস্ত থাকেন, তাদেরকে আল্লাহ্‌ কখনো ভুলে যান না।
- আল্লাহ্‌ পরিকল্পনা ও কাজের পদ্ধতি আমাদের প্রত্যাশা অনুসারে নাও হতে পারে।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- **কাজ:** গৃহিণী
- **আত্মীয়-স্বজন:** স্বামী: জাকারিয়া, পুত্র: বাপ্তিস্মদাতা ইয়াহিয়া, বোন: মরিয়ম
- **সমসাময়িক যারা ছিলেন:** ইউসুফ, মরিয়ম।

মূল আয়াত: "আর আমার প্রভুর মা আমার কাছে আসবেন, আমার এমন সৌভাগ্য কোথা থেকে হল? কেননা দেখ, তোমার সালামের আওয়াজ আমার কানে প্রবেশ করা মাত্র শিশুটি আমার জঠরে উল্লাসে নেচে উঠলো। আর ধন্য যিনি ঈমান আনলেন, কারণ প্রভু হতে যা যা তাঁকে বলা হয়েছিল সেসব সিদ্ধ হবে" (লূক ১:৪৩-৪৫)।

জাকারিয়া, ভয় করো না, কেননা তোমার
ফরিয়াদ গ্রাহ্য হয়েছে, তোমার স্ত্রী এলিজাবেত
তোমার জন্য পুত্র প্রসব করবেন ও তুমি তার নাম
ইয়াহিয়া রাখবে। ১৪ আর তোমার আনন্দ ও
উল্লাস হবে এবং তার জন্মে অনেকে আনন্দিত
হবে। ১৫ কারণ সে প্রভুর সম্মুখে মহান হবে এবং
আঙ্গুর-রস বা সুরা কিছুই পান করবে না; আর
সে মায়ের গর্ভ থেকেই পাক-রূহে পরিপূর্ণ হবে;
১৬ এবং বনি-ইসরাইলদের মধ্যে অনেককে
তাদের আল্লাহ্‌ মালিকের প্রতি ফিরাবে। ১৭ সে
তাঁর সম্মুখে ইলিয়াসের রূহে ও পরাক্রমে গমন
করবে, যেন পিতাদের অন্তর সন্তানদের প্রতি ও
অবাধ্যদেরকে ধার্মিকদের বিজ্ঞতায় চলবার জন্য
ফিরাতে পারে, প্রভুর জন্য সুসজ্জিত এক দল
লোককে প্রস্তুত করতে পারে। ১৮ তখন
জাকারিয়া ফেরেশতাকে বললেন, কেমন করে
আমি তা জানতে পারব? কেননা আমি বৃদ্ধ এবং
আমার স্ত্রীরও অনেক বয়স হয়েছে। ১৯ ফেরেশতা
জবাবে তাঁকে বললেন, আমি জিবরাইল, আল্লাহ্‌র
সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাকি, তোমার সঙ্গে কথা বলবার
ও তোমাকে এসব বিষয়ের সুখবর দেবার জন্য
প্রেরিত হয়েছি। ২০ আর দেখ, এসব যেদিন
ঘটবে, সেদিন পর্যন্ত তুমি নীরব থাকবে, কথা
বলতে পারবে না; যেহেতু আমার এই সকল
বাক্য যা যথাসময়ে সফল হবে, তাতে তুমি
বিশ্বাস করলে না।
২১ আর লোকেরা জাকারিয়ার অপেক্ষা করছিল
এবং বায়তুল-মোকাদ্দসের মধ্যে তাঁর বিলম্ব
হওয়াতে তারা আশ্চর্য জ্ঞান করতে লাগল।
২২ পরে তিনি বাইরে এসে তাদের কাছে কথা
বলতে পারলেন না; তখন তারা বুঝলো যে,
বায়তুল-মোকাদ্দসের মধ্যে তিনি কোন দর্শন
পেয়েছেন; আর তিনি তাদের কাছে নানা সঙ্কেত
করতে থাকলেন এবং বোবা হয়ে রইলেন।
২৩ পরে তাঁর এবাদতের সময় পূর্ণ হলে তিনি
নিজের বাড়িতে চলে গেলেন।
২৪ এই সময়ের পরে তাঁর স্ত্রী এলিজাবেত
গর্ভবতী হলেন; আর তিনি পাঁচ মাস নিজেকে
সঙ্গোপনে রাখলেন, বললেন, ২৫ লোকদের মধ্যে
আমার অপযশ খণ্ডাবার জন্য এই সময়ে
দৃষ্টিপাত করে প্রভু আমার প্রতি এরকম ব্যবহার
করেছেন।

[১:১৩] আঃ ৩০; মথি ১৪:২৭; ৩:১; আঃ ৬০:৬৩।
[১:১৪] আঃ ৫৮।
[১:১৫] শুমারী ৬:৩; লেবীয় ১০:৯; কাজী ১৩:৪; লূক ৭:৩৩; আঃ ৪১:৬৭; প্রেরিত ২:৪; ৪:৮,৩১; ৬:৩,৫; ৯:১৭; ১১:২৪; ১০:৪৪; ইফি ৫:১৮; ইয়ার ১:৫; গালা ১:১৫।
[১:১৭] পয়দা ১৫:৮; ১৭:১৭; আঃ ৩৪।
[১:১৯] আঃ ২৬; দানি ৮:১৬; ৯:২১।
[১:২০] যাত্রা ৪:১১; ইহি ৩:২৬।
[১:২২] আঃ ৬২।
[১:২৫] পয়দা

(কাজী ১৩:২২)-এর ক্ষেত্রে হয়েছিল।

১:১৩ ভয় করো না। নিশ্চয়তা প্রদানের এই কথা পুরাতন নিয়ম ও ইঞ্জিল শরীফে অনেকবার দেওয়া হয়েছে (লূক ১:৩০; ২:১০; ৫:১০; ৮:৫০; ১২:৭; পয়দা ১৫:১; ২১:১৭; ২৬:২৪; দ্বি.বি. ১:২১; ইউসা ৮:১)।

ইয়াহিয়া। নামটির হিব্রু বুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে, 'মাবুদ অনুগ্রহ-শীল'। ঈসা মসীহের পরিচর্যা কাজের মুখবন্ধ হিসেবে লূক বাপ্তিস্মদাতা ইয়াহিয়ার জন্মের কাহিনী সম্পৃক্ত করেন। সুসমাচারের মূল কাহিনীটির প্রারম্ভেই মসীহের অগ্রদূতের জন্মের ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন, যিনি প্রভুর আগমনের জন্য লোকদের প্রস্তুত করবেন (১:১৬,৭৬)। পুরাতন নিয়মের এই সকল ঘটনার ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল, আর তারই পূর্ণতা আমরা এই ঘটনার মধ্য দিয়ে দেখতে পাই। লেখক এখানে নবী ইয়াহিয়ার আগমন ঘোষণা করেছেন অত্যন্ত গৌরব ও মহিমার সাথে, কারণ ইয়াহিয়া সেই সময়কার লোকদের মধ্যে সবচেয়ে মহান মানুষ (৭:২৮)। তাঁর পিতা-মাতা সেই যুগের অন্যতম ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর পিতা জাকারিয়া ইমামতির দায়িত্ব পালন করার সময়েই ফেরেশতার কাছ থেকে দর্শনের মাধ্যমে তিনি জানতে পারেন যে, তাঁর মুনাজাতের উত্তর হিসেবে তাঁর পুত্র জন্মগ্রহণ করবেন। সেই সন্তান মানুষের জন্য আনন্দ বয়ে আনবে নতুন ইলিয়াস হিসেবে তাঁর ভূমিকার মধ্য দিয়ে (মালাখি ৪:৫)।

১:১৪ আনন্দ ও উল্লাস। প্রারম্ভিক অধ্যায়ের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় (১:১৪,৪৪,৪৭,৫৮; ২:১০)।

১:১৫ আঙ্গুর-রস বা সুরা। সম্ভবত ইয়াহিয়া আসক্তিজনক পানীয় থেকে বিরত থাকার নাসরীয় ব্রতের অধীনে ছিলেন (শুমারী ৬:১-৪)। যদি তা হয়, তিনি ছিলেন একজন জীবনব্যাপী নাসরীয়, যেরূপ ছিলেন শামাউন (কাজী ১৩:৪-৭) এবং শামুয়েল (১ শামু ১:১১)।

১:১৭ ইলিয়াস। ইয়াহিয়া মাংসিক আকারে প্রত্যাবর্তনকারী ইলিয়াস নন (ইউ ১:২১), কিন্তু তিনি পুরাতন নিয়মের মন পরিবর্তনের তবলিগকারীর মত কাজ করেছেন এবং সে কারণেই তিনি মালাখি ৪:৫-৬ আয়াতের পূর্ণতা সাধনকারী (মথি ১১:১৪; ১৭:১০-১৩)।

যেন পিতাদের অন্তর সন্তানদের প্রতি। মালাখি ৪:৬ আয়াত দেখুন।

প্রভুর জন্য সুসজ্জিত এক দল লোক। ইয়াহিয়া ইশাইয়ার ভবিষ্যদ্বাণীর পরিপূর্ণতা সাধন করতে সাহায্য করেছিলেন (ইশা ৪০:৩-৫), যেরূপ লূক ৩:৪-৬ আয়াতে দেখা যায়।

১:১৮ কেমন করে আমি তা জানতে পারব?। ইব্রাহিম (পয়দা ১৫:৮), গিদিয়োন (কাজী ৬:১৭) এবং হিষ্কিয়ের (২ বাদশাহ্‌ ২০:৮) মত জাকারিয়া একটি চিহ্ন চাইলেন (১ করি ১:২২ আয়াতের সাথে তুলনা করুন)।

১:১৯ জিবরাইল। নামটি অর্থ "আল্লাহ্‌ আমার প্রভু" বা "আল্লাহ্‌র শক্তিমান লোক" হতে পারে। পাক-কিতাবে কেবলমাত্র দু'জন ফেরেশতার নাম ও পরিচয় পাওয়া যায়; তাঁরা হচ্ছেন জিবরাইল (দানি ৮:১৬; ৯:২১) এবং মিকাইল (দানি ১০:১৩,২১; এহুদা ৯; প্রকা ১২:৭)।

১:২১ লোকেরা জাকারিয়ার অপেক্ষা করছিল। তারা অপেক্ষা করছিল যেন জাকারিয়া পবিত্র স্থান থেকে বেরিয়ে এসে তাদের উদ্দেশে দোয়া উচ্চারণ করতে পারেন, যে দোয়া হযরত হারুন বনি-ইসরাইলদের জন্য উচ্চারণ করতেন (শুমারী ৬:২৪-২৬)।

১:২৩ তাঁর এবাদতের সময়। প্রত্যেক ইমাম প্রতি ছয় মাসে একবার এক সপ্তাহের এবাদত চালানোর জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত থাকতেন।

নিজের গৃহে। আয়াত ৩৯ দেখুন।

১:২৪ নিজেকে সঙ্গোপনে রাখলেন। মাবুদ যে তাঁর বন্ধ্যাত্ব দূর করেছেন সেই আনন্দ ও কৃতজ্ঞতার প্রকাশ।

১:২৫ লোকদের মধ্যে ... অপযশ খণ্ডাবার জন্য ... প্রভু আমার প্রতি...। কেবলমাত্র সন্তানের অভাব ব্যক্তিগত সুখ থেকে পিতা

ঈসা মসীহের জন্মের আগাম সংবাদ

২৬ পরে ষষ্ঠ মাসে জিবরাইল ফেরেশতা
আল্লাহ্‌র কাছ থেকে গালীল দেশের নাসরত
নামক নগরে এক জন কুমারীর কাছে প্রেরিত
হলেন, ২৭ তিনি দাউদ-কুলের ইউসুফ নামক এক
জন পুরুষের বাগ্‌দত্তা ছিলেন; সেই কুমারীর নাম
মরিয়ম। ২৮ ফেরেশতা গৃহের মধ্যে তাঁর কাছে
এসে বললেন,

আস্‌সালামো আলাইকুম!
তুমি মহা অনুগ্রহ লাভ করেছ;
প্রভু তোমার সহবর্তী।

২৯ কিন্তু তিনি সেই কথায় ভীষণ অস্থির হয়ে
উঠলেন, আর মনে মনে ভাবতে লাগলেন, এ
কেমন সালাম? ৩০ ফেরেশতা তাঁকে বললেন,
মরিয়ম, ভয় করো না, কেননা তুমি আল্লাহ্‌র
কাছ থেকে রহমত লাভ করেছ। ৩১ আর দেখ,
তুমি গর্ভবতী হয়ে পুত্র প্রসব করবে ও তাঁর নাম
ঈসা রাখবে। ৩২ তিনি মহান হবেন, আর তাঁকে
ইবনুল্লাহ্‌ বলা হবে; আর প্রভু আল্লাহ্‌ তাঁর পিতা
দাউদের সিংহাসন তাঁকে দেবেন; ৩৩ তিনি
ইয়াকুব-কুলের উপরে যুগে যুগে রাজত্ব করবেন
ও তাঁর রাজ্যের শেষ হবে না। ৩৪ তখন মরিয়ম
ফেরেশতাকে বললেন, এটি কিভাবে হবে,
কেননা আমি তো এক জন কুমারী?

৩০:২৩; ইশা ৪:১।
[১:২৬] আঃ ১৯; মথি ২:২৩।
[১:২৭] মথি ১:১৬, ১৮,২০; লূক ২:৪।
[১:৩১] লূক ২:২১।
[১:৩২] মার্ক ৫:৭; মথি ১:১।
[১:৩৩] ২শামু ৭:১৬; জবুর ৮৯:৩,৪; ইশা ৯:৭; ইয়ার ৩৩:১৭; দানি ২:৪৪; ৭:১৪,২৭; মিকাহ্‌ ৪:৭; ইব ১:৮।

-মাতাদেরকে বঞ্চিত করে না, কিন্তু তৎকালীন প্রেক্ষাপটে সাধারণভাবে এটিকে বেহেশতী অভিশাপ বিবেচনা করা হত এবং সমাজে তা নিন্দার বিষয় ছিল (পয়দা ১৬:২ আয়াতে সারা; ২৫:২১ আয়াতে রেবেকা; ৩০:২৩ আয়াতে রাহেলা; ১ শামু ১:১-১৮ আয়াতে হান্নার বিবরণ দেখুন; এছাড়া লেবীয় ২০:২০-২১; জবুর ১২৮:৩; ইয়ার ২২:৩০ আয়াতও দেখুন)।

১:২৬ এক জন কুমারীর কাছে প্রেরিত হলেন। ঈসার মসীহের জন্ম বিষয়ক ঘোষণা প্রায় পূর্ববর্তী ঘটনাটির মতই, কিন্তু এখানে শিশুটির মাকে তাঁর জন্মের সংবাদ দান করা হয়েছে যিনি ছিলেন একজন অবিবাহিতা কুমারী। জাকারিয়ার মত তিনিও বেহেশতী দর্শনে ভীত হয়েছিলেন এবং 'ধন্যা' হিসেবে সম্বোধিত হয়ে তিনি বিহ্বল হয়েছিলেন। ফেরেশতা তাঁকে আল্লাহ্‌র এই অনুগ্রহের কথা জানান যে, শিশুটি মসীহ্‌ হবেন (ইশা ৭:১৪)। সম্ভবত মরিয়ম ফেরেশতার কথায় বুঝেছিলেন যে, তিনি তাৎক্ষণিকভাবে গর্ভধারণ করবেন এবং বিয়ের আগে কীভাবে তা সম্ভব তা তিনি কল্পনা করতে পারছিলেন না। ফেরেশতা বিষয়টি পরিষ্কার করেন যে, তাঁর পুত্র সত্যিকার ও প্রকৃতভাবে আল্লাহ্‌র পুত্র হবেন; তাই শিশুটির পবিত্রতার জন্য পাক-রূহের ক্ষমতায় তাঁর জন্ম হবে। এ কথা নিশ্চিত করতে ফেরেশতা এলিজাবেতের অভিজ্ঞতার কথা বলেন এবং মরিয়ম তা গ্রহণ করেন।

১:২৬ ষষ্ঠ মাসে। ইয়াহিয়াকে গর্ভে ধারণের সময় থেকে ছয় মাস পরে।

নাসরত। মথি ২:২৩ আয়াতের নোট দেখুন।

১:২৭ বাগ্‌দত্তা ছিলেন। মথি ১:১৮ আয়াতের নোট দেখুন।

মরিয়ম। ইঞ্জিল শরীফে ৬ জন মরিয়ম রয়েছেন:

১. ঈসা মসীহের মা মরিয়ম, যাকে পরিষ্কারভাবে এই অধ্যায়ে চিহ্নিত করা হয়েছে।
২. প্রেরিত ইয়াকুবের (ছোট ইয়াকুব) মা মরিয়ম (মার্ক ১৫:৪০), যিনি ক্লোপার স্ত্রী (ইউ ১৯:২৯), যে ক্লোপাকে আলফেয় বলে মনে করা হয় (মথি ১০:৩; মার্ক ৩:১৮; লূক ৬:১৫)। তিনি ঈসা মসীহের মা মরিয়মের জ্ঞাতি বোন। এই মরিয়ম ক্রুশারোপণের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন (মথি ২৭:৫৬; মার্ক ১৫:৪০; ইউ ১৯:২৫), মসীহের কবর দেখতে গিয়েছিলেন (মার্ক ১৫:৪৭; ১৬:১; লূক ২৪:১০) এবং সম্ভবত সেসব মহিলাদের সাথে ছিলেন, যারা পুনরুত্থানের দিনে পুনরুত্থিত ঈসাকে দেখেছিলেন (মথি ২৮:৭-৯; লূক ২৪:৯,২২-২৪)। কেউ কেউ মনে করেন যে, এই মরিয়ম ঈসা মসীহের মা মরিয়মের আপন বোন, কিন্তু দুই সহোদর বোনের একই নাম হওয়াটা একেবারেই অসম্ভব।
৩. মার্থা ও লাসারের বোন, বৈথনিয়ার মরিয়ম; তাঁর নাম ধরে উল্লেখ করা হয়েছে কেবল লূক ১০:৩৯,৪২; ইউ ১১: ১,২,১৯,২০,২৮,৩১, ৩২,৪৫; ১২:৩ আয়াতে; কিন্তু মথি ২৬:৭ ও মার্ক ১৪:৩-৯ আয়াতে পরোক্ষভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে।
৪. মগ্দলিনী মরিয়ম, মগ্দলা অঞ্চলের একজন মহিলা, যার ভেতর থেকে সাতটি বদ-রূহ্‌ বের করা হয়েছিল (লূক ৮:২)। তাঁর নাম 'মগ্দলিনী' শব্দটি ছাড়া কখনও উল্লেখ করা হয়নি এবং গুনাহ্‌গার মহিলাটির সাথে তাঁকে মিলিয়ে ফেলা ঠিক হবে না, যে মহিলাটি গালীলের এক নগরীতে নাজাতদাতার পায়ে আতর মাখিয়ে অভিষেক করেছিলেন (লূক ৭:৩৬-৫০)।
৫. ইউহোন্না মার্ক-এর মা মরিয়ম, যিনি বার্ণবার বোন (প্রেরিত ১২:১২)।
৬. রোমের এক ঈসায়ী ঈমানদার নারী, যার কাছে পৌল তাঁর সম্ভাষণ জানিয়েছিলেন (রোমীয় ১৬:১৬)।

১:২৮ আস্‌সালামো আলাইকুম! সম্ভাষণ বাণী; ল্যাটিন ভাষায় *এভা মারিয়া* (Ave Maria)।

১:৩১ ঈসা। মথি ১:২১ আয়াতের নোট দেখুন।

১:৩২ ইবনুল্লাহ্‌। এ উপাধির দু'টো অর্থ রয়েছে: ১. আল্লাহ্‌র বেহেশতী পুত্র; এবং ২. নির্দিষ্ট সময়ে জন্মগ্রহণকারী মসীহ্‌। দ্বিতীয় অর্থটি তাঁর মসীহ্‌ত্বকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছে (আয়াত ৩২-৩৩)।

তাঁর পিতা দাউদ। মরিয়ম এবং ইউসুফ দু'জনেই দাউদের বংশধর ছিলেন (মথি ১:১৬); তাই ঈসাকে সত্যিকার অর্থে দাউদের 'পুত্র' বলা যায়।

সিংহাসন। দাউদের বংশের সিংহাসন মসীহের অধিকার হিসেবে পুরাতন নিয়মে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে (২ শামু ৭:১৩, ১৬; জবুর ২:৬-৭; ৮৯:২৬-২৭; ইশা ৯:৬-৭)।

১:৩৩ যুগে যুগে। জবুর ৪৫:৬; প্রকা ১১:১৫ আয়াতের নোট দেখুন।

তাঁর রাজ্যের শেষ হবে না। যদিও মধ্যস্থতাকারীরূপে ঈসা মসীহের ভূমিকা একদিন শেষ হয়ে যাবে (১ করি ১৫:২৪-২৮), কিন্তু পিতা ও পুত্রের রাজ্য কখনও শেষ হবে না।

১:৩৪ এটি কিভাবে হবে? মরিয়ম অবিশ্বাস নিয়ে এ কথা জিজ্ঞেস করেন নি, যেটা জাকারিয়া করেছিলেন (আয়াত ২০,৪৫)।

BACIB
International Bible
CHURCH

৩৫ ফেরেশতা জবাবে তাঁকে বললেন, পাক-রূহ্‌
তোমার উপরে আসবেন এবং সর্বশক্তিমানের
শক্তি তোমার উপরে ছায়া করবে; এই কারণ যে
পবিত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করবেন, তাঁকে ইবনুল্লাহ্‌
বলা হবে। ৩৬ আর দেখ, তোমার জ্ঞাতি যে
এলিজাবেত, তিনিও বৃদ্ধ বয়সে পুত্র-সন্তান গর্ভে
ধারণ করেছেন; লোকে যাঁকে বন্ধ্যা বলতো, কিন্তু
এখন তাঁর ছয় মাস চলছে। ৩৭ কেননা আল্লাহ্‌র
কোন কালাম শক্তিহীন হবে না। ৩৮ তখন মরিয়ম
বললেন, দেখুন, আমি প্রভুর বাঁদী; আপনার কথা
অনুসারে আমার প্রতি ঘটুক। পরে ফেরেশতা
তাঁর কাছ থেকে চলে গেলেন।

বিবি এলিজাবেতের বাড়িতে মরিয়ম

৩৯ সেই সময়ে মরিয়ম উঠে তাড়াতাড়ি পাহাড়ী
অঞ্চলে এহুদার একটি নগরে গেলেন, ৪০ এবং
জাকারিয়ার বাড়িতে প্রবেশ করে এলিজাবেতকে
সালাম জানালেন। ৪১ আর এরকম হল, যখন
এলিজাবেত মরিয়মের সালাম শুনলেন, তখন
তাঁর গর্ভে শিশুটি নেচে উঠলো; আর এলিজাবেত
পাক-রূহে পূর্ণ হলেন এবং উচ্চরবে বললেন,
৪২ নারীদের মধ্যে তুমি ধন্য এবং ধন্য তোমার
গর্ভের ফল। ৪৩ আর আমার প্রভুর মা আমার
কাছে আসবেন, আমার এমন সৌভাগ্য কোথা
থেকে হল? ৪৪ কেননা দেখ, তোমার সালামের
আওয়াজ আমার কানে প্রবেশ করা মাত্র শিশুটি
আমার জঠরে উল্লাসে নেচে উঠলো। ৪৫ আর
তুমি ধন্যা, কেননা তুমি ঈমান আনলে, কারণ
প্রভু তাঁকে যা যা বলেছেন সেসব সিদ্ধ হবে।

মরিয়মের প্রশংসা গজল

৪৬ তখন মরিয়ম বললেন,
আমার প্রাণ প্রভুর মহিমা ঘোষণা করছে,
৪৭ আমার রূহ্‌ আমার নাজাতদাতা আল্লাহ্‌তে
উল্লসিত হয়েছে।
৪৮ কারণ তিনি তাঁর বাঁদীর নিচ অবস্থার প্রতি

[১:৩৫] মথি ১:১৮; ৪:৩; আঃ ৩২:৭৬; মার্ক ৫:৭; ১:২৪।
[১:৩৬] আঃ ২৪।
[১:৩৭] মথি ১৯:২৬।
[১:৩৯] আঃ ৬৫।
[১:৪২] কাজী ৫:২৪।
[১:৪৩] ইউ ১৩:১৩।
[১:৪৬] জবুর ৩৪:২,৩।
[১:৪৭] ১তীম ১:১; জবুর ১৮:৪৬; ইশা ১৭:১০; ৬১:১০; হাবা ৩:১৮; ২:৩; ৪:১০।
[১:৪৮] আঃ ৩৮; জবুর ১৩৮:৬; লূক ১১:২৭।
[১:৪৯] জবুর ৭১:১৯; ১১১:৯।
[১:৫০] হিজ ২০:৬; জবুর ১০৩:১৭।
[১:৫১] জবুর ৯৮:১; ইশা ৪০:১০; পয়দা ১১:৮; হিজ ১৮:১১; ২শামু ২২:২৮; ইয়ার১৩:৯; ৪৯:১৬।
[১:৫২] মথি ২৩:১২।
[১:৫৩] জবুর ১০৭:৯।
[১:৫৪] জবুর ৯৮:৩।
[১:৫৫] গালা ৩:১৬।
[১:৫৯] লূক ২:২১; পয়দা ১৭:১২;

দৃষ্টিপাত করেছেন;
কেননা দেখ, এখন থেকে পুরুষপরম্পরা
সকলে আমাকে ধন্যা বলবে।
৪৯ কারণ যিনি পরাক্রমী, তিনি আমার জন্য মহৎ
মহৎ কাজ করেছেন;
এবং তাঁর নাম পবিত্র।
৫০ আর যারা তাঁকে ভক্তিপূর্ণ ভয় করে,
তাঁর করুণা তাদের পুরুষপরম্পরায় বর্তে।
৫১ তিনি আপন বাহু দ্বারা বিক্রমের কাজ
করেছেন;
যারা নিজেদের হৃদয়ের কল্পনায় অহঙ্কারী,
তাদেরকে ছিন্নভিন্ন করেছেন।
৫২ তিনি বিক্রমীদেরকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে
দিয়েছেন ও নিচদেরকে উন্নত করেছেন।
৫৩ তিনি ক্ষুধার্তদেরকে উত্তম উত্তম দ্রব্যে
পরিপূর্ণ করেছেন,
এবং ধনবানদেরকে শূন্য হাতে বিদায়
করেছেন।
৫৪ তিনি তাঁর গোলাম ইসরাইলের উপকার
করেছেন,
যেন আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছে বলা তাঁর
করুণা অনুসারে,
৫৫ ইব্রাহিম ও তার বংশের প্রতি চিরতরে করুণা
স্মরণ করেন।
৫৬ আর মরিয়ম মাস তিনেক এলিজাবেতের
কাছে রইলেন, পরে নিজের বাড়িতে ফিরে
গেলেন।

হযরত ইয়াহিয়ার জন্ম

৫৭ পরে এলিজাবেতের প্রসবকাল সম্পূর্ণ হলে
তিনি পুত্র প্রসব করলেন। ৫৮ তখন তাঁর
প্রতিবেশী ও আত্মীয়রা শুনতে পেল যে, প্রভু
তাঁর প্রতি মহা করুণা করেছেন, আর তারা তাঁর
সঙ্গে আনন্দ করতে লাগল।
৫৯ পরে তারা অষ্টম দিনে বালকটির খৎনা করতে

১:৩৫ পবিত্র সন্তান। ঈসা কখনও গুনাহ্‌ করেন নি (২ করি ৫:২১; ইবরানী ৪:১৫; ৭:২৬; ১ পিতর ২:২২; ১ ইউ ৩:৫)। পবিত্র বলতে 'আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে পৃথকীকৃত' বা 'নৈতিকভাবে খাঁটি' বলা হয় নি; বরং এখানে বেহেশতী সত্তাবিশিষ্ট হওয়ার কথা বোঝানো হয়েছে (জবুর ৮৯:৫,৭ আয়াতের নোট দেখুন)।
সর্বশক্তিমানের শক্তি তোমার উপরে ছায়া করবে। পাক-রূহের আগমনকে শরীয়ত-তাঁবুতে আল্লাহ্‌র মহিমার উপস্থিতির প্রকাশভঙ্গি অনুসারে ব্যক্ত করা হয়েছে (হিজ ৪০:৩৫)।
১:৩৬ তোমার জ্ঞাতি যে এলিজাবেত। এলিজাবেত মরিয়মের বাবার দিক থেকে, বা মায়ের দিক থেকে, বা অন্য কোন্‌ সম্পর্কের দিক থেকে সম্পর্কিত তা জানা যায় না।
১:৪৪ উল্লাসে নেচে উঠলো। কোন এক অলৌকিক উপায়ে পাক-রূহ্‌ অজাত এই শিশুর মাঝে এমন অলৌকিক সাড়া তৈরি করেছিলেন যাতে শিশুটি নেচে উঠেছিল।
১:৪৬ আমার প্রাণ প্রভুর মহিমা ঘোষণা করছে...। লূক ১ ও ২ অধ্যায়ের চারটি গজলের এটি একটি (১:৬৮-৭৯; ২:১৪; ২:২৯-৩২)। এই প্রশংসা গজল "ম্যাগনিফিকেট" নামে পরিচিত যার অর্থ "গৌরবান্বিত করা।" এ গজলটি অনেকটা জবুর শরীফের গজলগুলোর মত এবং হান্নার গজলের সঙ্গেও এর তুলনা করা যেতে পারে (১ শামু ২:১-১০)।
১:৫০ যারা তাঁকে ভক্তিপূর্ণ ভয় করে। যারা আল্লাহ্‌কে শ্রদ্ধা করে এবং তাঁর ইচ্ছার সাথে মিল রেখে বাস করে।
১:৫১ আপন বাহু। আল্লাহ্‌র পরাক্রমী কাজের রূপক বর্ণনা। আল্লাহ্‌র কোন দেহ নেই, তিনি রূহ্‌ (ইউ ৪:২৪)।
১:৫৩ ক্ষুধার্তদেরকে। দৈহিকভাবে ও রূহানিক-ভাবে উভয় ক্ষেত্রে (মথি ৫:৬; ইউ ৬:৩৫)। আল্লাহ্‌র রাজ্যের আগমন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রভাবিত করে পরিবর্তন আনবে।
১:৫৪ আপন করুণা অনুসারে। গজলটি এই নিশ্চয়তা দিয়ে শেষ হয় যে, আল্লাহ্‌ তাঁর লোকদের প্রতি কৃত প্রতিজ্ঞায় অটল থাকবেন (পয়দা ২২:১৬-১৮)।
১:৫৬ মাস তিনেক। মরিয়ম যে ইয়াহিয়ার জন্ম পর্যন্ত এলিজাবেতের সাথে ছিলেন, এর প্রমাণ এখানে রয়েছে এবং এরপর তিনি নাসরতে তাঁর নিজ গৃহে ফিরে যান।

BACIB
International Bible CHURCH

আসল, আর তার পিতার নাম অনুসারে তার নাম
জাকারিয়া রাখতে চাইল। [৬০] কিন্তু তার মা
জবাবে বললেন, তা নয়, এর নাম ইয়াহিয়া রাখা
হবে। [৬১] তারা তাঁকে বললো, আপনার গোষ্ঠীর
মধ্যে এই নামে তো কাউকেও ডাকা হয় না।
[৬২] পরে তারা তার পিতাকে ইশারায় জিজ্ঞাসা
করলো, আপনার ইচ্ছা কি? এর কি নাম রাখা
যাবে? [৬৩] তিনি একখানি লিপিফলক চেয়ে নিয়ে
লিখলেন, এর নাম ইয়াহিয়া। তাতে সকলে
আশ্চর্য জ্ঞান করলো। [৬৪] আর তখনই তাঁর মুখ ও
তাঁর জিহ্বা খুলে গেল, আর তিনি কথা বললেন,
আল্লাহ্‌র প্রশংসা করতে লাগলেন। [৬৫] এতে
চারদিকের প্রতিবেশীরা সকলে ভয় পেল, আর
এহুদিয়ার পাহাড়ী অঞ্চলের সর্বত্র লোকে এ সব
কথা বলাবলি করতে লাগল। [৬৬] আর যত লোক
এই কথা শুনলো, সকলে তা মনে গেঁথে রেখে
বলতে লাগল, এই বালকটি তবে কি হবে? কারণ
প্রভুর হাত তাঁর সহবর্তী ছিল।

হযরত জাকারিয়ার ভবিষ্যদ্বাণী

[৬৭] তখন তার পিতা জাকারিয়া পাক-রূহে
পরিপূর্ণ হলেন এবং ভবিষ্যদ্বাণী বললেন; তিনি
বললেন,

[৬৮] ইসরাইলের আল্লাহ্‌ প্রভু ধন্য হোন;
কেননা তিনি তত্ত্বাবধান করেছেন,
তাঁর লোকদের জন্য মুক্তি সাধন করেছেন,
[৬৯] আর আমাদের জন্য তাঁর গোলাম দাউদের
কুলে নাজাতের এক শৃঙ্গ উঠিয়েছেন,
[৭০] –যেমন তিনি পুরাকাল থেকে তাঁর সেই
পবিত্র নবীদের মুখ দ্বারা বলে এসেছেন–
[৭১] আমাদের দুশমনদের হাত থেকে ও যারা
আমাদেরকে ঘৃণা করে,
তাদের সকলের হাত থেকে রক্ষা করেছেন।
[৭২] আমাদের পূর্বপুরুষদের প্রতি করুণা করার
জন্য,
তাঁর পবিত্র নিয়ম স্মরণ করার জন্য।
[৭৩] এই সেই কসম, যা তিনি আমাদের পূর্বপুরুষ
ইব্রাহিমের কাছে শপথ করেছিলেন,
[৭৪] আমাদেরকে এই বর দেবার জন্য যে আমরা
দুশমনদের হাত থেকে নিস্তার পেয়ে,
নির্ভয়ে পবিত্রভাবে ও ধার্মিকতায় তাঁর
এবাদত করতে পারবো।
[৭৫] তাঁর সাক্ষাতে সারা জীবন করতে পারবো।
[৭৬] আর, হে বালক, তুমি সর্বশক্তিমানের নবী
বলে আখ্যাত হবে,
কারণ তুমি প্রভুর সম্মুখে চলবে,
তাঁর পথ প্রস্তুত করার জন্য;
[৭৭] তাঁর লোকেরা গুনাহ্‌ মাফের মধ্য দিয়ে যে
নাজাত লাভ করবে সেই
বিষয়ে জ্ঞান দেবার জন্য।
[৭৮] তা আমাদের আল্লাহ্‌র সেই করুণাযুক্ত
স্নেহহেতু হবে,
যার দ্বারা ঊর্ধ্ব থেকে ঊষা আমাদের
তত্ত্বাবধান করবে,
[৭৯] যারা অন্ধকারে ও মৃত্যুচ্ছায়ায় বসে আছে,
তাদের উপরে আলো দেবার জন্য,
আমাদের চরণ শান্তির পথে চালাবার জন্য।

লেবীয় ১২:১৩; ফিলি ৩:৫ [১:৬০] মথি ৩:১; আঃ ১৩,৬৩। [১:৬২] আঃ ২২। [১:৬৩] মথি ৩:১; [১:৬৬] পয়দা ৩৯:২; প্রেরিত ১১:২১। [১:৬৭] আঃ ১৫; যোয়েল ২:২৮। [১:৬৮] লূক ৭:১৬; পয়দা ২৪:২৭; ১বাদশা ৮:১৫; জবুর ৭২:১৮; ১১১:৯। [১:৬৯] ১শামু ২:১,১০; মথি ১:১। [১:৭০] ইয়ার ২৩:৫; প্রেরিত ৩:২১ [১:৭৪] ইব ৯:১৪; ১ইউ ৪:১৮। [১:৭৫] ইফি ৪:২৪। [১:৭৬] মথি ১১:৯; ৩:৩; মার্ক ৫:৭। [১:৭৭] ইয়ার ৩১:৩৪; মথি ১:২১; মার্ক ১:৪। [১:৭৮] মালাখি ৪:২। [১:৭৯] মথি ৪:১৬; ইশা ৯:২; ৫৯:৯।

১:৫৯ পিতার নাম অনুসারে। তৎকালীন একটি প্রচলিত নিয়ম। শিশুর জন্মের 'অষ্টম দিন' খৎনা করার জন্য নিরূপিত দিন ছিল (লেবীয় ১২:৩); কিন্তু এ উপলক্ষে শিশুর নাম দেওয়ার ঘটনা সচরাচর দেখা যেত না, কারণ পুরাতন নিয়মে জন্মের সময়ই নাম দেওয়া হত।

১:৬২ তারা তার পিতাকে ইশারায় জিজ্ঞাসা করলো। এখানে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, জাকারিয়া যেহেতু বোবা ছিলেন, তাই তিনি একই সাথে বধিরও ছিলেন।

১:৬৩ একখানি লিপিফলক। সম্ভবত ছোট কোন কাঠের টুকরো।

১:৬৭ পাক-রূহে পরিপূর্ণ হলেন এবং ভবিষ্যদ্বাণী বললেন। ভবিষ্যদ্বাণী কেবলমাত্র পূর্বাভাস দেয় না, সেই সাথে আল্লাহ্‌র কালামও ঘোষণা করে। জাকারিয়া ও এলিজাবেত উভয়েই (৪১-৪৫ আয়াত) পাক-রূহ্‌ দ্বারা এমন বিষয় প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছিলেন, যা অন্য কোনভাবে তাঁরা প্রকাশ করতে সক্ষম হতেন না।

১:৬৮ তাঁর লোকদের জন্য মুক্তি সাধন করেছেন। জাতিগত পার্থিব মুক্তি নয় (আয়াত ৭১), কিন্তু নৈতিক ও রূহানিক মুক্তি (আয়াত ৭৫,৭৭)।

১:৬৯ শৃঙ্গ। শিং; শক্তি ও ক্ষমতার নির্দেশক (দ্বি.বি. ৩৩:১৭; জবুর ২২:২১; ৭৫:৫,১০; ৯২:১০; ১১২:৯; মিকাহ্‌ ৪:১৩)।

১:৭০ পবিত্র নবীদের মুখ দ্বারা বলে এসেছেন। ২ শামু ৭:১২ ও ইশা ৯:১১ আয়াতের ভবিষ্যদ্বাণীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে (প্রেরিত ৩:২১ আয়াতের নোট দেখুন)।

১:৭৩ এই সেই কসম। পয়দা ২২:১৬-১৮; ২৬:৩ ও জবুর ১০৫:৯-১১ আয়াতে কৃত ওয়াদার অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ্‌ তাঁর লোকদের জন্য সেই অবস্থার সৃষ্টি করবেন যেন তারা পবিত্রতায় ও ধার্মিকতায় তাঁর সেবা করতে পারে।

১:৭৪ দুশমনদের হাত থেকে নিস্তার। কোন সন্দেহ নেই যে, এখানে সকল অত্যাচার ও বন্দীত্ব থেকে মুক্তি এবং গুনাহ্‌ থেকে নাজাতের কথা বলা হয়েছে।

১:৭৬ সর্বশক্তিমানের নবী। ঈসাকে যেভাবে 'সর্বশক্তিমানের পুত্র' বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে, তেমনি ইয়াহিয়াকে 'সর্বশক্তিমানের নবী' বলে আখ্যাত করা হয়েছে (ইশা ৪০:৩; মালাখি ৩:১)। 'প্রভু' বলতে এখানে ঈসাকে বোঝানো হচ্ছে না (১:৪৩), কিন্তু আল্লাহ্‌কে বোঝানো হচ্ছে – যে আল্লাহ্‌ ঈসা মসীহের মাধ্যমে কাজ করেন।

পথ প্রস্তুত করার জন্য। ৩:৪ আয়াতের নোট দেখুন।

১:৭৮ ঊর্ধ্ব থেকে ঊষা। মসীহের আগমন সম্পর্কিত ইঙ্গিত (শুমারী ২৪:১৭; ইশা ৯:২; ৬০:১; মালাখি ৪:২)। জাকারিয়া কেবলমাত্র তাঁর নিজ সন্তানের প্রশংসা করেন নি, যিনি 'সর্বশক্তিমানের নবী' (আয়াত ৭৬-৭৭), সেই সাথে তিনি অনাগত মসীহ্‌কে সম্মান দিয়েছিলেন (আয়াত ৭৮-৭৯)।

১:৭৯ যারা অন্ধকারে ও মৃত্যুচ্ছায়ায় বসে আছে। হারিয়ে যাওয়া লোকেরা, যারা আল্লাহ্‌ থেকে দূরবর্তী (ইশা ৯:১-২; মথি ৪: ১৬)।

BACIB International Bible CHURCH

[৮০] পরে বালকটি বেড়ে উঠতে এবং রূহে
বলবান হতে লাগলেন; আর তিনি যত দিন
ইসরাইলের কাছে প্রকাশিত না হলেন, তত দিন
মরুভূমিতে ছিলেন।

ঈসা মসীহের জন্ম

২ [১] সেই সময়ে সম্রাট অগাস্টাসের এই হুকুম
বের হল যে, সারা দুনিয়ার লোকের নাম
লেখাতে হবে। [২] সিরিয়ার শাসনকর্তা কুরীণিয়ের
সময়ে এই প্রথম নাম লেখানো হয়। [৩] সকলে
নাম লেখাবার জন্য নিজ নিজ নগরে যেতে
লাগল। [৪] আর ইউসুফও গালীলের নাসরত নগর
থেকে এহুদিয়ায় বেথেলহেম নামক দাউদের
নগরে গেলেন, কারণ তিনি দাউদের কুল ও
গোষ্ঠীজাত ছিলেন; [৫] তিনি তাঁর বাগ্‌দত্তা স্ত্রী
মরিয়মের সঙ্গে নাম লেখাবার জন্য গেলেন;
তখন ইনি গর্ভবতী ছিলেন। [৬] তাঁরা সেই স্থানে
আছেন, এমন সময়ে মরিয়মের প্রসবকাল
সম্পূর্ণ হল। [৭] আর তিনি তাঁর প্রথমজাত পুত্র
প্রসব করলেন; এবং তাঁকে কাপড়ে জড়িয়ে
যাবপাত্রে রাখলেন, কারণ পান্থশালায় তাঁদের
জন্য কোন স্থান ছিল না।

ফেরেশতারা ভেড়ার রাখালদের দেখা দেন

[৮] ঐ অঞ্চলে ভেড়ার রাখালরা মাঠে অবস্থান
করছিল এবং রাতের বেলায় নিজ নিজ পাল
পাহারা দিচ্ছিল। [৯] আর প্রভুর এক জন
ফেরেশতা তাদের কাছে এসে দাঁড়ালেন এবং
প্রভুর মহিমা তাদের চারদিকে উজ্জ্বল হয়ে দেখা
দিল; তাতে তারা ভীষণ ভয় পেল। [১০] তখন
ফেরেশতা তাদেরকে বললেন, ভয় করো না,
কেননা দেখ, আমি তোমাদেরকে মহানন্দের

[১:৮০] লূক ২:৪০,৫২।

[২:১] লূক ৩:১; মথি ২২:১৭; ২৪:১৪।

[২:২] মথি ৪:২৪; প্রেরিত ১৫:২৩, ৪১; ২১:৩।

[২:৯] প্রেরিত ৫:১৯।

[২:১০] মথি ১৪:২৭।

শান্তির পথে। ২:১৪ আয়াতের নোট দেখুন।

১:৮০ যত দিন প্রকাশিত না হলেন। মসীহের আগমন সম্পর্কিত তবলিগ ঘোষণাকে তিনি তাঁর জীবনের মূল ব্রত হিসেবে নিয়েছিলেন; তবে তাঁর ৩০ বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার পরেই কেবল তিনি তাঁর পরিচর্যা কাজ শুরু করেন (৩:২৩ আয়াতের নোট দেখুন)।

মরুভূমিতে ছিলেন। ইয়াহিয়ার জন্মের সময়ে তাঁর পিতা-মাতা বৃদ্ধ ছিলেন। সম্ভবত তিনি যখন যুবক ছিলেন, তখন তাঁরা মারা গিয়েছিলেন এবং তিনি স্পষ্টত এহুদিয়ার মরুভূমিতে বেড়ে উঠেছেন, যা জেরুশালেম ও মরু-সাগরের মাঝখানে অবস্থিত। তিনি কুমরানে ছিলেন, যেখানে ইহুদীদের একটি দল হজ্ব পালন করছিল।

২:১ সেই সময়ে। লূকই একমাত্র সুসমাচার রচয়িতা যিনি তাঁর বর্ণনায় ঐতিহাসিক কোন তারিখ বা সময়ের উল্লেখ করেছেন।

সম্রাট অগাস্টাস। প্রথম এবং (অনেকের মত) সবচেয়ে বিখ্যাত রোমীয় সম্রাট (৩১ খ্রী:পূ:-১৪ খ্রীষ্টাব্দ)। তিনি রোমীয় প্রজাতন্ত্রকে রাজতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায় রূপান্তর করে রোম সাম্রাজ্যকে প্রসারিত করেন এবং সম্পূর্ণ ভূমধ্যসাগরীয় বিশ্বকে এর অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি সুখ্যাতিপূর্ণ *পেক্স রোমানা*, অর্থাৎ 'রোমীয় শান্তি' প্রতিষ্ঠা করেন এবং রোমীয় সাহিত্য ও স্থাপত্য শিল্পের স্বর্ণালী যুগের সূচনা করেন। অগাস্টাস (যার অর্থ 'মহিমান্বিত') ছিল এক উপাধি যা ২৭ খ্রীষ্টপূর্বে রোমীয় সিনেট কর্তৃক তাঁকে প্রদান করা হয়।

নাম লেখানো। আদমশুমারী; লোক গণনা করা। সামরিক কাজ ও কর পরিচালনার জন্য দেশের সকল নাগরিকের নাম লেখানো হত; তবে ইহুদীরা রোমীয় সামরিক বাহিনীতে যোগদান করা থেকে অব্যাহতি পেয়েছিল। আল্লাহ্‌ এক পৌত্তলিক সম্রাটের বিধানকে ব্যবহার করেছেন মিকাহ্‌ ৫:২ আয়াতের ভবিষ্যদ্বাণীর পরিপূর্ণতা দানের জন্য।

২:২ কুরীণিয়। এই শাসনকর্তা সম্ভবত দুই মেয়াদের জন্য পদ লাভ করেছিলেন: প্রথমে ৬-৪ খ্রীষ্টপূর্ব এবং এরপর ৬-৯ খ্রীষ্টাব্দ। দু'টি মেয়াদেই তিনি নাম লেখানো বা আদশুমারী করার জন্য আদেশ দিয়েছিলেন। এখানে প্রথম নাম লেখানোর ঘটনা আমরা দেখতে পাই এবং প্রেরিত ৫:৩৭ আয়াত দ্বিতীয়টির কথা বলে। এই নাম লেখানোর কাজের তারিখ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কুরীণিয় ৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে শাসক ছিলেন বলে অনেকে বলে থাকেন এবং এ সময়ে নাম লেখানোর আদেশের বিরুদ্ধে এক বিদ্রোহ হয়েছিল (প্রেরিত ৩:৩৭)।

২:৩ নিজ নিজ নগরে। সম্ভবত যার যার পিতৃপুরুষদের বাসস্থানের কথা এখানে বলা হয়েছে।

২:৪ নাসরত ... বেথেলহেম। বেথেলহেম শহের দাউদ জন্মগ্রহণ করেছিলেন (১ শামু ১৭:১২; ২০:৬), যা নাসরত থেকে অন্ততপক্ষে তিন দিনের হাঁটাপথ।

২:৫ বাগদত্তা স্ত্রী। মথি ১:১৮ আয়াতের নোট দেখুন।

মরিয়মের সঙ্গে। মরিয়মও দাউদের বংশের ছিলেন এবং তাঁর নামও তালিকাভুক্ত করা আবশ্যক ছিল। প্যালেস্টাইনে, তথা রোমীয় অধ্যুষিত সিরিয়াতে ১২ বছর বা তার বেশি বয়সী নারীদের কর দিতে হত এবং সেজন্য তাদের নাম লেখাতে হত।

২:৭ কাপড়। সে সময় নবজাত শিশুকে আবৃত করার জন্য কাপড়ের টুকরো ব্যবহার করা হত।

যাবপাত্র। পশুদের খাওয়ানোর গামলা বিশেষ। এটিই একমাত্র ইঙ্গিত দেয় যে, ঈসা একটি গোয়াল ঘরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। প্রাচীন কিছু প্রচলিত ধারণা অনুসারে তাঁর জন্মস্থানটি ছিল কোন ধরনের গুহা, যা সম্ভবত আস্তাবল বা গোয়াল ঘর হিসেবে ব্যবহৃত হত।

২:৮ মাঠে অবস্থান করছিল। খোলা মাঠে রাত কাটানোর মানেই যে সে সময় গ্রীষ্মকাল বা শুষ্ক ঋতু ছিল তা নয়। এবাদতখানায় কোরবানীর জন্য সংরক্ষিত মেষপাল সারা বছর বেথেলহেমের কাছে মাঠে রাখা হত। এপ্রিল থেকে নভেম্বর মাস পর্যন্ত মেষপাল মাঠে রাখা হত, শীতকালেও তা রাখা সম্ভব ছিল। তবে ঈসা যে ডিসেম্বরেই জন্মগ্রহণ করেছেন এমন কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ নেই।

পাল পাহারা দিচ্ছিল। চোর ও শিকারী প্রাণী থেকে মেষপাল রক্ষা করার জন্য পালাক্রমে পাহারা দেওয়া হত।

২:৯ প্রভুর এক ফেরেশতা। প্রভু ঈসা মসীহের জন্মের কাহিনীতেই কেবল এ আয়াতটি ব্যবহৃত হয়েছে (১:১১; মথি ১:২০,২৪; ২:১৩,১৯)। ১:১১ আয়াতে এই ফেরেশতাকে জিবরাইল বলে চিহ্নিত করা হয়েছে (১:১৯; ১:২৬)।

২:১০ ভয় করো না। ফেরেশতার উপস্থিতিতে ভয় পাওয়া এক

বেথেলহেম

বেথেলহেম নামটির অর্থ রুটির গৃহ। এহুদার একটি পর্বতময় নগর। হযরত ইয়াকুবের সময়ে এটিকে ইফ্রাথ বলা হত, পয়দা ৩৫:১৬,১৯; ৪৮:৭; রূত ৪:১১। কেনান দেশ দখলের পর ‘সবূলূন-এর বেথেলহেম’ থেকে আলাদা করবার জন্য এর নতুন নামকরণ করা হয় ‘এহুদার বেথেলহেম’, রূত ১:১। এটি যিপ্তহের পরে বনি-ইসরাইলের শাসনকর্তা ইব্‌সনের নিজের গ্রাম, কাজী ১২:৮-৯। এটিকে বলা হয়েছে বৈৎ-লেহেম ইফ্রাথা, মিকাহ্‌ ৫:২; এবং বৈৎ-লেহেম এহুদা, ১ শামু ১৭:১২; ইঞ্জিল শরীফের সময় এটি ‘দাউদ নগর’ হিসেবে পরিচিতি পায়, লূক ২:৪,১১। পাক-কিতাবে এটিকে এমন স্থান হিসেবে বর্ণনা করা আছে যেখানে বিবি রাহেলা ইন্তেকাল করেন এবং তাঁকে পথের পাশে দাফন করা হয়, পয়দা ৪৮:৭। উপত্যকার পূর্ব দিকটা হল মোয়াবীয় রূতের দেশ। সেখানকার শস্য ক্ষেতেই তিনি শস্য কুড়িয়েছিলেন এবং এই সেই পথ যেখান দিয়ে নয়মী শহরে ফিরতেন। এটি সেই স্থান যেখানে হযরত দাউদের জন্ম হয় এবং যেখানে তাঁকে হযরত শামুয়েল বাদশাহ্‌ হিসেবে অভিষেক করেন, ১ শামু ১৬:৪-১৩। এই বেথেলহেমেই অদুল্লমের গুহায় লুকিয়ে থাকার সময় তাঁর তিনজন বীর নিজেদের জীবন বিপন্ন করে তাঁর জন্য বেথেলহেমের কূপ থেকে পানি এনেছিল, ২ শামু ২৩:১৩-১৭। কিন্তু এই স্থানটি যে কারণে সবচেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য তা হল ঈসা মসীহ্‌ এই নগরেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন, মথি ২:৬; মিকাহ্‌ ৫:২। ঈসার জন্মের পর বাদশাহ্‌ হেরোদ যখন জানতে পারলেন যে, তিনি পণ্ডিতদের দ্বারা প্রতারিত হয়েছেন, তখন জেরুশালেমের ২ বছর ও তার কম বয়সী সকল ছেলে শিশুদের হত্যা করান, মথি ২:১৬,১৮; ইয়ার ৩১:১৫। বেথেলহেমের বর্তমান নাম হচ্ছে বীৎ-লাহাম, অর্থাৎ *মাংসের ঘর*। এটি জেরুশালেম থেকে ৫ মাইল দক্ষিণে, সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে ৫৫৫০ ফুট উঁচুতে অর্থাৎ জেরুশালেম থেকে ১০০ ফুট বেশি উঁচু স্থানে অবস্থিত। খ্রীষ্টপূর্ব ৩৩০ অব্দে মহান রোমীয় সম্রাট কনষ্টানটাইনের দ্বারা স্থাপিত একটি মণ্ডলী এখনও সেখানে রয়েছে, যার নাম “দি চার্চ অব নেটিভিটি”। এটিকে গুহা বা কবরও বলা হয়ে থাকে। ঈসা মসীহ্‌ এই স্থানে জন্মগ্রহণ করার কারণে অনেকে এটিকে গোশালাও বলে থাকেন। সম্ভবত বিশ্বের মধ্যে এটিই সবচেয়ে পুরাতন মণ্ডলী। এর কাছে আর একটি গুহা রয়েছে। ধারণা করা হয় যে, মধ্যযুগীয় মণ্ডলীর একজন পৃষ্ঠপোষক যেরোম এই গুহায় থেকে ল্যাটিন ভাষায় কিতাবুল মোকাদ্দস অনুবাদ করেছিলেন।

শামাউন ও হান্না

ইউসুফ ও মরিয়ম যখন আট দিন বয়সী ঈসাকে খৎনা করানোর বায়তুল মোকাদ্দসে নিয়ে যান, সেখানে তাঁরা দু'জন অপ্রত্যাশিত শুভাকাঙ্ক্ষীর দেখা পান। ধৈর্যের চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে এই দুই ব্যক্তি মসীহের জন্মের জন্য অধীর আগ্রহে তাদের সারাটা জীবন অপেক্ষা করেছেন – শামাউন এবং মহিলা-নবী হান্না। উভয়েই ঈসাকে শিশু অবস্থাতেই মসীহ্ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন।

শামাউন ছিলেন একজন ধার্মিক ও আল্লাহ্-ভক্ত ব্যক্তি। তিনি এ বিষয়ে নিশ্চিত ছিলেন যে, তিনি মারা যাবার আগে মাবুদের প্রতিজ্ঞাত মসীহ্‌কে দেখতে পাবেন। যখন খোদাবন্দ্ ঈসা মসীহের পিতা-মাতা শরীয়ত অনুসারে তাঁদের প্রথম সন্তানকে মাবুদের কাছে উৎসর্গ করার জন্য বায়তুল-মোকাদ্দসে আসেন, সে সময়ে শামাউন তাঁকে কোলে নেন এবং আল্লাহ্‌র প্রশংসা করেন। ধারণা করা হয় যে, তিনি সেনহেড্রিন মহাসভার সভাপতি এবং গমলীয়েলের পিতা ছিলেন, প্রেরিত ৫:৩৪-৪০। শামাউনের দাদা বাদশাহ্ দাউদের বংশের লোক ছিলেন। তিনি তাঁর পিতার উত্তরাধিকারী হিসেবে ১৩ খ্রীষ্টাব্দে সভাপতির পদে বসেন। তাঁর পায়ের কাছে বসে হযরত পৌল শিক্ষা পেয়ে বেড়ে ওঠেন।

বায়তুল মোকাদ্দসে শিশু ঈসাকে নিয়ে শামাউনের মুনাজাত ও প্রশংসা হান্নার দৃষ্টি কাড়ে। তিনি ছিলেন একজন মহিলা নবী। তাঁর বাবা ছিলেন পনূয়েল। বিয়ের সাত বছর পরে তাঁর স্বামী মারা যান এবং এরপর থেকেই তিনি বিধবা থাকাকালীন অবস্থায় প্রতিদিন বায়তুল-মোকাদ্দসে এবাদত করতেন। চুরাশি বছর বয়সে তিনি প্রতিজ্ঞাত মসীহের দেখা পান ও তাঁর অন্তর দিয়ে তিনি আল্লাহ্‌র গৌরব প্রশংসা করেন।

সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:

- উভয়েই আল্লাহ্‌র প্রতিজ্ঞাত মসীহের আগমন সম্পর্কে পূর্ণ ঈমান বজায় রেখেছিলেন।
- দুনিয়াতে আল্লাহ্‌র কাজের জন্য তাঁর প্রশংসা করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন নি।
- উভয়েই তাঁদের ঈমান ও বয়সের কর্তৃত্ব থেকে কথা বলেছেন।

তাঁদের জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:

- আল্লাহ্ তাঁর বিশ্বস্ত লোকদের মধ্যে কাউকে কাউকে তাঁর পরিকল্পনা সম্পর্কে আরও গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও স্বচ্ছ ধারণা দিয়ে থাকেন।
- ইসরাইলে এমন অনেকেই ছিলেন, যারা মসীহ্‌কে দেখে চিনতে পেরেছিলেন।
- বয়সে প্রবীণ হওয়ার কারণে আল্লাহ্‌র পরিকল্পনায় একজন মানুষের কার্যকারিতা কমে যায় না।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- **কোথায়:** জেরুশালেম
- **সমসাময়িক যারা ছিলেন:** ইউসুফ, মরিয়ম, মহান হেরোদ।

মূল আয়াত: "আর দেখ, শামাউন নামে এক ব্যক্তি জেরুশালেমে ছিলেন। তিনি ধার্মিক ও আল্লাহ্‌ভক্ত ছিলেন এবং ইসরাইলের সান্ত্বনার অপেক্ষা করছিলেন ও পাক-রূহ্ তাঁর উপরে ছিলেন। আর পাক-রূহ্ দ্বারা তাঁর কাছে প্রকাশিত হয়েছিল যে, তিনি প্রভুর মসীহ্‌কে দেখতে না পেলে মৃত্যু দেখবেন না। . . . তিনি [হান্না] বায়তুল-মোকাদ্দস থেকে প্রস্থান না করে রোজা ও মুনাজাত সহকারে রাত দিন এবাদত করতেন।" (লূক ২:২৫,২৬,৩৭)

শামাউন ও হান্নার কথা লূক ২:২১-৩৮ আয়াতে পাওয়া যায়।

সুসমাচার জানাচ্ছি; সেই আনন্দ সমস্ত লোকেরই
হবে; [১১] কারণ আজ দাউদের নগরে তোমাদের
জন্য নাজাতদাতা জন্মেছেন; তিনি মসীহ্, প্রভু।
[১২] আর তোমাদের কাছে এ-ই হল তার চিহ্ন—
তোমরা দেখতে পাবে একটি শিশু কাপড়ে
জড়ানো ও যাবপাত্রে শোয়ানো রয়েছে। [১৩] পরে
হঠাৎ বেহেশতী বাহিনীর একটি বড় দল ঐ
ফেরেশতার সঙ্গী হয়ে আল্লাহ্‌র প্রশংসা-গান
করতে করতে বলতে লাগলেন,

[১৪] ঊর্ধ্বলোকে আল্লাহ্‌র মহিমা,
দুনিয়াতে [তাঁর] প্রীতিপাত্র মানুষের
মধ্যে শান্তি।

[১৫] ফেরেশতারা তাদের কাছ থেকে বেহেশতে
চলে গেলে পর ভেড়ার রাখালরা পরস্পর বললো,
চল, আমরা একবার বেথেলহেমে পর্যন্ত যাই এবং
এই যে ব্যাপার প্রভু আমাদেরকে জানালেন তা
গিয়ে দেখি। [১৬] পরে তারা তাড়াতাড়ি গিয়ে
মরিয়ম ও ইউসুফ এবং সেই যাবপাত্রে শোয়ানো
শিশুটিকে দেখতে পেল। [১৭] দেখে বালকটির
বিষয়ে যে কথা তাদেরকে বলা হয়েছিল তা
জানালো। [১৮] তাতে যত লোক ভেড়ার রাখালদের
মুখে ঐ সব কথা শুনলো, সকলে এসব বিষয়ে
আশ্চর্য জ্ঞান করলো। [১৯] কিন্তু মরিয়ম সেসব
কথা হৃদয়ের মধ্যে আন্দোলন করতে করতে
মনে সঞ্চয় করে রাখলেন। [২০] আর ভেড়ার
রাখালদেরকে যেমন বলা হয়েছিল, তারা তেমনি
সবকিছু দেখে শুনে আল্লাহ্‌র গৌবর ও প্রশংসা-
গান করতে করতে ফিরে আসলো।
[২১] আর যখন বালকটির খৎনা করাবার জন্য আট
দিন পূর্ণ হল, তখন তাঁর নাম ঈসা রাখা হল;
এই নাম তাঁর গর্ভস্থ হবার আগে ফেরেশতার
দ্বারা রাখা হয়েছিল।

বায়তুল মোকাদ্দসে শিশু ঈসা

[২২] পরে যখন মূসার শরীয়ত অনুসারে তাঁদের
পাক-পবিত্র হবার কাল সম্পূর্ণ হল, তখন তাঁরা
তাঁকে জেরুশালেমে নিয়ে গেলেন, যেন তাঁকে
প্রভুর কাছে উপস্থিত করেন, [২৩] যেমন প্রভুর
শরীয়তে লেখা আছে, 'গর্ভ উন্মোচক প্রত্যেক
পুরুষ সন্তান প্রভুর উদ্দেশে পবিত্র বলে আখ্যাত
হবে'; [২৪] আর যেন কোরবানী দান করেন, যেমন
প্রভুর শরীয়তে উক্ত হয়েছে, 'এক জোড়া ঘুঘু
কিংবা দু'টি কবুতরের বাচ্চা।'
[২৫] আর দেখ, শামাউন নামে এক ব্যক্তি
জেরুশালেমে ছিলেন। তিনি ধার্মিক ও

[২:১১] মথি ১:২১; ইউ ৩:১৭; প্রেরিত ৫:৩১; রোমীয় ১১:১৪; ১তীম ৪:১০; ১ইউ ৪:১৪।
[২:১২] ১শামু ২:৩৪; ১০:৭; ২বাদশা ১৯:২৯; জবুর ৮৬:১৭; ইশা ৭:১৪।
[২:১৪] ইশা ৯:৬; ৫২:৭; ৫৩:৫; মিকাহ্ ৫:৫; লূক ১:৭৯; ইউ ১৪:২৭; রোমীয় ৫:১; ইফি ২:১৪,১৭।
[২:২০] মথি ৯:৮।
[২:২১] লূক ১:৫৯; ১:৩১।
[২:২২] লেবীয় ১২:২-৮।
[২:২৩] হিজ ১৩:২,১২,১৫; শুমারী ৩:১৩।
[২:২৪] লেবীয় ১২:৮।
[২:২৫] লূক ১:৬;

সাধারণ প্রতিক্রিয়া এবং সে সময়ে উৎসাহ দেয়া প্রয়োজন।

সমুদয় লোক। অর্থাৎ সমগ্র ইসরাইল জাতি। ৩২ আয়াতে ঈসা মসীহের বিশ্বব্যাপী তাৎপর্য প্রকাশিত হয়েছে।

২:১১ দাউদের নগর। বেথেলহেম।

নাজাতদাতা। অনেক ইহুদী নিজেদেরকে রোমীয় শাসন থেকে মুক্ত করতে একজন রাজনৈতিক নেতার সন্ধান করছিল, অন্যদিকে অন্যান্যরা আশা করছিল এমন এক মুক্তিদাতার যিনি তাদেরকে দৈহিক পীড়া ও কষ্ট থেকে মুক্ত করবেন। কিন্তু এ ঘোষণা মূলত এমন এক নাজাতদাতার, যিনি তাদেরকে গুনাহ্ থেকে নাজাত করবেন (মথি ১:২১; ইউ ৪:৪২)।

তিনি মসীহ্, প্রভু। প্রেরিত ২:৩৬; ফিলি ২:১১ আয়াত দেখুন।

২:১৪ ঊর্ধ্বলোকে আল্লাহ্‌র ... মানুষের মধ্যে প্রীতি। ১:৪৬-৫৫ আয়াতের নোট দেখুন। ল্যাটিন ভলগেট সংস্করণে এই সংক্ষিপ্ত সঙ্গীতকে বলা হয়েছে *গ্লোরিয়া এন এক্সেলসিস ডিও*, অর্থাৎ 'সর্বোচ্চ আল্লাহ্‌র গৌরব'। ফেরেশতারা এই প্রশংসা করার দ্বারা আল্লাহ্‌র মহিমা ও গৌরব স্বীকার করেছিল।

ঊর্ধ্বলোক। বেহেশতকে বোঝানো হয়েছে, যেখানে আল্লাহ্ বাস করেন (মথি ৬:৯)।

[তাঁর] প্রীতিপাত্র মানুষের মধ্যে শান্তি। শান্তির নিশ্চয়তা সবার প্রতি দেওয়া হয়নি, কিন্তু যারা আল্লাহ্‌র প্রীতিপাত্র, যারা তাঁর অনাবিল আনন্দ তাদের প্রতিই শুধুমাত্র দেওয়া হয়েছে। রোমীয় বিশ্ব *পেক্স রোমানা*, অর্থাৎ রোমীয় শান্তি উপভোগ করেছিল, যা পার্থিব শান্তি হিসেবে চিহ্নিত। কিন্তু ফেরেশতাগণ আরও গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী শান্তি, অন্তর ও রূহের শান্তির ঘোষণা দিচ্ছিলেন, যা নাজাতদাতা কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়েছে (আয়াত ১১)। মসীহ্‌তে ঈমান আনার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সাথে ভালবাসার সম্পর্ক স্থাপিত হয় (রোমীয় ৫:১) এবং ঈমানদারদের উপরেই কেবল তাঁর আনুকূল্য অবস্থান করে। দাউদের বংশজাত ঈসা মসীহ্‌কে 'শান্তির বাদশাহ্' বলা হয়েছে (ইশা ৯:৬) এবং তিনি নিজে তাঁর সাহাবীদের কাছে শান্তির প্রতিজ্ঞা করেছেন (ইউ ১৪:২৭)। কিন্তু ঈসা বিরোধও আনয়ন করেন ("খড়গ;" মথি ১০:৩৪-৩৬ ও লূক ১২:৪৯ আয়াত দেখুন), কারণ আল্লাহ্‌র সাথে স্থিত শান্তি শয়তান ও তার ক্রিয়াকলাপের বিরুদ্ধে কাজ করে (ইয়াকুব ৪:৪)।

২:২০ গৌরব ও প্রশংসা-গান। এই শব্দগুচ্ছ লূক তাঁর সুসমাচারে প্রায়ই ব্যবহার করেছেন (১:৬৪; ২:১৩,২৮; ৫:২৫-২৬; ৭:১৬; ১৩:১৩; ১৭:১৫,১৮; ১৯:৩৭; ২৩:৪৭; ২৪:৫৩)।

২:২২ তাঁদের পাক-পবিত্র হবার কাল। পুত্র সন্তানের জন্ম হওয়ার পর পাক-পবিত্র হওয়ার জন্য বায়তুল মোকাদ্দসে কোরবানী-উৎসর্গ করতে যাওয়ার পূর্বে মাকে ৪০ দিন অপেক্ষা করতে হত। যদি সে মেষশাবক ও কপোতশাবক যোগাড় করতে না পারতো, তাহলে তাকে এক জোড়া ঘুঘু কিংবা দু'টি কপোতশাবক আনতে হত (লেবীয় ৫:১১; ১২:২-৮)।

তাঁকে প্রভুর কাছে উপস্থিত করেন। মানুষ ও পশুর প্রথমজাত সন্তান প্রভুতে উৎসর্গ করতে হত (আয়াত ২৩; হিজ ১৩:১২-১৩)। পশুর শাবককে কোরবানী করা হত, কিন্তু মানুষের সন্তানেরা জীবনভর আল্লাহ্‌র সেবায় নিয়োজিত হত। প্রকৃতপক্ষে লেবীয়রা ইসরাইল জাতির সকল প্রথমজাত পুরুষের পক্ষে কাজ করত (শুমারী ৩:১১-১৩; ৮:১৭-১৮)।

২:২৫ ধার্মিক ও আল্লাহ্‌ভক্ত। হযরত শামাউনকে ধার্মিক ও আল্লাহ্‌ভক্ত লোক বলা হয়েছে, কারণ তিনি আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন, তিনি প্রভুর সমস্ত হুকুম ও বিধি অনুসারে নির্দোষরূপে চলতেন (লূক ১:৬; রোমীয় ১০:৫; ফিলি ৩:৬)। পুরাতন নিয়মের ধার্মিক লোক মাত্রই নিষ্পাপ ছিল না (হেদায়েত ৭:২০); কিন্তু শামাউন এমন একজন ব্যক্তি ছিলেন, যিনি তাঁর গুনাহ্ মোচনের জন্য আগত মসীহ্‌তে ঈমান

আল্লাহ্‌ভক্ত ছিলেন এবং ইসরাইলের সান্ত্বনার
অপেক্ষা করছিলেন ও পাক-রূহ্‌ তাঁর উপরে
ছিলেন। ২৬ আর পাক-রূহ্‌ দ্বারা তাঁর কাছে
প্রকাশিত হয়েছিল যে, তিনি প্রভুর মসীহ্‌কে
দেখতে না পেলে মৃত্যু দেখবেন না। ২৭ তিনি
সেই রূহের আবেশে বায়তুল-মোকাদ্দসে
আসলেন এবং শিশু ঈসার পিতা-মাতা যখন তাঁর
বিষয়ে শরীয়তের নিয়ম অনুযায়ী কাজ করার
জন্য তাঁকে ভিতরে আনলেন, ২৮ তখন তিনি
তাঁকে কোলে নিলেন, আর আল্লাহ্‌র গৌরব
করলেন ও বললেন,
২৯ হে মালিক, এখন তুমি তোমার কালাম
অনুসারে
তোমার গোলামকে শান্তিতে বিদায় করছো,
৩০ কেননা আমার নয়নযুগল তোমার নাজাত
দেখতে পেল,
৩১ যা তুমি এসব জাতির সম্মুখে প্রস্তুত করেছ,
৩২ অ-ইহুদীদের প্রতি প্রকাশিত হবার নূর,
ও তোমার লোক ইসরাইলের গৌরব।
৩৩ শিশুটির বিষয়ে এসব কথা শুনে তাঁর পিতা
-মাতা আশ্চর্য জ্ঞান করতে লাগলেন। ৩৪ আর
শিমিয়োন তাঁদেরকে দোয়া করলেন এবং তাঁর মা
মরিয়মকে বললেন, দেখ, ইনি ইসরাইলের মধ্যে

আঃ ৩৮; ইশা ৫২:৯; লূক ২৩:৫১। [২:২৯] প্রেরিত ২:২৪। [২:৩০] ইশা ৪০:৫; ৫২:১০; লূক ৩:৬। [২:৩২] ইশা ৪২:৬; ৪৯:৬; প্রেরিত ১৩:৪৭; ২৬:২৩। [২:৩৪] মথি১২:৪৬; ২১:৪৪; ইশা ৮:১৪; ১করি ১:২৩; গালা ৫:১১; ২করি ২:১৬; ১পিতর ২:৭,৮। [২:৩৬] প্রেরিত ২১:৯। [২:৩৭] ১তীম ৫:৯; প্রেরিত ১৩:৩; ১৪:২৩; ১তীম ৫:৫। [২:৩৮] ইশা ৪০:২; ৫২:৯; লূক ১:৬৮; ২৪:২১। [২:৩৯] মথি ২:২৩। [২:৪০] লূক ১:৮০।

অনেকের পতন ও উত্থানের জন্য এবং যার
বিরুদ্ধে কথা বলা যাবে, এমন চিহ্ন হবার জন্য
স্থাপিত, ৩৫ –আর তোমার নিজের প্রাণও
তলোয়ারে বিদ্ধ হবে– যেন অনেক হৃদয়ের চিন্তা
প্রকাশিত হয়।
৩৬ আর হান্না নাম্নী এক জন মহিলা-নবী ছিলেন,
তিনি পনূয়েলের কন্যা, আশের বংশজাত; তাঁর
অনেক বয়স হয়েছিল, তিনি কুমারী অবস্থার পর
সাত বছর স্বামীর সঙ্গে বাস করেন, ৩৭ আর
চুরাশি বছর পর্যন্ত বিধবা হয়ে থাকেন, তিনি
বায়তুল-মোকাদ্দস থেকে প্রস্থান না করে রোজা
ও মুনাজাত সহকারে রাত দিন এবাদত
করতেন। ৩৮ তিনি সেই সময়ে উপস্থিত হয়ে
আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করলেন এবং যত
লোক জেরুশালেমের মুক্তির অপেক্ষা করছিল,
তাদেরকে ঈসার কথা বলতে লাগলেন।

ঈসা মসীহ্‌কে নিয়ে নাসরতে ফিরে আসা

৩৯ আর প্রভুর শরীয়ত অনুসারে মরিয়ম ও
ইউসুফ সমস্ত কাজ করার পর গালীলে, তাঁদের
নিজের নগর নাসরতে ফিরে গেলেন।
৪০ পরে বালকটি বেড়ে উঠতে ও বলবান হতে
লাগলেন, জ্ঞানে পূর্ণ হতে থাকলেন; আর
আল্লাহ্‌র রহমত তাঁর উপরে ছিল।

এনেছিলেন ও তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলেন (লেবীয় ৪:২৭-৩৫)। **ইসরাইলের সান্ত্বনা**। যে শান্তি মসীহ্‌ তাঁর আগমনের মধ্য দিয়ে তাঁর লোকদের প্রতি নিয়ে আসবেন (আয়াত ২৬,৩৮; ২৩:৫১; ২৪:২১; ইশা ৪০:১-২; মথি ৫:৪)।

পাক-রূহ্‌ তাঁর উপরে ছিলেন। পশ্চাশত্তমীর পর সকল ঈমানদারের উপর পাক-রূহ্‌ যেভাবে নেমে এসেছিলেন সেভাবে নয়, কিন্তু শামাউনকে পাক-রূহের এক বিশেষ অন্তর্দৃষ্টি দান করা হয়েছিল, যাতে তিনি ‘ঈসাকে’ স্বীকার করতে পারেন।

২:২৮ আর আল্লাহ্‌র গৌরব করলেন ও বললেন। ১:৪৬-৫৫ আয়াতের নোট দেখুন। ল্যাটিন ভলগেট ভাষায় শামাউনের এই প্রশংসা গানকে বলা হয়েছে *নাঙ্ক দিমিত্তিস*, অর্থাৎ “আমি এখন বিদায় নেব”। শামাউন সমস্ত মানবজাতির জন্য নাজাতদাতার আগমন দেখতে পেয়েছেন, কেবল ইহুদীদের জন্য নয়। এখানে পুরাতন নিয়মে প্রতিজ্ঞাত বিশ্বজনীন নাজাতের বিষয়ে লক্ষ্য করা যায় (জবুর ৯৮; ইশা ৪৯:৬)। এরপর তিনি ইউসুফ ও মরিয়মের প্রতি আশীর্বচন দান করেন এবং আরেক ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, শিশুটির আগমন বিচার ও নাজাত আনবে, কারণ মানুষ যেরূপ অন্তরে পোষণ করেন সেভাবে তিনি প্রকাশ পাবেন এবং মরিয়ম তাঁর পুত্রের জন্য অন্তরে কষ্ট পাবেন। তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী ও কথা হান্নার ভবিষ্যদ্বাণী দ্বারা নিশ্চয়তা লাভ করেছিল।

২:৩১ এসব জাতি। নিজে অ-ইহুদী হওয়ায় লূক এই সত্যের উপরে জোর দিতে সচেষ্ট যে, নাজাত অ-ইহুদী (৩২ আয়াত) ও ইহুদী উভয়ের জন্য দেওয়া হয়েছে।

২:৩৩ তাঁর বাবা। লূক ঈসা মসীহের কুমারীর গর্ভে জন্মকে স্বীকৃতি দিয়ে (১:২৬-৩৫), ইউসুফকে ঈসা মসীহের পালক পিতা হিসেবে এখানে উল্লেখ করেছেন।

২:৩৪ ইসরাইলের মধ্যে অনেকের পতন ও উত্থানের জন্য। ঈসা তাদের উঁচুতে তুলে ধরেন যারা তাঁর উপর ঈমান আনে, কিন্তু তিনি তাদের জন্য বিঘ্নজনক যারা তাঁকে অবিশ্বাস করে (২০:১৭-১৮; ১ করি ১:২৩; ১ পিতর ২:৬-৮)।

২:৩৫ তোমার নিজের প্রাণও তলোয়ারের আঘাতে বিদ্ধ হবে। এখানে বোঝানো হয়েছে যে, মরিয়ম ও ঈসা দু’জনেই গভীর ক্লেশ ভোগ করবেন; এটিই এই সুসমাচারে ঈসা মসীহের যাতনা ও মৃত্যু সম্পর্কিত প্রথম উল্লেখ।

২:৩৬ মহিলা-নবী হান্না। অন্যান্য মহিলা-নবীরা হলেন মরিয়ম (হিজ ১৫:২০), দবোরা (কাজী ৪:৪), হুলদা (২ বাদশাহ্‌ ২২:১৪) এবং ফিলিপের কন্যাগণ (প্রেরিত ২১:৯)। হান্না নামের অর্থ “অনুগ্রহশীল” (১ শামু ১:২)। তিনি শিশু ঈসা মসীহের জন্য আল্লাহ্‌র প্রশংসা করেন, যেভাবে পুরাতন নিয়মের হান্না শামুয়েলের জন্য আল্লাহ্‌র প্রশংসা করেছিলেন (১ শামু ২:১- ১০)।

আশের বংশ। উত্তরাঞ্চলীয় বংশের একটি, যেখানে তথাকথিত দশ বংশের অবস্থান ছিল।

২:৩৭ বায়তুল-মোকাদ্দস থেকে প্রস্থান না করে। হেরোদ কর্তৃক পুনঃনির্মিত বায়তুল মোকাদ্দসে অনেক বৃহৎ আকৃতির এবং বহুমুখী ব্যবহার উপযোগী কক্ষ ছিল এবং সেগুলোর একটিতে থাকতে হান্নাকে অনুমতি দেয়া হয়েছিল। এই বিবৃতিই সম্ভবত এ কথা বোঝায় যে, তিনি বায়তুল মোকাদ্দসে নিয়মিত এবাদত -মুনাজাত করে সারা দিন সময় কাটাতেন।

২:৩৮ জেরুশালেম। আল্লাহ্‌র বাছাইকৃত লোকদের পবিত্র নগর (ইশা ৪০:২; ৫২:৯); এখানে এটি সম্পূর্ণ অর্থে ইসরাইলের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

২:৩৯ গালীলে ... ফিরে গেলেন। লূক তাঁর সুসমাচারে পণ্ডিতদের আগমনের কথা এবং হেরোদের আক্রমণ, মিসরে পলায়ন ও প্রত্যাবর্তন উল্লেখ করেন নি (মথি ২:১-২৩ দেখুন)।

বায়তুল-মোকাদ্দসে বারো বছরের বালক ঈসা মসীহ্‌

[৪১] তাঁর পিতা-মাতা প্রত্যেক বছর ঈদুল
ফেসাখের সময়ে জেরুশালেমে যেতেন। [৪২] তাঁর
বারো বছর বয়স হলে তাঁরা ঈদের রীতি অনুসারে
জেরুশালেমে গেলেন; [৪৩] এবং ঈদের সময়
সমাপ্ত করে যখন ফিরে আসছিলেন, তখন বালক
ঈসা জেরুশালেমে রয়ে গেলেন; আর তাঁর পিতা-
মাতা তা জানতেন না, [৪৪] কিন্তু তিনি সহযাত্রীদের
সঙ্গে আছেন মনে করে তাঁরা এক দিনের পথ
গেলেন; পরে জ্ঞাতি ও পরিচিত লোকদের মধ্যে
তাঁর খোঁজ করতে লাগলেন; [৪৫] আর তাঁকে না
পেয়ে তাঁর খোঁজ করতে করতে তাঁরা আবার
জেরুশালেমে ফিরে গেলেন। [৪৬] তিন দিন পর
তাঁরা তাঁকে বায়তুল-মোকাদ্দসে খুঁজে পেলেন;
তিনি আলেমদের মধ্যে বসে তাঁদের কথা
শুনছিলেন ও তাঁদেরকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছিলেন;
[৪৭] আর যারা তাঁর কথা শুনছিল, তারা সকলে
তাঁর বুদ্ধি ও উত্তরে অতিশয় আশ্চর্য জ্ঞান
করলো। [৪৮] তাঁকে দেখে তাঁরা চমৎকৃত হলেন
এবং তাঁর মা তাঁকে বললেন, বৎস, আমাদের
প্রতি এরকম ব্যবহার কেন করলে? দেখ,
তোমার পিতা এবং আমি কাতর হয়ে তোমার
খোঁজ করছিলাম। [৪৯] তিনি তাদেরকে বললেন,
কেন আমার খোঁজ করলে? আমার পিতার গৃহে
আমাকে থাকতেই হবে, এই কথা কি জানতে
না? [৫০] কিন্তু তিনি তাঁদেরকে যে কথা বললেন,
তা তাঁরা বুঝতে পারলেন না। [৫১] পরে তিনি
তাঁদের সঙ্গে নেমে নাসরতে চলে গেলেন ও
তাঁদের বাধ্য হয়ে থাকলেন। আর তাঁর মা সমস্ত
কথা তাঁর অন্তরে গেঁথে রাখলেন।
[৫২] পরে ঈসা জ্ঞানে ও বয়সে এবং আল্লাহ্‌র ও
মানুষের কাছে অনুগ্রহে বৃদ্ধি পেতে থাকলেন।

বাপ্তিস্মদাতা ইয়াহিয়ার ঘোষণা

৩ [১] টিবেরিয়াস সম্রাটের রাজত্বের পঞ্চদশ
বছরে যখন পন্তীয় পীলাত এহুদিয়ার
শাসনকর্তা, হেরোদ গালীলের বাদশাহ্‌, তাঁর
ভাই ফিলিপ যিতূরিয়া ও ত্রাখোনীতিয়া প্রদেশের
বাদশাহ্‌ এবং লুষাণিয় অবিলীনীর বাদশাহ্‌,
[২] তখন হানন ও কায়াফা মহা-ইমাম ছিলেন।
ঠিক এই সময়ে আল্লাহ্‌র কালাম মরুভূমিতে
জাকারিয়ার পুত্র ইয়াহিয়ার কাছে নাজেল হল।

[২:৪১] লূক ২২:৮; হিজ ২৩:১৫; দ্বি:বি: ১৬:১-৮।
[২:৪৭] মথি ৭:২৮।
[২:৪৮] মথি ১২:৪৬; লূক ৩:২৩; ৪:২২।
[২:৪৯] ইউ ২:১৬।
[২:৫০] মার্ক ৯:৩২।
[২:৫১] আঃ ১৯,৩৯; মথি ২:২৩।
[২:৫২] আঃ ৪০; ১শামু ২:২৬; মেসাল ৩:৪; লূক ১:৮০।
[৩:১] মথি ২৭:২; ১৪:১।
[৩:২] মথি ২৬:৩; ৩:১; লূক ১:১৩।

২:৪১ ঈদুল ফেসাখের সময়ে। শরীয়ত অনুসারে ইহুদীদের তিনটি ঈদে সকল বয়সের পুরুষের তাদের পরিবার সমেত প্রতি বছর অংশগ্রহণ করার বিধান ছিল: ঈদুল ফেসাখ, পশ্চাশত্তমী ও কুঁড়ে-ঘরের ঈদ (হিজ ২৩:১৪-১৭; দ্বি.বি. ১৬:১৬)। অনেকেই তিনটি ঈদে যোগ দিতে না পারলেও অধিকাংশ ইহুদী ঈদুল ফেসাখে উপস্থিত হতে চেষ্টা করত। জেরুশালেমে ৬০ হাজার থেকে ১ লক্ষ দর্শনার্থীর সমাগম হত এ সময়ে, কিন্তু শহরটির স্বাভাবিক লোকসংখ্যা ছিল ২৫ হাজার। সঙ্গ ও নিরাপত্তা লাভের জন্য বৃহৎ যাযাবর গোষ্ঠী দলে দলে ভ্রমণ করত।

২:৪২ বারো বছর বয়স। বারো বছর বয়সে ইহুদী কিশোররা তাদের নিজ ধর্মে দীক্ষা নেওয়া শুরু করে।

২:৪৬ তিন দিন। ইউসুফ ও মরিয়ম জেরুশালেম থেকে একদিনের পথ এগিয়ে গিয়েছিলেন, দ্বিতীয় দিন তাঁরা জেরুশালেমে ফিরতি পথে যাত্রা করেছিলেন এবং ঈসাকে খুঁজতে তৃতীয় দিন অতিবাহিত করেছিলেন।

আলেম। ইহুদী ধর্মে অভিজ্ঞ ধর্ম-শিক্ষক বা রব্বি।

২:৪৯ আমরা পিতার গৃহে। ঈসা মসীহ্‌ তাঁর বেহেশতী পিতার প্রতি তাঁর ব্যক্তিগত কর্তব্যের বিষয়ে বলছেন। তিনি মরিয়মের বলা "তোমার পিতা"-এর সাথে তাঁর "আমার পিতা" কথাটির তুলনা করেন (আয়াত ৪৮)। ১২ বছর বয়সে তিনি আল্লাহ্‌র প্রতি তাঁর অতুলনীয় সম্পর্কের বিষয়ে জানতেন; কিন্তু একই সাথে তিনি তাঁর জাগতিক পিতা-মাতার প্রতিও বাধ্য ছিলেন (আয়াত ৫১)।

২:৫২ জ্ঞানে ও বয়সে এবং আল্লাহ্‌র ও মানুষের কাছে অনুগ্রহে। ১ শামু ২:২৬ আয়াতে বালক শামুয়েলের জন্য একই রকম কথা ব্যবহার করা হয়েছে।

বৃদ্ধি পেতে থাকলেন। যদিও ঈসা মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তথাপি এমন কোন ইঙ্গিত নেই যে, জন্ম থেকে তাঁর সব জ্ঞান ও প্রজ্ঞা ছিল। তাঁকেও অন্যান্য শিশুদের মত ক্রমান্বয়ে পরিপক্কতা লাভ করতে হয়েছে।

৩:১ টিবেরিয়াস সম্রাটের রাজত্বের পঞ্চদশ বছরে। ঐতিহাসিকগণ প্রায়শ সত্যতা নিরূপণের জন্য শাসকদের রাজত্বের সময়কাল উল্লেখ করার মধ্য দিয়ে একটি ঘটনার উল্লেখ করেন। এ বর্ণনা দ্বারা ২৫-২৬ খ্রীষ্টাব্দ সময়কালটি নির্দেশ করে (প্রদেশগুলোতে টিবেরিয়াস সম্রাটের শাসন শুরু হয় ১১ খ্রীষ্টাব্দে) যা ঈসা মসীহের তবলিগ কাজ আরম্ভের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সময়কাল বলেই গণ্য করা হয়।

পন্তীয় পীলাত। রোমীয় শাসক, যিনি এহুদিয়া, সামেরিয়া ও ইদুমিয়ায় শাসন করেছিলেন।

গালীলের বাদশাহ্‌। মহান হেরোদের মৃত্যুতে (৪ খ্রীষ্টপূর্ব) তাঁর পুত্র আর্খিলায় হেরোদ আন্তিপাস এবং হেরোদ ফিলিপকে তাঁর বিভক্ত রাজ্যের শাসনভার দেয়া হয়েছিল। হেরোদ আন্তিপাস গালীল ও পেরিয়ার বাদশাহ্‌ হন (মথি ১৪:১)।

লুষাণিয় অবিলীনীর বাদশাহ্‌। তাঁর সম্পর্কে আর কিছু জানা যায় না, কেবল তার নামটি এই সুসমাচারে পাওয়া যায়।

৩:২ হানন ও কায়াফা মহা-ইমাম ছিলেন। ৬ থেকে ১৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত হানন মহা-ইমাম ছিলেন। এরপর তার পুত্র ইলিয়াসর আসেন, তারপর তার জামাতা কায়াফা এবং পরে আরও চারজন তার স্থলে কাজ করেন। রোমীয় সরকার হাননকে পদচ্যুত করলেও ইহুদীরা তার কর্তৃত্ব স্বীকার করা অব্যাহত রেখেছিল। তাই লূক তার নাম ও রোমীয় সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত কায়াফার নাম অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

আল্লাহ্‌র কালাম। ইয়াহিয়ার তবলিগ ও তাঁর বাপ্তিস্ম দানের কর্তৃত্বের উৎস। আল্লাহ্‌র কালাম ইয়াহিয়ার কাছে ঠিক সেভাবেই এসেছিল, যেভাবে তা পুরাতন নিয়মের নবীদের কাছে এসেছিল (ইয়ারা ১:২; ইহি ১:৩; হোসিয়া ১:১; যোয়েল ১:১)।

মরুভূমিতে। এখানে নির্জন এবং জনমানবহীন এলাকা বোঝানো হয়েছে; বালিময় বা পানিশূন্য স্থান নয়।

[3] তাতে তিনি জর্ডানের নিকটবর্তী সমস্ত দেশে
এসে গুনাহ্ মাফের জন্য মন পরিবর্তনের বাপ্তিস্ম
তবলিগ করতে লাগলেন; [4] যেমন ইশাইয়া নবীর
কিতাবে লেখা আছে,
"মরুভূমিতে এক জনের কণ্ঠস্বর,
সে ঘোষণা করছে,
তোমরা প্রভুর পথ প্রস্তুত কর,
তাঁর রাজপথগুলো সরল কর।
[5] প্রত্যেক উপত্যকা পরিপূর্ণ হবে,
প্রত্যেক পর্বত ও উপপর্বত নিচু করা হবে,
যা যা বাঁকা, সেসব সরল করা হবে,
যা যা অসমান, সেসব সমান করা হবে,
[6] এবং সমস্ত দুনিয়া আল্লাহ্‌র নাজাত
দেখতে পাবে।"
[7] অতএব যেসব লোক তাঁর দ্বারা বাপ্তিস্ম নিতে
বের হয়ে আসল, তিনি তাদেরকে বললেন, হে
সাপের বংশধরেরা, আগামী গজব থেকে পালিয়ে
যেতে তোমাদেরকে কে চেতনা দিল? [8] অতএব
মন পরিবর্তনের উপযুক্ত ফলে ফলবান হও। মনে
মনে বলতে আরম্ভ করো না যে, ইব্রাহিম
আমাদের পিতা; কেননা আমি তোমাদেরকে
বলছি, আল্লাহ্ এসব পাথর থেকে ইব্রাহিমের
জন্য সন্তান উৎপন্ন করতে পারেন। [9] আর
এখনই গাছগুলোর গোড়ায় কুড়াল লাগানো
আছে; অতএব যে কোন গাছে উত্তম ফল ধরে
না, তা কেটে আগুনে ফেলে দেওয়া হয়।
[10] তখন লোকেরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলো, তবে
আমাদের কি করতে হবে? [11] জবাবে তিনি
তাঁদেরকে বললেন, যার দু'টি কোর্তা আছে, সে
যার নেই তাকে একটি দিক; আর যার কাছে
খাদ্যদ্রব্য আছে, সেও তেমনি করুক। [12] আর
কর-আদায়কারীরাও বাপ্তিস্ম নিতে আসল এবং
তাঁকে বললো, হুজুর, আমাদের কি করতে হবে?
[13] তিনি তাদেরকে বললেন, তোমাদের জন্য যা
নিরূপিত, তার বেশি আদায় করো না। [14] আর
সৈনিকেরাও তাকে জিজ্ঞাসা করলো, আমাদেরই
বা কি করতে হবে? তিনি তাদেরকে বললেন,
কারো প্রতি দৌরাত্ম্য করো না, অন্যায়পূর্বক কিছু
আদায়ও করো না এবং তোমাদের বেতনে সন্তুষ্ট
থেকো।
[15] আর লোকেরা যখন অপেক্ষায় ছিল এবং
ইয়াহিয়ার বিষয়ে সকলে মনে মনে এই তর্ক
বিতর্ক করছিল, কি জানি, ইনিই বা সেই মসীহ্,
[16] তখন ইয়াহিয়া জবাবে সকলকে বললেন,
আমি তোমাদেরকে পানিতে বাপ্তিস্ম দিচ্ছি বটে,
কিন্তু এমন এক জন আসছেন, যিনি আমার
চেয়ে শক্তিমান, যাঁর জুতার ফিতা খুলবার যোগ্য
আমি নই; তিনি তোমাদেরকে পাক-রূহ্ ও
আগুনে বাপ্তিস্ম দেবেন। [17] তাঁর কুলা তাঁর হাতে
আছে; তিনি তাঁর খামার পরিষ্কার করবেন ও গম

[৩:৩] আঃ ১৬; মার্ক ১:৪।
[৩:৬] ইশা ৪০:৩-৫; জবুর ৯৮:২; ইশা ৪২:১৬; ৫২:১০; লূক ২:৩০।
[৩:৭] মথি ১২:৩৪; ২৩:৩৩; রোমীয় ১:১৮।
[৩:৮] ইশা ৫১:২; লূক ১৯:৯; ইউ ৮:৩৩,৩৯; প্রেরিত ১৩:২৬।
[৩:৯] মথি ৩:১০।
[৩:১০] প্রেরিত ২:৩৭; ১৬:৩০।
[৩:১১] ইশা ৫৮:৭; ইহি ১৮:৭;।
[৩:১২] লূক ৭:২৯।
[৩:১৩] লূক ১৯:৮।
[৩:১৪] হিজ ২৩:১; লেবীয় ১৯:১১।
[৩:১৫] মথি ৩:১; ইউ ১:১৯,২০।
[৩:১৬] মার্ক ১:৮; ইউ ১:২৬,৩৩।
[৩:১৭] ইশা ৩০:২৪; মথি ১৩:৩০; ২৫:৪১।

৩:৩ গুনাহ্ মাফের জন্য। ঈসা মসীহ্ ক্রুশীয় মৃত্যু দ্বারা গুনাহের শাস্তি থেকে অনুতপ্ত ব্যক্তিকে মুক্ত করবেন।

মন পরিবর্তনের বাপ্তিস্ম। ইয়াহিয়ার বাপ্তিস্ম অন্তরের পরিবর্তন তুলে ধরেছিল, যা গুনাহের জন্য দুঃখ এবং পবিত্র জীবন চালানোর এক সংকল্পকে যুক্ত করে।

৩:৪ পথ প্রস্তুত কর। প্রাচীন কালে দূরবর্তী দেশে কোন বাদশাহ্ ভ্রমণ শুরু করার পূর্বে, যে রাস্তায় তিনি ভ্রমণ করবেন, সেগুলোকে সংস্কার ও উন্নত করা হত। একইভাবে মসীহের আগমনের প্রস্তুতি হিসেবে নৈতিক ও রূহানিক উন্নতির প্রয়োজনীয়তার কথা ইয়াহিয়া ঘোষণা করেছিলেন।

৩:৬ সমস্ত দুনিয়া। আল্লাহ্‌র নাজাত ইহুদী ও অ-ইহুদী উভয়ের কাছে জানানো হবে, যা লূকের সুসমাচারের প্রধান বিষয়বস্তু।

৩:৭ সাপের বংশধরেরা। সাপ মন্দতা ও ধ্বংসের প্রতীক বলে মনে করা হত। মথি লিখিত সুসমাচারে সদ্দূকী ও ফরীশীদের জন্য এই বিশেষণমূলক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

আগামী গজব। জেরুশালেমের ধ্বংস (২১:২০-২৩) যা ৭০ খ্রীষ্টাব্দে ঘটেছিল, এবং শেষ বিচার (ইউ ৩:৩৬) উভয়কে এখানে বোঝানো হয়েছে।

তোমাদেরকে কে চেতনা দিল?। অর্থাৎ কেউ কি তাদেরকে এই শিক্ষা দিয়েছে যে, বাপ্তিস্ম গ্রহণ করলে (অর্থাৎ মন পরিবর্তন করলে) বিচার থেকে নিজেকে রক্ষা করা যাবে?

৩:৯ গোড়ায় কুড়াল লাগানো আছে। প্রতীকী অর্থে তাদের জন্য বিচার সন্নিকট, যারা মন পরিবর্তন করে নি এবং যাদের ভেতরে অনুতাপ জন্মে নি।

আগুনে। বিচারের প্রতীক (মথি ৭:১৯; ১৩:৪০-৪২)।

৩:১১ দু'টি কোর্তা। কোর্তা বলতে ভেতরের জামার মত কোন পোশাককে বোঝানো হয়েছে। যেহেতু এরূপ দু'টো পোশাকের দরকার পড়ে না, তাই দ্বিতীয়টি যার প্রয়োজন রয়েছে তাকে দিয়ে দেয়া উচিত (৯:৩)।

৩:১২ কর-আদায়কারী। ইহুদী প্রতিনিধিদের দ্বারা রোমীয় সরকারের জন্য কর আদায় করা হত, যারা রোম সম্রাটের অধীনে চাকরি করার কারণে এবং তাদের নিজেদের লোকদের সাথে প্রায়শ জালিয়াতি করার কারণে ঘৃণিত ছিল।

৩:১৪ সৈনিকেরা। বিশেষ বিশেষ ইহুদী নেতা ও প্রতিষ্ঠানের জন্য সীমিত আকারের নিরাপত্তাকর্মী বা সৈনিক দেয়া হত (যেমন হেরোদ আন্তিপাসের দেহরক্ষী, বায়তুল মোকাদ্দসের নিরাপত্তা কর্মী এবং কর-আদায়কারীদের রক্ষীদল)। কর-আদায়কারী ও সৈনিকদেরকে তাদের পেশার কারণে নয়, বরং সাধারণত তারা যে ধরনের অনৈতিক কাজ করতো সেই কারণে তাদেরকে দোষারোপ করা হত।

৩:১৬ তোমাদেরকে পাক-রূহ্ ও অগুনে বাপ্তিস্ম দেবেন। এই কথা পঞ্চাশত্তমীর দিনে পরিপূর্ণতা লাভ করেছিল (প্রেরিত ১:৫; ২:৪,৩৮)। এখানে আগুনকে বিচারের সাথে তুলনা করা হয়েছে (আয়াত ১৭)। প্রেরিত ২:৩ এবং ১ করি ৩:১৩ আয়াতের নোট দেখুন।

৩:১৭ তাঁর কুলা। রূত ১:২২ এবং মথি ৩:১২ আয়াতের নোট দেখুন।

গম ... তুষ। তুষ বলতে অনুতাপহীনদের এবং গম বলতে ধার্মিকদের বলা হচ্ছে। অনেক ইহুদী মনে করত যে, যখন মসীহ্ আসবেন তখন কেবল পৌত্তলিকদের বিচার হবে ও শাস্তি দেয়া হবে। কিন্তু ইয়াহিয়া বলছেন, যারা অনুতপ্ত হবে না

তাঁর গোলায় সংগ্রহ করবেন, কিন্তু তুষ অনির্বাণ
আগুনে পুড়িয়ে দেবেন।
১৮ আরও অনেক উপদেশ দিয়ে ইয়াহিয়া
লোকদের কাছে সুসমাচার তবলিগ করতেন।
১৯ কিন্তু বাদশাহ্ হেরোদ আপন ভাইয়ের স্ত্রী
হেরোদিয়ার বিষয়ে এবং নিজের সমস্ত দুষ্কর্মের
বিষয়ে ইয়াহিয়া কর্তৃক দোষীকৃত হলে, তার
সেসব দুষ্কর্মগুলোর সঙ্গে এটিও যোগ করলেন,
২০ ইয়াহিয়াকে কারাগারে বন্দী করলেন।

ঈসা মসীহের বাপ্তিস্ম

২১ আর যখন সমস্ত লোক বাপ্তিস্ম নিচ্ছিল,
তখন ঈসাও বাপ্তিস্ম নিয়ে মুনাজাত করছেন,
এমন সময়ে বেহেশত খুলে গেল, ২২ এবং পাক-
রূহ্ দৈহিক আকারে, কবুতরের মত তাঁর উপরে
নেমে আসলেন, আর বেহেশত থেকে এই বাণী
হল, "তুমি আমার প্রিয় পুত্র, তোমাতেই আমি
প্রীত।"

[৩:১৯] মথি ১৪:১।
[৩:২০] মথি ১৪:৩,৪।
[৩:২১] মথি ১৪:২৩; মার্ক ১:৩৫; ৬:৪৬; লূক ৫:১৬; ৬:১২; ৯:১৮,২৮; ১১:১।
[৩:২২] ইশা ৪২:১; ইউ ১:৩২,৩৩; প্রেরিত ১০:৩৮; মথি ৩:১৭।
[৩:২৩] মথি ৪:১৭; প্রেরিত ১:১; লূক ১:২৭।
[৩:২৭] মথি ১:১২।

ঈসা মসীহের বংশ-তালিকা

২৩ আর ঈসা নিজে যখন কাজ আরম্ভ করেন,
তখন প্রায় ত্রিশ বছর বয়স্ক ছিলেন; তিনি (যেমন
ধরা হত) ইউসুফের পুত্র– ইনি আলীর পুত্র,
২৪ ইনি মত্ততের পুত্র, ইনি লেবির পুত্র, ইনি
মল্কির পুত্র, ইনি যান্নায়ের পুত্র, ইনি ইউসুফের
পুত্র, ২৫ ইনি মত্তথিয়ের পুত্র, ইনি আমোজের
পুত্র, ইনি নহূমের পুত্র, ইনি ইষ্লির পুত্র, ইনি
নগির পুত্র, ২৬ ইনি মাটের পুত্র, ইনি মত্তথিয়ের
পুত্র, ইনি শিমিয়ির পুত্র, ইনি যোষেখের পুত্র,
ইনি যূদার পুত্র, ২৭ ইনি যোহানার পুত্র, ইনি
রীষার পুত্র, ইনি সরুব্বাবিলের পুত্র, ইনি
শল্টীয়েলের পুত্র, ইনি নেরির পুত্র, ২৮ ইনি মল্কির
পুত্র, ইনি অদ্দীর পুত্র, ইনি কোষমের পুত্র, ইনি
ইল্মাদমের পুত্র, ইনি এরের পুত্র, ২৯ ইনি
ইউসার পুত্র, ইনি ইলীয়েষরের পুত্র, ইনি
যোরীমের পুত্র, ইনি মত্ততের পুত্র, ইনি লেবির
পুত্র, ৩০ ইনি শিমিয়োনের পুত্র, ইনি যূদার পুত্র,
ইনি ইউসুফের পুত্র, ইনি যোনমের পুত্র, ইনি

তাদের সকলের প্রতি বিচার নেমে আসবে, তারা ইহুদী হোক বা অ-ইহুদী হোক।

৩:১৯ বাদশাহ্ হেরোদ ... ইয়াহিয়া কর্তৃক দোষীকৃত হলে ...। হেরোদ আন্তিপাস আরবের বাদশাহ্ চতুর্থ আরিতার কন্যাকে বিয়ে করেছিলেন; কিন্তু তিনি হেরোদিয়াকে বিয়ে করার জন্য তাকে তালাক দিয়েছিলেন। এই হেরোদিয়া ছিল তাঁর ভাই হেরোদ ফিলিপের স্ত্রী(মথি ১৪:৩; মার্ক ৬:১৭)।

৩:২০ ইয়াহিয়াকে কারাগারে বন্দী করলেন। যোসেফাসের মতে, ইয়াহিয়াকে মরু-সাগরের পূর্বদিকে মাখেয়রুতে কারাবদ্ধ করা হয়েছিল। ঈসা মসীহের পরিচর্যা কাজ শুরু হওয়ার কিছু দিন পর এই ঘটনা ঘটেছিল (ইউ ৩:২২-২৪); কিন্তু লূক এই ঘটনাটি এখানে উল্লেখ করছেন ইয়াহিয়ার পরিচর্যা কাজের বিষয়ে তাঁর বর্ণনা সমাপ্ত করতে এবং ঈসা মসীহের পরিচর্যা কাজের বিবরণ শুরু করতে (মথি ৪:১২; মার্ক ১:১৪)। পরবর্তীতে তিনি সংক্ষেপে ইয়াহিয়ার মৃত্যুর বিষয়ে পরোক্ষভাবে উল্লেখ করেছেন (৯:৭-৯)।

৩:২১ মুনাজাত করছেন। কেবল লূক এ কথা উল্লেখ করেন যে, ঈসা মসীহ্ বাপ্তিস্ম গ্রহণ করার পর মুনাজাত করেছিলেন। মুনাজাতে রত ঈসা লূকের বিবৃতির একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় (৫:১৬; ৬:১২; ৯:১৮,২৮-২৯; ১১:১; ২২:৩২,৪১; ২৩:৩৪,৪৬)।

৩:২২ পাক-রূহ্ ... নেমে আসলেন। লূক "দৈহিক আকারে" বলে সুনির্দিষ্ট চিহ্নের কথা উল্লেখ করেন। ইয়াহিয়ার কাছে এটি ছিল এক বিশেষ চিহ্ন (ইউ ১:৩২-৩৪; মার্ক ১:১০)।

তুমি আমার প্রিয় পুত্র, তোমাতেই আমি প্রীত। পূর্ববর্তী দু'টি সুসমাচারের রচয়িতাগণ বেহেশত থেকে ঈসা মসীহের প্রতি একটি কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন: (১) রূপান্তরিত হওয়ার সময়ে পর্বতে (৯:৩৫), এবং (২) ঈসা মসীহের শেষ সপ্তাহে বায়তুল মোকাদ্দসের প্রাঙ্গনে (ইউ ১২:৮) । এই স্বর এ কথা নির্দেশ করে না যে, আল্লাহ্‌র পুত্ররূপে ঈসাকে বরণ করে নেওয়া হচ্ছে, বরং এখানে তাঁকে বেহেশতী অনুমোদন দেওয়া হচ্ছে, যার মাধ্যমে তিনি আল্লাহ্‌র গোলাম ও পুত্ররূপে তাঁর দায়িত্ব পালন করতে শুরু করছেন।

৩:২৩-৩৮ ঈসা মসীহের বংশ-তালিকা। লূক ও মথি সুসমাচারে ঈসা মসীহের বংশ-তালিকায় কিছু পার্থক্য রয়েছে (মথি ১:২-১৬)। মথি বংশ-তালিকাটি শুরু করেছেন ইব্রাহিম থেকে (ইহুদী জাতির জনক), আর লূক উল্টোদিক থেকে তাঁর বংশ-তালিকা শুরু করেন এবং আদম দিয়ে শেষ করেন; এর দ্বারা তিনি সমস্ত মানব বংশের সাথে ঈসা মসীহের সম্পর্ক দেখিয়েছেন। ইব্রাহিম থেকে দাউদের আগ পর্যন্ত মথি ও লূকের বংশ-তালিকা প্রায় একই রকম, কিন্তু দাউদ থেকে তাঁদের তালিকায় পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। এর কারণ হল মথি কেবল সিংহাসনের উত্তরাধি-কারীদের উল্লেখ করে দাউদের গৃহের আইনগত বংশধারাটি দেখিয়েছেন; অন্যদিকে লূক ইউসুফ থেকে দাউদ পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ বংশধারা দেখিয়েছেন। অন্যদিকে মথি ইউসুফকে বংশ তালিকা নিয়ে এসেছেন, যিনি ঈসা মসীহের আইনসম্মত পিতা; অন্য দিকে লূক মরিয়মের বংশধ-ারার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন, যিনি ঈসার মসীহের রক্তের আত্মীয়।

৩:২৩ প্রায় ত্রিশ বছর। লূক বিশ্ব ইতিহাস (আয়াত ১-২) এবং ঈসা মসীহের বাকী জীবন উভয়ের সাথে ঈসা মসীহের প্রকাশ্য পরিচর্যা কাজের সূচনাকে সম্পর্কযুক্ত করেছেন। ত্রিশ বছর বয়স ছিল এমন একটি সময়, যখন একজন লেবীয় তার পরিচর্যা কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করতেন (শুমারী ৪:৪৭)।

যেমন ধরা হত। লূক ইতোমধ্যেই কুমারীর গর্ভে জন্মলাভের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন (১:৩৪-৩৫); এখানে তিনি আবারও পরিষ্কার করে দিচ্ছেন যে, ইউসুফ ঈসা মসীহের দৈহিক পিতা ছিলেন না।

৩:২৭ সরুব্বাবিল। ব্যাবিলনে নির্বাসনের পরে সরুব্বাবিল ইহুদী গোষ্ঠীর নেতা ছিলেন; শল্টীয়েলের বিষয়ে জানতে দেখুন হগয় ১:২। কিন্তু ১ খান্দান ৩:১৯ আয়াতে (হিব্রু সংস্করণে, সেপ্টুয়াজিন্টে নয়) সরুব্বাবিলের পিতা হলেন পদায়। মথি ১:১২ ও ১ খান্দান ৩:১৭ আয়াত অনুসারে শল্টীয়েল যিকনিয়ের পুত্র, নেরির নন; সম্ভবত এদের মধ্যে একজন দত্তক পিতা ছিলেন।

ইলিয়াকীমের পুত্র, ৩১ ইনি মিলেয়ার পুত্র, ইনি
মিন্নার পুত্র, ইনি মত্তথের পুত্র, ইনি নাথনের পুত্র,
ইনি দাউদের পুত্র, ৩২ ইনি ইয়াসিরের পুত্র, ইনি
ওবেদের পুত্র, ইনি বোয়সের পুত্র, ইনি
সল্‌মোনের পুত্র, ইনি নহশোনের পুত্র, ৩৩ ইনি
অম্মীনাদবের পুত্র, ইনি অদমানের পুত্র, ইনি
অর্ণির পুত্র, ইনি হিষ্রোণের পুত্র, ইনি পেরসের
পুত্র, ইনি এহুদার পুত্র, ৩৪ ইনি ইয়াকুবের পুত্র,
ইনি ইস্‌হাকের পুত্র, ইনি ইব্রাহিমের পুত্র, ইনি
তেরহের পুত্র, ইনি নাহোরের পুত্র, ৩৫ ইনি
সরূগের পুত্র, ইনি রিয়ূর পুত্র, ইনি পেলগের পুত্র,
ইনি এবরের পুত্র, ইনি শেলহের পুত্র, ৩৬ ইনি
কৈনেনের পুত্র, ইনি অফক্‌ষদের পুত্র, ইনি সামের
পুত্র, ইনি নূহের পুত্র, ইনি লামাকের পুত্র, ৩৭ ইনি
মুতাওশালেহের পুত্র, ইনি হানোকের পুত্র, ইনি
ইয়ারুদের পুত্র, ইনি মাহলাইলের পুত্র, ইনি
কৈনেনের পুত্র, ৩৮ ইনি আনুশের পুত্র, ইনি শিসের
পুত্র, ইনি আদমের পুত্র, ইনি আল্লাহ্‌র পুত্র।

ঈসা মসীহের পরীক্ষা

৪ ১ ঈসা পাক-রূহে পূর্ণ হয়ে জর্ডান নদী
থেকে ফিরে আসলেন এবং চল্লিশ দিন
পর্যন্ত সেই রূহের আবেশে মরুভূমির মধ্যে চালিত
হলেন, ২ আর শয়তান দ্বারা পরীক্ষিত হলেন।
সেসব দিন তিনি কিছুই আহার করেন নি; পরে
সেসব দিন শেষ হলে পর ক্ষুধিত হলেন।
৩ তখন শয়তান তাঁকে বললো, তুমি যদি
আল্লাহ্‌র পুত্র হও, তবে এই পাথরটিকে বল,
যেন তা রুটি হয়ে যায়। ৪ জবাবে ঈসা তাকে
বললেন, লেখা আছে, "মানুষ কেবল রুটিতে
বাঁচে না।"
৫ পরে সে তাঁকে উপরে নিয়ে গিয়ে মুহূর্তকালের
মধ্যে দুনিয়ার সমস্ত রাজ্য দেখালো। ৬ আর
শয়তান তাঁকে বললো, তোমাকেই আমি এ সব
কর্তৃত্ব ও এই সকলের প্রতাপ দেব; কেননা এই
সকল আমাকে দেওয়া হয়েছে, আর আমার
যাকে ইচ্ছা, তাকে দান করি; ৭ অতএব তুমি
যদি আমার সম্মুখে পড়ে সেজ্‌দা কর, তবে
এসবই তোমার হবে। ৮ জবাবে ঈসা তাকে
বললেন, লেখা আছে, "তোমার আল্লাহ্‌ প্রভুকেই
সেজ্‌দা করবে, কেবল তাঁরই এবাদত করবে"।
৯ আর সে তাঁকে জেরুশালেমে নিয়ে গেল ও
বায়তুল-মোকাদ্দসের চূড়ার উপরে দাঁড় করালো
এবং তাঁকে বললো, তুমি যদি আল্লাহ্‌র পুত্র হও,
তবে এই স্থান থেকে লাফ দিয়ে নিচে পড়;
১০ কেননা লেখা আছে,

'তিনি তাঁর ফেরেশতাদেরকে তোমার
বিষয়ে হুকুম দেবেন,
যেন তাঁরা তোমাকে রক্ষা করেন;'

[৩:৩১] ১খান্দান ৩:৫; ২শামু ৫:১৪।
[৩:৩৩] রূত ৪:১৮-২২; ১খান্দান ২:১০-১২।
[৩:৩৪] পয়দা ১১:২৪,২৬।
[৩:৩৬] পয়দা ১১:১২; ৫:২৮-৩২।
[৩:৩৭] পয়দা ৫:১২-২৫।
[৩:৩৮] পয়দা ৫:১,২,৬-৯।
[৪:১] আঃ ১৪,১৮; লূক ১:১৫,৩৫; ৩:১৬,২২; ১০:২১; ৩:৩,২১; ইহি ৩৭:১; লূক ২:২৭।
[৪:২] হিজ ৩৪:২৮; ১বাদশা ১৯:৮; ইব ৪:১৫।
[৪:৩] মথি ৪:৩।
[৪:৪] দ্বিঃবিঃ ৮:৩।
[৪:৫] মথি ২৪:১৪।
[৪:৬] ইউ ১২:৩১; ১৪:৩০; ১ইউ ৫:১৯।
[৪:৮] দ্বিঃবিঃ ৬:১৩।

৩:৩১ নাথন। ইনি নবী নাথন নন (২ শামু ৫:১৪)। আয়াত ৩২ থেকে নামগুলো সামান্য বানানের পার্থক্য ছাড়া সেপ্টুয়াজিন্ট অনুবাদের সাথে অভিন্ন। এগুলো নেওয়া হয়েছে পয়দা ৫:১-৩২; ১১:১০২৬; রূত ৪:১৮-২২; ১ খান্দান ১:১-৩৪; ২:১-১৫; ৩:৫-১৯ আয়াত থেকে।

৪:১ পাক-রূহে পূর্ণ হয়ে। লূক তাঁর সুসমাচারেই কেবল পাক-রূহের উপর জোর দিচ্ছেন না (১:৩৫,৪১,৬৭; ২:২৫-২৭; ৩:১৬,২২; ৪:১৪, ১৮; ১০:২১; ১১:১৩; ১২:১০,১২), সেই সাথে প্রেরিতদের কার্য বিবরণ কিতাবেও তিনি পাক-রূহের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন, যেখানে ৫৭ বার পাক-রূহের উল্লেখ করা হয়েছে।

মরুভূমির। এহুদিয়ার প্রান্তরে (মথি ৩:১; ১:৮০ আয়াতের নোট দেখুন)।

৪:২ পরীক্ষিত হলেন। মথি ৪:১-১১; ইব ২:২:১৮; ৪:১৫ আয়াতের নোট দেখুন। লূক বলেন যে, ঈসা রোজা থাকার জন্য ৪০ দিন পরীক্ষিত হয়েছেন এবং মথি ও লূক উভয়ের সুসমাচারে তিনটি সুনির্দিষ্ট প্রলোভনমূলক প্রশ্নের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই পরীক্ষার ঘটনাটি ঘটেছিল ঠিক তখন, যখন ঈসা মসীহের ক্ষুধা ছিল প্রচণ্ড তীব্র এবং তাঁর রূহানিক প্রতিরোধ ক্ষমতা ছিল সবচেয়ে কম। মথি ও লূকে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরীক্ষার অনুক্রমের পার্থক্য দেখা যায়। মথি সম্ভবত ক্রমান্বয়িক ধারা অনুসরণ করেছিলেন। যেহেতু পর্বতে পরীক্ষার শেষ দিকে (মথিতে উল্লিখিত তৃতীয় পরীক্ষা) ঈসা শয়তানকে বলেছিলেন দূর হয়ে যেতে (মথি ৪:১০)। একটি বিশেষ বিষয়কে গুরুত্ব দিতে সুসমাচার লেখকরা প্রায়শ বিভিন্ন ঘটনাকে পুনর্বিন্যাস করেছেন, তাতে অনেক সময় তাঁরা ক্রমান্বয়িক অনুক্রম বজায় রাখার কথা চিন্তা করেন নি। হয়তোবা লূকের দৃষ্টি এখানে ভৌগলিক, যেভাবে তিনি জেরুশালেমে ঈসার বেহেশতারোহণের মাধ্যমে তাঁর সুসমাচার শেষ করেছেন।

৪:৩ তুমি যদি আল্লাহ্‌র পুত্র হও। মথি ৪:৩ আয়াতের নোট দেখুন।

এই পাথরটিকে বল, যেন এ রুটি হয়ে যায়। শয়তান সব সময় তার পরীক্ষাকে আকর্ষণীয় করে থাকে।

৪:৭ আমার সম্মুখে পড়ে সেজ্‌দা কর। শয়তান ক্রুশের যন্ত্রণা পরিহার করতে ঈসাকে প্রলোভন দেখিয়েছে, যা তিনি বিশেষভাবে সহ্য করে নিজ কাঁধে বহন করতে এসেছিলেন (মার্ক ১০:৪৫)। প্রলোভনটি জাগতিক আধিপত্যের দিকে মোহিত করে, যাকে প্রশস্ত পথের সাথে তুলনা করা যায়।

৪:৯ বায়তুল-মোকাদ্দসের চূড়ায়। সম্ভবত বায়তুল-মোকাদ্দসের স্তম্ভশ্রেণীর দক্ষিণ-পূর্ব কোণ, যেখান থেকে আনুমানিক ১০০ ফুট নিচে অবস্থানে রয়েছে কিদ্রোন উপত্যকা; অথবা বায়তুল-মোকাদ্দসের মূল চূড়া।

তুমি যদি আল্লাহ্‌র পুত্র হও। মথি ৪:৩ আয়াতের নোট দেখুন।

এই স্থান থেকে নিচে পড়। শয়তান ঈসা মসীহ্‌কে পরীক্ষা করছে যেন ঈসা আল্লাহ্‌র বিশ্বস্ততাকে পরীক্ষা করেন এবং নাটকীয়ভাবে জনসাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারেন।

৪:১০ কেননা লেখা আছে। এবার শয়তানও কিতাবের উদ্ধৃতি দিচ্ছে, তবে সে জবুর ৯১:১১-১২ আয়াতকে ভুলভাবে উদ্ধৃত করেছে।

BACIB
International Bible
CHURCH

১১ আর 'তাঁরা তোমাকে হাতে করে তুলে
নেবেন,
যেন তোমার চরণে পাথরের আঘাত না
লাগে।'
১২ জবাবে ঈসা তাকে বললেন, লেখা আছে,
"তুমি তোমার আল্লাহ্‌ মালিকের পরীক্ষা করো
না"। ১৩ আর সমস্ত পরীক্ষা শেষ করে শয়তান
কিছুকালের জন্য তাঁর কাছ থেকে চলে গেল।

নাসারতে ঈসা মসীহের উপদেশ

১৪ তখন ঈসা পাক-রূহের শক্তিতে পূর্ণ হয়ে
গালীলে ফিরে গেলেন এবং তাঁর কীর্তি চারদিকের
সমস্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়লো। ১৫ আর তিনি
তাদের মজলিস-খানাগুলোতে উপদেশ দিয়ে
সকলের দ্বারা গৌরবান্বিত হতে লাগলেন।

নাসরতে ঈসা মসীহ্‌ অগ্রাহ্য হন

১৬ আর তিনি যেখানে লালিত-পালিত
হয়েছিলেন, সেই নাসরতে উপস্থিত হলেন এবং
আপন রীতি অনুসারে বিশ্রামবারে মজলিস-খানায়
প্রবেশ করলেন ও পাঠ করতে দাঁড়ালেন।
১৭ তখন ইশাইয়া নবীর কিতাব তাঁর হাতে
দেওয়া হল, আর তিনি কিতাবখানি খুলে সেই
স্থান পেলেন যেখানে লেখা আছে,
১৮ "প্রভুর রূহ্‌ আমার মধ্যে অবস্থিতি করেন,
কারণ তিনি আমাকে অভিষিক্ত করেছেন,
দরিদ্রদের কাছে সুসমাচার তবলিগ করার
জন্য;
তিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন,
বন্দীদের কাছে মুক্তি,
এবং অন্ধদের কাছে দৃষ্টিদান ঘোষণা
করার জন্য,
নির্যাতিতদেরকে নিস্তার করে বিদায়
করার জন্য,
১৯ প্রভুর রহমতের বছর ঘোষণা করার জন্য"।
২০ পরে তিনি কিতাবখানি বন্ধ করে কর্মচারীর
হাতে দিয়ে বসলেন। তাতে মজলিস-খানায়
সকলের চোখ তাঁর প্রতি স্থির হয়ে রইলো।

[৪:১১] জবুর ৯১:১১,১২।
[৪:১২] দ্বি:বি: ৬:১৬।
[৪:১৩] ইব ৪:১৫; ইউ ১৪:৩০।
[৪:১৪] মথি ৪:১২; ৯:২৬।
[৪:১৫] মথি ৪:২৩।
[৪:১৬] মথি ২:২৩; ১৩:৫৪; ১তীম ৪:১৩।
[৪:১৮] ইউ ৩:৩৪; মার্ক ১৬:১৫।
[৪:১৯] ইশা ৬১:১,২; লেবীয় ২৫:১০; জবুর ১০২:২০; ইশা ৪২:৭; ৪৯:৮,৯; ৫৮:৬।

৪:১২ ঈসা তাকে বললেন। ঈসা মসীহ্‌ পাক-কিতাব থেকে উত্তর দিয়েছেন, যেভাবে তিনি অন্য দু'টো প্রলোভনকে উপেক্ষা করেছেন। এখানে তিনি দ্বিতীয় বিবরণ থেকে উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন। প্রলোভনে পতিত হলে তাঁর পুত্রত্ব ও পিতার সাথে তাঁর সম্পর্কের বাস্তবতায় সন্দেহ তৈরি হত। একজন ব্যক্তি তখনই আল্লাহ্‌র বিশ্বস্ততাকে পরীক্ষা করার চিন্তা করবে (দ্বি.বি. ৬:১৬), যখন সে আর তাঁকে বিশ্বাস না করে সন্দেহ পোষণ করতে শুরু করবে। সবক'টি প্রলোভন ঈসা মসীহের বেহেশতী পুত্রত্বের বিরুদ্ধে। সেগুলো তাঁকে তাঁর বেহেশতী ক্ষমতাকে অপব্যবহারে উৎসাহিত করেছিল, তাঁর পিতাকে মান্য না করে শয়তানকে মান্য করার মাধ্যমে জাগতিকভাবে তাঁর উদ্দেশ্য চরিতার্থ করে তাঁকে কলুষিত করার চেষ্টা করেছিল এবং তাঁর পিতার প্রেম ও পরিচর্যার বাস্তবতার প্রতি সন্দেহ সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছিল। তাই ঈসা মসীহের বিরুদ্ধে প্রলোভনগুলো ঈসায়ী কর্মকাণ্ডের চালিত হয়নি বা দৃষ্টিনন্দন অলৌকিক কাজ সম্পাদনের দ্বারাও লোকদের মন জয় করতে তাঁকে উৎসাহিত করা হয় নি, বরং পিতা-পুত্রের সম্পর্কে ফাটল ধরাতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল, যার উপরে তাঁর মসীহত্ব অবস্থান করেছিল। মরুভূমিতে ইসরাইল জাতির অভিজ্ঞতার সাথে এর মিল রয়েছে (দ্বি.বি. ৬-৮ অধ্যায়), কিন্তু সেগুলো তেমন গুরুত্বপূর্ণ বলে সাব্যস্ত হয় নি।

৪:১৩ শয়তান কিছুকালের জন্য তাঁর কাছ থেকে চলে গেল। এরপর ২২:৩ আয়াতের আগ পর্যন্ত শয়তানকে আর দেখা যায় না; কিন্তু তাই বলে এই নয় যে, সে এই সময়টুকু নিষ্ক্রিয় ছিল (১৩:১৬; ২২:২৮)। ঈসা মসীহের সমগ্র পরিচর্যা কাজের সময় ও ক্ষেত্র জুড়ে শয়তান পরীক্ষা করা অব্যাহত রেখেছিল (মার্ক ৮:৩৩) এবং গেৎশিমানী বাগানে সে ঈসা মসীহ্‌কে সবচেয়ে বড় পরীক্ষায় ফেলেছিল।

৪:১৬ নাসরতে উপস্থিত হলেন। তাঁর পরিচর্যা কাজের শুরুর দিকে নয়, বরং এর প্রায় এক বছর পরে; আয়াত ২৩ অনুসারে ঈসা মসীহ্‌ ইতোমধ্যেই পরিচর্যা কাজ করে আসছিলেন। সম্ভবত ইউ ১:১৯-৪:৪২ আয়াতের সবক'টি ঘটনা লূক ৪:১৩ ও ৪:১৪ আয়াতের মাঝামাঝি সময়ে ঘটেছিল।

আপন রীতি অনুসারে। দৈনন্দিন এবাদতের বিষয়ে ঈসা মসীহের রীতি তাঁর সব অনুসারীর জন্য এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল।

পাঠ করতে। ঈসা মসীহ্‌ সম্ভবত হিব্রু ভাষায় ইশাইয়া নবীর কিতাব থেকে পাঠ করেছিলেন। তবে সে সময়কার প্রচলিত ভাষা ছিল অরামীয়।

৪:১৭ ইশাইয়া নবীর কিতাব। পুরাতন নিয়মের কিতাবগুলো স্ক্রোল বা গুটিয়ে রাখা কিতাবে লেখা হয়েছিল, যা মজলিস-খানার বিশেষ স্থানে রাখা হত এবং বিশেষ পরিচর্যাকারী কর্তৃক পাঠকের হাতে দেওয়া হত। মসীহ্‌ সম্পর্কে কিতাবের যে অংশ ঈসা পাঠ করেছিলেন (ইশা ৬১:১-২), তা সম্ভবত তিনি নিজেই পাঠ করার জন্য বাছাই করেছিলেন, অথবা এটি সেদিনের জন্য নিরূপিত পাঠ ছিল। মজলিস-খানার এবাদত প্রক্রিয়ার মধ্যে থাকতো মুনাজাত করা, শরীয়ত বা নবীদের কিতাব থেকে পাঠ করা ও বাণী-প্রচার করা। এবাদত পরিচালনাকারী ইমাম মুনাজাত ও পাক-কিতাব পাঠ করার জন্য দাঁড়াতেন এবং তিনিই পাক-কিতাব থেকে শিক্ষা দিতেন। যে কোন যোগ্য ব্যক্তি উপস্থিত মতে পাক-কিতাব পাঠ করতে পারতেন (প্রেরিত ১৩:১৫)। এ সময়ে শরীয়ত থেকে ঈসা মসীহের জন্য নির্দিষ্ট অংশ পাঠ করার জন্য নির্ধারিত ছিল, কিন্তু ঈসা নবীদের কিতাব থেকে তাঁর নিজের পাঠ বাছাই করেছিলেন বলে অনেকে মনে করেন।

৪:১৮ প্রভুর রূহ্‌ আমার মধ্যে অবস্থিতি করেন ...। এই আয়াতটি মসীহের তবলিগ ও সুস্থকরণের পরিচর্যা কাজ, যা মানবীয় প্রয়োজনের প্রত্যেকটি পূরণ করে, সে সম্পর্কে বলে।

তিনি আমাকে অভিষিক্ত করেছেন। আক্ষরিক-ভাবে তেল দিয়ে অভিষেক করা নয় (হিজ ৩০:২২-৩১), বরং পাক-রূহ্‌ দ্বারা।

৪:১৯ প্রভুর রহমতের বছর। পঞ্জিকার বছর নয়, কিন্তু যে সময়ে নাজাত ঘোষণা করা হবে – ঈসায়ী যুগ। ইশা ৬১:১-২ আয়াত থেকে এই উদ্ধৃতি পরোক্ষভাবে জুবিলী বছরের উল্লেখ করে (লেবীয় ২৫:৮-৫৫); এই রীতি অনুসারে প্রতি ৫০ বছর পর পর কৃতদাসদের মুক্ত করে দেয়া হত, ঋণ মাফ করে দেয়া

২১ আর তিনি তাদেরকে বলতে লাগলেন, পাক
-কিতাবের এই কালাম তোমাদের কর্ণগোচরে পূর্ণ
হল। ২২ তাতে সকলে তাঁর বিষয়ে সাক্ষ্য দিল ও
তাঁর মুখ থেকে বের হওয়া সুন্দর সুন্দর কথায়
আশ্চর্য হল; আর বললো, এ কি ইউসুফের পুত্র
নয়? ২৩ তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরা
আমাকে অবশ্য এই প্রবাদ বাক্য বলবে,
চিকিৎসক, নিজেকেই সুস্থ কর; কফরনাহূমে যা
যা করা হয়েছে বলে শুনেছি, এখানে এই
স্বদেশেও কর। ২৪ তিনি আরও বললেন, আমি
তোমাদেরকে সত্যি বলছি, কোন নবী স্বদেশে
গ্রাহ্য হয় না। ২৫ আর আমি তোমাদেরকে সত্যি
বলছি, ইলিয়াসের সময় যখন তিন বছর ছয় মাস
পর্যন্ত আসমান রুদ্ধ ছিল ও সারা দেশে মহা
দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়েছিল, ২৬ কিন্তু ইলিয়াস
তাদের কারো কাছে প্রেরিত হন নি, কেবল সিডন
দেশের সারিফতে এক জন বিধবা স্ত্রীলোকের
কাছে প্রেরিত হয়েছিলেন। ২৭ আর আল-ইয়াসা
নবীর সময়ে ইসরাইলের মধ্যে অনেক কুষ্ঠ রোগী
ছিল, কিন্তু তাদের কেউই পাক-পবিত্র হয় নি,
কেবল সিরিয়া দেশের নামান হয়েছিল। ২৮ এই
কথা শুনে মজলিস-খানার উপস্থিত লোকেরা
সকলে ক্রোধে পূর্ণ হল; ২৯ আর তারা উঠে তাঁকে
নগরের বাইরে ঠেলে নিয়ে চললো এবং যে
পর্বতে তাদের নগর নির্মিত হয়েছিল, তার
অগ্রভাগ পর্যন্ত নিয়ে গেল, যেন তাঁকে নিচে
ফেলে দিতে পারে। ৩০ কিন্তু তিনি তাদের মধ্য

[৪:২০] মথি ২৬:৫৫। [৪:২১] মথি ১:২২। [৪:২২] ইউ ৬:৪২; ৭:১৫। [৪:২৩] মথি ২:২৩; মার্ক ১:২১-২৮; ২:১-১২। [৪:২৪] ইউ ৪:৪৪। [৪:২৫] ১বাদশা ১৭:১; ১৮:১; প্রকা ১১:৬। [৪:২৬] ১বাদশা ১৭:৮-১৬; [৪:২৭] ২বাদশা ৫:১-১৪। [৪:২৯] শুমারী ১৫:৩৫। [৪:৩০] ইউ ৮:৫৯; ১০:৩৯। [৪:৩১] আঃ ২৩; মথি ৪:১৩। [৪:৩২] আঃ ৩৬; মথি ৭:২৮,২৯। [৪:৩৪] মথি ৮:২৯; মার্ক ১:২৪; ইয়াকুব ২:১৯; আঃ ৪১। [৪:৩৫] মথি ৮:২৬; লূক ৮:২৪। [৪:৩৬] মথি ৭:২৮,২৯; ১০:১; আঃ ৩২। [৪:৩৭] আঃ ১৪; মথি ৯:২৬।

দিয়ে হেঁটে চলে গেলেন।

ঈসা মসীহ্‌ এক জন বদ-রূহে পাওয়া লোককে সুস্থ করেন

৩১ পরে তিনি গালীলের কফরনাহূম নগরে নেমে
আসলেন। আর তিনি বিশ্রামবারে লোকদেরকে
উপদেশ দিতে লাগলেন; ৩২ এবং লোকেরা তাঁর
উপদেশে চমৎকৃত হল; কারণ তাঁর কথা
ক্ষমতাযুক্ত ছিল। ৩৩ তখন ঐ মজলিস-খানায়
এক ব্যক্তি ছিল, তাঁকে নাপাক রূহে পেয়েছিল;
৩৪ সে চিৎকার করে বললো, হে নাসরতীয় ঈসা,
আপনার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কি? আপনি কি
আমাদেরকে বিনাশ করতে আসলেন? আমি
জানি আপনি কে, আল্লাহ্‌র সেই পবিত্র ব্যক্তি।
৩৫ তখন ঈসা তাকে ধমক দিয়ে বললেন, চুপ্‌
কর এবং লোকটির মধ্য থেকে বের হও, তখন
সেই বদ-রূহ্‌ তাকে মাঝখানে ফেলে দিয়ে তার
মধ্য থেকে বের হয়ে গেল, তার কোন ক্ষতি
করলো না। ৩৬ তখন সকলে চমৎকৃত হল এবং
পরস্পর বলাবলি করতে লাগল, এ কেমন কথা?
ইনি ক্ষমতায় ও পরাক্রমে নাপাক রূহ্‌দেরকে
হুকুম করেন, আর তারা বের হয়ে যায়। ৩৭ পরে
চারদিকের অঞ্চলের সর্বত্র তাঁর কীর্তির কথা
ছড়িয়ে পড়লো।

হযরত পিতরের শাশুড়িকে সুস্থ করা

৩৮ পরে তিনি মজলিস-খানা থেকে উঠে
শিমোনের বাড়িতে প্রবেশ করলেন; তখন
শিমোনের শাশুড়ির ভীষণ জ্বর হয়েছিল, তাই

হত এবং পৈতৃক সম্পত্তি মূল পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হত।

বন্দীদের কাছে মুক্তি। প্রাথমিকভাবে ইশাইয়া ইসরাইলের মুক্তির পূর্বাভাস দিয়েছেন ব্যাবিলনীয় বন্দীত্ব থেকে, কিন্তু ঈসা মসীহ্‌ গুনাহ্‌ ও এর সকল পরিণতি থেকে মুক্তির ঘোষণা দিলেন।

৪:২০ বসলেন। পাক-কিতাব পাঠ করার সময় দাঁড়ানোর রীতি ছিল (আয়াত ১৬), কিন্তু শিক্ষা দানের সময় বসার রীতি ছিল (মথি ৫:১; ২৬:৫৫; ইউ ৮:২; প্রেরিত ১৬:১৩)।

৪:২৩ স্বদেশ। নাসরত। যদিও ঈসা বেথেলহেমে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তথাপি তিনি গালীলের নাসরতে বড় হয়েছিলেন (১:২৬; ২:৩৯,৫১; মথি ২:২৩)।

কফরনাহূম। মথি ৪:১৩ আয়াতের নোট দেখুন।

৪:২৬ তাদের কারো কাছে প্রেরিত হন নি। দু'জন অ-ইহুদীকে আল্লাহ্‌র সাহায্য করা সম্পর্কে ঈসা মসীহের ইঙ্গিতের উল্লেখ (১ বাদশাহ্‌ ১৭:১-১৫; ২ বাদশাহ্‌ ৫:১-১৪) অ-ইহুদীদের জন্য লূকের বিশেষ বিবেচনাকে ফুটিয়ে তোলে। ঈসা মসীহ্‌ এ কথা বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, যখন বনি-ইসরাইলরা উদ্ধারের জন্য আল্লাহ্‌র সংবাদদাতাকে প্রত্যাখ্যান করেছে সেজন্য আল্লাহ্‌ তাঁকে অ-ইহুদীদের কাছে পাঠিয়েছিলেন – এবং আবার সেরূপ হবে যদি তারা ঈসাকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে (১০:১৩-১৫; রোমীয় ৯-১১ অধ্যায়)।

সিডন। সোর থেকে ২০ মাইল উত্তরে অতি প্রাচীন এক ফিনিশীয় নগরী। পরবর্তীতে ঈসা মসীহ্‌ এই অঞ্চলে এক অ-ইহুদী মহিলার মেয়েকে সুস্থ করেছিলেন (মথি ১৫:২১-২৮)।

৪:২৮ ক্রোধে পূর্ণ হল। ইহুদীদেরকে দোষারোপ করার কারণে এবং অ-ইহুদীদের প্রতি অনুকূল মনোভাব পোষণের কারণে।

৪:৩০ তিনি তাদের মধ্য দিয়ে হেঁটে চলে গেলেন। তাঁর এই চলে যাওয়া অলৌকিক ছিল, না কি স্বাভাবিক ছিল তা লূক ব্যাখ্যা করেন নি। তবে তাঁর এই চলে যাওয়া আবশ্যক ছিল, কারণ তাঁর মৃত্যুর সময় এখনও আসে নি (ইউহোন্না ৭:৩০)।

৪:৩১ কফরনাহূম। কফরনাহূমের উপর লেখা প্রবন্ধটি দেখুন।

৪:৩২ তাঁর উপদেশে চমৎকৃত হল। মার্ক ১:২২ আয়াতের নোট দেখুন।

৪:৩৩ নাপাক রূহে পেয়েছিল। পৌত্তলিকদের কাছে 'নাপাক-রূহ্‌' বা 'ভূত' এক অতিপ্রাকৃতিক সত্তা, যা ভাল বা মন্দ উভয়ই হতে পারে। কিন্তু লূক এখানে পরিষ্কার করে বলেছেন যে, এটি ছিল এক নাপাক-রূহ্‌, যা মানুষের মানসিক ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি করতে পারে (ইউ ১০:২০), উগ্র আচরণের প্রকাশ ঘটাতে পারে (লূক ৮:২৬-২৯), শারীরিক অসুস্থতা সৃষ্টি করতে পারে (১৩:১১,১৬) এবং আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করতে পারে (প্রকা ১৬:১৪)।

৪:৩৮ পিতরের শাশুড়ি। পিতর বিবাহিত ছিলেন (১ করি ৯:৫)।

ভীষণ জ্বর। পূর্ববর্তী দু'টি সুসমাচারেও এই অলৌকিক কাজের বর্ণনা রয়েছে (মথি ৮:১৪-১৫; মার্ক ১:২৯-৩১), কিন্তু শুধুমাত্র চিকিৎসক লূক আরও সুনির্দিষ্টভাবে 'ভীষণ জ্বর' শব্দ দু'টি

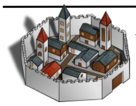

নাসরত

নাসরত নামের অর্থ *পৃথক*। সম্ভবত গ্রীক শব্দ *নেসার* থেকে এর উৎপত্তি, অর্থ, “পাতা গজানো”। অনেকে মনে করে এই নগরের পিছনের পাহাড়ের নাম অনুসারে নগরটির এই নাম দেওয়া হয়েছে। এই পাহাড়টি ফিলিস্তিনীদের দুর্গের মত ছিল, ফলে তারা হিব্রু শব্দ -*নোসেরাহ্*- থেকে এই নাম দেয়, যার অর্থ পাহারা বা দেখাশুনা করা। এই পাহাড় থেকে প্রহরীরা দেশের সীমানার এলাকা দেখতো। এই নগর সম্পর্কে পুরাতন নিয়মে কিছু বলা নেই। এটি ইউসুফ ও মরিয়মের জন্মস্থান, লূক ২:৩৯ এবং এখানেই কুমারী মরিয়মকে ফেরেশতারা তাঁর গর্ভে মসীহের আগমন সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছিলেন, লূক ১:২৬-২৮। এখানেই ঈসা মসীহ্ ছোটবেলা থেকে বেড়ে বড় হন (লূক ৪:১৬) এবং এখানের মজলিস-খানাতেই তিনি লোকদের শিক্ষা দেন, মথি ১৩:৫৪। এখানেই লোকেরা তাঁর উপর রাগ হয়ে তাঁকে এই পাহাড়ের চূড়ায় নিয়ে গিয়ে নিচে ফেলে দিতে চেয়েছিল, লূক ৪:২৯। দুইবার তারা তাঁর উপর রাগ হয়ে এই চূড়া থেকে তাঁকে ফেলে দিতে চেয়েছিল, লূক ৪:১৬-২৯; মথি ১৩:৫৪-৫৮ এবং সবশেষে তারা তাঁকে এই নগর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। লোকদের অবিশ্বস্ততার জন্য তিনি এখানে অলৌকিক কাজ করেন নি, মথি ১৩:৫৮ এবং এখান থেকে তিনি কফরনাহূমে চলে গেলেন। নাসরত গ্রামটি পাহাড়ের ঢালে গালীল সাগর থেকে প্রায় ১৪ মাইল এবং তাবোর পর্বত থেকে প্রায় ৬ মাইল দূরে লেবাননের দক্ষিণ ভূখণ্ডে অবস্থিত। ছয় থেকে দশ হাজার লোকের বসতি এই আধুনিক গ্রামটি এখন নাজারিয়া নামে পরিচিত। পুরাতন নগর থেকে পাহাড়ের নিচের অংশে এটি “একটি কৃত্রিম স্থান”। মিসর থেকে এশিয়ায় যাতায়াতে তাবোর, যা দামেস্কের উত্তরদিকে অবস্থিত, পাহাড়ের গোড়া থেকে এই নাসরতের প্রধান রাস্তা। সম্ভবত নথনেল শব্দ থেকে এই নাসরত নগরের উৎপত্তি, ইউ ১:৪৬। দুর্নাম আছে, গালীলের লোকেরা রূঢ় ও অলস প্রকৃতির ছিল, কারণ তারা খুব বেশি অ-ইহুদীদের সাথে মেলামেশা করতো এবং তাদের ইচ্ছামত চলতো। এই মিশ্রণে তারা অভদ্র হয় এবং ধর্মীয় রীতিনীতি অমান্য করে। তবে এই ধারণা সম্পর্কে তেমন কোন যুক্তি পাওয়া যায় না। ইহুদীরা বিশ্বাস করতো, মিকাহ্ ৫:২ আয়াত অনুসারে মসীহের জন্ম হয়তো বেথেলহেমে বা তার কাছাকাছি কোন এক স্থানে হবে। নথনেলও লোকদের এমন ধারণা দিয়েছেন, ফলে তারা সকলে বিশ্বাস করেছিল এই “সুস-ংবাদ” কখনও নাসরত থেকে আসবে না। ঈসা মসীহের সময়ে এই নগরের জনসংখ্যা ছিল ১৫,০০০ থেকে ২০,০০০ (বর্তমানে প্রায় ১০,০০০)। ল্যাটিন মণ্ডলীর অধীনে ‘পবিত্র ঘর,’ বলতে আসলে একটি গুহা যা মূলত এটি একটি গর্তের মত। “এর পাহাড়ের চূড়া” থেকে, সম্ভবত উত্তর অংশ থেকে তুষারপাত হয়, এই তুষারপাত মধ্যযুগ থেকে শুরু হয়ে আসছে। তবে সে সময় এর উৎস খুঁজে বের করা হয়নি। সম্ভবত নাসরত নামের অর্থ “একটি উঁচু দর্শন স্থান” (যার বর্তমান নাম ইন-নাসারা)। ইঞ্জিল শরীফে নেসার বা “পাতা গজানো” বলা হয়েছে, ইশা ৪:২; ইয়ার ২৩:৫; জাকা ৩:৮, ৬:১২; মথি ২:২৩।

তাঁরা তাঁর সুস্থতার জন্য তাঁকে ফরিয়াদ
জানালেন। [৩৯] তখন তিনি তাঁর কাছে দাঁড়িয়ে
জ্বরকে ধমক দিলেন, তাতে তাঁর জ্বর ছেড়ে গেল;
আর তিনি তৎক্ষণাৎ উঠে তাঁদের পরিচর্যা করতে
লাগলেন।
[৪০] পরে সূর্য অস্ত যাবার সময়ে লোকদের
অসুস্থ রোগীদের, যারা নানা রোগে ভুগছিল, তারা
তাদেরকে তাঁর কাছে আনলো; আর তিনি
প্রত্যেক জনের উপরে হাত রেখে তাদেরকে সুস্থ
করলেন। [৪১] আর অনেক লোকের মধ্য থেকে বদ
-রূহ্‌ও বের হয়ে গেল, তারা চিৎকার করে
বললো, আপনি আল্লাহ্‌র পুত্র; কিন্তু তিনি
তাদেরকে ধমক্‌ দিলেন, কথা বলতে দিলেন না,
কারণ তারা জানত যে, তিনিই সেই মসীহ্‌।

মজলিস-খানায় ঈসা মসীহের তবলিগ

[৪২] পরে প্রভাত হলে তিনি বের হয়ে কোন
নির্জন স্থানে গমন করলেন; আর লোকেরা তাঁর
খোঁজ করলো এবং তাঁর কাছে এসে তাঁকে নিবৃত্ত
করতে চাইল, যেন তিনি তাদের কাছ থেকে চলে
না যান। [৪৩] কিন্তু তিনি তাদেরকে বললেন, অন্য
অন্য নগরেও আমাকে আল্লাহ্‌র রাজ্যের
সুসমাচার তবলিগ করতে হবে; কেননা সেজন্যই
আমি প্রেরিত হয়েছি। [৪৪] পরে তিনি এহুদিয়ার
নানা মজলিস-খানায় তবলিগ করতে লাগলেন।

ঈসা মসীহ্‌ তাঁর প্রথম সাহাবীকে আহ্বান করেন

৫ [১] একবার যখন লোকেরা তাঁর উপরে
চাপাচাপি করে পড়ে আল্লাহ্‌র কালাম
শুনছিল, তখন তিনি গিনেষরৎ হ্রদের কূলে
দাঁড়িয়েছিলেন, [২] আর তিনি দেখলেন, হ্রদের
ধারে দু'খানি নৌকা রয়েছে, কিন্তু জেলেরা
নৌকা থেকে নেমে গিয়ে জাল ধুচ্ছিল। [৩] তাতে
তিনি ঐ দু'টির মধ্য থেকে শিমোনের নৌকায়
উঠে স্থল থেকে একটু দূরে যেতে তাঁকে অনুরোধ
করলেন; আর তিনি নৌকায় বসে লোকদেরকে
উপদেশ দিতে লাগলেন। [৪] পরে কথা শেষ করে
তিনি শিমোনকে বললেন, তুমি গভীর পানিতে
নৌকা নিয়ে চল, আর তোমরা মাছ ধরবার জন্য
তোমাদের জাল ফেল। [৫] শিমোন জবাবে
বললেন, হে প্রভু, আমরা সমস্ত রাত পরিশ্রম
করে কিছুই পাই নি, কিন্তু আপনার কথায় আমি
জাল ফেলবো। [৬] তাঁরা জাল ফেললে পর মাছের
বড় ঝাঁক ধরা পড়লো ও তাঁদের জাল ছিঁড়তে
শুরু করলো; তাতে তাঁদের যে অংশীদারেরা
অন্য নৌকায় ছিলেন, তাঁদেরকে তাঁরা ডাকলেন
যেন তাঁরা এসে তাঁদের সাহায্য করেন। [৭] তাঁরা
এসে দু'খানি নৌকা এমন পূর্ণ করলেন যে,
নৌকা দু'খানি ডুবে যাবার মত হল। [৮] তা দেখে
শিমোন পিতর ঈসার জানুর উপরে পড়ে
বললেন, আমার কাছ থেকে চলে যান, কেননা,
হে প্রভু, আমি গুনাহ্‌গার। [৯] কারণ জালে এত
মাছ ধরা পড়েছিল বলে তিনি ও যাঁরা তাঁর সঙ্গে
ছিলেন, সকলে চমৎকৃত হয়েছিলেন; [১০] আর
সিবদিয়ের পুত্র ইয়াকুব ও ইউহোন্না, যাঁরা
শিমোনের অংশীদার ছিলেন, তাঁরাও চমৎকৃত

[৪:৩৯] আঃ ৩৫,৪১।
[৪:৪০] মার্ক ৫:২৩; মথি ৪:২৩।
[৪:৪৩] মথি ৩:২।
[৪:৪৪] মথি ৪:২৩।
[৫:১] মার্ক ৪:১৪; ইব ৪:১২।
[৫:৩] মথি ১৩:২।
[৫:৪] ইউ ২১:৬।
[৫:৫] লূক ৮:২৪, ৪৫; ৯:৩৩,৪৯; ১৭:১৩; ইউ ২১:৩।
[৫:৬] ইউ ২১:১১।
[৫:৮] ইশা ৬:৫; পয়দা ১৮:২৭; আইউব ৪২:৬।
[৫:১০] মথি ১৪:২৭।

ব্যবহার করেছেন।

৪:৪০ সূর্য অস্ত যাবার সময়ে। বিশ্রামবার (আয়াত ৩১) সূর্যাস্তের সাথে সাথে শেষ হয়ে যায় (প্রায় সন্ধ্যা ৬টায়)। প্রাচীন নিয়ম অনুসারে, বিশ্রামবার শেষ না হওয়া পর্যন্ত ইহুদীরা এক মাইলের দুই-তৃতীয়াংশের বেশি হাঁটতে বা বোঝা বহন করতে পারতো না। তাই সূর্যাস্তের পর তারা ঈসা মসীহের কাছে রোগীদের বহন করে এনেছিল। তাদের আগ্রহ এই সত্য প্রকাশ করে যে, সূর্য যখন অস্ত যাচ্ছিল তখন তারা রওনা দিয়েছিল।

৪:৪১ কারণ তারা জানত যে তিনিই সেই মসীহ্‌। মার্ক ১:৩৪ আয়াতের নোট দেখুন।

৪:৪২ নির্জন স্থানে। মার্ক "যেখানে তিনি মুনাজাত করতেন"–এই কথাগুলো যুক্ত করেছেন (মার্ক ১:৩৫)।

৪:৪৩ আল্লাহ্‌র রাজ্য। বাক্যাংশটি লূক এই প্রথম ব্যবহার করছেন; তাঁর সুসমাচারে এটি ৩০ বারের বেশি উল্লিখিত হয়েছে। কিতাবুল মোকাদ্দসে এর বিভিন্ন অর্থের কয়েকটি হচ্ছে: আল্লাহ্‌র অনন্তকালীন রাজত্ব, বাদশাহ্‌রূপে ঈসা মসীহের নিজ রাজ্যে তাঁর উপস্থিতি, বেহেশতী রাজ্যের আসন্ন রূহানিক রূপ, ভবিষ্যতের রাজ্য (মথি ৩:২ আয়াতের নোট দেখুন)।

৪:৪৪ পরে তিনি ... তবলিগ করতে লাগলেন। এই বিবৃতিটুকু কেবল এই অধ্যায়ে (আয়াত ১৪ থেকে) যা বলা হয়েছে তার সাথেই সম্পৃক্ত নয়, কিন্তু সেই সাথে ঈসা মসীহের ভবিষ্যৎ পরিচর্যা কাজের সাথেও তা সম্পৃক্ত।

এহুদিয়া। কিছু কিছু প্রাচীন পাণ্ডুলিপি এবং অন্যান্য সুসমাচারে (মথি ৪:২৩; মার্ক ১:৩৯) এহুদিয়ার পরিবর্তে গালীল উল্লেখ করা হয়েছে। অ-ইহুদীদের উদ্দেশে এই সুসমাচারটি রচনা করায় সম্ভবত সমগ্র প্যালেস্টাইন অঞ্চল বোঝাতে লূক 'এহুদিয়া' নামটি ব্যবহার করেন, যার অর্থ 'ইহুদীদের দেশ' (২৩:৫; প্রেরিত ১০:৩৭; ১১:১,২৯; ২৬:২০।

৫:১ গিনেষরৎ হ্রদ। লূকই কেবল এটিকে হ্রদ বলেছেন; অন্যান্য সুসমাচার লেখকগণ এটিকে গালীল-সাগর বলেছেন এবং ইউহোন্না দু'বার এটিকে টিবেরিয়াস-সাগর বলেছেন (ইউ ৬:১; ২১:১)।

৫:২ জাল ধুচ্ছিল। প্রতিবার মাছ ধরার পর পরবর্তী সময়ে আবার ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত করতে জাল ধুয়ে ছড়িয়ে রাখতে হত।

৫:৩ বসে। জনতার কাছে শিক্ষা দেয়ার জন্য শিক্ষকদের প্রচলিত দেহভঙ্গি (৪:২০ আয়াতের নোট দেখুন)। হ্রদের তীরে নৌকাটি বসে শিক্ষা দেওয়া জন্য একটি আদর্শ স্থান ছিল, যেখানে জনতার চাপ ছিল না, কিন্তু শোনা ও দেখার মত দূরত্বে ছিল।

৫:৮ আমার কাছ থেকে চলে যান। একজন মানুষ আল্লাহ্‌র যত বেশি কাছে আসে, তত বেশি সে তার নিজের গুনাহ্‌ ও অযোগ্যতা অনুভব করতে পারে, যেরূপ ইব্রাহিম (পয়দা ১৮:২৭), আইউব (৪২৬) এবং ইশাইয়া (৬:৫) করেছিলেন।

হয়েছিলেন। তখন ঈসা শিমোনকে বললেন, ভয়
করো না, এখন থেকে তুমি মানুষ ধরবে। ১১ পরে
তাঁরা নৌকা কূলে এনে সব কিছু ফেলে রেখে
তাঁর পিছনে চললেন।

ঈসা মসীহ্ এক জন কুষ্ঠ রোগীকে সুস্থ করেন

১২ একবার তিনি কোন নগরে গেলেন; সেই
স্থানে এক জন সর্বাঙ্গকুষ্ঠ রোগী ছিল; সে ঈসাকে
দেখে উবুড় হয়ে পড়ে ফরিয়াদ সহকারে বললো,
প্রভু, যদি আপনার ইচ্ছা হয়, তবে আমাকে পাক
-পবিত্র করতে পারেন। ১৩ তখন তিনি হাত
বাড়িয়ে তাকে স্পর্শ করলেন, বললেন, আমার
ইচ্ছা, তুমি পাক-পবিত্র হও; আর তখনই তার
কুষ্ঠ চলে গেল। ১৪ পরে তিনি তাকে হুকুম
দিলেন, এই কথা কাউকেও বলো না, কিন্তু
ইমামের কাছে গিয়ে নিজেকে দেখাও এবং
লোকদের কাছে সাক্ষ্য দেবার জন্য তোমার পাক-
পবিত্রকরণ সম্বন্ধে মূসার হুকুম অনুসারে নৈবেদ্য

[৫:১১] আঃ ২৮; মথি ৪:১৯।
[৫:১২] মথি ৮:২।
[৫:১৪] মথি ৮:৪; লেবীয় ১৪:২-৩২।
[৫:১৫] মথি ৯:২৬।
[৫:১৬] লূক ৩:২১।
[৫:১৭] মথি ১৫:১; লূক ২:৪৬; ৬:১৯; মার্ক ৫:৩০।

কোরবানী কর। ১৫ কিন্তু তাঁর বিষয়ে জনরব
আরও বেশি ছড়িয়ে পড়তে লাগল; আর তাঁর
কথা শুনবার জন্য এবং নিজ নিজ রোগ থেকে
সুস্থ হবার জন্য অনেক লোক সমাগত হতে
লাগল। ১৬ কিন্তু তিনি কোন না কোন নির্জন
স্থানে গিয়ে মুনাজাত করতেন।

ঈসা মসীহ্ এক জন পক্ষাঘাত রোগীকে সুস্থ করেন

১৭ আর এক দিন তিনি উপদেশ দিচ্ছিলেন এবং
ফরীশীরা ও আলেমেরা কাছে বসেছিল; তারা
গালীল ও এহুদিয়ার সমস্ত গ্রাম এবং
জেরুশালেম থেকে এসেছিল; আর প্রভুর শক্তি
তাঁর সঙ্গে ছিল, যেন তিনি সুস্থ করেন। ১৮ আর
দেখ, কয়েক জন লোক এক জনকে খাটে করে
আনলো, সে পক্ষাঘাতগ্রস্ত; তারা তাকে ভিতরে
এনে তাঁর সম্মুখে রাখতে চেষ্টা করলো। ১৯ কিন্তু
ভিড়ের জন্য ভিতরে আনবার পথ না পাওয়াতে

৫:১০ এখন থেকে তুমি মানুষ ধরবে। প্রথম সাহাবীদের আহ্বান সম্পর্কে মার্ক একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন (মার্ক ১:১৬-২০)। কিন্তু লূক সাহাবীদের আহ্বান সম্পর্কে একটি দীর্ঘ বিবরণ দিয়েছেন। এই বিবরণ দেখায় যে, ঈসা মসীহের সাথে শিমোন পিতরের বন্ধুত্ব হওয়ার পর এবং তাঁর কাছে বেহেশতী ক্ষমতা প্রকাশের পর তিনি তাঁর সাহাবীদেরকে আহ্বান করেন। শিমোন ঈসা মসীহের আদেশ অনুসারে মাছ ধরে বিমোহিত হয়েছিলেন, কিন্তু যখন তাঁর ক্ষমতার পূর্ণ প্রকাশ তার কাছে আসল, তাঁর মধ্যে ভয় ও অযোগ্যতার ভাবও আসল। এই অধ্যায়ে বারো জন সাহাবীর নেতা হিসেবে শিমোনের দিকে সমস্ত মনোযোগ ধাবিত হয়েছে।

৫:১১ সব কিছু ফেলে রেখে তাঁর পিছনে চললেন। তাঁরা এর আগেও ঈসা মসীহের সাথে সময় কাটিয়েছেন (ইউ ১:৪০-৪২; ২:১-২); কিন্তু তাঁদের এই মেলামেশা এখন ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের বন্ধনে রূপ নিচ্ছে, যেহেতু তাঁরা এখন তাঁদের প্রভুকে অনুসরণ করছেন।

৫:১২ সর্বাঙ্গকুষ্ঠ রোগী। এর গ্রীক পরিভাষা যে কোন চর্মরোগকে বোঝায়, শুধুমাত্র কুষ্ঠ রোগ নয়। লেবীয় ১৩:২ আয়াতে এই রোগের উল্লেখ আছে। এখানেও লূক রোগের বিবরণ দিয়ে তাঁর চিকিৎসক সত্তার পরিচয় দেন। যে গ্রীক পরিভাষা এখানে ব্যবহৃত হয়েছে তা চিকিৎসা শাস্ত্রে ব্যবহৃত হয়, যদিও তা শুধুমাত্র কুষ্ঠরোগের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় না। এটি যে কোন চর্মরোগ বোঝাতে পারে, যা সবসময় সংক্রামক নয়।

৫:১৪ এই কথা কাউকেও বলো না। মথি ৮:৪; ১৬:২০ আয়াতের নোট দেখুন।

ইমামের কাছে গিয়ে নিজেকে দেখাও। এ আদেশ দ্বারা ঈসা মসীহ্ লোকটিকে শরীয়ত পালন করতে, প্রকৃত সুস্থতা লাভের আরও প্রমাণ প্রদান করতে, তাঁর পরিচর্যা কাজ সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের কাছে সাক্ষ্য দিতে এবং পাক-সাফকরণের আচারানুষ্ঠানিক সনদ সরবরাহ করতে উৎসাহ দিলেন, যেন লোকটি সমাজে পুনরায় গৃহীত হতে পারে।

লোকদের কাছে সাক্ষ্য দেবার জন্য। মার্ক ১:৪৪ আয়াতের নোট দেখুন। মসীহ্ লোকটিকে শরীয়ত মান্য করতে শিক্ষা দিলেন (লেবীয় ১৪:১-৩২)।

৫:১৬ মুনাজাত করতেন। অন্যান্য যে কোন সুসমাচার থেকে লূক ঈসা মসীহের মুনাজাতের উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। জর্ডানে ঈসার উপরে পাক-রূহ্ নেমে আসার সময় তিনি মুনাজাত করছিলেন (৩:২১); কোন কোন সময় তিনি মুনাজাতের জন্য নিজেকে লোকদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিতেন (৫:১৬); বারো জন সাহাবী মনোনীত করার আগে তিনি সারা রাত ধরে মুনাজাত করেছিলেন (৬:১২); সাহাবীদের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করার আগে তিনি বিজনে মুনাজাত করেছিলেন (৯:১৮); উজ্জ্বলরূপ পরিগ্রহণের আগে তিনি মুনাজাত করার জন্য পর্বতের যান (৯:২৮); সাহাবীদের প্রভুর মুনাজাত শিক্ষা দেবার পূর্বে তিনি মুনাজাত করেছিলেন (১১:১); গেৎশিমানী বাগানে তিনি একাগ্রভাবে মুনাজাত করেছিলেন (২২:৪৪); ক্রুশের উপরে তিনি অন্যদের জন্য মুনাজাত করেছিলেন (২৩:৩৪) ও মুনাজাত সহকারেই তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছিলেন (২৩:৪৬); তিনি পুনরুত্থানের পরেও মুনাজাত করেছিলেন (২৪:৩০)।

৫:১৭ ফরীশী। লূকে প্রথমবারের মত এদের উল্লেখ করা হল। এই পদবীর অর্থ 'পৃথকীকৃত'। তারা সংখ্যায় ছিল প্রায় ৬ হাজার এবং তারা সমস্ত প্যালেস্টাইনে ছড়িয়ে ছিল। তারা ছিল মজলিস-খানার শিক্ষক, লোকদের চোখে আদর্শ ধার্মিক এবং শরীয়ত ও তা যথাযথভাবে পালনের জন্য স্বঘোষিত রক্ষক। তারা প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত ঐতিহ্যবাহী মৌখিক বিধি-বিধান ও রীতিনীতিকে পাক-কিতাবের সমপর্যায়ের এবং সমান কর্তৃত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করতো (মার্ক ৭:৮-১৩)। ইতোমধ্যে ঈসা জেরুশালেমে ইহুদী নেতাদের কাছ থেকে বাধা পেয়েছেন (ইউ ৫:১৬-১৮)। এখন তারা কফরনাহূমেও তাঁর কথা শুনতে এবং তাঁর প্রতি নজর রাখতে এসেছে (মার্ক ২:১-৬)।

আলেম। যারা শরীয়ত অধ্যায়ন করতো, অনুবাদ করতো এবং শিক্ষা দিত (লিখিত ও মৌখিক উভয়ভাবে)। এসব আলেমদের অনেকেই ফরীশীদের দলে অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ঘরের ছাদে উঠলো এবং টালিগুলোর মধ্য দিয়ে
বিছানাসুদ্ধ তাকে মাঝখানে ঈসার সম্মুখে নামিয়ে
দিল। ২০ তাদের ঈমান দেখে তিনি বললেন, বন্ধু,
তোমার গুনাহ্ মাফ হল। ২১ তখন আলেমেরা ও
ফরীশীরা এই তর্ক করতে লাগল, এ কে, যে
কুফরী করছে? একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া আর কে
গুনাহ্ মাফ করতে পারে? ২২ ঈসা তাদের তর্ক
জেনে জবাবে তাদেরকে বললেন, তোমরা মনে
মনে কেন তর্ক করছো? ২৩ কোন্‌টা বলা সহজ,
‘তোমার গুনাহ্ মাফ হলো’, না ‘তুমি উঠে হেঁটে
বেড়াও’? ২৪ কিন্তু দুনিয়াতে গুনাহ্ মাফ করতে
ইবনুল-ইনসানের ক্ষমতা আছে, তা যেন তোমরা
জানতে পার, এজন্য– তিনি সেই পক্ষাঘাতগ্রস্ত
লোককে বললেন, তোমাকে বলছি, উঠ। তোমার
বিছানা তুলে নিয়ে তোমার ঘরে যাও।– ২৫ তাতে
সে তখনই তাদের সাক্ষাতে উঠলো এবং নিজের
বিছানা তুলে নিয়ে আল্লাহ্‌র গৌরব করতে করতে
তার বাড়িতে চলে গেল। ২৬ তখন সকলে ভীষণ
আশ্চর্য হল, আর আল্লাহ্‌কে মহিমান্বিত করতে
লাগল এবং ভয়ে পরিপূর্ণ হয়ে বলতে লাগল,
আজ আমরা অলৌকিক ব্যাপার দেখলাম।

সাহাবী হিসেবে লেবিকে আহ্বান

২৭ তারপর তিনি বাইরে গেলেন, আর
দেখলেন, লেবি নামে এক জন কর-আদায়কারী
করগ্রহণ-স্থানে বসে আছেন; তিনি তাঁকে
বললেন, আমাকে অনুসরণ কর। ২৮ তাতে তিনি
সব কিছু পরিত্যাগ করে উঠে তাঁর পিছনে
পিছনে চলতে লাগলেন।
২৯ পরে লেবি তাঁর বাড়িতে তাঁর জন্য বড় একটি
ভোজ প্রস্তুত করলেন এবং অনেক কর-
আদায়কারী ও অন্যান্য লোক তাঁদের সঙ্গে
ভোজনে বসেছিল। ৩০ তখন ফরীশীরা ও তাদের
আলেমেরা তাঁর সাহাবীদের বিরুদ্ধে বচসা করে
বলতে লাগল, তোমরা কি কারণে কর-
আদায়কারী ও গুনাহ্‌গারদের সঙ্গে ভোজন পান
করছো? ৩১ জবাবে ঈসা তাদেরকে বললেন, সুস্থ
লোকদের চিকিৎসকের প্রয়োজন নেই, কিন্তু
অসুস্থ লোকদেরই প্রয়োজন আছে। ৩২ আমি
ধার্মিকদেরকে নয়, কিন্তু গুনাহ্‌গারদেরকেই
ডাকতে এসেছি, যেন তারা মন ফিরায়।

রোজার বিষয়ে প্রশ্ন

৩৩ পরে তারা তাঁকে বললো, ইয়াহিয়ার সাহ-
াবীরা বার বার রোজা রাখে ও মুনাজাত করে,
ফরীশীদের শাগরেদরাও সেরকম করে; কিন্তু
তোমার সাহাবীরা ভোজন পান করে থাকে।
৩৪ ঈসা তাদেরকে বললেন, বর সঙ্গে থাকতে
তোমরা কি বাসর-ঘরের লোকদেরকে রোজা
করাতে পার? ৩৫ কিন্তু সময় আসবে; আর যখন

[৫:২০] লূক ৭:৪৮,৪৯।
[৫:২১] ইশা ৪৩:২৫।
[৫:২৪] মথি ৮:২০।
[৫:২৬] মথি ৯:৮।
[৫:২৭] মথি ৪:১৯।
[৫:২৮] আঃ ১১; মথি ৪:১৯।
[৫:২৯] লূক ১৫:১।
[৫:৩০] মথি ৯:১১; প্রেরিত ২৩:৯।
[৫:৩২] ইউ ৩:১৭।
[৫:৩৩] লূক ৭:১৮; ইউ ১:৩৫; ৩:২৫,২৬।
[৫:৩৪] ইউ ৩:২৯।
[৫:৩৫] লূক ৯:২২; ১৭:২২; ইউ ১৬:৫-

৫:১৯ ছাদ। মার্ক ২:৪ আয়াতের নোট দেখুন।

টালি। ঘরের ছাউনি।

৫:২০ তোমার গুনাহ্ মাফ হল। মসীহ্ লোকটিকে ক্ষমার ঘোষণা জানানোতে বোঝা যায় যে, সে বিশেষভাবে কোন নিন্দনীয় গুনাহের কারণে দোষী ছিল; তবে এর অর্থ এই নয় যে, গুনাহের কারণেই সব সময় মানুষের এরকম দুর্দশা হয়ে থাকে (লূক ১৩:১-৫)।

৫:২১ এ কে, যে কুফরী করছে? মার্ক ২:৭ আয়াতের নোট দেখুন। ফরীশীরা কুফরী করা বা আল্লাহ্ নিন্দা করাকে একজন মানুষের পক্ষে করা সম্ভব এমন সবচেয়ে মারাত্মক গুনাহ্ বলে বিবেচনা করতো (মার্ক ১৪:৬৪ আয়াতের নোট দেখুন)। আল্লাহ্ ব্যতিত আর কেউই কোন মানুষের গুনাহ্ ক্ষমা করতে পারে না; তাই প্রশ্ন উঠলো ঈসা মসীহ্ কী করে এই অসুস্থ লোকটির গুনাহ্ ক্ষমা করছেন। বাস্তবিক তিনি ইবনুল-ইনসানের উচ্চতর কর্তৃত্ব দাবী করেছিলেন, যিনি মানুষের উপরে আল্লাহ্‌র চূড়ান্ত বিচারের মধ্যস্থতাকারী (দানি ৭:৯-১২; লূক ৯:২৬; ১২:৮)।

৫:২৪ যেন তোমরা জানতে পার। সুস্থতা দানে ঈসা মসীহের ক্ষমতা গুনাহের ক্ষমা প্রদানে তাঁর ক্ষমতার দৃশ্যনীয় নিশ্চয়তা।

৫:২৭ কর-আদায়কারী। ৩:১২ আয়াতের নোট দেখুন।

করগ্রহণ-স্থান। যে স্থানে কর আদায় করা হত (মার্ক ২:১৪ আয়াতের নোট দেখুন)।

৫:২৮ সব কিছু ... গমন করলেন। যেহেতু কিছু দিন যাবৎ ঈসা কফরনাহূমে পরিচর্যা কাজ করে আসছিলেন, সেহেতু লেবি সম্ভবত তাঁকে আগে থেকে চিনতেন (১১ আয়াতের নোট দেখুন)।

৫:২৯ বড় এক ভোজ। লেবি ঈসা মসীহ্‌কে গোপনে অনুসরণ করতে শুরু করেন নি।

৫:৩০ ফরীশীরা ... বচসা করে বলতে লাগল। তারা সম্ভবত বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল এবং দূর থেকে তাদের অভিযোগগুলো লিপিবদ্ধ করছিল।

কর-আদায়কারী ও গুনাহ্‌গারদের সঙ্গে। কর-আদায়কারীরা ধর্মীয়ভাবে নাপাক ছিল; তারা রোমীয়দের পক্ষে কাজ করতো এবং এজন্যই তারা ঘৃণিত ছিল, কারণ তারা ইহুদীদের উপরে জুলুম চালাতো এবং অপকর্ম করে নিজেদের আখের গুছিয়ে নিত। গুনাহ্‌গার বলতে বেশ্যা এবং অপরাধীদের বোঝানো হয়েছে, যারা কখনও ভাল কাজ করে না। এদেরকে ফরীশীরা সব সময় এড়িয়ে চলতো।

ভোজন পান করছো?। মার্ক ২:১৫ আয়াতের নোট দেখুন।

৫:৩১ সুস্থ লোকদের চিকিৎসকের ... প্রয়োজন আছে। এখানে এ কথা বোঝানো হচ্ছে না যে, ফরীশীরা “সুস্থ” ছিল; কিন্তু একজন মানুষকে অবশ্যই তার রূহানিক সুস্থতা লাভের পূর্বে নিজের গুনাহের কথা স্বীকার করতে হবে (মার্ক ২:১৭ আয়াতের নোট দেখুন)।

৫:৩৩ ইয়াহিয়ার সাহাবীরা ... মুনাজাত করে। বাপ্তিস্মদাতা ইয়াহিয়া প্রান্তরে বেড়ে উঠেছেন এবং পঙ্গপাল ও বনমধুর মত সামান্য খাবার খেয়ে সংযমী হয়ে বাঁচতে শিখেছেন। তাঁর পরিচর্যা কাজ এক নিগূঢ় বার্তা ও নির্দেশনা দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। ঈসা মসীহ্ ও বাপ্তিস্মদাতা ইয়াহিয়া পরিচর্যা কাজের মধ্যে তুলনা করার জন্য লূক ৭:২৪-২৮ এবং মথি ১১:১-১৯ দেখুন। ফরীশীদেরও জীবনেও কৃচ্ছতা সাধনের রীতি রয়েছে (১৮:১২ আয়াতের নোট দেখুন)। কিন্তু ঈসা মসীহ্ ভোজে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর সাহাবীরা এমন এক স্বাধীনতা ভোগ করছিলেন যা ফরীশীরা কখনোই পায় নি।

রোজা। মার্ক ২:১৮ আয়াতের নোট দেখুন। যুক্তি-তর্কের

ইহুদী ধর্ম-বিশ্বাসে ‘বিশ্রামবার’

বিশ্রামবারকে হিব্রু ভাষায় বলা হয় ‘*শাব্বাথ*’, যার অর্থ পরিশ্রম থেকে বিরতি বা বিশ্রাম।

১. সৃষ্টি সমাপ্ত হওয়ার পর আল্লাহ্‌র বিশ্রামের দিন হিসেবে পাক-কিতাবে বিশ্রামবারের উল্লেখ রয়েছে (পয়দা ২:২-৩)। এরপর আদন বাগান থেকে সিনাই পর্বত পর্যন্ত দীর্ঘ এই সময়ে এর আর কোন উল্লেখ নেই। পরবর্তীতে ইসরাইল জাতির কাছে বিশ্রামবার প্রকাশ করা হয় (হিজ ১৬:২৩; নহি ৯:১৩-১৪) এবং একে শরীয়তের অংশ করা হয় (হিজ ২০:৮-১১)। আল্লাহ্‌র উদ্দেশে এই দিনটি পৃথক করার জন্য ইসরাইল জাতির কাছে বিধান উপস্থাপন করা হয়েছে (হিজ ৩১:১৩-১৭)। এই দিনটিতে সম্পূর্ণভাবে বিশ্রাম পালন করা হত (হিজ ৩৫:২-৩) এবং আল্লাহ্‌র প্রত্যক্ষ আদেশ দ্বারা বিশ্রামবারে কাঠ কুড়ালেও মৃত্যুদণ্ডের বিধান করা হয় (শুমারী ১৫:৩২- ৩৬)। অবিরতভাবে চলতে থাকা পোড়ানো-কোরবানী (শুমারী ২৮:৯) এবং বার্ষিক ঈদের দিন ছাড়া (হিজ ১২:১৬; লেবীয় ২৩:৩,৮; শুমারী ২৮:২৫) অন্য কখনোই সপ্তম দিন বা বিশ্রামবারে কায়িক পরিশ্রম, এবাদত বা অন্য কোন ধর্মীয় কাজের দিন হিসেবে নির্ধারণ করা হয় নি। এটি সাধারণভাবে মানুষ ও পশুর জন্য বিশ্রামের দিন, মানুষের প্রয়োজনে এক মানবীয় শর্ত। ঈসা মসীহের কথায়, “বিশ্রামবার মানুষের জন্য, মানুষ বিশ্রামবারের জন্য নয়” (মার্ক ২:২৭)।

২. আমাদের প্রভু এই দিনটির উদ্‌যাপনকে দেখেছিলেন ফরীশী রব্বিদের নানা রীতি-নীতি এবং বিধি-নিষেধে ভরপুর অবস্থায় (মথি ১২:২)। তিনি যা করেছিলেন তা ছিল তাদের শরীয়তের পুরোপুরি বিপরীত, যে কারণে তিনি স্বয়ং তৎকালীন ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের দ্বারা বিশ্রামবার ভঙ্গকারী বলে দোষীকৃত হন। পরবর্তীতে আবার মহা দুঃখ-কষ্টের কালে (মথি ২৪:২০-২১) এবং ভবিষ্যৎ রাজ্যের সময়ে (ঈশা ৬৬:২৩) বিশ্রামবার পালন করা হবে।

৩. সপ্তাহের প্রথম দিন ঈসায়ী মতে বিশ্রামবার হিসেবে পালন করার রীতি মণ্ডলীর অনুশাসনের যুগে স্বীকৃতি লাভ করেছে। বিশ্রামবার স্মরণ করিয়ে দেয় আল্লাহ্‌র সৃষ্টি থেকে বিশ্রামের বিধান: সপ্তাহের শেষ দিনে আল্লাহ্‌ বিশ্রাম নিলেন, সপ্তাহের প্রথম দিনে ঈসা মসীহ্‌ পুনরুত্থিত হলেন; সপ্তম দিনে আল্লাহ্‌ বিশ্রাম নিলেন, প্রথম দিনে ঈসা সক্রিয় হয়ে দায়িত্বে নিযুক্ত হলেন। বিশ্রামবার স্মরণ করিয়ে দেয় সৃষ্টিকর্মের সমাপ্তির কথা। বিশ্রামবার আইনগত বাধ্যবাধকতার দিন; প্রথম দিন, স্বেচ্ছাপ্রণোদিত এবাদত ও পরিচর্যা কাজের দিন। বিশ্রামবারকে প্রেরিত কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে কেবলমাত্র ইহুদীদের সম্পর্কিত করে এবং ইঞ্জিল শরীফের অবশিষ্ট অংশে মাত্র দু’বার (কল ২:১৬; ইব ৪:৪)। কিতাবের এই সমস্ত অংশে সপ্তাহের সপ্তম দিন হিসেবে বিশ্রামবারকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে বর্তমান বিশ্রামের নমুনারূপে, যাতে ঈমানদাররা ঈসা মসীহের উপরে ঈমান এনে বিশ্রামে প্রবেশ করবে।

বরকে তাদের কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া হবে,
তখন তারা রোজা রাখবে। [৩৬] তিনি তাদেরকে
আরও একটি দৃষ্টান্ত বললেন, তা এই– কেউ
নতুন কাপড় থেকে টুকরা ছিঁড়ে পুরানো কাপড়ে
লাগায় না; তা করলে নতুনটাও ছিঁড়তে হয় এবং
পুরানো কাপড়েও সেই নতুনের তালি মিলবে না।
[৩৭] আর পুরানো কুপায় কেউ টাট্‌কা আঙ্গুর-রস
রাখে না; রাখলে টাট্‌কা আঙ্গুর-রসে কুপাগুলো
ফেটে যাবে, তাতে আঙ্গুর-রসও পড়ে যাবে,
কুপাগুলোও নষ্ট হবে। [৩৮] কিন্তু টাট্‌কা আঙ্গুর-রস
নতুন কুপাতেই রাখতে হয়। [৩৯] আর পুরানো
আঙ্গুর-রস পান করে কেউ টাট্‌কা চায় না,
কেননা সে বলে, পুরাতনই ভাল।

বিশ্রামবারের বিষয়ে প্রশ্ন

৬ [১] এক দিন বিশ্রামবারে ঈসা শস্য-ক্ষেত
দিয়ে যাচ্ছিলেন, এমন সময়ে তাঁর
সাহাবীরা শীষ ছিঁড়ে ছিঁড়ে হাতে ঘষে ঘষে খেতে
লাগলেন। [২] তাতে কয়েক জন ফরীশী বললো,
বিশ্রামবারে যা করা উচিত নয়, তোমরা কেন তা
করছো? [৩] জবাবে ঈসা তাদেরকে বললেন, দাউদ
ও তাঁর সঙ্গীদের যখন খিদে পেয়েছিল তখন
তিনি কি করেছিলেন, তাও কি তোমরা পাঠ কর
নি? [৪] তিনি তো আল্লাহ্‌র গৃহে প্রবেশ করে যে
দর্শন-রুটি কেবল ইমামদের ছাড়া আর কারো
ভোজন করা উচিত নয়, তা নিয়ে নিজে ভোজন
করেছিলেন এবং সঙ্গীদেরকেও দিয়েছিলেন।

৭।

[৬:১] দ্বিঃবিঃ ২৩:২৫।

[৬:২] মথি ১২:২।

[৬:৩] ১শামু ২১:৬।

[৬:৪] লেবীয় ২৪:৫,৯।

[৬:৫] মথি ৮:২০।

[৬:৭] মথি ১২:১০; ১২:২।

[৬:৮] মথি ৯:৪।

[৬:১১] ইউ ৫:১৮।

[৬:১২] লূক ৩:২১।

[৬:১৩] মার্ক ৬:৩০।

[৫] পরে তিনি তাদেরকে বললেন, ইবনুল-ইনসান
বিশ্রামবারের কর্তা।

শুকিয়ে যাওয়া হাতটি সুস্থ হল

[৬] আর এক বিশ্রামবারে তিনি মজলিস-খানায়
প্রবেশ করে উপদেশ দিলেন; সেই স্থানে একটি
লোক ছিল, যার ডান হাত শুকিয়ে গিয়েছিল।
[৭] আর তিনি বিশ্রামবারে সুস্থ করেন কি না তা
দেখবার জন্য আলেমেরা ও ফরীশীরা তাঁর প্রতি
দৃষ্টি রাখল, যেন তাঁর নামে দোষারোপ করার
সূত্র পায়। [৮] কিন্তু তিনি তাদের চিন্তা জানতেন,
আর হাত শুকিয়ে যাওয়া সেই ব্যক্তিকে বললেন,
উঠ, মাঝখানে দাঁড়াও। তাতে সে উঠে
দাঁড়ালো। [৯] পরে ঈসা তাদেরকে বললেন,
তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করি, বিশ্রামবারে কি করা
উচিত? ভাল করা না মন্দ করা? প্রাণ রক্ষা করা
না নাশ করা? [১০] তাদের সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত
করে সেই লোকটিকে বললেন, তোমার হাত
বাড়িয়ে দাও। সে তা-ই করলো, আর তার হাত
সুস্থ হল। [১১] কিন্তু তারা ক্রোধে পূর্ণ হল, আর
ঈসার প্রতি কি করবে, সেই কথা পরস্পর
বলাবলি করতে লাগল।

বারো জন প্রেরিতকে বেছে নেওয়া

[১২] সেই সময়ে তিনি একদিন মুনাজাত করার
জন্য বের হয়ে পর্বতে গেলেন, আর আল্লাহ্‌র
কাছে মুনাজাত করতে করতে সমস্ত রাত যাপন
করলেন। [১৩] পরে যখন দিন হল, তিনি তাঁর

ভিত্তিতে ঈসা মসীহ্‌ এখানে রোজাকে প্রত্যাখ্যান করলেন (ইশা ৫৮:৩-১১ তুলনীয়), তিনি নিজে কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে রোজা করতেন এবং রূহানিক সুফল লাভের জন্য তিনি এ ব্যাপারে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত চর্চার অনুমতি দিয়েছেন (মথি ৪:২; ৬:১৬-১৮)।

৫:৩৫ তখন তারা রোজা করবে। মার্ক ২:১৯-২০ আয়াতের নোট দেখুন। পুরাতন নিয়ম অনুসারে প্রায়শ্চিত্ত সাধনের দিনে রোজা রাখা আবশ্যক ছিল। ঈসা মসীহ্‌ ফরীশীদের অনুসৃত সপ্তাহে দু'দিন রোজা রাখার প্রথাকে অগ্রাহ্য করেছেন। নাজাতের নতুন যুগ এসেছে, তাই পুরনো যুগের আনুষ্ঠানিক শোকের দিন শেষ। কেবল ঈসা মসীহের মৃত্যু ও পুনরুত্থানের মধ্যবর্তী দুঃখার্ত দিনে শোক করা উপযুক্ত।

৫:৩৯ পুরাতনই ভাল। ঈসা মসীহ্‌ এখানে কিছু কিছু লোকের অসম্মতি নির্দেশ করছেন, যারা তাদের প্রচলিত ধর্মীয় মতের পরিবর্তন চায় না এবং সুসমাচার গ্রহণের চেষ্টা করে না।

শস্য-ক্ষেত দিয়ে যাচ্ছিলেন। মার্ক ২:২৩ আয়াতের নোট দেখুন।

৬:৩ দাউদ ... কি করেছিলেন। মার্ক ২:২৫ আয়াতের নোট দেখুন। তিনি ফরীশীদেরকে দাউদের ঘটনা বললেন, যাকে ইমাম কর্তৃক তাঁর লোকদেরকে 'পবিত্র' রুটি খাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল (১ শামু ২১:১-৬), যা শুধুমাত্র ইমামদের খাওয়ার জন্য অনুমোদিত ছিল।

৬:৪ পবিত্র রুটি। মথি ১২:৪ আয়াতের নোট দেখুন।

৬:৫ ইবনুল-ইনসান। মার্ক ৮:৩১ আয়াতের নোট দেখুন।

বিশ্রামবারের কর্তা। ফরীশীদের প্রণীত বিশ্রাম-বার বিষয়ক শরীয়ত বাতিল করার জন্য ঈসা মসীহের কর্তৃত্ব রয়েছে (মথি ১২:৮; মার্ক ২:২৭)। পুরাতন নিয়মে বিশ্রামবার পালন করার উদ্দেশ্য দু'টি: সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করা (হিজত ২০:১১) এবং নাজাতদাতাকে স্মরণ করা (দ্বি.বি. ৫:১৫)। ইঞ্জিল শরীফে ঈসা স্বয়ং নাজাতদাতা, তাই পুরাতন নিয়মের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য মতে তিনি বিশ্রামবারের কর্তা।

৬:৮ উঠ, মাঝখানে দাঁড়াও। লোকটিকে সুস্থ করার বিষয়ে যেন কারও কোন প্রশ্ন না থাকে।

৬:৯ বিশ্রামবারে কি করা উচিত ... ?। ঈসা মসীহ্‌ ফরীশীদের থেকে আগত প্রশ্নবাণ এবং আক্রমণ সহ্য করেছিলেন, এখন তিনি নিজেই মজলিস-খানায় প্রত্যেকের কাছে প্রশ্ন রাখার উদ্যোগ নিলেন (মার্ক ৩:৪ আয়াতের নোট দেখুন)।

৬:১০ তাদের সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করে। ঈসা দেখতে চেয়েছিলেন যে, কেউ তাঁর প্রশ্নের উত্তর দেয় কিনা বা প্রস্তাবিত উত্তরে বাধা দেয় কিনা, কিন্তু তা করার মত সাহস কারও ছিল না।

৬:১১ তারা ক্রোধে পূর্ণ হল। কারণ তারা ঈসা মসীহের যুক্তিকে খণ্ডন করতে পারছিল না; ইতোমধ্যেই তারা তাঁর জীবন নাশের ষড়যন্ত্র করেছিল (ইউ ৫:১৮)। মার্ক ৩:৬ আয়াতের নোট দেখুন।

৬:১২ মুনাজাত করতে করতে সমস্ত রাত্রি যাপন করলেন। ১২ জন সাহাবী নির্বাচন করার পূর্বে ঈসা মুনাজাতে রাত কাটিয়েছিলেন কারণ এটি তাঁর পরিচর্যা কাজে ও ভবিষ্যত মিশন কাজে খুব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ছিল।

সাহাবীদেরকে ডাকলেন এবং তাঁদের মধ্য থেকে
বারো জনকে মনোনীত করলেন, আর তাঁদেরকে
'প্রেরিত' নাম দিলেন। ১৪ শিমোন, যাঁকে তিনি
পিতর নামও দিলেন ও তাঁর ভাই আন্দ্রিয় এবং
ইয়াকুব ও ইউহোন্না এবং ফিলিপ এবং বর্থলময়,
১৫ এবং মথি ও থোমা এবং আল্‌ফেয়ের (পুত্র)
ইয়াকুব ও উদ্‌যোগী আখ্যাত শিমোন,
১৬ ইয়াকুবের (পুত্র) এহুদা, এবং ঈষ্করিয়োতীয়
এহুদা, যে তাঁকে দুশমনদের হাতে ধরিয়ে
দিয়েছিল।

ঈসা মসীহ্‌ শিক্ষা দেন ও সুস্থ করেন

১৭ পরে তিনি তাঁদের সঙ্গে নেমে একটি সমান
ভূমির উপরে গিয়ে দাঁড়ালেন; আর তাঁর অনেক
সাহাবী এবং সমস্ত এহুদিয়া ও জেরুশালেম এবং
টায়ার ও সিডনের সমুদ্র উপকূল থেকে অনেক
লোক উপস্থিত হল; ১৮ তারা তাঁর কথা শুনবার ও
নিজ নিজ রোগ থেকে সুস্থ হবার জন্য তাঁর কাছে
এসেছিল এবং যারা নাপাক রূহ্‌ দ্বারা কষ্ট পাচ্ছিল
তারা সুস্থ হল। ১৯ আর সমস্ত লোক তাঁকে স্পর্শ
করতে চেষ্টা করলো, কেননা তাঁর মধ্য থেকে
শক্তি বের হয়ে সকলকে সুস্থ করছিল।

ধন্য ও ধিক্‌

২০ পরে তিনি তাঁর সাহাবীদের প্রতি দৃষ্টিপাত
করে বললেন, ধন্য দীনহীনেরা, কারণ আল্লাহ্‌র
রাজ্য তোমাদেরই। ২১ ধন্য তোমরা, যারা এখন
ক্ষুধিত, কারণ তোমরা পরিতৃপ্ত হবে। ধন্য
তোমরা, যারা এখন কান্নাকাটি কর, কারণ
তোমরা হাসবে।
২২ ধন্য তোমরা, যখন লোকে ইবনুল-ইনসানের
জন্য তোমাদেরকে হিংসা করে, আর যখন
তোমাদেরকে পৃথক করে দেয় ও নিন্দা করে
এবং তোমাদের নাম মন্দ বলে দূর করে দেয়।
২৩ সেদিন আনন্দ করো ও নৃত্য করো, কেননা
দেখ, বেহেশতে তোমাদের পুরস্কার প্রচুর;
কেননা তাদের পূর্বপুরুষেরা নবীদের প্রতি তা-ই
করতো। ২৪ কিন্তু ধিক্‌ তোমাদেরকে, তোমরা
যারা ধনবান, কারণ তোমরা তোমাদের সান্ত্বনা
পেয়েছ। ২৫ ধিক্‌ তোমাদেরকে, যারা এখন
পরিতৃপ্ত, কারণ তোমরা ক্ষুধিত হবে; ধিক্‌
তোমাদেরকে, যারা এখন হাসছো, কারণ
তোমরা মাতম করবে ও কাঁদবে। ২৬ ধিক্‌
তোমাদেরকে, যখন সকল লোকে তোমাদের
সুখ্যাতি করে, কারণ তাদের পূর্বপুরুষেরা ভণ্ড
নবীদের প্রতি তা-ই করতো।

দুশমনদের মহব্বত করার শিক্ষা

২৭ কিন্তু তোমরা যে শুনছো, আমি তোমাদেরকে
বলি, তোমরা নিজ নিজ দুশমনদেরকে মহব্বত
করো; যারা তোমাদেরকে হিংসা করে, তাদের
মঙ্গল করো; ২৮ যারা তোমাদেরকে বদদোয়া
দেয়, তাদেরকে দোয়া করো; যারা তোমাদেরকে
নিন্দা করে, তাদের জন্য মুনাজাত করো। ২৯ যে
তোমার এক গালে চড় মারে, তার দিকে অন্য

[৬:১৫] মথি ৯:৯।
[৬:১৭] মথি ৪:২৫; ১১:২১; মার্ক ৩:৭,৮।
[৬:১৯] মথি ৯:২০; মার্ক ৫:৩০; লূক ৫:১৭।
[৬:২০] মথি ২৫:৩৪।
[৬:২১] মথি ৫:৬; ৫:৪; ইশা ৫৫:১, ২; ৬১:২,৩; প্রকা ৭:১৭।
[৬:২২] ইউ ৯:২২; ১৬:২; ১৫:২১; ইশা ৫১:৭।
[৬:২৩] মথি ৫:১২।
[৬:২৪] ইয়াকুব ৫:১; লূক ১৬:২৫।
[৬:২৫] ইশা ৬৫:১৩; মেসাল ১৪:১৩।
[৬:২৬] মথি ৭:১৫।
[৬:২৭] আঃ ৩৫; মথি ৫:৪৪; রোমীয় ১২:২০।
[৬:২৮] মথি ৫:৪৪।
[৬:৩০] দ্বিঃবিঃ ১৫:৭,৮,১০; মেসাল ২১:২৬।

৬:১৩ তিনি তাঁর সাহাবীদেরকে ডাকলেন। যারা ঈসা মসীহের কথা শুনতে এসেছিল, তাদের মধ্যে কয়েকজন নিয়মিতভাবে তাঁকে অনুসরণ করে আসছিলেন। তাঁদের মধ্যে অন্ততপক্ষে ৭২ জন পুরুষ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। পরবর্তী সময়ে তাদেরকে তবলিগ করার জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল (১০:১,৭)। মসীহের বেহেশতে আরোহণের পর ১২০ জন ঈমানদার জেরুশালেমে পাক-রূহের অবতরণের জন্য অপেক্ষা করেছিলেন এবং এবাদত করেছিলেন (প্রেরিত ১:১৫)। এই সাহাবীদের মধ্য থেকে ঈসা তাঁর প্রেরিত হিসেবে ১২ জনকে বাছাই করেছিলেন। প্রেরিত নামের অর্থ, "যে ব্যক্তিকে এক বিশেষ দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে" (মার্ক ৬:৩০; ১ করি ১:১; ইব ৩:১)।

৬:১৪ পিতর। মথি ১০:২-৪; মার্ক ৩:১৬-১৯; প্রেরিত ১:১৩ আয়াতে প্রেরিতদের তালিকা দেখা যায়। নামগুলোর ক্রমধারা ভিন্ন হলেও সবগুলো তালিকাতেই পিতর সর্বদা প্রথমে রয়েছেন ও ঈষ্করিয়োতীয় এহুদা সব শেষে রয়েছে।

বর্থলময়। সম্ভবত মথি, মার্ক ও লূকের সুসমাচারে উল্লিখিত বর্থলময় এবং ইউহোন্নার সুসমাচারে উল্লিখিত নথনেল একই ব্যক্তি। ইউ ১:৪৫ আয়াতে ফিলিপের সাথে নথনেলকে যুক্ত করা হয়েছে।

৬:১৫ মথি। লেবির আরেক নাম।

আল্‌ফেয়ের (পুত্র) ইয়াকুব। সম্ভবত ছোট ইয়াকুব (মার্ক ১৫:৪০)।

ইয়াকুবের (পুত্র) এহুদা। থদ্দেয়ের আরেক নাম (মথি ১০:৩; মার্ক ৩:১৮; ইউ ১৪:২২)।

৬:১৬ ঈষ্করিয়োতীয় এহুদা। সম্ভবত এহুদিয়া থেকে মাত্র এই একজনই সাহাবী হিসেবে যোগ দিয়েছিল, অন্যান্যরা গালীল থেকে এসেছিলেন (মার্ক ৩:১৯ আয়াতের নোট দেখুন)। 'ঈষ্করিয়োতীয়' অর্থ 'কিরিয়োতের লোক' বা 'গুপ্তঘাতক' (ল্যাটিন *সিকেরিয়ুস*) বা 'ভ্রান্ত ব্যক্তি'।

৬:১৭ সমান ভূমির উপরে গিয়ে দাঁড়ালেন। সম্ভবত স্থানটি কোন এক মালভূমি ছিল, যা এ প্রেক্ষাপট ও মথি ৫:১-এর প্রেক্ষাপট উভয়কে বোঝাতে পারে।

৬:২০ ধন্য। মথি ৫:৩-১২ দেখুন। বেহেশতী সুখ দুনিয়াবী সুখের চেয়ে গভীরতর অর্থ প্রকাশ করে। মথির বিবরণ নির্দেশনা দেয় যে, ঈসা 'রূহের' দারিদ্র্যের কথা বলেছেন (মথি ৫:৩) এবং 'ধার্মিকতার' জন্য ক্ষুধার কথা বলেছেন।

৬:২৪ ধিক্‌। এই অংশটি ২০-২২ আয়াতের প্রতিটি বিষয়ের অবিকল বিপরীত অবস্থানের প্রতিচ্ছবি।

৬:২৭ নিজ নিজ দুশমনদেরকে মহব্বত করো। ঈসা মসীহের শিক্ষাদানের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে মহব্বত। মসীহ্‌ কেবলমাত্র অন্যদের প্রতি আক্রোশপূর্ণ আচরণকে নিষিদ্ধ করেন নি, সেই সাথে এই আদেশও দিয়েছেন যেন আমরা প্রত্যেককে ভালবাসি, এমনকি আমাদের দুশমন বা শত্রুদেরও। 'দুশমন' বলতে যারা সাহাবীদের অত্যাচার করেছিল তাদেরকে বোঝায়। সাহাবীদের আচরণের বিধান ৩১ আয়াতে সংক্ষেপে প্রকাশ করা হয়েছে।

৬:২৯ অন্য গালও পেতে দিও। আমাদের কখনও প্রতিহিংসামূলক মনোভাব থাকা উচিত নয়।

গালও পেতে দিও; এবং যে তোমার কোর্তা তুলে
নেয়, তাকে জামাও নিতে বারণ করো না। ৩০ যে
কেউ তোমার কাছে কিছু চায়, তাকে দিও; এবং
যে তোমার দ্রব্য নিয়ে যায়, তার কাছে তা আর
চেয়ো না। ৩১ আর তোমরা যেমনটি ইচ্ছা কর
যে, লোকে তোমাদের প্রতি করে, তোমরাও
তাদের প্রতি সেই রকম ব্যবহার করো।
৩২ আর যারা তোমাদেরকে মহব্বত করে,
তাদেরকেই মহব্বত করলে তোমরা কিরূপ সাধ-
ুবাদ পেতে পার? কেননা, গুনাহ্‌গার লোকেরাও,
যারা তাদেরকে মহব্বত করে, তারাও তাদেরকে
মহব্বত করে। ৩৩ আর যারা তোমাদের উপকার
করে, যদি তাদের উপকার কর, তবে তোমরা
কিরূপ সাধুবাদ পেতে পার? ৩৪ গুনাহ্‌গার
লোকেরাও তা-ই করে। আর যাদের কাছে পাবার
আশা থাকে, যদি তাদেরকেই ধার দাও, তবে
তোমরা কিরূপ সাধুবাদ পেতে পার? গুনাহ্‌গার
লোকেরাও গুনাহ্‌গার লোকদেরকে ধার দেয়,
যেন সেই পরিমাণে ফিরে পায়। ৩৫ কিন্তু তোমরা
নিজ নিজ দুশমনদেরকে মহব্বত করো, তাদের
ভাল করো এবং কখনও নিরাশ না হয়ে ধার দিও,
তা করলে তোমাদের মহাপুরস্কার হবে এবং
তোমরা সর্বশক্তিমানের সন্তান হবে, কেননা তিনি
অকৃতজ্ঞদের ও দুষ্টদের প্রতিও কৃপাবান।
৩৬ তোমাদের পিতা যেমন দয়ালু, তোমরাও
তেমনি দয়ালু হও।

অন্যদের বিচার করার বিষয়ে শিক্ষা

৩৭ আর তোমরা বিচার করো না, তাতে
তোমাদেরও বিচার করা হবে না; আর দোষী
করো না, তাতে তোমাদেরও দোষী করা হবে
না। তোমরা ছেড়ে দিও, তাতে তোমাদেরও
ছেড়ে দেওয়া যাবে। ৩৮ দান কর, তাতে
তোমাদেরকেও দেওয়া যাবে; লোকে প্রচুর
পরিমাণে চেপে চেপে, ঝাঁকিয়ে নিয়ে, উপ্‌চে
পড়বার মত করে তোমাদের কোলে দেবে; কারণ
তোমরা যেভাবে মেপে দাও, সেভাবে তোমাদের
জন্যও মাপা যাবে।
৩৯ আর তিনি তাদেরকে একটি দৃষ্টান্তও
বললেন, অন্ধ কি অন্ধকে পথ দেখাতে পারে?
উভয়েই কি গর্তে পড়বে না? ৪০ ছাত্র শিক্ষক
থেকে বড় নয়, কিন্তু যে কেউ পরিপক্ক হয়, সে
তার শিক্ষকের মত হবে। ৪১ আর তোমার
ভাইয়ের চোখে যে কুটা আছে, তা-ই কেন
দেখছো, কিন্তু তোমার নিজের চোখে যে
কড়িকাঠ আছে, তা কেন ভেবে দেখছো না?
৪২ তোমার চোখে যে কড়িকাঠ আছে, তা যখন
দেখছো না, তখন তুমি কেমন করে আপন
ভাইকে বলতে পার, ভাই, এসো, আমি তোমার
চোখ থেকে কুটাটা বের করে দিই? তোমার
নিজের চোখে যে কড়িকাঠ আছে, তা তো তুমি
দেখছো না! হে ভণ্ড, আগে নিজের চোখ থেকে
কড়িকাঠ বের করে ফেল, তারপর তোমার
ভাইয়ের চোখে যে কুটা আছে, তা বের করার
জন্য স্পষ্ট দেখতে পাবে।

ফল দেখে গাছ চেনা যায়

৪৩ কারণ এমন ভাল গাছ নেই, যাতে মন্দ ফল
ধরে এবং এমন মন্দ গাছও নেই, যাতে ভাল
ফল ধরে। ৪৪ স্ব স্ব ফল দ্বারাই প্রত্যেক গাছ
চেনা যায়; লোকে তো কাঁটাবন থেকে ডুমুর
সংগ্রহ করে না এবং কাঁটাঝোপ থেকে আঙ্গুর
ফল সংগ্রহ করে না। ৪৫ ভাল মানুষ তার হৃদয়ের
ভাল ভাণ্ডার থেকে ভালই বের করে এবং মন্দ
মানুষ মন্দ ভাণ্ডার থেকে মন্দই বের করে;
যেহেতু হৃদয়ের উপচয় থেকে তার মুখ কথা
বলে।

দুই রকম ভিত্তি

৪৬ আর তোমরা কেন আমাকে হে প্রভু, হে প্রভু,
বলে ডাক, অথচ আমি যা যা বলি, তা কর না?
৪৭ যে কেউ আমার কাছে এসে আমার কথা শুনে
পালন করে, সে কার মত তা আমি তোমাদেরকে
জানাচ্ছি। ৪৮ সে এমন এক ব্যক্তির মত, যে
বাড়ি নির্মাণ করতে গিয়ে খনন করলো, খুঁড়ে
গভীর করলো ও পাথরের উপরে ভিত্তিমূল স্থাপন
করলো; পরে বন্যা আসলে সেই বাড়ির উপর
দিয়ে পানির স্রোত বেগে বয়ে গেল, কিন্তু তা
হেলাতে পারল না, কারণ তা উত্তমরূপে নির্মিত
হয়েছিল। ৪৯ কিন্তু যে শুনে পালন না করে, সে
এমন এক ব্যক্তির মত, যে মাটির উপরে কোন
ভিত্তিমূল ছাড়াই বাড়ি নির্মাণ করলো; পরে পা-
নির স্রোত বেগে বয়ে সেই বাড়িতে লাগল, আর
অমনি তা পড়ে গেল এবং সেই বাড়ি একেবারে
ধ্বংস হয়ে গেল।

[৬:৩১] মথি ৭:১২।
[৬:৩২] মথি ৫:৪৬।
[৬:৩৪] মথি ৫:৪২।
[৬:৩৫] আঃ ২৭; রোমীয় ৮:১৪; মার্ক ৫:৭।
[৬:৩৬] ইয়াকুব ২:১৩; মথি ৫:৪৮; ৬:১; লূক ১১:২; ১২:৩২; রোমীয় ১৮:১৫; ইফি ৪:৬; ১পিতর ১:১৭; ১ইউ ১:৩; ৩:১।
[৬:৩৭] মথি ৭:১; ৬:১৪।
[৬:৩৮] জবুর ৭৯:১২; ইশা ৬৫:৬,৭; মথি ৭:২।
[৬:৩৯] মথি ১৫:১৪।
[৬:৪০] ইউ ১৩:১৬।
[৬:৪৪] মথি ১২:৩৩।
[৬:৪৫] মেসাল ৪:২৩; মথি ১২:৩৪,৩৫; মার্ক ৭:২০।
[৬:৪৬] মালা ১:৬; ইউ ১৩:১৩; মথি ৭:২১।
[৬:৪৭] লূক ৮:২১; ১১:২৮; ইয়াকুব ১:২২-২৫।

কোর্তা ... জামা। কোর্তা বাইরে পরার কাপড়, যার নিচে জামা পরা হয়।

৬:৩৬ তোমাদের পিতা যেমন দয়ালু। আল্লাহ্‌র শুদ্ধতা আমাদের সম্মুখে দৃষ্টান্ত ও লক্ষ্য হওয়া উচিত (মথি ৫:৪৮)।

৬:৩৭ দোষী করো না। ঈসা মসীহ্‌ তাঁর অনুসারীদের ন্যায় ও অন্যায় (৪৩-৪৫ আয়াত তুলনীয়) বোঝবার ক্ষমতার অভাব মোচন করেন নি, বরং তিনি অন্যদের অন্যায় ও ভণ্ডামীপূর্ণ বিচার করাকে নিন্দিত করেছেন।

৬:৩৮ উপ্‌চে ... কোলে দেবে। ইবরানীদের বাইরে পরার পোশাকে কোমর বন্ধনীর উপরে একটি ভাঁজ রেখে পকেট হিসেবে ব্যবহার করা হত, যাতে করে বেশি পরিমাণ গম নেওয়া যায়; সম্ভবত এখানে এ বিষয়ে বলা হচ্ছে।

৬:৪১ কুটা ... কড়িকাঠ। ঈসা মসীহের এই তুলনা করার মধ্য দিয়ে বুঝিয়েছেন যে, অন্য কারও সমালোচনা করা কত বোকামি ও ভণ্ডামি, যখন আমরা নিজেদের আরও বড় ত্রুটি বা অপরাধ গোপন করে থাকি।

BACIB International Bible CHURCH

ঈসা মসীহ্‌ শতপতির গোলামকে সুস্থ করেন

৭ ১ লোকদের কাছে তাঁর সমস্ত কথা বলা
শেষ করে তিনি কফরনাহূমে প্রবেশ
করলেন।
২ তখন এক জন শতপতির এক জন গোলাম
অসুস্থ হয়ে মৃতপ্রায় হয়েছিল; সে তার প্রিয়পাত্র
ছিল। ৩ তিনি ঈসার সংবাদ শুনে ইহুদীদের
কয়েক জন প্রাচীনকে দিয়ে তাঁর কাছে নিবেদন
করে পাঠালেন, যেন তিনি এসে তার গোলামকে
বাঁচান। ৪ তারা ঈসার কাছে এসে আগ্রহপূর্বক
ফরিয়াদ করে বলতে লাগলেন, আপনি যে তার
জন্য এই কাজ করেন, তিনি তার যোগ্য;
৫ কেননা তিনি আমাদের জাতিকে মহব্বত
করেন, আর আমাদের মজলিস-খানা তিনি নিজে
নির্মাণ করে দিয়েছেন। ৬ ঈসা তাদের সঙ্গে গমন
করলেন, আর তিনি বাড়ির অনতিদূরে থাকতেই
শতপতি কয়েক জন বন্ধুর মধ্য দিয়ে তাঁকে বলে
পাঠালেন, প্রভু, নিজেকে কষ্ট দেবেন না; কেননা
আমি এমন যোগ্য নই যে, আপনি আমার ছাদের
নিচে আসেন; ৭ সেজন্য আমি নিজেকেও আপন-
ার কাছে আসার যোগ্য মনে করি নি; আপনি
মুখে বলুন, তাতেই আমার গোলাম সুস্থ হবে।
৮ কারণ আমিও কর্তৃত্বের অধীনে নিযুক্ত লোক,
আবার সৈন্যরা আমার অধীন; আর আমি তাদের
এক জনকে 'যাও' বললে সে যায় এবং অন্যকে
'এসো' বললে সে আসে, আর আমার গোলামকে
'এই কাজ কর' বললে সে তা করে। ৯ এসব
কথা শুনে ঈসা তার বিষয়ে আশ্চর্য জ্ঞান করলেন

[৭:১] মথি ৭:২৮।
[৭:৭] জবুর ১০৭:২০।
[৭:১৩] আঃ ১৯; লূক ১০:১; ১৩:১৫; ১৭:৫; ২২:৬১; ২৪:৩৪; ইউ ১১:২।
[৭:১৪] মথি ৯:২৫; মার্ক ১:৩১; লূক ৮:৫৪; ইউ ১১:৪৩; প্রেরিত ৯:৪০।
[৭:১৬] লূক ১:৬৫; মথি ৯:৮; আঃ ৩৯; মথি ২১:১১লূক ১:৬৮।
[৭:১৭] মথি ৯:২৬।

এবং যে লোকেরা তাঁর পিছনে পিছনে আসছিল,
তিনি তাদের দিকে ফিরে বললেন, আমি
তোমাদেরকে বলছি, ইসরাইলের মধ্যেও এত
বড় ঈমান দেখতে পাই নি। ১০ পরে যাদেরকে
পাঠান হয়েছিল, তারা বাড়িতে ফিরে গিয়ে সেই
গোলামকে সুস্থ দেখতে পেলেন।

বিধবার একমাত্র পুত্রকে জীবন দান

১১ কিছু কাল পরে তিনি নায়িন্‌ নামক নগরে
যাত্রা করলেন এবং তাঁর সাহাবীরা ও অনেক
লোক তাঁর সঙ্গে যাচ্ছিল। ১২ যখন তিনি নগর-
দ্বারের নিকটবর্তী হলেন তখন লোকেরা একটি
মৃত মানুষকে বহন করে বাইরে নিয়ে যাচ্ছিল;
সে তার মায়ের একমাত্র পুত্র এবং সেই মা এক
জন বিধবা; আর নগরের অনেক লোক তার
সঙ্গে ছিল। ১৩ তাকে দেখে প্রভু তার প্রতি
করুণাবিষ্ট হলেন এবং তাকে বললেন, কেঁদো
না। ১৪ পরে কাছে গিয়ে খাট স্পর্শ করলেন;
তাতে বাহকেরা দাঁড়ালো। তিনি বললেন, হে
যুবক, তোমাকে বলছি, উঠ। ১৫ তাতে সেই মৃত
মানুষটি উঠে বসলো এবং কথা বলতে লাগল;
পরে তিনি তাকে তার মায়ের হাতে তুলে
দিলেন। ১৬ তখন সকলে ভয়ে ভীত হল এবং
আল্লাহ্‌কে মহিমান্বিত করে বলতে লাগল,
'আমাদের মধ্যে এক জন মহান নবীর উদয়
হয়েছে', আর 'আল্লাহ্‌ আপন লোকদের
তত্ত্বাবধান করেছেন'। ১৭ পরে সমুদয়
এহুদিয়াতে এবং চারদিকে সমস্ত অঞ্চলে তাঁর
বিষয়ে এই কথা ছড়িয়ে পড়লো।

৭:২ শতপতির একজন গোলাম। এই শতপতি সম্ভবত হেরোদ আন্তিপাসের সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা ছিলেন এবং তার অধীনে সাধারণত ১০০ সৈন্যকে নিয়োগ দেওয়া হত। ইঞ্জিল শরীফে উল্লিখিত রোমীয় শতপতিরা প্রশংসিত হওয়ার মত বৈশিষ্ট্য দেখিয়েছেন (প্রেরিত ১০:২; ২৩:১৭-১৮; ২৭:৪৩)। এই শতপতি তার গোলামের জন্য সত্যিকার অর্থে চিন্তিত ছিলেন। তিনি ইহুদীদের দ্বারা প্রশংসিত হয়েছিলেন এবং তারা তার সম্পর্কে অনুকূল মন্তব্য প্রকাশ করেছে, যদিও তিনি ছিলেন একজন অ-ইহুদী (আয়াত ৫,৯)।

৭:৩ ইহুদীদের কয়েক জন প্রাচীন। সামাজিক-ভাবে উচ্চ পর্যায়ের মর্যাদা সম্পন্ন ইহুদী, যদিও তারা মজলিস-খানার শাসক ছিলেন না। তারা আসতে রাজি হয়েছিলেন এবং তারা শতপতির পক্ষে আবেদন রেখেছিলেন। মথির বিবরণে (মথি ৮:৫-১৩) শতপতি নিজে ঈসা মসীহের সাথে কথা বলেছিলেন, অন্যদিকে লূকের বিবরণে তিনি তার বন্ধুদের মাধ্যমে ঈসা মসীহের সাথে কথা বলেছিলেন (মথি ৮:৫ আয়াতের নোট দেখুন)।

৭:৬ আমি এমন ... ছাদের নিচে আসেন। মথি ৮:৮ আয়াতের নোট দেখুন। নিজ গোলামের জন্য শতপতির চিন্তা, ইহুদীদের প্রতি তার মনোভাব ও ঈসা মসীহের সাথে সাক্ষাতে তার অযোগ্যতার উপলব্ধি তাকে এক উচ্চ পর্যায়ে আসীন করে। তিনি স্বীকার করেন যে, আল্লাহ্‌র কর্তৃত্বের কারণে রোগ নিরাময়ে ঈসা মসীহের ক্ষমতা রয়েছে এবং কেবল আদেশ করার মধ্য দিয়ে রোগ আরোগ্য করার ব্যাপারে ঈসা মসীহের সামর্থ্যে তিনি বিশ্বাস করেছিলেন। এই অ-ইহুদী শতপতি ইহুদীদের ঈমানকে অতিক্রম করেছিলেন। লূক উল্লিখিত এই কাহিনী মথি উল্লিখিত কাহিনীর চেয়ে আলাদা, যেখানে শতপতি নিজে উপস্থিত না হয়ে দু'দল সংবাদদাতাকে পাঠিয়েছেন। সম্ভবত এখানে বিষয়টি সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে (মথি ৯:১৮-২৬; মার্ক ৫:২২-৪৩ আয়াতের সাথে তুলনা করুন)।

৭:৯ আশ্চর্য জ্ঞান করলেন। ঈসা মসীহের আশ্চর্য জ্ঞান করার কথা কেবল দু'বার উল্লিখিত হয়েছে, একটি এখানে ঈমানের নিদর্শনের কারণে এবং অপরটি নাসরতে ঈমানহীনতার কারণে (মার্ক ৬:৬)।

৭:১৪ খাট। লোকটিকে সম্ভবত ইহুদী প্রথা অনুসারে খোলা কফিনে করে কবর স্থানের দিকে বহন করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। ঈসা মসীহ্‌ কর্তৃক মৃত্যু থেকে জীবিত করার তিনটি ঘটনার প্রথম এটি, অন্য দু'টি ঘটনা হচ্ছে যায়ীরের কন্যাকে জীবিত করা (৮:৪০-৫৬) এবং লাসারকে জীবিত করা (ইউ ১১:৩৮-৪৪)। এখানে বিধবার জন্য ঈসা মসীহের হৃদয় অতিমাত্রায় ভারাক্রান্ত হয়েছিল (১ বাদশাহ্‌ ১৭:১৭-২৪; ২ বাদশাহ্‌ ৪:১৮-৩৮)।

BACIB International Bible CHURCH

ঈসা মসীহের কাছে হযরত ইয়াহিয়ার সাহাবীরা

১৮ আর ইয়াহিয়ার সাহাবীরা তাঁকে এসব
বিষয়ে সংবাদ দিল। ১৯ তাতে ইয়াহিয়া তাঁর
দু'জন সাহাবীকে ডেকে তাদের দ্বারা প্রভুর কাছে
জিজ্ঞাসা করে পাঠালেন, 'যাঁর আগমন হবে, সেই
ব্যক্তি কি আপনি? না, আমরা অন্যের অপেক্ষায়
থাকব?' ২০ পরে সেই দুই ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে
বললো, বাপ্তিস্মদাতা ইয়াহিয়া আমাদের দ্বারা
আপনার কাছে এই কথা বলে পাঠিয়েছেন, যাঁর
আগমন হবে, সেই ব্যক্তি কি আপনি? না, আমরা
অন্য জনের অপেক্ষায় থাকব? ২১ সেই সময়
তিনি অনেক লোককে রোগ, ব্যাধি ও দুষ্ট রূহ্
থেকে সুস্থ করলেন এবং অনেক অন্ধকে দেখবার
ক্ষমতা দিলেন। ২২ পরে তিনি ঐ দুই জনকে এই
জবাব দিলেন, তোমরা যাও, যা দেখলে ও শুনলে
তার সংবাদ ইয়াহিয়াকে দাও। তাঁকে বলো,
অন্ধেরা দেখতে পাচ্ছে, খঞ্জেরা চলছে, কুষ্ঠ
রোগীরা পাক-পবিত্র হচ্ছে, বধিরেরা শুনতে
পাচ্ছে, মৃতেরা উত্থাপিত হচ্ছে, দরিদ্রদের কাছে
সুসমাচার তবলিগ করা হচ্ছে; ২৩ আর ধন্য সেই
ব্যক্তি, যে আমাকে নিয়ে মনে কোন বাধা না
পায়।
২৪ ইয়াহিয়ার দূতেরা প্রস্থান করলে পর তিনি
লোকদেরকে ইয়াহিয়ার বিষয়ে বলতে লাগলেন,
তোমরা মরুভূমিতে কি দেখতে গিয়েছিলে? কি
বাতাসে কেঁপে ওঠা নল? ২৫ তবে কি দেখতে
গিয়েছিলে? কি কোমল পোশাক পরা কোন
ব্যক্তিকে? দেখ, যারা জাঁকাল পোশাক পরে এবং
বিলাসিতায় কাল যাপন করে, তারা তো
রাজপ্রাসাদে থাকে। ২৬ তবে কি দেখতে
গিয়েছিলে? কি এক জন নবীকে? হ্যাঁ, আমি
তোমাদেরকে বলছি, নবীর চেয়েও শ্রেষ্ঠ
ব্যক্তিকে। ২৭ ইনি সেই ব্যক্তি, যাঁর বিষয়ে লেখা
আছে, "দেখ, আমি আমার দূতকে তোমার
আগে প্রেরণ করি, সে তোমার আগে তোমার
পথ প্রস্তুত করবে।"
২৮ আমি তোমাদেরকে বলছি, স্ত্রীলোকের
গর্ভজাত সকলের মধ্যে ইয়াহিয়া থেকে মহান
কেউই নেই; তবুও আল্লাহ্‌র রাজ্যে অতি ক্ষুদ্র যে
ব্যক্তি, সে তাঁর চেয়েও মহান। ২৯ (আর সমস্ত
লোক ও কর-আদায়কারীরা এই কথা শুনে
আল্লাহ্‌কে ধর্মময় বলে স্বীকার করলো, কেননা
তারা ইয়াহিয়ার বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছিল; ৩০ কিন্তু
ফরীশীরা ও আলেমেরা তাঁর দ্বারা বাপ্তিস্ম না
নেওয়াতে তাদের বিষয়ে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যকে
বিফল করেছিল।)
৩১ অতএব আমি কার সঙ্গে এই কালের
লোকদের তুলনা করবো? তারা কিসের মত?
৩২ তারা এমন বালকদের মত, যারা বাজারে
বসে এক জন আর এক জনকে ডেকে বলে,

[৭:১৮] মথি ৩:১; লূক ৫:৩৩।
[৭:২১] মথি ৪:২৩।
[৭:২২] লূক ৪:১৮; ইশা ২৯:১৮,১৯; ৩৫:৫,৬; ৬১:১,২।
[৭:২৬] মথি ১১:৯।
[৭:২৭] মালা ৩:১; মথি ১১:১০; মার্ক ১:২।
[৭:২৮] মথি ৩:২।
[৭:২৯] মার্ক ১:৫; মথি ২১:৩২; লূক ৩:১২।
[৭:৩০] মথি ২২:৩৫।

৭:১৮ ইয়াহিয়ার সাহাবীরা। বাপ্তিস্মদাতা ইয়াহিয়া কারাবন্দী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর সাহাবীরা তাঁর সাথে যোগাযোগ রেখেছিলেন এবং তাঁর পরিচর্যা কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

৭:১৯ আমরা অন্যের অপেক্ষায় থাকব?। ইয়াহিয়া ঈসা মসীহের আগমন ঘোষণা করেছিলেন, কিন্তু তিনি নিজে মাসের পর মাস কারাগারে থেকে অবসন্ন হয়ে পড়ছেন এবং ঈসা মসীহের কাজ স্পষ্টত ইয়াহিয়া যেভাবে আশা করেছিলেন সেরূপ ফল আনে নি। তাঁর এই হতাশা অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। তিনি তাঁর ঈমানের পুনঃনিশ্চয়তা চেয়েছিলেন এবং হয়তোবা তিনি ঈসাকে আরও কাজের জন্য উদ্দীপনা যোগাতে চেয়েছিলেন।

৭:২২ যা দেখলে ও শুনলে, তার সংবাদ ইয়াহিয়াকে দাও। ইয়াহিয়ার সাহাবীদের প্রশ্নের উত্তরে মসীহ্ তাঁর সুস্থকরণ ও জীবন দানকারী পরিচর্যা কাজের প্রতি ইঙ্গিত দেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করেন নি, কিন্তু স্পষ্টভাবে দর্শনীয় প্রমাণ দিলেন। এটি এমন প্রমাণ যা মসীহ সম্পর্কে যে পরিচর্যা কাজের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল সেই পরিচর্যা কাজের প্রতিফলন।

দরিদ্রদের কাছে সুসমাচার তবলিগ করা হচ্ছে। এভাবে ঈসা ইয়াহিয়াকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, এসব বিষয়ই পাক-কিতাবে মসীহ্ সম্পর্কে আগাম বলা হয়েছিল (ইশা ২৯:১৮-২১; ৩৫:৫-৬; ৬১:১; লূক ৪:১১)।

৭:২৩ যে আমাকে নিয়ে মনে কোন বাধা না পায়। ঈসা ইয়াহিয়াকে ফাঁদে আটকিয়ে নিরুৎসাহিত ও সন্দেহে পূর্ণ করতে চান নি।

৭:২৪ তোমরা মরুভূমিতে কি দেখতে গিয়েছিলে?। ইয়াহিয়া দুর্বল সংবাদদাতা নন, তিনি মানবীয় ও পার্থিব চাপে টলমল হন নি। অন্যদিকে, তিনি এক সত্যিকার নবী ছিলেন।

বাতাসে কেঁপে ওঠা নল। ঈসা মসীহ্ ইয়াহিয়া সম্পর্কে যখন বলেছেন যে, তিনি 'বাতাসে কেঁপে ওঠা নল' ছিলেন না, তখন তিনি ইয়াহিয়ার ধার্মিকতাপূর্ণ চরিত্র ও একজন তবলিগকারী হিসাবে তাঁর যে সুনাম ছিল সেই সম্পর্কেই বলেছেন, যিনি তাঁর বিবেকের বিরুদ্ধে কখনও যান নি, বা আপোস করেন নি। ইয়াহিয়া নির্ভয়ে আল্লাহ্‌র কালাম লোকদের কাছে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি কখনও জনতার মতামতের কাছে নত হন নি। হেরোদের অপরাধ সমস্ত ইহুদীরা নীরবে মেনে নিয়েছিল কিন্তু ইয়াহিয়া এক মুহূর্তের জন্যও তার গুনাহ্ মেনে নেন নি। তিনি এই গুনাহের বিরুদ্ধে দাড়িয়ে ছিলেন যদিও এর জন্য তাঁকে জীবন দিতে হয়েছিল। তিনি জীবন দিয়ে সত্য প্রতিষ্ঠা করে গেছেন।

৭:২৬ নবীর চেয়েও শ্রেষ্ঠ। ইয়াহিয়া মসীহের জন্য পথ প্রস্তুত করার জন্য প্রেরিত এক অতুলনীয় নবী ছিলেন।

৭:২৮ আল্লাহ্‌র রাজ্যে অতি ক্ষুদ্র যে ব্যক্তি। মার্ক ১১:১১ আয়াতের নোট দেখুন।

৭:৩০ ফরীশীরা ও আলেমেরা। পাক-কিতাব ও শরীয়তের শিক্ষক (১০:২৫,৩৭; ১১:৪৫-৪৬,৫২; ১৪:৩; মথি ২২:৩৫), যাদের অধিকাংশ ছিলেন ফরীশী (৫:১৭ আয়াতের নোট দেখুন)।

আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যকে বিফল করেছিল। কর-আদায়কারীরা ইয়াহিয়ার বাপ্তিস্ম গ্রহণ করে মন পরিবর্তন করার জন্য আগ্রহ দেখিয়েছিল, অথচ ফরীশীরা বাপ্তিস্ম নিতে অস্বীকার করে আল্লাহ্‌র কালাম প্রত্যাখ্যান করেছে।

৭:৩২ তারা এমন বালকদের মত। লোকেরা ইয়াহিয়া ও ঈসা উভয়কে প্রত্যাখ্যান করেছে, কিন্তু ভিন্ন কারণে। তারা সেই

‘আমরা তোমাদের কাছে বাঁশী বাজালাম, তোমরা
নাচলে না; আমরা মাতম করলাম, তোমরা
কাঁদলে না। ৩৩ কারণ বাপ্তিস্মদাতা ইয়াহিয়া এসে
রুটি খান নি, আঙ্গুর-রসও পান করেন নি, তাই
তোমরা বল, তাকে বদ-রূহে পেয়েছে।
৩৪ ইবনুল-ইনসান এসে ভোজন পান করলেন,
আর তোমরা বল, ঐ দেখ, এক জন পেটুক ও
মদ্যপায়ী, কর-আদায়কারীদের ও গুনাহ্‌গারদের
বন্ধু। ৩৫ কিন্তু প্রজ্ঞা তাঁর সকল সন্তান দ্বারা
নির্দোষ বলে গণিত হলেন।

অনুতাপিনী স্ত্রীর প্রতি ঈসা মসীহের রহম

৩৬ আর ফরীশীদের মধ্যে এক জন তাঁকে তার
সঙ্গে ভোজন করতে দাওয়াত করলো। তাতে
তিনি সেই ফরীশীর বাড়িতে প্রবেশ করে ভোজনে
বসলেন। ৩৭ আর দেখ, সেই নগরে এক জন
গুনাহ্‌গার স্ত্রীলোক ছিল। সে যখন জানতে
পারল, তিনি সেই ফরীশীর বাড়িতে ভোজনে
বসেছেন, তখন একটি শ্বেত পাথরের পাত্রে
সুগন্ধি তেল নিয়ে আসল। ৩৮ পরে পিছনের
দিকে তাঁর পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে কাঁদতে কাঁদতে
চোখের পানিতে তাঁর পা ভিজাতে লাগল এবং
তার মাথার চুল দিয়ে তা মুছে দিল, আর তাঁর পা
চুম্বন করতে করতে সেই সুগন্ধি তেল মাখাতে
লাগল। ৩৯ তা দেখে, যে ফরীশী তাঁকে দাওয়াত
করেছিল, সে মনে মনে বললো, এ যদি নবী হত
তবে জানতে পারতো, একে যে স্পর্শ করছে সে
কে এবং কি রকম স্ত্রীলোক, কারণ সে
গুনাহ্‌গার। ৪০ তখন জবাবে ঈসা তাঁকে
বললেন, শিমোন, তোমাকে আমার কিছু বলবার
আছে। ৪১ সে বললো, হুজুর, বলুন। এক
মহাজনের দু’জন ঋণী ছিল; এক জন ঋণ
নিয়েছিল পাঁচ শত সিকি, আর এক জন পঞ্চাশ
সিকি। ৪২ তাদের পরিশোধ করার সঙ্গতি না
থাকাতে তিনি উভয়কেই মাফ করলেন। ভাল,
তাদের মধ্যে কে তাঁকে বেশি মহব্বত করবে?
৪৩ শিমোন জবাবে বললো, আমার মনে হয়, যার
বেশি ঋণ মাফ করলেন, সেই। তিনি তাকে
বললেন, যথার্থ বিচার করলে। ৪৪ আর তিনি
সেই স্ত্রীলোকের দিকে ফিরে শিমোনকে বললেন,
এই স্ত্রীলোকটিকে দেখছো? আমি তোমার
বাড়িতে প্রবেশ করলাম, তুমি আমার পা ধোবার
পানি দিলে না, কিন্তু এই স্ত্রীলোকটি চোখের
পানিতে আমার পা ভিজিয়েছে ও নিজের চুল
দিয়ে তা মুছে দিয়েছে। ৪৫ তুমি আমাকে চুম্বন
করলে না, কিন্তু যখন থেকে আমি ভিতরে
এসেছি, সে আমার পা চুম্বন করছে, ক্ষান্ত হয়
নি। তুমি তেল দিয়ে আমার মাথা অভিষিক্ত
করলে না, ৪৬ কিন্তু সে সুগন্ধি দ্রব্যে আমার পা

[৭:৩৩] লূক ১:১৫।
[৭:৩৪] লূক ৫:২৯,৩০; ১৫:১,২।
[৭:৩৯] আঃ ১৬; মথি ২১:১১।
[৭:৪৪] পয়দা ১৮:৪; ১৯:২; ৪৩:২৪; কাজী ১৯:২১; ইউ ১৩:৪-১৪; ১তীম ৫:১০।
[৭:৪৫] লূক ২২:৪৭,৪৮; রোমীয় ১৬:১৬।
[৭:৪৬] জবুর ২৩:৫; হেদা ৯:৮।

সমস্ত শিশুদের মত, যারা একবার আনন্দজনক খেলা আবার দুঃখজনক খেলা খেলতে অস্বীকৃতি জানায়। তারা ইয়াহিয়ার সাথে মেলামেশা করবে না, কারণ তিনি কঠোরতম নিয়ম অনুসরণ করেছিলেন; আবার তারা ঈসা মসীহের সাথে মেলামেশা করবে না, কারণ তিনি স্বাধীনভাবে সব শ্রেণীর লোকদের সঙ্গে মেলামেশা করেছেন।

৭:৩৪ কর-আদায়কারীদের ও গুনাহ্‌গারদের বন্ধু। ঈসা মসীহ্‌ যেসব লোকদের সাথে খেয়েছেন এবং কথা বলেছেন, তারা ছিল ধর্মীয়ভাবে ও সামাজিকভাবে অপাংক্তেয়। এমনকি একজন কর-আদায়কারীকে তিনি প্রেরিত হওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন (৫:২৭-৩২)।

৭:৩৫ প্রজ্ঞা তাঁর সকল সন্তান দ্বারা নির্দোষ বলে গণিত হলেন। বোকামির পরিচয় দিয়ে সমালোচনা করে প্রত্যাখ্যান করার বদলে রূহানিকভাবে বিজ্ঞ লোকেরা দেখতে পায় যে, ইয়াহিয়া ও ঈসা উভয়ের পরিচর্যা কাজ বেহেশতী, যদিও তাঁদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে (মথি ১১:১৯ আয়াতের নোট দেখুন)।

৭:৩৬ ফরীশীদের মধ্যে এক জন। ৫:১৭ আয়াতের নোট দেখুন। তার উদ্দেশ্য ঈসাকে ফাঁদে আটকানো, তাঁর থেকে আল্লাহ্‌র কালাম শেখা নয়।

৭:৩৭ এক গুনাহ্‌গার স্ত্রীলোক। একজন বেশ্যা। সে অবশ্যই ঈসাকে তবলিগ করতে শুনেছে এবং অনুতপ্ত হয়ে সে এক নতুন জীবন যাপন করতে সঙ্কল্প করেছিল। সে এই উপলব্ধি লাভ করেছিল যে, সে ক্ষমা পেতে পারে এবং সে কারণেই সে এসেছিল তার ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতার প্রকাশ করার উদ্দেশ্য নিয়ে।

শ্বেত পাতরের পাত্রে। লম্বা গলা বিশিষ্ট গোলাকৃতি বোতল।

৭:৩৮ পশ্চাৎ দিকে তাঁর পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে। ঈসা মসীহ্‌ খাবার টেবিল থেকে তাঁর পা প্রসারিত করে আসনের উপর হেলে বসেছিলেন, যার কারণে এই স্ত্রীলোকটি তার চুল দিয়ে মসীহের পা মুছে দিতে সক্ষম হয়েছিল।

কাঁদতে কাঁদতে চোখের পানিতে। ঈসা মসীহের প্রতি এই স্ত্রীলোকের ভালবাসা ও ঐকান্তিক ভক্তির কারণে সে তার চোখের পানি দিয়ে ঈসার পা ভিজিয়ে দিয়েছিল। চোখের পানি কোন কোন ক্ষেত্রে দুঃখ বেদনা প্রকাশ করে, অথবা মসীহের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ভালবাসার নিদর্শনস্বরূপও হতে পারে। ঈমানদারগণ অনেক সময় মুনাজাতের সময় চোখের পানিতে আল্লাহ্‌র কাছে তার অভিব্যক্তি প্রকাশ করে থাকেন, এই চোখের পানি তাঁর উদ্দেশ্যে নৈবেদ্য ও সেবা বলে বিবেচিত হয়। (জবুর ১২৬:৫-৬; ইয়ার ৯:১)।

তাঁর পা চুম্বন ... মাখাতে লাগল। মূলত এ ধরনের সুগন্ধি তৈল সম্মান প্রদর্শনের চিহ্ন হিসেবে মাথায় দেওয়া হত, কিন্তু এর বিপরীতে স্ত্রীলোকটি তাঁর পায়ে সুগন্ধি তৈল মাখালো। একই ঘটনা ক্রুশারোপণের ঠিক এক সপ্তাহ পূর্বে বৈথনিয়ার মরিয়ম কর্তৃক সম্পাদিত হয়েছিল (ইউ ১২:৩)।

৭:৪১ পাঁচশো সিকি। এক সিকি এক দিনের মজুরির সমমূল্যের মুদ্রা।

৭:৪৪ আমার পা ধোবার পানি। মেহমানদারীর ন্যূনতম প্রকাশভঙ্গি (ইয়াকুব ২:১৪-২৬)। যখন ঈসা মসীহ্‌ শিমোনকে স্ত্রীলোকটির কথা বলছিলেন, তখন তিনি তার কাজটি তুলে ধরেছিলেন, কারণ কেবল তার কাজের মাধ্যমে শিমোন তার ঈমানের প্রমাণ দেখতে পারেন। কিন্তু যখন তিনি স্ত্রীলোকটিকে শান্তিতে বিদায় করছিলেন, তিনি তার ঈমানের দিকে ইঙ্গিত

ঈসা মসীহ্ ও স্ত্রীলোকেরা

কুয়ার পাশে একজন সামেরীয় স্ত্রীলোকের সঙ্গে ঈসা কথা বলেন .... ইউহোন্না ৪:১-২৬

ঈসা একজন বিধবার ছেলেকে মৃত্যু থেকে জীবন দান করেন.....................................লূক ৭:১১-১৭

একজন গুনাহ্‌গার স্ত্রীলোক ঈসার পায়ে আতর মাখিয়ে দেন.....................................লূক ৭:৩৬-৫০

ঈসা মসীহ্ একজন জেনাকারীণীকে ক্ষমা করেন .... ইউহোন্না ৮: ১-১১

একদল স্ত্রীলোক ঈসা মসীহের সঙ্গে ভ্রমণ করেন...লূক ৮:১-৩

ঈসা মসীহ্ মরিয়ম ও মার্থার বাড়িতে বেড়াতে যান ....লূক ১০:৩৮-৪২

ঈসা একজন অসুস্থ স্ত্রীলোককে সুস্থ করেন..লূক ১০:১৩-১৭

ঈসা একজন অ-ইহুদী স্ত্রীলোকের মেয়েকে সুস্থ করেন ....মার্ক ৭:২৪-৩০

ক্রন্দররত স্ত্রীলোকেরা ঈসার ক্রুশের যাত্রার সময়ে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে যান ....লূক ২৩:২৭-৩১

ঈসার মা ও অন্যান্য স্ত্রীলোকেরা ক্রুশবিদ্ধ ঈসার কাছে ছিলেন....................... ইউহোন্না ১৯:২৫-২৭

ঈসা মগ্দলীনী মরিয়মকে দেখা দেন.. মার্ক ১৬:৯-১১

পুনরুত্থানের পরে ঈসা অন্যান্য স্ত্রীলোকদের দেখা দেন... মথি ২৮:৮-১০

একজন অ-ইহুদী হিসাবে ঈসা মসীহের কাজ ও তাঁর কথিত বাক্যসমূহ লিখবার কাজে লূক অন্যান্য “বাইরের লোক” যারা ঈসার সংস্পর্শে এসেছিলেন তাদের বিষয়ে সতর্কতার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, লূক ঈসা মসীহের এমন পাঁচটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন যেখানে স্ত্রীলোকেরা সম্পর্কযুক্ত ছিলেন, যাদের কথা অন্যান্য সুসমাচারে পাওয়া যায় না। প্রথম শতাব্দীর ইহুদী সংস্কৃতিতে স্ত্রীলোকেরা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসাবে বিবেচিত হত এবং পুরুষদের চেয়ে কম অধিকার ভোগ করত। ঈসা মসীহ্ সেই সাংস্কৃতিক বাধা ভেঙ্গে বেরিয়ে এসে কীভাবে স্ত্রীলোকদের প্রতি বিশেষ যত্ন নিয়েছেন সেই কথা লূক তাঁর সুসমাচারে তুলে ধরেছেন। ঈসা মসীহ্ তাঁর কাজ ও কথায় দেখিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি পুরুষ ও নারীকে সম মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। উপরোল্লিখিত ঘটনাগুলোতে দেখা যায় ঈসা মসীহ্ কীভাবে তাদের যত্ন নিয়েছেন ও তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

অভিষিক্ত করেছে। [৪৭] এজন্য তোমাকে বলছি,
সে অনেক গুনাহ্ করলেও তা মাফ করা হয়েছে;
কেননা সে বেশি মহব্বত করলো; কিন্তু যাকে
অল্প মাফ করা যায়, সে অল্পই মহব্বত করে।
[৪৮] পরে তিনি সেই স্ত্রীলোককে বললেন, তোমার
গুনাহ্ মাফ হয়েছে। [৪৯] তখন যারা তাঁর সঙ্গে
ভোজনে বসেছিল, তারা মনে মনে বলতে লাগল,
এ কে যে, গুনাহ্ মাফ করে? [৫০] কিন্তু তিনি সেই
স্ত্রীলোককে বললেন, তোমার ঈমান তোমাকে
নাজাত দিয়েছে; শান্তিতে প্রস্থান কর।

ঈসা মসীহের সঙ্গে কয়েকজন স্ত্রী লোক

৮ [১] এর পরেই তিনি ঘোষণা করতে করতে
এবং আল্লাহ্‌র রাজ্যের সুসমাচার তবলিগ
করতে নগরে নগরে ও গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করতে
লাগলেন। আর তাঁর সঙ্গে সেই বারো জন,
[২] এবং যাঁরা দুষ্ট রূহ্ কিংবা রোগ থেকে মুক্ত
হয়েছিলেন, এমন কয়েক জন স্ত্রীলোক ছিলেন।
এঁদের মধ্যে ছিলেন মগ্দলীনী মরিয়ম, যাঁর মধ্য
থেকে সাতটি বদ-রূহ্ বের হয়েছিল, [৩] যোহানা,
যিনি হেরোদের বিষয়াধ্যক্ষ কূষের স্ত্রী এবং
শোশন্না ও আরও কয়েকজন স্ত্রীলোক; তাঁরা
নিজ নিজ সম্পত্তি থেকে তাঁদের পরিচর্যা
করতেন।

[৭:৪৮] মথি ৯:২।
[৭:৫০] মথি ৯:২২; প্রেরিত ১৫:৩৩।
[৮:১] মথি ৪:২৩।
[৮:২] মথি ২৭:৫৫,৫৬।
[৮:৩] মথি ১৪:১।
[৮:৮] মথি ১১:১৫।

বীজ বপনকারীর দৃষ্টান্ত কথা

[৪] আর যখন অনেক লোক সমাগত হচ্ছিল এবং
ভিন্ন ভিন্ন নগর থেকে লোকেরা তাঁর কাছে
আসছিল, তখন তিনি দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়ে
বললেন, [৫] বীজ বাপক তার বীজ বপন করতে
গেল। বপনের সময়ে কতগুলো বীজ পথের
পাশে পড়লো, তাতে তা পদতলে দলিত হল ও
আসমানের পাখিরা তা খেয়ে ফেললো। [৬] আর
কতগুলো পাথুরে ভূমির উপরে পড়লো, তাতে
তা অঙ্কুরিত হলে রস না পাওয়াতে শুকিয়ে
গেল। [৭] আর কতগুলো কাঁটাবনের মধ্যে
পড়লো, তাতে কাঁটাগাছগুলো সঙ্গে সঙ্গে
অঙ্কুরিত হয়ে তা চেপে রাখল। [৮] আর কতগুলো
বীজ উত্তম ভূমিতে পড়লো, তাতে তা অঙ্কুরিত
হয়ে শত গুণ ফল উৎপন্ন করলো। এই কথা
বলে তিনি জোরে বললেন, যার শুনতে কান

করলেন (আয়াত ৫০), তার কাজ নয় (তীত ২:১৪; ৩:৪-৮)। ঈমানদারদের কখনও তার নিজের কাজের উপর নির্ভর করা উচিত নয় (মথি ৭:২২-২৩); এই নির্ভরতা সম্পূর্ণরূপে ঈসা মসীহের মধ্যস্থতামূলক কাজের উপরে আনতে হবে।

৭:৪৭ সে বেশি মহব্বত করলো। ঈসার প্রতি আমাদের গভীর ভালবাসা ও আত্মনিবেদন অবশ্যই আমাদের হৃদয়ের গভীর থেকে আসতে হবে, কারণ তিনি আমাদের জন্য ক্রুশে তাঁর প্রাণ দিয়ে আমাদের নাজাতের ব্যবস্থা করেছেন। এখানে তার ক্ষমার জন্য এই ভালবাসা ছিল একটি স্পষ্ট প্রমাণ।

৭:৫০ তোমার ঈমান তোমাকে নাজাত দিয়েছে। তার গুনাহের ক্ষমা হয়েছে এবং সে আল্লাহ্‌র শান্তির অভিজ্ঞতা লাভ করেছে (১:৭৯; ২:১৪ আয়াতের নোট দেখুন)।

৮:১ ভ্রমণ করতে লাগলেন। এ যাবৎ ঈসা মসীহের পরিচর্যা কাজ কফরনাহূমে কেন্দ্রীভূত ছিল এবং তাঁর তবলিগের অধিকাংশ স্থান ছিল মজলিস-খানা; কিন্তু এখন তিনি গালীল প্রদেশে তাঁর দ্বিতীয় তবলিগ-যাত্রার উদ্দেশ্যে শহরে শহরে ভ্রমণ করছেন। প্রথম তবলিগ-যাত্রার বর্ণনা দেখুন ৪:৪৩-৪৪; মথি ৪:২৩-২৫; মার্ক ১:৩৮-৩৯ আয়াতে। তৃতীয় তবলিগ-যাত্রার জন্য ৯:১-৬ আয়াতের নোট দেখুন।

৮:২ মগ্দলীনী মরিয়ম। মগ্দলা নিবাসী মরিয়ম। এই মরিয়মকে ৭ম অধ্যায়ের গুনাহ্গার স্ত্রীলোক কিংবা বৈথনিয়া নিবাসী মরিয়মের সাথে (ইউ ১১:১) মিলিয়ে ফেলা ঠিক হবে না।

সাতটি বদ-রূহ্। সাত একটি পূর্ণ সংখ্যা, যা লোকটির সবচেয়ে খারাপ অবস্থা নির্দেশ করে (১১:২৬)।

৮:৩ শোশন্না। তার সম্পর্কে আর কিছু জানা যায় না।

তাঁদের পরিচর্যা করতেন। ঈসা মসীহ্ ও তাঁর সাহাবীরা তাঁদের জন্য অলৌকিক কাজ করার মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহের জন্য কোন ধরনের প্রতিদান গ্রহণ করতেন না। তবে এই স্ত্রীলোকেরা যারা ঈসার কাছ থেকে সুস্থতা লাভ করেছিল ও বিশেষ সেবা পেয়েছিল, এখন তারাই বিশ্বস্তভাবে ঈসাকে ও তাঁর সাহাবীদেরকে বিশেষ সেবা ও সাহায্য দিচ্ছেন। তাদের সেবা ও বিশ্বস্ততা আমাদের জন্য একটি আদর্শস্বরূপ।

৮:৪ দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়ে। পুরাতন নিয়মে যে কোন ধরনের কাল্পনিক ঘটনা বা বিষয়ের কথা বোঝাতে 'দৃষ্টান্ত' ব্যবহৃত হত, যার মধ্যে বেহেশতী বাণী, গল্প, উপকথা ও ধাঁধা যুক্ত থাকত। ইহুদী ধর্ম-শিক্ষকেরাও দৃষ্টান্ত দ্বারা শিক্ষা দিতেন, যদিও তাদের দৃষ্টান্ত গুণগত দিকে ঈসা মসীহের দৃষ্টান্তগুলোর চেয়ে অনেক নিম্নমানের ছিল। ঈসা মসীহের দৃষ্টান্তগুলোর মধ্যে লুপ্ত উপমা (যেমন ৫:৩৬-৩৯), মেসাল (যেমন ৪:২৩), নমুনামূলক ঘটনা (যেমন এখানে) ও বিশেষ ঘটনা (যেমন ১০:৩০-৩৭) ছিল, যেগুলো আল্লাহ্‌র কাজের প্রকৃতি রূপক অর্থে প্রকাশ করতে ব্যবহৃত হত।

৮:৫ বীজ বপন করতে গেল। পূর্বদেশীয় নিয়মে প্রথমে বীজ বপন করা হয় এবং পরে ক্ষেতে চাষ দেয়া হয়।

পথের পাশে। অনেক স্থানে ক্ষেতের উপর দিয়ে রাস্তা সরাসরি চলে গেছে এবং যানবাহন ও মানুষের চলাচল ক্ষেতের উপরিভাগকে এত কঠিন করে ফেলেছে যে, বীজ অঙ্কুরিত হয়ে মূল গজাতে পারে না।

৮:৬ পাষাণের উপরে। মাটির পাতলা আস্তর, যা শক্ত পাথরকে ঢেকে রাখে। কোনভাবে এই মাটি ভিজলেও তা খুব শীঘ্র শুকিয়ে যায় এবং এই মাটিতে অঙ্কুরিত বীজও শুকিয়ে যায় (মথি ১৩:৫-৬)।

৮:৮ শত গুণ ফল। মথি (১৩:৮) ও মার্কের (৪:৮) চেয়ে লূকের বর্ণনা বেশ সংক্ষিপ্ত, কিন্তু মূল বিষয় একই; ফসলের বৃদ্ধির পরিমাণ নির্ভর করে মাটির গুণের উপর।

যার শুনতে কান থাকে, সে শুনুক। শ্রোতাদের জন্য এটি এক উদ্বুদ্ধকারী ঘোষণা, যেন তারা দৃষ্টান্তটি বুঝতে পারে এবং তাদের জীবনে গ্রহণ করতে পারে।

থাকে, সে শুনুক।

বীজ বপনকারীর দৃষ্টান্তটির উদ্দেশ্য

৯ পরে তাঁর সাহাবীরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন,
ঐ দৃষ্টান্তের অর্থ কি? ১০ তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র
রাজ্যের নিগূঢ়তত্ত্বগুলো তোমাদেরকে জানতে
দেওয়া হয়েছে, কিন্তু আর সকলের কাছে দৃষ্টান্ত
দ্বারা বলা হয়েছে, যেন তারা দেখেও না দেখে
এবং শুনেও না বোঝে।
১১ দৃষ্টান্তটি এই– সেই বীজ আল্লাহ্‌র কালাম।
১২ আর তারাই পথের পাশের লোক, যারা
শুনেছে, পরে শয়তান এসে তাদের অন্তর থেকে
সেই কালাম হরণ করে নেয়, যেন তারা ঈমান না
এনে নাজাত না পায়। ১৩ আর তারাই পাথুরে
ভূমিতে পড়া লোক, যারা শুনে আনন্দপূর্বক সেই
কালাম গ্রহণ করে, কিন্তু তাদের মূল নেই বলে
তারা অল্প সময়ের জন্য ঈমান আনে, আর
পরীক্ষার সময়ে সরে পড়ে। ১৪ আর যেগুলো
কাঁটাবনের মধ্যে পড়লো, তারা এমন লোক, যারা
শুনেছে, কিন্তু চলতে চলতে জীবনের চিন্তা ও ধন
ও সুখভোগের দ্বারা চাপা পড়ে এবং পাকা ফল
উৎপন্ন করে না। ১৫ আর যা উত্তম ভূমিতে
পড়লো, তারা এমন লোক, যারা সৎ ও উত্তম

[৮:১০] মথি ১৩:১১,১৩,১৪; ইশা ৬:৯।
[৮:১১] ইব ৪:১২।
[৮:১৩] মথি ১১:৬।
[৮:১৪] মথি ১৯:২৩; ১তীম ৬:৯,১০,১৭।
[৮:১৬] মথি ৫:১৫।
[৮:১৭] মথি ১০:২৬; মার্ক ৪:২২; লূক ১২:২।
[৮:১৮] মথি ২৫:২৯।
[৮:২০] ইউ ৭:৫।
[৮:২১] লূক ৬:৪৭;

অন্তরে কালাম শুনে ধরে রাখে এবং ধৈর্য
সহকারে ফল উৎপন্ন করে।

পাত্রের নিচে প্রদীপ

১৬ আর প্রদীপ জ্বেলে কেউ পাত্র দিয়ে ঢেকে
রাখে না, কিংবা পালঙ্কের নিচে রাখে না, কিন্তু
প্রদীপ-আসনের উপরেই রাখে, যেন যারা
ভিতরে যায়, তারা আলো দেখতে পায়।
১৭ কারণ এমন গুপ্ত কিছুই নেই যা প্রকাশিত হবে
না এবং এমন লুকানো কিছুই নেই যা জানা যাবে
না ও প্রকাশ পাবে না। ১৮ অতএব তোমরা
কিভাবে শুনছো সেই বিষয়ে মনোযোগ দাও;
কেননা যার আছে, তাকে দেওয়া যাবে; আর
যার নেই, তার যা আছে বলে মনে করা হয়,
তাও তার কাছ থেকে নেওয়া যাবে।

ঈসা মসীহের সঙ্গে যাদের সত্যিকারের সম্পর্ক

১৯ আর তাঁর মা ও ভাইয়েরা তাঁর কাছে
আসলেন, কিন্তু জনতার ভিড়ের দরুন তাঁর সঙ্গে
সাক্ষাৎ করতে পারলেন না। ২০ পরে তাঁকে
জানান হল, আপনার মা ও আপনার ভাইয়েরা
আপনাকে দেখবার বাসনায় বাইরে দাঁড়িয়ে
আছেন। ২১ জবাবে তিনি তাদেরকে বললেন,

৮:৯ তাঁর সাহাবীরা। এখানে শুধুমাত্র বারো জন সাহাবী নন, অন্যান্য সাহাবী ও অনুসারীরাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন (মার্ক ৪:১০)।

৮:১০ আল্লাহ্‌র রাজ্যের নিগূঢ়তত্ত্ব। সেই সমস্ত সত্য জ্ঞান, যা কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশ থেকে জানা যাবে (ইফি ৩:২-৫; ১ পিতর ১:১০-১২)। মার্ক ৪:১১ আয়াতের নোট দেখুন।

শুনেও না বোঝে। উদ্ধৃতিটি এই দুঃখজনক সত্য প্রকাশ করে যে, যারা ঈসা মসীহের বার্তা গ্রহণ করতে ইচ্ছুক হবে না তাদের কাছ থেকে এই মহান সত্য গুপ্ত থাকবে (ইশা ৬:৯)। তাদের চূড়ান্ত পরিণতি মথি ১৩:১৪-১৫ আয়াতের পূর্ণাঙ্গ উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যায় (মার্ক ৪:১২ আয়াতের নোট দেখুন)।

৮:১১ আল্লাহ্‌র কালাম। যে কালাম আল্লাহ্‌র কাছ থেকে আসে।

৮:১২ ঈমান না এনে নাজাত না পায়। শয়তানের উদ্দেশ্য হচ্ছে লোকেরা যেন এই সকল কালাম শুনে উপলব্ধি করতে না পারে এবং তা গ্রহণ না করে, এতে করে তারা আর নাজাত পাবে না।

৮:১৩ অল্প সময়ের জন্য ঈমান আনে। এ ধরনের ঈমান অতি-রঞ্জিত এবং তা নাজাত দান করতে পারে না। এটি সেই ঈমান, যাকে ইয়াকুব ‘মৃত’ বলেন (ইয়াকুব ২:১৭,২৬) বা ‘কর্মবিহীন ঈমান’ (ইয়াকুব ২:২০)।

৮:১৬ প্রদীপ জ্বেলে। যদিও মসীহ্ তাঁর অধিকাংশ বার্তা দৃষ্টান্তের ধাঁচে দিয়েছেন, তথাপি তিনি ইচ্ছা করেছেন যেন সাহাবীরা স্পষ্টভাবে এই সত্যগুলোকে জানতে পারেন (১১:৩৩ আয়াতের নোট দেখুন)।

প্রদীপ-আসনের উপরেই রাখে। মথি ৫:১৫ আয়াতের নোট দেখুন।

৮:১৭ এমন গুপ্ত ... প্রকাশ পাবে না। এই আয়াতটি ১৬ আয়াতকে ব্যাখ্যা করছে। এখানে সত্য প্রকাশ করার বিষয়ে নিশ্চয়তা দান করা হয়েছে (১২:২)। প্রেরিতগণ কর্তৃক তব-লিগকৃত সুসমাচারের মধ্য দিয়ে এই মহান সত্য প্রকাশিত হবে।

৮:১৮ তোমরা কিভাবে শুনছো সেই বিষয়ে মনোযোগ দাও। সাহাবীরা কেবল তাঁদের নিজেদের জন্য শোনেন নি, কিন্তু যাদের সাথে তাঁরা কাজ করবেন তাদের জন্যও শুনেছেন (মার্ক ৪:২৪; ইয়াকুব ১:১৯-২২)। যে সত্য বোঝা যায় না এবং গ্রহণ করা হয় না, তা হারিয়ে যাবে (১৯:২৬); কিন্তু যে সত্যকে কাজে প্রয়োগ করা হয়, তা আরও প্রসার লাভ করবে।

৮:১৯ তাঁর মা ও ভাইয়েরা তাঁর কাছে আসলেন। মার্ক ৩:২১,৩১-৩২ থেকে তাঁদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আরও জানা যায়। “সে পাগল হয়েছে” – এ কথা চিন্তা করে তাঁর পরিবারের সবাই সম্ভবত তাঁর কর্মযজ্ঞ থেকে তাঁকে ফিরিয়ে নিতে চেয়েছিলেন।

ভাইয়েরা। মসীহের ভাইয়েরা এই সময় পর্যন্ত ঈসা মসীহের উপর ঈমান আনেন নি (ইউ ৭:৫)। প্রাথমিক মণ্ডলীতে ঈসা মসীহের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক বিষয়ক বিভিন্ন মতের উত্থান ঘটেছিল: তাঁরা ঈসা মসীহের পালক পিতা ইউসুফের প্রাক্তন স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান (এপিফানিসের মতে) বা তাঁর চাচাতো ভাই ছিলেন (যেরোহের মতে)। সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য মত (হেলভিদিও কর্তৃক প্রস্তাবিত) হচ্ছে যে, তাঁরা ইউসুফ ও মরিয়মের সন্তান ছিলেন, অর্থাৎ ঈসা মসীহের সহোদর কনিষ্ঠ ভাই ছিলেন। এই ভাইদের চারজনের নাম মার্ক ৬:৩ আয়াতে দেওয়া হয়েছে, যেখানে তাঁর বোনেরও নাম উল্লেখ করা হয়েছে। যেহেতু এখানে ইউসুফের উল্লেখ নেই, তাই হতে পারে তিনি ইতোমধ্যে মারা গিয়েছিলেন।

এই যে ব্যক্তিরা আল্লাহ্‌র কালাম শোনে ও পালন
করে, এরাই আমার মা ও ভাইয়েরা।

ঈসা মসীহ্‌ ঝড় থামান

২২ একদিন তিনি স্বয়ং ও তাঁর সাহাবীরা
একখানি নৌকায় উঠলেন। তিনি তাঁদেরকে
বললেন, এসো, আমরা হ্রদের ওপারে যাই;
তাতে তাঁরা নৌকা খুলে দিলেন। ২৩ কিন্তু তাঁরা
নৌকা ছেড়ে দিলে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন, আর
হ্রদে ঝড় এসে পড়লো, তাতে নৌকা পানিতে
পূর্ণ হতে লাগল ও তাঁরা সঙ্কটে পড়লেন।
২৪ পরে তাঁরা কাছে গিয়ে তাঁকে জাগিয়ে বললেন,
প্রভু, প্রভু, আমরা মারা পড়লাম। তখন তিনি
জেগে উঠে বাতাসকে ও পানির তরঙ্গকে ধমক্
দিলেন, আর উভয়ই থেমে গেল ও শান্তি হল।
২৫ পরে তিনি তাঁদেরকে বললেন, তোমাদের
ঈমান কোথায়? তখন তাঁরা ভয়ে আশ্চর্য হয়ে
পরস্পর বললেন, ইনি তবে কে যে বাতাস ও
পানিকে হুকুম দেন, আর তারা এঁর হুকুম মানে?

বদ-রূহে পাওয়া লোককে সুস্থ করা

২৬ পরে তাঁরা গালীলের অন্য পারে
গেরাসেনীদের অঞ্চলে পৌঁছালেন। ২৭ আর তিনি
স্থলে নামলে ঐ নগরের একটা বদ-রূহে পাওয়া
লোক সম্মুখে উপস্থিত হল; সে অনেক দিন থেকে
কাপড় পরতো না ও বাড়িতে থাকতো না, কিন্তু
কবরে থাকতো। ২৮ ঈসাকে দেখামাত্র সে চিৎকার
করে উঠলো এবং তাঁর সম্মুখে পড়ে চিৎকার
বললো, হে ঈসা, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র পুত্র,
আপনার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি? আপনার কাছে
ফরিয়াদ করি, আমাকে যাতনা দেবেন না।
২৯ কারণ তিনি সেই নাপাক রূহ্‌কে লোকটি
থেকে বের হয়ে যেতে হুকুম করলেন; কেননা ঐ
রূহ্‌ দীর্ঘকাল থেকে তাকে ধরেছিল, আর শিকল
ও বেড়ী দ্বারা বেঁধে রাখলেও সে শিকল ছিঁড়ে
বদ-রূহের বশে নির্জন স্থানে চলে যেত। ৩০ ঈসা
তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার নাম কি? সে
বললো, বাহিনী; কেননা অনেক বদ-রূহ্‌ তার
মধ্যে প্রবেশ করেছিল। ৩১ পরে তারা তাঁকে
ফরিয়াদ করতে লাগল, যেন তিনি তাদেরকে
অতল গর্তে চলে যেতে হুকুম না দেন।
৩২ সেই স্থানে পর্বতের উপরে বড় একটি
শূকরের পাল চরছিল। তাতে বদ-রূহ্‌রা তাঁকে
ফরিয়াদ করলো, যেন তিনি তাদেরকে
শূকরগুলোর মধ্যে প্রবেশ করতে অনুমতি দেন;
তিনি তাদেরকে অনুমতি দিলেন। ৩৩ তখন বদ-
রূহ্‌রা সেই লোকটির মধ্য থেকে বের হয়ে
শূকরগুলোর মধ্যে প্রবেশ করলো, তাতে সেই
পাল বেগে ঢালু পাড় দিয়ে দৌড়ে গিয়ে হ্রদে
পড়ে ডুবে মারা গেল।
৩৪ এই ঘটনা দেখে, যারা সেগুলোকে চরাচ্ছিল,
তারা পালিয়ে গেল এবং নগরে ও পাড়ায় পাড়ায়
সংবাদ দিল। ৩৫ তখন কি ঘটেছে, দেখবার জন্য
লোকেরা বের হল এবং ঈসার কাছে এসে
দেখলো, যে লোকটির মধ্য থেকে বদ-রূহ্‌গুলো
বের হয়েছে, সে কাপড় পরে ও সুবোধ হয়ে
ঈসার পায়ের কাছে বসে আছে; তাতে তারা ভয়
পেল। ৩৬ আর যারা সেই সব ঘটনা দেখেছিল,
তারা সেই বদ-রূহে পাওয়া লোকটি কিভাবে সুস্থ
হয়েছিল তা তাদেরকে বললো। ৩৭ তাতে
গেরাসেনীদের প্রদেশের চারদিকের সমস্ত লোক
তাঁকে ফরিয়াদ করলো, যেন তিনি তাদের কাছ

১১:২৮; ইউ ১৪:২১।
[৮:২৪] লূক ৫:৫; ৪:৩৫,৩৯,৪১; জবুর ১০৭:২৯; ইউনুস ১:১৫।
[৮:২৮] মথি ৮:২৯; মার্ক ৫:৭।
[৮:৩১] প্রকা ৯:১,২,১১; ১১:৭; ১৭:৮; ২০:১,৩।
[৮:৩৩] আঃ ২২,২৩।
[৮:৩৫] লূক ১০:৩৯।
[৮:৩৬] মথি ৪:২৪।
[৮:৩৭] প্রেরিত ১৬:৩৯।

৮:২১ এরাই আমার মা ও ভাইয়েরা। ঈসা মসীহের উত্তরে তাঁর স্বাভাবিক পরিবারকে প্রত্যাখ্যান করা প্রকাশ পায় না, কিন্তু তাদের প্রতি তাঁর রূহানিক সম্পর্কের অগ্রাধিকারে প্রতি জোর দেয়া বোঝায়, যারা তাঁর উপরে ঈমান এনেছিল।

৮:২৩ ঝড়। মার্ক ৪:৩৭ আয়াতের নোট দেখুন। গালীল হ্রদ উচ্চ পর্বত দ্বারা বেষ্টিত; এর নিচে সঙ্কীর্ণ উপত্যকা রয়েছে, যেখান থেকে মাঝে মাঝে হঠাৎ করে ধোঁয়া নির্গমনের মত করে তীব্র বাতাস বেরিয়ে আসে এবং হ্রদে প্রবল ঝড় সৃষ্টি করে।

৮:২৫ ইনি তবে কে ...?। সাহাবীদের এ ধরনের প্রশ্ন করা তেমন অযৌক্তিক নয়। এর উত্তর হল, আল্লাহ্‌ ঢেউয়ের উপরে রাজত্ব করেন এবং তাঁর ক্ষমতা এখন ঈসা মসীহের ভেতরে কাজ করছে (জবুর ৮৯:৮; ৯৩:৩; ১০৬:৮; ১০৭:২৩; ইশা ৫১:৯); কিন্তু তাঁরা তখনও বিষয়টি পুরোপুরিভাবে উপলব্ধি করতে পারেন নি।

৮:২৬ গেরাসেনীদের অঞ্চল। সুসমাচারে এই স্থানটির দুই ধরনের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে: ১. গেরাসেনীদের অঞ্চল (মার্ক ৫:১ আয়াতের নোট দেখুন); ২. গাদারীয়দের অঞ্চল (মথি ৮:২৮ আয়াতের নোট দেখুন)।

৮:২৭ বদ-রূহে পাওয়া লোক। ৪:৩৩ আয়াতের নোট দেখুন। মথি (৮:২৮) দু'জন বদ-রূহ্‌গ্রস্থ লোকের কথা বলেন, কিন্তু মার্ক (৫:২) ও লূক কেবল একজনের কথা উল্লেখ করেন। আল্লাহ্‌র রাজ্যের বিরুদ্ধে শয়তানের যে সংগ্রাম, মানুষকে বদ-রূহ্‌গ্রস্ত করা তার অন্যতম।

কবর। লাশ দাফনের স্থান, যা অধিকাংশ লোক এড়িয়ে চলতো নিজেদের নাপাক করার ভয়ে(মার্ক ৫:৩ আয়াতের নোট দেখুন)।

৮:২৮ সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র পুত্র। লূক ১:৩২; ৪:৩৪ আয়াতের সাথে তুলনা করুন। 'সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌' উপাধিটি সাধারণভাবে অ-ইহুদীদের দ্বারা ব্যবহৃত হত (পয়দা ১৪:১৯; লূক ১:৩২; প্রেরিত ১৬:১৭)। কিন্তু এখানে দেখা যায় বদ-রূহ্‌ এই উপাধিটি ব্যবহার করছে ঈসা মসীহের জন্য।

৮:৩০ তোমার নাম কি? ঈসা লোকটিকে তার নাম জিজ্ঞেস করলেন, কিন্তু বদ-রূহ্‌টি এই প্রশ্নের উত্তর দিল এবং তারা যে লোকটিকে নিয়ন্ত্রণ করছে তা দেখাল।

৮:৩১ অতল গর্ত। বদ-রূহ্‌ ও শয়তানকে আবদ্ধ রাখার একটি স্থান (প্রকা ৯:১)।

৮:৩২ শূকর পাল। শূকর ইহুদীদের কাছে নাপাক প্রাণী ছিল এবং তা খাওয়া নিষিদ্ধ ছিল (লেবীয় ১১:৭-৮), কিন্তু এ স্থানটি হচ্ছে দিকাপলি, যা প্রধানত অ-ইহুদী অধ্যুষিত এলাকা।

তিনি তাদেরকে ... অনুমতি দেন। মথি ৮:৩২ আয়াতের নোট দেখুন। একজন লোক বহু শূকরের চেয়েও মূল্যবান। আবার কেউ কেউ বলে থাকেন যে, বদ-রূহ্‌দের তর্জন-গর্জনে ভীত

থেকে চলে যান, কেননা তারা মহাভয়ে আক্রান্ত
হয়েছিল। তখন তিনি নৌকায় উঠে ফিরে
আসলেন। ৩৮ আর যার মধ্য থেকে বদ-রূহ্‌গুলো
বের হয়েছিল, সেই লোকটি অনুরোধ করলো,
যেন তাঁর সঙ্গে থাকতে পারে; ৩৯ কিন্তু তিনি
তাকে বিদায় করে বললেন, তুমি তোমার বাড়িতে
ফিরে যাও এবং তোমার জন্য আল্লাহ্‌ যে যে মহৎ
কাজ করেছেন, তার বৃত্তান্ত বল। তাতে সে চলে
গিয়ে, ঈসা তার জন্য যে যে মহৎ কাজ করেছেন
তা নগরের সর্বত্র তবলিগ করতে লাগল।

একটি মৃত বালিকা ও এক জন অসুস্থ স্ত্রীলোক

৪০ ঈসা ফিরে আসলে লোকেরা তাঁকে সাদরে
গ্রহণ করলো; কারণ সকলে তাঁর জন্য অপেক্ষা
করছিল। ৪১ আর দেখ, যায়ীর নামে এক ব্যক্তি
আসলেন; তিনি মজলিস-খানার এক জন নেতা।
তিনি ঈসার পায়ে পড়ে তাঁর বাড়িতে আসতে
তাঁকে ফরিয়াদ করতে লাগলেন; ৪২ কারণ তাঁর
একটি মাত্র কন্যা ছিল, বয়স কমবেশ বারো
বছর, আর সে মৃতপ্রায় হয়েছিল। ঈসা যখন
যাচ্ছিলেন, লোকেরা তাঁর উপরে চাপাচাপি করে
পড়তে লাগল।

৪৩ আর এক জন স্ত্রীলোক, যে বারো বছর ধরে
রক্তস্রাব রোগে আক্রান্ত হয়েছিল, যে
চিকিৎসকদের পিছনে সর্বস্ব ব্যয় করেও কারো
দ্বারা সুস্থ হতে পারে নি, ৪৪ সে পিছনের দিকে
এসে তাঁর কাপড়ের প্রান্তভাগটুকু স্পর্শ করলো;
আর তৎক্ষণাৎ তার রক্তস্রাব বন্ধ হল।

৪৫ তখন ঈসা বললেন, কে আমাকে স্পর্শ
করলো? সকলে অস্বীকার করলে পিতর ও তাঁর
সঙ্গীরা বললেন, প্রভু, লোকেরা চাপাচাপি করে
আপনার উপরে পড়ছে। ৪৬ কিন্তু ঈসা বললেন,
আমাকে কেউ স্পর্শ করেছে, কেননা আমি টের
পেয়েছি আমার মধ্য থেকে শক্তি বের হল।
৪৭ স্ত্রীলোকটি যখন দেখলো, সে লুকিয়ে থাকতে
পারে নি, তখন কাঁপতে কাঁপতে আসল এবং
তাঁর সম্মুখে ভূমিতে উবুড় হয়ে, কি জন্য তাঁকে
স্পর্শ করেছিল এবং কিভাবে তৎক্ষণাৎ সুস্থ
হয়েছিল, তা সব লোকের সাক্ষাতে বর্ণনা
করলো। ৪৮ তিনি তাকে বললেন, বৎস! তোমার
ঈমান তোমাকে সুস্থ করলো; শান্তিতে চলে
যাও।

৪৯ তিনি কথা বলছেন, এমন সময়ে মজলিস-
খানার নেতার বাড়ি থেকে এক জন এসে
বললো, আপনার কন্যার মৃত্যু হয়েছে, ওস্তাদকে
আর কষ্ট দেবেন না। ৫০ তা শুনে ঈসা তাঁকে
জবাবে বললেন, ভয় করো না, কেবল ঈমান
আনো, তাতে সে সুস্থ হবে।

৫১ পরে তিনি সেই বাড়িতে উপস্থিত হলে,
পিতর, ইয়াকুব ও ইউহোন্না এবং বালিকাটির
বাবা ও মা ছাড়া আর কাউকেও প্রবেশ করতে
দিলেন না। ৫২ তখন সকলে তার জন্য কাঁদছিল
ও মাতম করছিল। তিনি বললেন, কেঁদো না; সে
মারা যায় নি, ঘুমিয়ে রয়েছে। ৫৩ তখন তারা
তাঁকে উপহাস করলো, কেননা তারা জানতো,
সে ইন্তেকাল করেছে। ৫৪ কিন্তু তিনি তার হাত
ধরে ডেকে বললেন, বালিকা, উঠ। ৫৫ তাতে
তার রূহ্‌ ফিরে আসল ও সে তৎক্ষণাৎ উঠে
দাঁড়াল; আর তিনি তাকে কিছু আহার দিতে

[৮:৪১] আঃ ৪৯; মার্ক ৫:২২।
[৮:৪৩] লেবীয় ১৫:২৫-৩০।
[৮:৪৪] মথি ৯:২০।
[৮:৪৫] লূক ৫:৫।
[৮:৪৬] মার্ক ৩:১০; মথি ১৪:৩৬; লূক ৫:১৭; ৬:১৯।
[৮:৪৮] মথি ৯:২২; প্রেরিত ১৫:৩৩।
[৮:৪৯] আঃ ৪১।
[৮:৫১] মথি ৪:২১।
[৮:৫২] মথি ৯:২৪; লূক ২৩:২৭।
[৮:৫৪] লূক ৭:১৪।
[৮:৫৬] মথি ৮:৪।

হয়ে শূকরগুলো দলবদ্ধভাবে ছোটাছুটি করে পানিতে পড়েছিল। কিন্তু এখানে এর মূল কারণটি পরিষ্কার।

৮:৩৯ তুমি তোমার বাড়িতে ... তার বৃত্তান্ত বল। যদিও লোকটি ঈসা মসীহ্‌কে অনুসরণ করতে চেয়েছিল, তবুও তাকে নির্দেশ দেয়া হল যেন সে তার নিজ এলাকায় এই অলৌকিক কাজের কথা বলে (মার্ক ৫:১৯ আয়াতের নোট দেখুন)। কিন্তু এই অতিপ্রাকৃত ঘটনা সেখানকার লোকদেরকে এতটাই আতঙ্কিত করেছিল যে, তারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দয়ার দিকে ফিরে তাকালো না। লোকেরা যদি বদ-রূহ্‌গ্রস্থ লোকটির সুস্থতার ঘটনায় ঈসাকে ব্যক্তিগতভাবে ভয় পায়, তাহলে তারা সুস্থ হওয়া লোকটির মুখে ঈসার মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌র উত্তম কাজের বিষয়ে শুনতে আগ্রহ প্রকাশ করবে।

৮:৪১ মজলিস-খানার নেতা। মজলিস-খানার নেতারা এবাদত পরিচালনা করা, অংশ-গ্রহণকারীদের নির্বাচন করা এবং শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন (মার্ক ৫:২২ আয়াতের নোট দেখুন)।

৮:৪৩ রক্তস্রাব রোগে আক্রান্ত। ১২ বছর যাবত অবিরাম রক্তক্ষরণ হওয়ায় মহিলাটি আনুষ্ঠানিক-ভাবে নাপাক ছিল (লেবীয় ১৫:১৯-৩০)।

কারো দ্বারা সুস্থ হতে পারে নি। মার্ক ৫:২৬ আয়াতের সাথে তুলনা করলে দেখায় যায়, লূক নিজে চিকিৎসক হওয়ায় তিনি এই ঘটনায় চিকিসকদের ব্যর্থতা বর্ণনায় সংযত ছিলেন।

৮:৪৫ কে আমাকে স্পর্শ করলো?। স্ত্রীলোকটির মঙ্গলের জন্য ও জনতার কাছে সাক্ষ্য উপস্থাপনের উদ্দেশ্যে ঈসা মসীহ্‌ অলৌকিক কাজটির কথা জানিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন মহিলাটি যেন তার আত্ম-সম্মান ফিরে পায় ও তাকে তিনি ঈমানদার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন এবং তার সমস্ত কুসংস্কার ও সন্দেহ যেন দূর হয়।

৮:৪৬ আমার মধ্য থেকে শক্তি বের হল। মার্ক ৫:৩৪ আয়াতের নোট দেখুন।

৮:৪৮ বৎস! স্নেহপূর্ণ সম্বোধন। (লূক ২৩:২৮ আয়াতের সাথে তুলনা করুন)।

৮:৫২ সে মরে নি, ঘুমিয়ে রয়েছে। লাসার সম্পর্কে মসীহের এই একই উক্তি ইউ ১১:১১-১৪ আয়াতে দেখুন।

৮:৫৬ এই ঘটনার কথা কাউকেও বলো না। মথি ৮:৪; মার্ক ৫:৪৩ আয়াতের নোট দেখুন। মৃত্যু থেকে জীবিত করার এই অলৌকিক কাজের কথা যদি এখনই জনসাধারণের মাঝে প্রকাশ হয়ে পড়ে, তাহলে ঈসা মসীহের পরিচর্যা কাজের জন্য তা বিপরীতমুখী ফল বয়ে আনতে পারে।

হুকুম করলেন। ৫৬ এতে তার পিতা-মাতা
চমৎকৃত হল, কিন্তু তিনি তাদেরকে হুকুম
করলেন, এই ঘটনার কথা কাউকেও বলো না।

বারো জন সাহাবীকে তবলিগ করতে পাঠানো

৯ ১ পরে তিনি সেই বারো জনকে একত্রে
ডেকে তাঁদেরকে সমস্ত বদ-রূহ্‌র উপরে
এবং রোগ ভাল করার জন্য শক্তি ও ক্ষমতা
দিলেন; ২ আর আল্লাহ্‌র রাজ্য তবলিগ করতে
এবং রোগীদের সুস্থ করতে তাঁদেরকে প্রেরণ
করলেন। ৩ আর তিনি তাঁদেরকে বললেন, পথের
জন্য কিছুই নিও না, লাঠিও না, ঝুলিও না,
খাদ্যও না, টাকাও না; দু'টা করে জামাও নিও
না। ৪ আর তোমরা যে কোন বাড়িতে প্রবেশ
কর, সেখানে থেকো এবং সেখান থেকে প্রস্থান
করো। ৫ আর যেসব লোক তোমাদেরকে গ্রহণ
না করে, সেই নগর থেকে প্রস্থান করার সময়ে
তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যের জন্য তোমাদের পায়ের
ধুলা ঝেড়ে ফেলো। ৬ পরে তাঁরা প্রস্থান করে
চারদিকে গ্রামে গ্রামে যেতে লাগলেন, সর্বত্র
সুসমাচার তবলিগ করতে এবং সুস্থতা দান
করতে লাগলেন।

[৯:১] মথি ১০:১; ৪:২৩; লূক ৫:১৭।
[৯:২] মথি ৩:২।
[৯:৩] লূক ১০:৪; ২২:৩৫।
[৯:৫] মথি ১০:১৪।
[৯:৭] মথি ১৪:১; ৩:১; আঃ ১৯।
[৯:৮] মথি ১১:১৪; আঃ ১৯; ইউ ১:২১।
[৯:৯] লূক ২৩:৮।
[৯:১০] মার্ক ৬:৩০; মথি ১১:২১।
[৯:১১] আঃ ২; মথি ৩:২।

বাদশাহ্‌ হেরোদের অস্থিরতা

৭ আর যা যা হচ্ছিল, বাদশাহ্‌ হেরোদ সমস্তই
শুনতে পেলেন এবং তিনি বড় অস্থির হলেন,
কারণ কেউ কেউ বলতো, ইয়াহিয়া মৃতদের মধ্য
থেকে উঠেছেন। ৮ আর কেউ কেউ বলতো,
ইলিয়াস দর্শন দিয়েছেন; আর কেউ কেউ
বলতো, পূর্বকালীন নবীদের এক জন মৃতদের
মধ্য থেকে জীবিত হয়ে উঠেছেন। ৯ আর
হেরোদ বললেন, আমিই তো ইয়াহিয়ার মাথা
কেটে ফেলেছি; কিন্তু ইনি কে, যাঁর বিষয়ে
এরকম কথা শুনতে পাচ্ছি? আর তিনি তাঁকে
দেখবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

পাঁচ হাজার লোককে আহার দেওয়া

১০ পরে প্রেরিতেরা যা যা করেছিলেন, ফিরে
এসে তার বৃত্তান্ত ঈসাকে বললেন। আর তিনি
তাঁদেরকে সঙ্গে নিয়ে গোপনে বৈৎসৈদা নামক
নগরে গেলেন। ১১ কিন্তু লোকেরা তা জানতে
পেরে তাঁর পিছনে পিছনে চললো, আর তিনি
তাদেরকে সদয়ভাবে গ্রহণ করে তাদের কাছে
আল্লাহ্‌র রাজ্যের বিষয় কথা বললেন এবং
যাদের সুস্থ হবার প্রয়োজন ছিল তাদেরকে সুস্থ
করলেন।

৯:১ বারো জন। প্রেরিতগণ (লূক ৬:১৩)।
শক্তি ও কর্তৃত্ব। সুস্থ করার বিশেষ শক্তি (৫:১৭; ৮:৪৬) এবং শিক্ষাদান ও বদ-রূহের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখার কর্তৃত্ব।
৯:২ আল্লাহ্‌র রাজ্য তবলিগ করতে এবং রোগীদের সুস্থ করতে। প্রথমবারের মত ঈসা তাঁর ১২জন সাহাবীকে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করতে ও কালাম তবলিগ করতে পাঠান। মথি লিখিত সুসমাচারে এই বারোজনকে পাঠাবার সময়ে যে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল তা ছিল ইসরাইল কুলের হারানো মেষদের কাছে যাবার জন্য। (মথি ৬:১০)। যদিও ঈসা তাঁর পুনরুত্থানের পরে এই পরিধিটিকে বৃদ্ধি করেন ও সমস্ত জাতির জন্য বা পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত তাদের যেতে আদেশ দেন (মথি ২৮:১৮-২০)। সুসমাচার তবলিগ করার জন্য ঈসা মসীহের নির্দেশ কখনও আরগ্যসাধন ও বদ-রূহের বিরুদ্ধে অভিযান ব্যতিরেকে দেওয়া হয় নি। আল্লাহ্‌র রাজ্য বৃদ্ধির সঙ্গে এগুলোও জড়িত বলে সুসমাচারের লেখকগণ সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন (মথি ৯:৩৫-৩৮; ১০:৭-৮; মার্ক ৩:১৩-১৪)।
তাঁদেরকে প্রেরণ করলেন। এই পর্যায়ে ঈসা মসীহের পরিচর্যা কাজের নতুন ধাপ শুরু হয়েছিল। তিনি প্রেরিতগণকে তবলিগ, শিক্ষাদান ও সুস্থ করার মত কাজ করতে পাঠিয়েছিলেন, যে কাজগুলো তাঁরা তাঁকে এর আগে করতে দেখেছেন (মথি ৯:৩৫)। ঈসা ও তাঁর সাহাবীদের এটি তৃতীয় গালীল যাত্রা (৮:১ আয়াতের নোট দেখুন)। প্রথম যাত্রায় ঈসা মসীহ্‌ চারজন জেলের সাথে ভ্রমণ করেছেন; দ্বিতীয় যাত্রায় ১২ জন সাহাবীর সবাই তাঁর সাথে ছিলেন; তৃতীয় বার ঈসা দুই জন দুই জন করে পাঠিয়ে দিয়ে একাকী সেখানে গেলেন।
৯:৩ কিছুই নিও না। যে কোন অতিরিক্ত জিনিস, এমনকি স্বাভাবিক প্রয়োজনীয় জিনিসও নিতে নিষেধ করা হয়েছে, যা ভ্রমণকে ব্যাহত করবে। প্রেরিতদেরকে সম্পূর্ণরূপে তাদের উপর নির্ভরশীল হতে হবে, যাদের গৃহে তাঁরা আশ্রয় নেবেন (মার্ক ৬:৮ আয়াতের নোট দেখুন)।
৯:৪ সেখানে থেকো। যে এলাকায় তাঁরা তবলিগ করবেন সে সময় কেবলমাত্র একটি ঘরকে তাঁদের বাসস্থান হিসেবে ব্যবহার করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
৯:৫ পায়ের ধুলা ঝেড়ে ফেলো। আল্লাহ্‌র কালামকে যারা প্রত্যাখ্যান করবে, তাদেরকে এবং বাসস্থান ত্যাগ করে চলে যাওয়ার একটি ভঙ্গি; এর মধ্য দিয়ে বোঝানো হবে যে, তাদের এই অস্বীকৃতির দায় তাদের উপরেই বর্তাবে (লূক ১০:১১; মথি ১০:১৪; প্রেরিত ১৩:৫১)।
৯:৭ বাদশাহ্‌ হেরোদ। মথি ১৪:১ আয়াতের নোট দেখুন।
ইয়াহিয়া মৃতদের মধ্য থেকে উঠেছেন। মার্ক ৬:১৬ আয়াতের নোট দেখুন। লূক ইয়াহিয়ার মৃত্যুর বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে কিছু বলেন নি (মথি ১৪:১-১২; মার্ক ৬:১৭-২৯ দেখুন); কাহিনীর চলমান প্রেক্ষাপটে এই হত্যাকাণ্ডের কথাটি তিনি সহজভাবে তুলে ধরেছেন। এই সময়ের কিছু আগে এই হত্যাকাণ্ডটি সংঘটিত হয়েছিল (আয়াত ৯)।
৯:৮ ইলিয়াস দর্শন দিয়েছেন। লূক ১:১৭; মার্ক ৯:১২ আয়াতের নোট দেখুন।
৯:৯ তিনি তাঁকে দেখবার চেষ্টা করতে লাগলেন। ঈসাকে দেখার জন্য হেরোদের এই আগ্রহ ঈসা মসীহের বিচার না আসা পর্যন্ত পূর্ণ হয় নি (২৩:৮-১২)।
৯:১০ বৈৎসৈদা। মথি ১১:২১ আয়াতের নোট দেখুন। এ সময় ঈসা শহর থেকে দূরবর্তী এলাকায় সরে এসেছিলেন (আয়াত

BACIB
International Bible CHURCH

ইয়াকুব

সিবদিয় এবং শালোমীর পুত্র, খোদাবন্দ্ ঈসা মসীহের সাহাবী হযরত ইউহোন্নার বড় ভাই। তিনি মসীহের বারোজন সাহাবীর একজন। মসীহ্ তাঁর বারোজন সাহাবীর মধ্য থেকে তিনজনকে বিশেষ দায়িত্ব দিয়েছিলেন। ইয়াকুব সেই তিনজনের মধ্যে একজন ছিলেন। অন্য দু'জন ছিলেন পিতর ও তাঁর ভাই ইউহোন্না।

কর্মজীবনে তিনি ছিলেন একজন জেলে। পিতর ও ভাই ইউহোন্নার সাথে যৌথভাবে তিনি এই ব্যবসা করতেন, মথি ২০:২০; ২৭:৫৬। সেখান থেকে তাঁরা তিন জন মসীহের সাহাবী হওয়ার আহ্বান পান এবং তাঁর মসীহের কথামত তাঁর অনুসারী হন। সাহাবীদের একজন হতে পেরে ইয়াকুব অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি ঈসা মসীহের উদ্দেশ্যের নিগূঢ়তত্ত্ব তিনি বুঝতে পারেন নি। তিনি এবং তাঁর ভাই ঈসা মসীহের দুই পাশে দু'টি আসন দাবী করে বেহেশতী রাজ্যে তাঁদের অবস্থান নিশ্চিত করতেও চেয়েছিলেন। অন্য সকল সাহাবীর মত ইয়াকুবও বুঝতে ব্যর্থ হয়েছিলেন এই দুনিয়াতে মসীহ্ কী করতে এসেছেন। তিনি রোম সাম্রাজ্যের পতন ও ইসরাইলের হারানো গৌরব পুনরুদ্ধারের স্বপ্ন দেখছিলেন। তবে আর যাই হোক, তিনি ঈসার সাথে থাকতে ও তাঁকে অনুসরণ করতেই চেয়েছিলেন। তিনি সঠিক নেতার অধীনে নিজেকে রেখেছিলেন, যদিও তাঁর মতাদর্শ ছিল ভুল। তবে মসীহের মৃত্যু ও পুনরুত্থানের পর তাঁর চোখ খুলে যায়।

ইয়াকুব এবং ইউহোন্না তাঁদের সাহসিকতা ও নির্ভীক মনোভাবের কারণে বিখ্যাত ছিলেন। এ জন্য তাঁদেরকে *বোয়ানের্গিস* নামে ডাকা হত, যার অর্থ "বজ্রধ্বনির পুত্রেরা"। সাহাবীদের ভিতরে ইয়াকুবই প্রথম সাক্ষ্যমর হন। বাদশাহ্ হেরোদ আগ্রিপ্প ৪৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁকে শিরচ্ছেদ করে হত্যা করেন, প্রেরিত ১২:১,২।

সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:

- ১২ জন সাহাবীর একজন ছিলেন।
- প্রধান ৩ সাহাবীর একজন ছিলেন।
- ১২ জন সাহাবীর মধ্যে সর্বপ্রথম ঈমানের জন্য সাক্ষ্যমর হন।

দুর্বলতা ও যে সব ভুল করেছেন:

- ইয়াকুব নিজেকে বদমেজাজী (লূক ৯:৫৪) ও স্বার্থপর (মার্ক ১০:৩৭) বলে প্রমাণ করেছেন। দু'বারই তিনি ও তাঁর ভাই ইউহোন্না এক মনোভাব নিয়ে এক সাথে কথা বলেছেন।

তাঁর জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:

- ঈসাকে অনুসরণ করার ক্ষেত্রে নিজের জীবন হারানো তেমন বড় কোন মূল্য নয়।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- **কোথায়:** গালীল
- **কাজ:** জেলে, সাহাবী
- **আত্মীয়-স্বজন:** পিতা: সিবদিয়, মা: শালোমী, ভাই: ইউহোন্না
- **সমসাময়িক যারা ছিলেন:** ঈসা মসীহ্, পীলাত, হেরোদ আগ্রিপ্প।

মূল আয়াত: "পরে সিবদিয়ের দুই পুত্র, ইয়াকুব ও ইউহোন্না, তাঁর কাছে এসে বললেন, হুজুর, আমাদের বাসনা এই, আমরা আপনার কাছে যা যাচ্ঞা করবো, আপনি তা আমাদের জন্য করুন। তিনি তাঁদেরকে বললেন, তোমাদের বাসনা কি? তোমাদের জন্য আমি কি করবো? তাঁরা বললেন, আমাদেরকে এই বর দান করুন, যেন আপনি যখন মহিমা লাভ করবেন তখন আমরা এক জন আপনার ডান পাশে, আর এক জন বাম পাশে বসতে পারি।" (মার্ক ১০:৩৫-৩৭)

ইয়াকুবের কথা সুসমাচারগুলোতে পাওয়া যায়। প্রেরিত ১:১৩ ও ২:২ আয়াতেও তাঁর উল্লেখ আছে।

[১২] পরে দিবা অবসান হতে লাগল, আর সেই
বারো জন কাছে এসে তাঁকে বললেন, আপনি
এই লোকদেরকে বিদায় করুন, যেন এরা
চারদিকে গ্রামে ও পাড়ায় গিয়ে রাত্রি যাপন করে
ও খাদ্যদ্রব্য খুঁজে নেয়, কেননা এখানে আমরা
নির্জন স্থানে আছি। [১৩] কিন্তু তিনি তাঁদেরকে
বললেন, তোমরাই এদেরকে আহার দাও। তাঁরা
বললেন, পাঁচখানা রুটি ও দু'টি মাছ ছাড়া
আমাদের কাছে কিছু নেই; তবে কি আমরা গিয়ে
এ সব লোকের জন্য খাদ্য কিনে আনতে পারব?
[১৪] কারণ সেখানে অনুমান পাঁচ হাজার পুরুষ ছিল।
তখন তিনি তাঁর সাহাবীদেরকে বললেন, পঞ্চাশ
পঞ্চাশ জন করে ওদেরকে সারি সারি বসিয়ে
দাও। [১৫] তাঁরা সেরকম করলেন, সকলকে বসিয়ে
দিলেন। [১৬] পরে তিনি সেই পাঁচখানা রুটি ও
দু'টি মাছ নিয়ে আসমানের দিকে দৃষ্টি করে
সেগুলোর জন্য আল্লাহ্‌কে শুকরিয়া জানালেন ও
ভাঙ্গলেন; আর লোকদের সম্মুখে রাখার জন্য
সাহাবীদেরকে দিতে লাগলেন। [১৭] তাতে সকলে
আহার করে তৃপ্ত হল এবং তারা যা অবশিষ্ট
রাখল, সেসব গুঁড়াগাঁড়া কুড়ালে পর বারো ডালা
হল।

[৯:১৬] মথি ১৪:১৯।

[৯:১৮] লূক ৩:২১।

[৯:১৯] মথি ৩:১; আঃ ৭,৮।

[৯:২০] ইউ ১:৪৯; ৬:৬৬-৬৯; ১১:২৭।

[৯:২১] মার্ক ৮:৩০।

[৯:২২] মথি ৮:২০; ১৬:২১; ২৭:১,২প্রেরিত ২:২৩; ৩:১৩।

[৯:২৩] মথি ১০:৩৮; লূক ১৪:২৭।

হযরত পিতরের ঘোষণা

[১৮] একবার তিনি একাকী মুনাজাত করছিলেন,
সাহাবীরা তাঁর সঙ্গে ছিলেন; আর তিনি
তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি কে, এই
বিষয়ে লোকেরা কি বলে? [১৯] তাঁরা জবাবে
বললেন, বাপ্তিস্মদাতা ইয়াহিয়া; কিন্তু কেউ কেউ
বলে, আপনি ইলিয়াস, আর কেউ কেউ বলে,
পূর্বকালীন নবীদের এক জন জীবিত হয়ে
উঠেছেন। [২০] তখন তিনি তাঁদেরকে বললেন,
কিন্তু তোমরা কি বল, আমি কে? পিতর জবাবে
বললেন, আপনি আল্লাহ্‌র সেই মসীহ্‌।

ঈসা মসীহ্‌ তাঁর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেন

[২১] তখন তিনি তাঁদেরকে দৃঢ়ভাবে বলে দিলেন ও
হুকুম করলেন, এই কথা কাউকেও বলো না;
[২২] তিনি বললেন, ইবনুল-ইনসানকে অনেক
দুঃখভোগ করতে হবে; প্রাচীনদের, প্রধান
ইমামদের ও আলেমদের কর্তৃক অগ্রাহ্য হতে
হবে এবং হত হতে হবে; আর তৃতীয় দিনে
উঠতে হবে।
[২৩] আর তিনি সকলকে বললেন, কেউ যদি
আমার পিছনে আসতে ইচ্ছা করে, তবে সে
নিজেকে অস্বীকার করুক, প্রতিদিন আপন ক্রুশ

---

১২)।

৯:১২ দিবা অবসান হতে লাগল। লোকদের কাছে তবলিগ ও তাদেরকে সুস্থকরণের পর তাদের খাবার ও বাসস্থান সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা হল, কারণ তাঁরা তখন এক নিভৃত স্থানে অবস্থান করছিলেন। মসীহ্‌ নিজেই প্রশ্নটি তুলে ধরতে পারতেন (ইউ ৬:৫ দেখুন); কিন্তু অন্যান্য সুসমাচারগুলো নির্দেশ করে যে, সাহাবীরাই প্রশ্নটি ছিলেন।

৯:১৪ সেখানে অনুমান পাঁচ হাজার পুরুষ ছিল। ৫ হাজার লোককে খাওয়ানোই ঈসা মসীহের পুনরুত্থান ব্যতিরেকে একমাত্র অলৌকিক কাজ যা চারটি সুসমাচারের সবক'টিতে লিপিবদ্ধ হয়েছে (মার্ক ৬:৩০-৪৪; ইউ ৬:১-১৪ আয়াতের নোট দেখুন)।

৯:১৪ পঞ্চাশ পঞ্চাশ জন ... বসিয়ে দাও। মার্ক ৬:৪০ আয়াতের নোট দেখুন।

৯:১৬ সেগুলোর জন্য আল্লাহ্‌কে শুকরিয়া জানালেন। কোন কোন অনুবাদে ঈসা মসীহ্‌ রুটি ও মাছগুলোকে দোয়া করেছেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ইহুদীদের শুকরিয়া জানাবার ভাষা ছিল এ রকম: "আমাদের আল্লাহ্‌ প্রভু ধন্য, যিনি জগতের বাদশাহ্‌, যিনি মর্ত্য থেকে রুটি যোগান"।

৯:১৭ সেসব গুঁড়াগাঁড়া কুড়ালে পর বারো ডালা হল। এ কাজের মাধ্যমে অপচয় না করার উদাহরণ দেওয়া হয়েছে এবং প্রত্যেকে যে পর্যাপ্তভাবে খেতে পেরেছিল তার নিদর্শন প্রকাশ করা হয়েছে (মার্ক ৬:৪৩ আয়াতের নোট দেখুন)।

৯:১৮ এই বিষয়ে লোকেরা কি বলে? সাহাবীদের দেওয়া প্রতিবেদন এবং হেরোদের কাছে দেওয়া সংবাদ একই ছিল (আয়াত ৭-৮ দেখুন)। এ ঘটনাটি ঘটেছিল সিজারিয়া-ফিলিপি প্রদেশের উত্তরে হেরোদের অধীনস্থ এলাকায় (মথি ১৬:১৩; মার্ক ৭:২৪ আয়াতের নোট দেখুন)।

৯:২০ পিতর জবাবে বললেন। পিতর ছিলেন সাহাবীদের মুখপাত্র।

আল্লাহ্‌র সেই মসীহ্‌। ভবিষ্যদ্বাণীকৃত এই নাজাতদাতা (মসীহের) জন্য ইসরাইলরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অপেক্ষমান ছিল (লূক ২:১১; ইউ ৪:২৫; মথি ১৬:১৮; মার্ক ৮:২৯ আয়াতের নোট দেখুন)।

৯:২১ এই কথা কাউকেও বলো না। মসীহ্‌ সম্পর্কে লোকদের ভুল ধারণা ছিল এবং জনগণের কাছে নিজেকে স্পষ্টভাবে পরিচিত করে তোলার আগে তাঁর আরও শিক্ষা দানের প্রয়োজন ছিল। তাঁর আরও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করা বাকি ছিল এবং কোন ধরনের অনাকাঙ্খিত ঘটনার কারণে তা ব্যাহত হোক তা তিনি চান নি (মথি ৮:৪; ১৬:২০; মার্ক ১:৩৪ আয়াতের নোট দেখুন)। ইহুদীরা রাজনৈতিক অর্থে ঈসা মসীহের আগমনের ব্যাখ্যা করেছিল। মসীহ্‌ দুঃখ-ভোগ করবেন এমন ধারণা তারা কখনও গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিল না, সাহাবী-রাও প্রথমে তা গ্রহণ করতে পারেন নি।

৯:২২ ইবনুল-ইনসান। মার্ক ৮:৩১ আয়াতের নোট দেখুন। ইহুদীদের প্রতীক্ষিত মসীহ্‌ ছিলেন মানবীয়, কিন্তু ইবনুল-ইনসান বেহেশতী সত্তাবিশিষ্ট (দানি ৭:৯-২২); দুনিয়াতে ঈসা মসীহের ভূমিকা প্রকাশে এটিই তাঁর উপযুক্ত উপাধি। তাই ঈসা এই উপাধিটি প্রকাশ করা থেকে বিরত থেকেছেন, কারণ ইহুদীদের ধারণা ছিল ভিন্ন।

দুঃখভোগ করতে হবে। মৃত্যুর বিষয়ে ঈসা মসীহের প্রথম স্পষ্ট পূর্বাভাস (পরবর্তী পূর্বাভাসগুলোর জন্য দেখুন আয়াত ৪৪; ১২:৫০; ১৭:২৫; ১৮:৩১-৩৩; এর সাথে তুলনা করুন ২৪:৭,২৫-২৭)

৯:২৩ প্রতিদিন আপন ক্রুশ তুলে নিক। ঈসা মসীহ্‌কে অনুসরণ

তুলে নিক এবং আমার পিছনে আসুক।
২৪ কেননা যে কেউ আপন প্রাণ রক্ষা করতে ইচ্ছা
করে, সে তা হারাবে; কিন্তু যে কেউ আমার জন্য
আপন প্রাণ হারায়, সে-ই তা রক্ষা করবে।
২৫ কারণ মানুষ যদি সারা দুনিয়া লাভ করে
নিজেকে নষ্ট করে, কিংবা হারায়, তবে তার কি
লাভ হল? ২৬ কেননা যে কেউ আমাকে ও আমার
কালামকে লজ্জার বিষয় জ্ঞান করে, ইবনুল-
ইনসান যখন নিজের প্রতাপে এবং পিতার ও
পবিত্র ফেরেশতাদের প্রতাপে আসবেন, তখন
তিনি তাকে লজ্জার বিষয় জ্ঞান করবেন। ২৭ কিন্তু
আমি তোমাদেরকে সত্যি বলছি, যারা এখানে
দাঁড়িয়ে রয়েছে, তাদের মধ্যে এমন কয়েক জন
আছে, যারা, যে পর্যন্ত আল্লাহ্‌র রাজ্য দেখতে না
পাবে, সেই পর্যন্ত কোন মতে মৃত্যুর আস্বাদ পাবে
না।

ঈসা মসীহের রূপান্তর

২৮ এসব কথা বলবার পরে অনুমান আট দিন
গত হলে তিনি পিতর, ইউহোন্না ও ইয়াকুবকে
সঙ্গে নিয়ে মুনাজাত করার জন্য পর্বতে উঠলেন।

[৯:২৪] ইউ ১২:২৫।

[৯:২৬] মথি ১০:৩৩; ১৬:২৭; লূক ১২:৯; ২তীম ২:১২।

[৯:২৮] মথি ৪:২১; লূক ৩:২১।

[৯:৩১] ২পিতর ১:১৫।

[৯:৩২] মথি ২৬:৪৩।

[৯:৩৩] লূক ৫:৫।

২৯ আর দেখ তিনি মুনাজাত করছেন, এমন
সময়ে তাঁর মুখের দৃশ্য অন্য রকম হল এবং তাঁর
পোশাক শুভ্র ও উজ্জ্বল হল। ৩০ আর দেখ,
দু'জন পুরুষ, মূসা ও ইলিয়াস, তাঁর সঙ্গে
কথোপকথন করতে লাগলেন। ৩১ তাঁরা
সপ্রতাপে দেখা দিয়ে তাঁর সেই যাত্রার বিষয়
কথা বলতে লাগলেন, যা তিনি জেরুশালেমে
সমাপন করতে উদ্যত ছিলেন। ৩২ তখন পিতর
ও তাঁর সঙ্গীরা নিদ্রায় ভারাক্রান্ত ছিলেন, কিন্তু
জেগে উঠে তাঁর মহিমা এবং ঐ দুই ব্যক্তিকে
দেখলেন, যাঁরা তাঁর সঙ্গে দাঁড়িয়ে ছিলেন।
৩৩ পরে তাঁরা তাঁর কাছ থেকে প্রস্থান করছেন,
এমন সময়ে পিতর ঈসাকে বললেন, প্রভু,
এখানে আমাদের থাকা ভাল; আমরা তিনটি
কুটির তৈরি করি; একটি আপনার জন্য, একটি
মূসার জন্য, আর একটি ইলিয়াসের জন্য; কিন্তু
তিনি কি বললেন, তা নিজেই বুঝতে পারলেন
না। ৩৪ তিনি এই কথা বলছেন, এমন সময়ে
একখানি মেঘ এসে তাঁদেরকে ছায়া করলো;
তাতে তাঁরা সেই মেঘে প্রবেশ করলে এঁরা ভয়

করতে গেলে আত্মত্যাগ, পূর্ণ উৎসর্গ ও ইচ্ছাপূর্ণ বাধ্যতা আবশ্যক। লূক অবিরত এই পদক্ষেপ গ্রহণের উপরে জোর দিয়ে "প্রতিদিন" শব্দটি উল্লেখ করেছেন, যা অন্যান্য সুসমাচারে নেই (মথি ১৬:২৪-২৬; মার্ক ৮:৩৪)। গালীল থেকে আসা সাহাবীরা জানতেন যে, ক্রুশ বলতে কি বোঝায়; কারণ তাদের এলাকায় অপরাধীদেরকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিতে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হত।

৯:২৪ যে কেউ আমার জন্য আপন প্রাণ হারায়। চারটি সুসমাচারে এই উক্তিটি ঈসাকে বলতে দেখা যায় এবং দু'টো সুসমাচারে একাধিকবার বলতে দেখা যায় (মথি ১০:৩৮-৩৯; ১৬:২৪-২৫; মার্ক ৮:৩৪,৩৫; লূক ১৪:২৬-২৭; ১৭:৩৩; এবং কিছুটা ভিন্ন রূপে ইউ ১২:২৫ আয়াতে)। ঈসা মসীহের অন্য কোন উক্তি এত জোর দিয়ে বলা হয়নি।

৯:২৬ যে কেউ ... লজ্জার বিষয় জ্ঞান করে। লূক ১২:৯; মার্ক ৮:৩৮ আয়াতের নোট দেখুন।

৯:২৭ এমন কয়েক জন আছে। মথি ১৬:২৮ আয়াতের নোট দেখুন।

আল্লাহ্‌র রাজ্য। মথি ৩:২ আয়াতের নোট দেখুন।

৯:২৮ আনুমানিক আট দিন। এক সপ্তাহ বোঝাতে এই বাক্যাংশটি ব্যবহৃত হয়েছে (যেমন, ইউ ২০:২৬ গ্রীক ভাষায় এর উল্লেখ রয়েছে; মথি ১৭:১ আয়াতের নোট দেখুন)।

পিতর, ইউহোন্না ও ইয়াকুব। যায়ীরের কন্যাকে সুস্থ করার সময় (৮:৫১) এবং গেৎশিমানীতে তাঁর শেষবার যাওয়ার সময় (মার্ক ১৪:৩৩) এই তিনজন সাহাবী ঈসা মসীহের সাথে ছিলেন।

পর্বতে। যদিও বেশির ভাগ মানুষ তাবোর পর্বতকেই ঈসা মসীহের রূপান্তরিত হওয়ার স্থান বলে মনে করেন, তথাপি সিজারিয়া-ফিলিপী থেকে এর দূরত্ব, এর উচ্চতা (প্রায় ১৮০০ ফুট) অনুসারে এই পর্বতটিকে প্রকৃত অর্থে সেই স্থান বলে ধরে নেওয়া যায় না। বরং হর্মোন পর্বত এই প্রেক্ষাপটে আরও বেশি খাপ খায়, যেটি আরও নিকটবর্তী এবং আরও উঁচু (উচ্চতা ৯,০০০ ফুটের উপরে; মার্ক ৯:২ দেখুন)।

৯:৩০ মূসা ও ইলিয়াস। মূসা ছিলেন পুরাতন নিয়মের মহান উদ্ধারকর্তা ও শরীয়তদাতা এবং ইলিয়াস ছিলেন নবীদের প্রতিনিধি। মূসার কাজ ইউসা (ইউসা নামের অর্থ 'মাবুদ নাজাত করেন') কর্তৃক সম্পন্ন হয়েছে; ইলিয়াসের কাজ আল-ইয়াসা কর্তৃক সম্পন্ন হয়েছে (ইউসা নামের আরেক রূপ "আল -ইয়াসা," অর্থাৎ 'আল্লাহ্‌র নাজাত' বা 'আল্লাহ্ নাজাত করেন'; যা ছিল তাঁর পরিচর্যা কাজের মূল দর্শন)। তাঁরা এখন ঈসা মসীহের সাথে (যাঁর হিব্রু নাম ইউসা) সেই 'যাত্রা' সম্পর্কে কথা বলছেন, যা তিনি শীঘ্রই সম্পাদন করতে যাচ্ছেন, যা দ্বারা তিনি তাঁর লোকদের গুনাহের বন্দীত্ব থেকে উদ্ধার করবেন এবং মূসা ও ইলিয়াস উভয়ের কাজের পরিপূর্ণতা আনবেন (১ বাদশাহ্ ১৯:১৬)। ঠিক যেভাবে ইউসা ইসরাইলকে প্রতিজ্ঞাত দেশে এনেছিলেন, ঠিক সেভাবে আল-ইয়াসা ইসরাইলের ঈমানদারদের কাছে প্রতিজ্ঞাত দোয়ার পথ উন্মুক্ত করলেন (২ বাদশাহ্ ২:১৯–৮:১৫; ৯:১-৩; ১৩:১৪-২০ আয়াতে আল-ইয়াসার কাজ দেখুন)। নতুন নিয়মে বাপ্তিস্মদাতা ইয়াহিয়ার (ইলিয়াস, মথি ১১:১৪; ১৭:১২) পরে ঈসা এসেছেন (ইউসা, মথি ১:২১ আয়াতের নোট দেখুন) আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত নাজাতদাতা হিসেবে তাঁর দায়িত্ব সম্পন্ন করতে।

৯:৩১ যাত্রা। গ্রীক ভাষায় বলে *এক্সোডাস*, ঈসা মসীহের আসন্ন গৌরবময় মৃত্যুর এক পূর্বাভাস। এই শব্দটি ঈসা মসীহের নাজাত দানকারী মৃত্যু ও মিসর থেকে আল্লাহ্ কর্তৃক তাঁর লোকদের রক্ষা করার সাথে মসীহের পুনরুত্থানকেও সম্পর্কিত করতে পারে।

৯:৩২ নিদ্রায়। ঘটনাটি রাতের বেলায় ঘটেছিল।

৯:৩৩ তিনটি কুটির। তিনজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির উপস্থিতিকে দীর্ঘায়িত করার উদ্দেশ্যে এক ক্ষণস্থায়ী নির্মাণ: শরীয়তদাতা, নবী ও মসীহ্। তবে পিতরের চিন্তাটি যথার্থ নয়, কারণ ঈসা মসীহ্ এই পৃথিবীতে আর মাত্র কয়েক দিন অবস্থান করবেন।

পেলেন। [৩৫] আর সেই মেঘ থেকে এই বাণী হল,
ইনিই আমার পুত্র, আমার মনোনীত, এঁর কথা
শোন। [৩৬] এই বাণী হবামাত্র সেখানে একা
ঈসাকে দেখা গেল। আর তাঁরা নীরব রইলেন, যা
যা দেখেছিলেন তার কিছুই সেই সময়ে কাউকেও
জানালেন না।

ঈসা মসীহ্‌ একটি বালককে সুস্থ করেন

[৩৭] পরদিন তাঁরা সেই পর্বত থেকে নেমে
আসলে অনেক লোক তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলো।
[৩৮] আর দেখ, ভিড়ের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি
চিৎকার করে বললো, হুজুর, আরজ করি, আমার
পুত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন, কেননা এটি আমার
একমাত্র সন্তান। [৩৯] আর দেখুন, একটা রূহ্‌ একে
আক্রমণ করে, আর এ হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠে। সেই
রূহ্‌টি একে মুচড়ে ধরে, তাতে সে মুখ দিয়ে
ফেনা বের করে, আর রূহ্‌টি তাকে ক্ষত-বিক্ষত
করে কষ্ট দিয়ে ছেড়ে যায়। [৪০] আর আমি আপন-
ার সাহাবীদেরকে নিবেদন করেছিলাম, যেন তাঁরা
এটাকে ছাড়িয়ে দেন, কিন্তু তাঁরা পারলেন না।
[৪১] তখন জবাবে ঈসা বললেন, হে অবিশ্বাসী ও
বিপথগামী বংশ, কত কাল আমি তোমাদের
কাছে থাকব ও তোমাদের প্রতি সহিষ্ণুতা
করবো? তোমার পুত্রকে এখানে আন। [৪২] সে
আসছে, এমন সময়ে ঐ বদ-রূহ্‌ তাকে ফেলে
দিল ও ভয়ানক ভাবে মুচড়ে ধরলো। কিন্তু ঈসা
সেই নাপাক রূহ্‌কে ধমক্‌ দিলেন, বালকটিকে
সুস্থ করলেন ও তার পিতার কাছে তাকে ফিরিয়ে
দিলেন। [৪৩] তখন সকলে আল্লাহ্‌র মহিমায়
চমৎকৃত হল।

[৯:৩৫] ইশা ৪২:১; মথি ৩:১৭।
[৯:৩৬] মথি ১৭:৯।
[৯:৪১] দ্বিঃবিঃ ৩২:৫।
[৯:৪৪] আঃ ২২।
[৯:৪৫] মার্ক ৯:৩২।
[৯:৪৬] লূক ২২:২৪।
[৯:৪৭] মথি ৯:৪।
[৯:৪৮] মথি ১০:৪০; মার্ক ৯:৩৫।
[৯:৪৯] লূক ৫:৫।
[৯:৫০] মথি ১২:৩০; লূক ১১:২৩।
[৯:৫১] মার্ক ১৬:১৯; লূক ১৩:২২; ১৭:১১; ১৮:৩১; ১৯:২৮।

ঈসা মসীহ্‌ আবারও তাঁর মৃত্যুর বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেন

[৪৪] আর তিনি যে সমস্ত কাজ করছিলেন, তাতে
সকল লোক আশ্চর্য জ্ঞান করলে তিনি তাঁর
সাহাবীদেরকে বললেন, তোমরা এসব কথা
মনোযোগ দিয়ে শোন, কেননা সম্প্রতি ইবনুল-
ইনসানকে মানুষের হাতে ধরিয়ে দেওয়া হবে।
[৪৫] কিন্তু তাঁরা এই কথা বুঝলেন না এবং এর
অর্থ তাঁদের থেকে গুপ্ত রাখা হল, যাতে তাঁরা
বুঝে উঠতে না পারেন এবং তাঁর কাছে এই
কথার বিষয় জিজ্ঞাসা করতে তাঁদের ভয় হল।
[৪৬] আর তাঁদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, এই তর্ক তাঁদের
মধ্যে উপস্থিত হল। [৪৭] তখন ঈসা তাঁদের
হৃদয়ের তর্ক জেনে একটি শিশুকে নিয়ে তাঁর
নিজের পাশে দাঁড় করালেন, [৪৮] এবং তাঁদেরকে
বললেন, যে কেউ আমার নামে এই শিশুটিকে
গ্রহণ করে, সে আমাকেই গ্রহণ করে। যে কেউ
আমাকে গ্রহণ করে, সে তাঁকেই গ্রহণ করে,
যিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন; কারণ তোমাদের
মধ্যে যে ব্যক্তি সবচেয়ে ক্ষুদ্র, সেই মহান।
[৪৯] পরে ইউহোন্না বললেন, প্রভু, আমরা এক
ব্যক্তিকে আপনার নামে বদ-রূহ্‌ ছাড়াতে
দেখেছিলাম, আর তাকে বারণ করছিলাম, কারণ
সে আমাদের দলভুক্ত নয়। [৫০] কিন্তু ঈসা তাঁকে
বললেন, বারণ করো না, কেননা যে তোমাদের
বিপক্ষ নয়, সে তোমাদের সপক্ষ।

সামেরীয়দের একটি গ্রাম ঈসা মসীহ্‌কে গ্রহণ করলো না

[৫১] আর যখন তাঁর ঊর্ধ্বে নীত হবার সময় পূর্ণ
হয়ে আসছিল, তখন তিনি একান্ত মনে
জেরুশালেমে যেতে উন্মুখ হলেন, [৫২] এবং তাঁর

৯:৩৫ ইনিই আমার পুত্র, আমার মনোনীত। বা "মনোনীত জন;" মরু-সাগরে প্রাপ্ত স্ক্রৌল থেকে জানা যায় প্যালেস্টাইনের ইহুদীদের মধ্যে এ ধরনের উপাধির প্রচলন ছিল; সম্ভবত এখানে ইশা ৪২:১ আয়াতের প্রতিধ্বনি করা হয়েছে (লূক ২৩:৩৫)। অনেকে মনে করেন এখানে মনোনীত বলতে 'মহব্বতের পাত্র' বোঝানো হয়েছে (মথি ১৭:৫; ২ পিতর ১:১৭ দেখুন)।

৯:৩৯ একটা রূহ্‌ একে আক্রমণ করে। বদ-রূহ্‌, যা মৃগীরোগ (মথি ১৭:১৫) ও বাকহীন অবস্থার (মার্ক ৯:১৭) সৃষ্টি করেছিল। বদ-রূহ্‌ বহু ধরনের ক্লেশের জন্য দায়ী (৪:৩৩ আয়াতের নোট দেখুন)।

৯:৪৪ ইবনুল-ইনসানকে ... ধরিয়ে দেওয়া হবে। ঈসা মসীহের আসন্ন মৃত্যুর আরেক পূর্বাভাস (২২ আয়াতের নোট দেখুন), এটি কীভাবে আনয়ন করা হবে তার এক নির্দেশনা (২২:২১ দেখুন)।

৯:৪৬ তাঁদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? এই প্রশ্নটি নানা কারণে উত্থিত হয়েছিল (লূক ২২:২৪; মার্ক ১০:৩৫-৪৫)। শিশুদেরকে এভাবে মসীহের কাছে নিয়ে আসা এক ব্যতিক্রমী উদাহরণ, কারণ ইহুদীদের চোখে সমাজের সবচেয়ে গুরুত্বহীন সদস্য ছিল শিশুরা।

৯:৪৮ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র, সেই মহান। একজন ব্যক্তি অবশ্যই মহান হবে, যদি সে নিজের কথা না ভেবে নিষ্ঠার সাথে ও অকৃত্রিমভাবে আল্লাহ্‌কে সম্মান করতে শেখে।

৯:৪৯ সে আমাদের দলভুক্ত নয়। ৫০ আয়াতে মসীহ্‌ সাহাবীদের বলা 'আমাদের' সর্বনামটিকে 'তোমাদের' বলে ঘুরিয়ে দেন, যা এ কথা বোঝাতে পারে যে, ঈসা মসীহের সাথে লোকটির সম্পর্ক ছিল যা সাহাবীরা অবগত ছিলেন না (মার্ক ৯:৩৮ আয়াতের নোট দেখুন)।

৯:৫০ যে তোমাদের বিপক্ষ নয়, সে তোমাদের সপক্ষ। সাহাবীদের কাজে বাধাজনক নয় এমন যে কোন কাজকে অনুমোদন দেওয়ার কথা বলা হয়েছে (১১:২৩ আয়াতে ভিন্ন প্রেক্ষাপটের একটি ঘটনা দেখুন)।

৯:৫১ জেরুশালেমে যেতে উন্মুখ হলেন। আক্ষরিকভাবে "তিনি জেরুশালেম অভিমুখে যাত্রা করার জন্য প্রস্তুত হলেন" (ইশা ৫০:৭)। লূক ঈসা মসীহের মিশন সমাপ্ত করার জন্য তাঁর সংকল্পের উপর জোর দেন (১৩:২২ আয়াতের নোট দেখুন)।

আগে দূতদেরকে প্রেরণ করলেন আর তাঁরা গিয়ে
সামেরীয়দের কোন গ্রামে প্রবেশ করলেন, যাতে
তাঁর জন্য আয়োজন করতে পারেন। ৫৩ কিন্তু
লোকেরা তাঁকে গ্রহণ করলো না, কেননা তিনি
জেরুশালেমে যেতে উন্মুখ ছিলেন। ৫৪ তা দেখে
তাঁর সাহাবী ইয়াকুব ও ইউহোন্না বললেন, প্রভু,
আপনি কি ইচ্ছা করেন যে, ইলিয়াস যেমন
করেছিলেন, তেমনি আমরা বলি, আসমান থেকে
আগুন নেমে এসে এদেরকে ভস্ম করে ফেলুক?
৫৫ কিন্তু তিনি মুখ ফিরিয়ে তাঁদেরকে ধমক
দিলেন। ৫৬ পরে তাঁরা অন্য গ্রামে চলে গেলেন।
৫৭ তাঁরা পথে যাচ্ছেন, এমন সময়ে এক ব্যক্তি
তাঁকে বললো, আপনি যে কোন স্থানে যাবেন,
আমি আপনার পিছনে যাব। ৫৮ ঈসা তাঁকে
বললেন, শিয়ালদের গর্ত আছে এবং আসমানের
পাখিগুলোর বাসা আছে, কিন্তু ইবনুল-ইনসানের
মাথা রাখার স্থান নেই। ৫৯ আর এক জনকে তিনি
বললেন, আমাকে অনুসরণ কর। কিন্তু সে
বললো, প্রভু, আগে আমার পিতাকে কবর দিয়ে

[৯:৫২] মথি ১০:৫।
[৯:৫৪] মথি ৪:২১; ২বাদশা ১:১০,১২।
[৯:৫৭] আঃ ৫১।
[৯:৫৮] মথি ৮:২০।
[৯:৫৯] মথি ৪:১৯।
[৯:৬০] মথি ৩:২।
[৯:৬১] ১বাদশা ১৯:২০।
[১০:১] লূক ৭:১৩; ৯:১,২,৫১,৫২; মার্ক ৬:৭; মথি ১০:১।
[১০:২] ইউ ৪:৩৫; মথি ৯:৩৭,৩৮।

আসতে অনুমতি দিন। ৬০ তিনি তাকে বললেন,
মৃতেরাই নিজ নিজ মৃতদের কবর দিক; কিন্তু
তুমি গিয়ে আল্লাহ্‌র রাজ্য ঘোষণা কর। ৬১ আর
এক জন বললো, প্রভু, আমি আপনাকে অনুসরণ
করবো, কিন্তু আগে নিজের বাড়ির লোকদের
কাছে বিদায় নিয়ে আসতে অনুমতি দিন।
৬২ কিন্তু ঈসা তাকে বললেন, যে কোন ব্যক্তি
লাঙ্গলে হাত দিয়ে পিছনে ফিরে চায়, সে
আল্লাহ্‌র রাজ্যের উপযুক্ত নয়।

ঈসা মসীহ্‌ সত্তর জনকে তবলিগে পাঠান

১০ ১ তারপর প্রভু আরও সত্তর জনকে
নিযুক্ত করলেন, আর তিনি যেখানে
যেখানে যেতে উদ্যত ছিলেন, সেসব নগরে ও
স্থানে তাঁর আগে দু'জন দু'জন করে তাদেরকে
প্রেরণ করলেন। ২ তিনি তাদেরকে বললেন,
শস্য প্রচুর বটে, কিন্তু কার্যকারী লোক অল্প;
অতএব শস্য-ক্ষেতের মালিকের কাছে মুনাজাত
কর, যেন তিনি নিজের শস্য-ক্ষেতে কার্যকারী

জেরুশালেমে এই ভ্রমণ তাঁর শেষ আগমন বা তাঁর বিজয়-যাত্রা ছিল না, কিন্তু এই যাত্রার মধ্য দিয়ে এহুদিয়াতে তাঁর পরিচর্যা কাজের সূচনা ঘটে, যার কেন্দ্রীয় নগরী ছিল জেরুশালেম। মার্ক ১০:১ আয়াতে এই যাত্রাকে এহুদিয়া অভিমুখে যাত্রা বলে দেখানো হয়েছে, যেখানে ইউহোন্না আরও সুনির্দিষ্টভাবে কুঁড়ে-ঘরের ঈদের সময়ে জেরুশালেমের দিকে যাত্রার কথা বর্ণনা করেছেন (ইউ ৭:১-১০)। এহুদিয়ায় মসীহের পরিচর্যা কাজের বিষয়ে লূক ৯:৫১-১৩:২১ ও ইউ ৭:১-১০:৩৯ আয়াতে পুনরায় উল্লিখিত হয়েছে।

৯:৫২ সামেরীয়দের কোন গ্রাম। সামেরীয়রা ইহুদীদের বিশেষ শত্রু হিসেবে পরিচিত ছিল, যারা জেরুশালেমে আগত তীর্থযাত্রীদের যাত্রা-পথে রাতের বেলায় সহজে আশ্রয় দিতে চাইত না। গালীল থেকে সামেরিয়া হয়ে জেরুশালেম প্রায় তিন দিনের পথ এবং সে সময় সামেরীয়রা তীর্থযাত্রীদেরকে প্রায়শই রাতে আশ্রয় দিতে চাইতো না। এই বিদ্বেষের কারণে গালীল থেকে জেরুশালেমে যাওয়ার সময় ইহুদীরা প্রায়শই জর্ডান নদীর পূর্ব পাশ দিয়ে যেত।

৯:৫৪ আগুন ... ভস্ম করে ফেলুক?। যে কাজটি ইলিয়াস করেছিলেন (২ বাদশাহ্‌ ১:৯-১৬)। এরকম আচরণের জন্য ইয়াকুব ও ইউহোন্না "বজ্রের পুত্র" নামে পরিচিত ছিলেন (মার্ক ৩:১৭)।

৯:৫৫ তাঁদেরকে ধমক্‌ দিলেন। ১ বাদশাহ্‌ ১৮:৩৮; ২ বাদশাহ্‌ ১:১০ দেখুন। এটি ইলিয়াস ও মূসার পরিচর্যা কাজের সাথে সম্পর্কযুক্ত (লূক ১০:২; শুমারী ১৬:৩৫)। কর্মিল পর্বতে আল্লাহ্‌ নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন এবং বেহেশত থেকে আগুন দ্বারা তাঁর নবীকে স্বীকৃতি জানিয়েছিলেন (১ বাদশাহ্‌ ১৮:৩৮-৩৯)। সামেরীয়দের ধ্বংস করতে একই রকম আগুন নামিয়ে আনার জন্য সাহাবীদের অনুরোধকে ঈসা মসীহ্‌ তিরস্কার করেছেন বলে এই নয় যে, তিনি ইলিয়াসের আগুন নামিয়ে আনাকে অন্যায্য বলে সাব্যস্ত করছেন; বরং তাঁর তিরস্কারের কারণ এই যে, তাঁর সাহাবীরা ইলিয়াসের সময়কার প্রেক্ষাপট এবং তাঁদের সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে সামেরীয়দের ঈমানহীনতার পার্থক্য উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন।

৯:৫৭ তাঁরা পথে যাচ্ছেন। ঈসা মসীহ্‌ ও তাঁর সাহাবীরা সামেরিয়ার মধ্যে দিয়ে, কিন্তু অন্য একটি গ্রাম ধরে জেরুশালেমের দিকে তাঁদের যাত্রা অব্যাহত রাখলেন।

৯:৫৯ আমার পিতাকে কবর দিয়ে আসতে অনুমতি দিন। যদি লোকটির পিতা ইতোমধ্যেই মারা যেত, তাহলে নিশ্চয়ই সে লাশ দাফনের কাজে জড়িত হয়ে পড়তো; কিন্তু এমন প্রমাণ দেখা যায় যে, সে তার পিতার মৃত্যুর পরক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে চেয়েছিল, যা কয়েক বছর দেরীতেও ঘটতে পারতো। ঈসা তাঁকে বললেন যে, রূহানিকভাবে যারা মৃত তারাই দৈহিকভাবে মৃতদের কবর দিতে পারে এবং রূহানিকভাবে জীবিতদের আল্লাহ্‌র রাজ্য তবলিগে ব্যস্ত থাকতে হবে।

১০:১ সত্তর জনকে নিযুক্ত করলেন। শুধুমাত্র লূকে এই ঘটনাটি লিপিবদ্ধ আছে, যদিও এই নির্দেশ সাধারণভাবে বারোজনকে দেয়া হয়েছিল (মথি ৯:৩৭-৩৮; ১০:৭-১৬; মার্ক ৬:৭-১১; লূক ৯:৩-৫)। প্রথম দিককার পাণ্ডুলিপিগুলোর বিশেষ কিছু পার্থক্য একে অস্পষ্ট করে তুলে যে, সংখ্যাটি ৭২ ছিল না কি ৭০ ছিল (কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে "৭২" রয়েছে; আয়াত ১৭ দেখুন)। হতে পারে 'সত্তর' সংখ্যাটি পয়দা ১০ অধ্যায়ে জাতিদের সংখ্যা বা সত্তরজন প্রাচীন (হিজ ২৪:১) বিষয়ক উল্লিখন।

দু'জন দু'জন করে। গালীলে পরিচর্যা কাজের সময়ে ঈসা তাঁর বারোজন সাহাবীকে দু'জনের একেকটি দলে বিভক্ত করে তবলিগ করতে পাঠিয়েছিলেন (লূক ৯:১-৬; মার্ক ৬:৭), প্রাথমিক মণ্ডলীতে যে চর্চা প্রচলিত ছিল (প্রেরিত ১৩:২; ১৫:২৭,৩৯-৪০; ১৭:১৪; ১৯:২২)।

লোক পাঠিয়ে দেন। ৩ তোমরা যাও, দেখ,
কেন্দুয়াদের মধ্যে যেমন ভেড়ার বাচ্চা, তেমনি
তোমাদেরকে প্রেরণ করছি। ৪ তোমরা কোন থলি
বা ঝুলি বা জুতা সঙ্গে নিয়ে যেও না এবং পথের
মধ্যে কাউকেও সালাম জানাবে না। ৫ আর যে
কোন বাড়িতে প্রবেশ করবে, প্রথমে বলো, এই
বাড়িতে শান্তি বর্ষিত হোক। ৬ আর সেখানে যদি
শান্তির লোক থাকে, তবে তোমাদের শান্তি তার
উপরে অবস্থিতি করবে, নতুবা তা তোমাদের
প্রতি ফিরে আসবে। ৭ আর সেই গৃহেই থেকো
এবং তারা যা দেয়, তা-ই ভোজন পান করো;
কেননা কার্যকারী লোক তার বেতনের যোগ্য!
এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে যেও না। ৮ আর
তোমরা যে কোন নগরে প্রবেশ কর, লোকেরা
যদি তোমাদেরকে গ্রহণ করে, তবে যা তোমাদের
সম্মুখে রাখা হবে, তা-ই ভোজন করো। ৯ আর
সেখানকার অসুস্থদেরকে সুস্থ করো এবং
তাদেরকে বলো, আল্লাহ্‌র রাজ্য তোমাদের
সন্নিকট হল। ১০ কিন্তু তোমরা যে কোন নগরে
প্রবেশ কর, লোকেরা যদি তোমাদেরকে গ্রহণ না
করে, তবে বের হয়ে সেই নগরের পথে পথে
গিয়ে এই কথা বলো, ১১ তোমাদের নগরের যে
ধূলা আমাদের পায়ে লেগেছে, তাও তোমাদের
বিরুদ্ধে ঝেড়ে ফেললাম; তবুও এই কথা জেনো
যে, আল্লাহ্‌র রাজ্য সন্নিকট হল। ১২ আমি
তোমাদেরকে বলছি, সেদিন সেই নগরের দশা
থেকে বরং সাদুমের দশা সহনীয় হবে।
১৩ কোরাসীন, ধিক্‌ তোমাকে! বৈৎসৈদা, ধিক্‌
তোমাকে! কেননা তোমাদের মধ্যে যেসব
কুদরতি-কাজ করা হয়েছে, সেসব যদি টায়ার ও
সীডনে করা হত, তবে অনেক দিন আগে তারা
চট পরে ভস্মে বসে তওবা করতো। ১৪ কিন্তু
বিচারের দিনে তোমাদের দশা থেকে বরং টায়ার
ও সিডনের দশা সহনীয় হবে। ১৫ আর হে
কফরনাহূম, তুমি না কি আসমান পর্যন্ত উঁচুতে
উঠবে? তুমি পাতাল পর্যন্ত নেমে যাবে।
১৬ যে তোমাদেরকে মানে, সে আমাকেই মানে
এবং যে তোমাদেরকে অগ্রাহ্য করে, সে
আমাকেই অগ্রাহ্য করে; আর যে আমাকে
অগ্রাহ্য করে, সে তাঁকেই অগ্রাহ্য করে, যিনি
আমাকে প্রেরণ করেছেন।

সত্তর জনের আনন্দ সহকারে ফিরে আসা

১৭ পরে সেই সত্তর জন আনন্দে ফিরে এসে
বললো, প্রভু, আপনার নামে বদ-রূহ্‌রাও
আমাদের বশীভূত হয়। ১৮ তিনি তাদেরকে
বললেন, আমি শয়তানকে বিদ্যুতের মত
বেহেশত থেকে পড়তে দেখছি। ১৯ আমি
তোমাদেরকে সাপ ও বৃশ্চিক পদতলে দলিত
করার এবং দুশমনের সমস্ত শক্তির উপরে কর্তৃত্ব
করার ক্ষমতা দিয়েছি। কিছুতেই কোন মতে
তোমাদের ক্ষতি করবে না; ২০ তবুও রূহ্‌রা যে
তোমাদের বশীভূত হয়, এতে আনন্দ করো না;
কিন্তু তোমাদের নাম যে বেহেশতে লেখা আছে,
এতেই আনন্দ কর।

ঈসা মসীহের আনন্দিত হওয়া

২১ সেই সময়ে তিনি পাক-রূহে উল্লসিত হলেন

[১০:৩] মথি ১০:১৬।
[১০:৭] ১তীম ৫:১৮।
[১০:৮] ১করি ১০:২৭।
[১০:৯] মথি ৩:২।
[১০:১১] আঃ ৯; মথি ১০:১৪।
[১০:১২] মথি ১০:১৫; ১১:২৪।
[১০:১৩] লূক ৬:২৪-২৬; প্রকা ১১:৩।
[১০:১৫] মথি ৪:১৩।
[১০:১৬] মথি ১০:৪০।
[১০:১৭] আঃ ১; মার্ক ১৬:১৭।
[১০:১৮] মথি ৪:১০; ঈশা ১৪:১২; প্রকা ৯:১; ১২:৮,৯।
[১০:১৯] মার্ক ১৬:১৮; প্রেরিত ২৮:৩-৫।
[১০:২০] প্রকা ২০:১২।
[১০:২১] ১করি

১০:৪ থলি বা ঝুলি বা জুতা সঙ্গে নিয়ে যেও না। প্রেরিতদের হালকা বোঝা নিয়ে ভ্রমণ করতে হবে, যাতে টাকার থলি, ঝুলি বা অতিরিক্ত জুতা থাকবে না।

কাউকেও সালাম জানাবে না। প্রচলিত প্রথা অনুসারে কাউকে দীর্ঘ সম্ভাষণ জানাতে নিষেধ করা হয়েছে, যেন রাস্তায় চলার সময় তাঁদের থামতে না হয় এবং সময় নষ্ট না হয়; তবলিগ কাজকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব সহকারে দেখতে হবে।

১০:৭ কার্যকারী লোক তার বেতনের যোগ্য!। ঈসা এই শিক্ষা দিলেন যে, যারা সুসমাচার গ্রহণ করবে, তাদের উচিত তবলিগকারীদের খাবার ও অন্যান্য মৌলিক চাহিদা মেটানো (১ করি ৯:১৪)। প্রাথমিক মণ্ডলী রীতি অনুসারে ধর্মীয় শিক্ষক ও তবলিগকারীদের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান সহ অন্যান্য মৌলিক চাহিদা তাদের যোগান দিতে হত, যাদের কাছে তাঁরা সুসমাচার তবলিগ করতেন এবং শিক্ষা দিতেন (৩ ইউ ১:৭)। পৌল তাঁর মণ্ডলীর উপরে ভারস্বরূপ হতে চান নি, যদিও এই নির্ভরতার অধিকার তাঁর ছিল (১ করি ৯:১৪; ১ তীম ৫:১৮)।

১০:৯ আল্লাহ্‌র রাজ্য তোমাদের সন্নিকট। ঈসা মসীহের তবলিগের মূল বার্তা (৪:৪৪; মথি ৩:২ আয়াতের নোট দেখুন)।

১০:১২ বরং সাদুমের দশা সহনীয় হবে। যদিও সাদুম এতটাই গুনাহে পূর্ণ ছিল যে, আল্লাহ্‌ সেটিকে ধ্বংস করেছিলেন (পয়দা ১৯:২৪-২৮; এহুদা ৭), তথাপি যেসব লোকেরা ঈসা মসীহের বার্তা শুনেছিল এবং তাঁর সাহাবীদের বার্তা শুনেছিল, তাদের আরও বেশি জবাবদিহিতা করতে হবে, কারণ তারা তাঁদের নিকট প্রচারিত রাজ্যের সুসমাচার পেয়েছে আর তারা তা গ্রহণ করে নি।

সেদিন। শেষ বিচারের দিন।

১০:১৪ টায়ার ও সিডোন। গালীলের উত্তরে ফিনিশিয়ার অ-ইহুদী নগরসমূহ, যারা ঈসা মসীহের অলৌকিক কাজ দেখার সুযোগ পায় নি এবং গালীলের প্রায় অধিকাংশ লোক যেভাবে তাঁর তবলিগ শুনেছে তারা সেভাবে শুনতে পায় নি (১২ আয়াতের নোট দেখুন)।

১০:১৫ কফরনাহূম। গালীলের উত্তর তীরে ঈসা মসীহের প্রধান কার্যক্ষেত্র (মথি ৪:১৩ আয়াতের নোট দেখুন), যার অধিবাসীদের ঈসাকে দেখার ও তাঁর কথা শোনার বহু সুযোগ হয়েছিল; তাই তাদের প্রত্যাখ্যানের দোষ আরও বেশি হবে।

১০:১৮ শয়তানকে ... পড়তে দেখেছি। এমনকি সাহাবীরাও বদ-রূহ্‌ ছাড়িয়েছিলেন (আয়াত ১৭), যা বোঝায় শয়তান পরাজয়ের যন্ত্রণা ভোগ করছে।

১০:১৯ সাপ ও বৃশ্চিক ... দুশমন। সর্প ও বৃশ্চিক বদ-রূহের প্রতিনিধিত্ব করছে এবং দুশমন হচ্ছে স্বয়ং শয়তান।

১০:২০ এতে আনন্দ করো না। বদ-রূহ্‌কে পরাজিত করা বা তাকে প্রতিহত করার শক্তির চেয়ে মানুষের নাজাত পাওয়া আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

ও বললেন, হে আমার পিতা, বেহেশতের ও
দুনিয়ার প্রভু, আমি তোমাকে শুকরিয়া জানাচ্ছি,
কেননা তুমি বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমানদের থেকে এসব
বিষয় গুপ্ত রেখে শিশুদের কাছে এসব প্রকাশ
করেছ। হ্যাঁ, পিতা, কেননা তা তোমার দৃষ্টিতে
প্রীতিজনক হল। ২২ আমার পিতা সকলই আমার
হাতে তুলে দিয়েছেন। পুত্র কে, তা কেউ জানে
না, কেবল পিতা জানেন; আর পিতা কে, তা
কেউ জানে না, কেবল পুত্র জানেন, আর পুত্র যার
কাছে তাঁকে প্রকাশ করতে ইচ্ছা করেন, সে
জানে।
২৩ পরে তিনি সাহাবীদের প্রতি ফিরে বিরলে
বললেন, ধন্য সেসব লোক, তোমরা যা যা
দেখছো, যারা তা দেখতে পায়। ২৪ কেননা আমি
তোমাদেরকে বলছি, তোমরা যা যা দেখেছো, তা
অনেক নবী ও বাদশাহ্‌ দেখতে বাসনা করেও
দেখতে পান নি। তোমরা যা যা শুনছো, তা তাঁরা
শুনতে বাসনা করেও শুনতে পান নি।

প্রধান হুকুমের বিষয়ে শিক্ষা

২৫ আর দেখ, এক জন আলেম উঠে তাঁর
পরীক্ষা করে বললো, হুজুর, কি করলে আমি
অনন্ত জীবনের অধিকারী হব? ২৬ তিনি তাকে
বললেন, শরীয়তে কি লেখা আছে? কিরূপ পাঠ
করছো? ২৭ সে জবাবে বললো, "তুমি তোমার
সমস্ত অন্তঃকরণ, তোমার সমস্ত প্রাণ, তোমার
সমস্ত শক্তি ও তোমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে তোমার
আল্লাহ্‌ প্রভুকে মহব্বত করবে এবং তোমার
প্রতিবেশীকে নিজের মত মহব্বত করবে।"
২৮ তিনি তাকে বললেন, যথার্থ উত্তর করলে;
তা-ই কর, তাতে জীবন পাবে। ২৯ কিন্তু সে
নিজেকে নির্দোষ দেখাবার ইচ্ছায় ঈসাকে
বললো, ভাল, আমার প্রতিবেশী কে?

দয়ালু সামেরীয়ের গল্প

৩০ এই কথা নিয়ে ঈসা বললেন, এক ব্যক্তি
জেরুশালেম থেকে জেরিকোতে নেমে যাচ্ছিল,
এমন সময়ে দস্যুদলের হাতে পড়লো। দস্যুরা
তার কাপড় খুলে নিল এবং তাকে আঘাত করে
আধমরা অবস্থায় ফেলে চলে গেল।
৩১ ঘটনাক্রমে এক জন ইমাম সেই পথ দিয়ে
নেমে যাচ্ছিল; সে তাকে দেখে এক পাশ দিয়ে
চলে গেল। ৩২ পরে সেভাবে এক জন লেবীয়ও
সেই স্থানে এসে দেখে এক পাশ দিয়ে চলে
গেল। ৩৩ কিন্তু এক জন সামেরীয় সেই পথ
দিয়ে যেতে যেতে তার কাছে আসল; ৩৪ আর
তাকে দেখে করুণাবিষ্ট হল এবং কাছে এসে
তেল ও আঙ্গুর-রস ঢেলে দিয়ে তার ক্ষতগুলো
বেঁধে দিল; পরে তার নিজের পশুর উপরে তাকে
বসিয়ে একটি পান্থশালায় নিয়ে গিয়ে তার সেবা-
যত্ন করলো। ৩৫ পরের দিন দু'টি সিকি বের
করে পান্থশালার মালিককে দিয়ে বললো, এই

১:২৬-২৯।
[১০:২২] মথি ২৮:১৮; ইউ ১:১৮।
[১০:২৪] ১পিতর ১:১০-১২।
[১০:২৫] মথি ১৯:১৬; লূক ১৮:১৮।
[১০:২৭] দ্বি:বি: ৬:৫; মথি ৫:৪৩; লেবীয় ১৯:১৮।
[১০:২৮] রোমীয় ৭:১০।
[১০:২৯] লূক ১৬:১৫।
[১০:৩১] লেবীয় ২১:১-৩।
[১০:৩৩] মথি ১০:৫।

১০:২২ আমার পিতা সকলই আমার হাতে তুলে দিয়েছেন। সব জ্ঞান পিতা থেকে তাঁর কাছে দেয়া হয়েছে; পিতা ও পুত্রের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য পারস্পরিক ব্যক্তিগত জ্ঞানের নিশ্চয়তা রয়েছে, যাতে কেবল পুত্র লোকদের কাছে পিতাকে জানাতে পারেন। পুত্র থেকে সাহাবীরা এ জ্ঞান পেয়েছেন। অতীতের লোকেরা বেহেশতী রাজ্যের আগমন ঈমানের মধ্য দিয়ে দেখেছিল, কিন্তু কেবল সাহাবীরা আল্লাহ্‌র পুত্রকে দেখার ও শোনার সুযোগ পেয়েছেন।

সকলই। এখানে সকলই বলতে সকল প্রত্যাদেশ বোঝানো হয়েছে, সকল ক্ষমতা নয়।

জানে না ... জানেন। 'জানা' শব্দটি হিব্রুতে ব্যক্তিগত জ্ঞান অর্থে (যেমন পয়দা ৪:১ আয়াতে বৈবাহিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে) বা পছন্দ বোঝাতে প্রয়োগ করা হয় (আমোস ৩:২; ইউ ১০:১৫)।

১০:২৫ আলেম। কিতাবের বহু আয়াত জানা একজন বিদ্বান আলেম কর্তৃক মসীহ্‌কে এ ধরনের একটি সাধারণ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার কারণ হচ্ছে (১৮:১৮; মথি ২২:৩৫), হয় সে ঈসা মসীহের সাথে তর্ক করতে চেয়েছিল, নতুবা ঈসা কী রকম শিক্ষা দেন তা সে দেখতে চেয়েছিল (৭:৩০ আয়াতের নোট দেখুন)।

১০:২৭ ... আল্লাহ্‌ প্রভুকে মহব্বত করবে এবং তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মত মহব্বত করবে। অন্যত্র মসীহ্‌ এই কথাগুলোকে অন্য এক প্রশ্নের উত্তরে ব্যবহার করেছেন (মথি ২২:৩৫-৪০; মার্ক ১২:২৮-৩২) পাক-কিতাবের দু'টো অংশকে এক করে (দ্বি.বি. ৬:৫; লেবীয় ১৯:১৮)। চারমাত্রিক মহব্বত (অন্তঃকরণ, প্রাণ, শক্তি ও অন্তর, যা এখানে ও মার্ক ১২:৩০ আয়াতে দেখা যায়) বা ত্রিমাত্রিক মহব্বত (দ্বি.বি. ৬:৫; মথি ২২:৩৭; মার্ক ১২:৩৩) যেটাই হোক না কেন, পূর্ণ ভক্তির আবশ্যকতাই এর মূল তাৎপর্য।

১০:২৯ নিজেকে নির্দোষ দেখাবার ইচ্ছায়। তার প্রথম প্রশ্নের উত্তর অবশ্যই সে জানতো, তাই বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জনের জন্য সে এই উত্তরের ব্যাখ্যা চাইল।

১০:৩০ জেরুশালেম থেকে জেরিকোতে। শহর দু'টির মধ্যকার দূরত্ব ১৭ মাইল এবং এই পথটি সমুদ্রপৃষ্ঠের প্রায় ২৫০০ ফুট উচ্চতা থেকে নেমে সমুদ্রপৃষ্ঠের প্রায় ৮০০ ফুট নিচে চলে গেছে। রাস্তাটি এবড়ো-খেবড়ো এবং এটি মরু এলাকা দিয়ে গিয়েছে, এ কারণে দস্যুরা খুব সহজে অরক্ষিত ভ্রমণকারীদের পথিমধ্যে আক্রমণ করার সুযোগ পেত।

১০:৩১-৩৩ ইমাম ... লেবীয় ... সামেরীয়। এটি তাৎপর্যপূর্ণ যে, যে লোকটিকে মসীহ্‌ এখানে সবচেয়ে ভাল বলে উল্লেখ করছেন, সে কোন ধর্মীয় নেতা নয় বা কোন সাধারণ ইহুদী নাগরিকও নয়, কিন্তু ইহুদীদের কাছে ঘৃণিত একজন অ-ইহুদী ব্যক্তি, একজন সামেরীয়। ইহুদীরা সামেরীয়দের দৈহিকভাবে (মথি ১০:৫ আয়াতের নোট দেখুন) ও রূহানিকভাবে (ইউহোন্না ৪:২০, ২২ আয়াতের নোট দেখুন) ঘৃণা করতো; কিন্তু ঈসা বলছেন যে, মানুষকে ভালবাসার জন্য কোন জাতিগত সীমা পরিসীমা গ্রহণযোগ্য নয়।

১০:৩৫ দু'টি সিকি। একজন শ্রমিকের দুই দিনের মজুরি, যা দিয়ে একজন ব্যক্তি দুই মাস পর্যন্ত কোন সরাইখানায় অবস্থান করতে পারবে।

ব্যক্তির প্রতি যত্ন করো, বেশি যা কিছু ব্যয় হয়,
আমি যখন ফিরে আসি, তখন পরিশোধ করবো।
৩৬ তোমার কেমন মনে হয়, এই তিন জনের
মধ্যে কে ঐ দস্যুদের হাতে পড়া ব্যক্তির
প্রতিবেশী হয়ে উঠলো? ৩৭ সে বললো, যে ব্যক্তি
তার প্রতি করুণা করলো, সেই। তখন ঈসা
তাকে বললেন, যাও, তুমিও সেরকম কর।

মার্থা ও তাঁর বোন মরিয়মের সঙ্গে দেখা করতে যান

৩৮ এর পরে তাঁরা যখন যাচ্ছিলেন তখন তিনি
একটি গ্রামে প্রবেশ করলেন, আর মার্থা নামে
একটি স্ত্রীলোক তার বাড়িতে তাঁর মেহমানদারী
করলেন। ৩৯ মরিয়ম নামে তাঁর একটি বোন
ছিলেন, তিনি প্রভুর পায়ের কাছে বসে তাঁর কথা
শুনতে লাগলেন। ৪০ কিন্তু মার্থা পরিচর্যার বিষয়ে
বেশি ব্যতিব্যস্ত ছিলেন; আর তিনি কাছে এসে
বললেন, প্রভু, আপনি কি কিছু মনে করছেন না
যে, আমার বোন পরিচর্যার ভার একা আমার
উপরে ফেলে রেখেছে? অতএব ওকে বলে দিন
যেন আমার সাহায্য করে। ৪১ কিন্তু প্রভু জবাবে
তাঁকে বললেন, মার্থা, মার্থা, তুমি অনেক বিষয়ে
চিন্তিত ও ব্যস্ত আছ; ৪২ কিন্তু অল্প কয়েকটি
বিষয়, বরং একটি মাত্র বিষয় আবশ্যক।
বাস্তবিক মরিয়ম সেই উত্তম অংশটি মনোনীত
করেছে, যা তার কাছ থেকে নেওয়া যাবে না।

[১০:৩৮] ইউ ১১:১; ১২:২।
[১০:৩৯] ইউ ১১:১; ১২:৩; লূক ৮:৩৫।
[১০:৪০] মার্ক ৪:৩৮।
[১০:৪১] মথি ৬:২৫-৩৪; লূক ১২:১১,২২।
[১০:৪২] জবুর ২৭:৪।
[১১:১] লূক ৩:২১; ইউ ১৩:১৩।
[১১:২] মথি ৩:২।
[১১:৪] মথি ১৮:৩৫; ২৬:৪১; মার্ক ১১:২৫; ইয়াকুব ১:১৩।

মুনাজাতের বিষয়ে শিক্ষা

১১ ১ এক সময়ে তিনি কোন স্থানে
মুনাজাত করছিলেন; যখন শেষ
করলেন, তাঁর সাহাবীদের মধ্যে এক জন তাঁকে
বললেন, প্রভু, আমাদেরকে মুনাজাত করতে
শিক্ষা দিন, যেমন ইয়াহিয়াও তাঁর সাহাবীদেরকে
শিক্ষা দিয়েছিলেন। ২ তিনি তাঁদেরকে বললেন,
তোমরা যখন মুনাজাত কর, তখন বলো,
হে আমাদের বেহেশতী পিতা,
তোমার নাম পবিত্র বলে মান্য হোক।
৩ তোমার রাজ্য আসুক।
আমাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য প্রতিদিন
আমাদেরকে দাও।
৪ আর আমাদের গুনাহ্ মাফ কর;
কেননা আমরাও আমাদের প্রত্যেক
অপরাধীকে মাফ করি।
আর আমাদের পরীক্ষাতে এনো না।

অবিরত মুনাজাত করা

৫ আর তিনি তাঁদেরকে বললেন, তোমাদের মধ্যে
কারো যদি বন্ধু থাকে, আর সে যদি মধ্যরাত্রে
তার কাছে গিয়ে বলে, 'বন্ধু আমাকে তিনখানা
রুটি ধার দাও, ৬ কেননা আমার এক বন্ধু পথে
যেতে যেতে আমার কাছে এসেছেন, তাঁর সম্মুখে
রাখার মত আমার কিছুই নেই; ৭ তা হলে সেই
ব্যক্তি ভিতরে থেকে কি এমন উত্তর দেবে,

১০:৩৬ কে ... প্রতিবেশী হয়ে উঠলো?। প্রশ্নটি হচ্ছেঃ কে তার কাজের মধ্য দিয়ে নিজেকে উত্তম প্রতিবেশী বলে প্রমাণ করেছে? কাকে সাহায্য করা যায় এ বিষয়ে ঈসা তথ্য দিচ্ছেন না, কারণ হুকুম পালনে ব্যর্থতা তথ্যের অভাবে হয় না, কিন্তু ভালবাসার অভাবে হয়। এই আলেমের নতুন জ্ঞানের প্রয়োজন নেই, কিন্তু তার নতুন অন্তর প্রয়োজন – অর্থাৎ তার মন পরিবর্তন করা প্রয়োজন।

১০:৩৮ কোন গ্রামে। বৈথনিয়া জেরুশালেম থেকে দুই মাইল দূরে অবস্থিত। এখানেই মরিয়ম ও মার্থা বাস করতেন (ইউ ১২:১-৩)।

১০:৩৯ মরিয়ম ... পায়ের কাছে বসে তাঁর কথা শুনতে লাগলেন। এই ঘটনায় মার্থার কাজের চেয়ে যে মরিয়মের কালাম শ্রবণের মূল্য বেশি দেখানো হয়েছে তা নয়; কিন্তু এর সাথে এখানে এই শিক্ষা দেয়া হচ্ছে যে, ঈসা মসীহের প্রতি যে সেবা কাজ করা হবে, তা এমনভাবে করা উচিত নয় যাতে করে তাঁর কালাম শ্রবণ করার সময় না হয়। তাঁর প্রয়োজনের অতিরিক্ত আয়োজন করার চেয়ে তাঁর কথা শ্রবণ করে তাঁকে বেশি সম্মান দেওয়া যায়; মার্থা অনেক ধরনের খাবার তৈরি করছিলেন, যেখানে এক ধরনের খাবারই যথেষ্ট ছিল।

১১:১ মুনাজাত করছিলেন। কেবল বিশেষ উপলক্ষে নয় (যেমন বাপ্তিস্ম, ৩:২১; বারোজনের মনোনয়ন, ৬:১২; গেৎশিমানী বাগানে দুঃখভোগ, ২২:৪১), কিন্তু নিয়মিত অভ্যাস হিসেবে।

আমাদেরকে মুনাজাত করতে শিক্ষা দিন। সাহাবীদের অনুরোধের প্রেক্ষিতে প্রভুর মুনাজাতের নমুনা এখানে দেয়া হয়েছে; এই মুনাজাত মথি ৬:৯-১৩ আয়াতের অনুরূপ, যেখানে এটি পর্বতে দত্ত উপদেশের অংশবিশেষ ছিল। এই মুনাজাতে ছ'টি আবেদন যুক্ত হয়েছে, যেক্ষেত্রে লূকে পাঁচটি আবেদন দেখা যায়।

১১:২ হে আমাদের বেহেশতী পিতা। 'পিতা' শব্দটি ঈসা মসীহ্ কর্তৃক ব্যবহৃত অরামীয় 'আব্বা' শব্দের ভাষান্তর (লূক ১০:২১; মার্ক ১৪:৩৬); তাই এখানে মসীহ্ পিতা-আল্লাহ্‌র সাথে সাহাবীদের একনিষ্ঠ সম্পর্ক তুলে ধরেছেন, যা তিনি নিজে ভোগ করছেন।

পবিত্র বলে মান্য হোক। তাঁর নাম, যা তাঁর ব্যক্তিত্ব তুলে ধরে– তা মানুষের জগতে সম্মানিত ও গৃহীত হোক। এই কথার মধ্য দিয়ে তাঁর পবিত্রতা ধারণ করার আবেদন বোঝায়।

রাজ্য আসুক। আল্লাহ্‌র রাজ্য আসার মধ্য দিয়ে শয়তানের রাজ্য ধ্বংস হওয়ার কথা বলা হচ্ছে। কারণ এ দু'টি রাজ্য একসঙ্গে থাকতে পারে না। তবে তাঁর রাজ্য আসবার জন্য আমাদের শুধু মুনাজাত নয় কিন্তু সাক্ষ্যদানও করতে হবে।

১১:৪ আমাদের গুনাহ্ সকল মাফ কর। মুনাজাতটি ঈসায়ী ঈমানদারদের জন্য একটি নমুনা, যাদের গুনাহ্ ইতোমধ্যেই মাফ করে দেয়া হয়েছে। মসীহ্ এখানে মূলত দৈনন্দিন ক্ষমার কথা বলেছেন, যা আল্লাহ্‌র সাথে আমাদের সম্পর্ক পুনরুদ্ধারের জন্য আবশ্যক।

১১:৫-১৩ অবিরত মুনাজাত করা। ঈসা মসীহ্ এখন মুনাজাতে (আয়াত ৫-৮) আমাদের একাগ্রতার কথা বলছেন এবং তিনি নিশ্চয়তা দিচ্ছেন যে, আল্লাহ্ মুনাজাতের উত্তর দেন (আয়াত

BACIB International Bible CHURCH

‘আমাকে কষ্ট দিও না, এখন দরজা বন্ধ এবং
আমার সন্তানেরা আমার কাছে শুয়ে আছে, আমি
উঠে তোমাকে কিছু দিতে পারি না?’ [৮] আমি
তোমাদেরকে বলছি, সে যদিও বন্ধু বলে উঠে তা
না দেয়, তবুও সে বারংবার অনুরোধ করছে বলে
উঠে তার প্রয়োজন অনুসারে তা তাকে দেবে।
[৯] আর আমি তোমাদেরকে বলছি, যাচঞা কর,
তোমাদেরকে দেওয়া যাবে, খোঁজ কর, পাবে;
দ্বারে আঘাত কর, তোমাদের জন্য খুলে দেওয়া
যাবে। [১০] কেননা যে কেউ যাচঞা করে, সে গ্রহণ
করে এবং যে খোঁজ করে, সে পায়; আর যে
দ্বারে আঘাত করে, তার জন্য খুলে দেওয়া যায়।
[১১] তোমাদের মধ্যে এমন পিতা কে, যার পুত্র
রুটি চাইলে তাকে পাথর দেবে? কিংবা মাছ
চাইলে মাছের পরিবর্তে সাপ দেবে? [১২] কিংবা
ডিম চাইলে তাকে বৃশ্চিক দেবে? [১৩] অতএব
তোমরা মন্দ হয়েও যদি তোমাদের সন্তানদেরকে
উত্তম উত্তম দ্রব্য দান করতে জান, তবে এটা কত
বেশি নিশ্চিত যে, বেহেশতী পিতা, যারা তাঁর
কাছে যাচঞা করে, তাদেরকে পাক-রূহ্‌ দান
করবেন।

ঈসা মসীহ্‌ ও বেল্‌সবূল

[১৪] আর তিনি একটা বোবা বদ-রূহ্‌
ছাড়িয়েছিলেন। বদ-রূহ্‌ বের হলে সেই বোবা
কথা বলতে লাগল; তাতে লোকেরা আশ্চর্য জ্ঞান
করলো। [১৫] কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ কেউ
বললো, এই ব্যক্তি বদ-রূহ্‌দের অধিপতি
বেল্‌সবূলের দ্বারা বদ-রূহ্‌ ছাড়ায়। [১৬] আর কেউ
কেউ পরীক্ষা করার জন্য তাঁর কাছে আসমান
থেকে কোন চিহ্ন চাইল। [১৭] কিন্তু তিনি তাদের
মনের ভাব জেনে তাদেরকে বললেন, যে কোন
রাজ্য নিজেদের মধ্যে বিভক্ত হয়, তা উচ্ছিন্ন
হয়, এক গৃহ অন্য গৃহের বিপক্ষ হলে তার পতন
ঘটে। [১৮] আর শয়তানও যদি নিজেদের মধ্যে
বিভক্ত হয়, তবে তার রাজ্য কিভাবে স্থির
থাকবে? কেননা তোমরা বলছো, আমি
বেল্‌সবূলের দ্বারা বদ-রূহ্‌ ছাড়াই। [১৯] আর আমি
যদি বেল্‌সবূলের দ্বারা বদ-রূহ্‌ ছাড়াই, তবে
তোমাদের লোকেরা কার দ্বারা ছাড়ায়? তোমরা
ঠিক কথা বলছো কিনা তার জন্য তারাই
তোমাদের বিচার করবে। [২০] কিন্তু আমি যদি
আল্লাহ্‌র অঙ্গুলি দ্বারা বদ-রূহ্‌ ছাড়াই, তবে
আল্লাহ্‌র রাজ্য তো তোমাদের কাছে এসে
পড়েছে। [২১] সেই বলবান ব্যক্তি যখন অস্ত্রশস্ত্রে
সজ্জিত থেকে নিজের বাড়ি রক্ষা করে, তখন
তার সম্পত্তি নিরাপদে থাকে। [২২] কিন্তু যে ব্যক্তি
তার থেকে বেশি বলবান, সে এসে যখন তাকে
পরাজিত করে, তবে যে অস্ত্রশস্ত্রের উপর সে
ভরসা করেছিল তা হরণ করে নেয়, আর লুট
ভাগ করে নেয়। [২৩] যে আমার সপক্ষ নয়, সে

[১১:৮] লূক ১৮:১-৬।
[১১:৯] মথি ৭:৭।
[১১:১৪] মথি ৯:৩২,৩৩।
[১১:১৫] মার্ক ৩:২২; মথি ৯:৩৪।
[১১:১৬] মথি ১২:৩৮।
[১১:১৭] মথি ৯:৪।
[১১:১৮] মথি ৪:১০।
[১১:২০] মথি ৩:২; হিজ ৮:১৯।
[১১:২৩] মথি ১২:৩০; মার্ক ৯:৪০; লূক ৯:৫০।

৯-১৩)।

১১:১৩ পাক-রূহ্‌ দান করবেন। মথি ৭:১১ আয়াতে বলা হয়েছে, “উত্তম উত্তম দ্রব্য দান করবেন,” অর্থাৎ রূহানিক বর। লূক রূহের কাজে জোর দেন, যা আল্লাহ্‌ দত্ত সবচেয়ে মহান বর।

১১:১৪ বোবা বদ-রূহ্‌। লূক ৪:৩৩ আয়াতের নোট দেখুন। এই বদ-রূহ্‌টি আক্রান্ত ব্যক্তিকে বোবা করে ফেলেছিল। মথি লিখিত সুসমাচারে উল্লিখিত সম্ভাব্য একই ঘটনাটি এই ইঙ্গিত দেয় যে, লোকটি অন্ধও ছিল (মথি ১২:২২-৩০; মার্ক ৩:২০-২৭)।

১১:১৫ বদ-রূহ্‌দের অধিপতি বেল্‌সবূল। শয়তান (আয়াত ১৮); মথি ১০:২৫ আয়াতের নোট দেখুন।

১১:১৬ আসমান থেকে কোন চিহ্ন চাইল। ঈসা মসীহ্‌ এক বদ-রূহ্‌গ্রস্থ বোবাকে সুস্থ করেছেন, এতেই তারা সন্তুষ্ট ছিল না এবং এই চিহ্ন স্বীকার না করে তারা আরও চিহ্ন দেখানোর জন্য দাবী জানাচ্ছিল।

১১:১৭ যে কোন রাজ্য নিজেদের মধ্যে বিভক্ত হয়। যদি শয়তান ঈসা মসীহের সাথে হাত মেলায়, যে তাঁকে প্রতি অবস্থায় বাধা দিয়ে থাকে, তাহলে শয়তান নিজের উপরে নিজেই আঘাত হানবে এবং নিজের ধ্বংস নিজেই ডেকে আনবে।

১১:১৯ তোমাদের লোকেরা কার দ্বারা ছাড়ায়?। ঈসা যদিও পরিষ্কারভাবে বলেন নি যে, ফরীশীদের অনুসারীরা (মথি ১২:২৪) প্রকৃত অর্থেই বদ-রূহ্‌ ছাড়ায় (২৪ আয়াতের নোট দেখুন); কিন্তু তারা আল্লাহ্‌র শক্তিতে সেগুলোকে ছাড়ায় বলে দাবী করেছিল। এখানে বলা যায় তখনও অনেকে আল্লাহ্‌র ক্ষমতা ব্যতিরেকে বদ-রূহ্‌ ছাড়াতো। কিন্তু এখানে ঈসা মসীহ্‌ ভিন্ন রকম দাবী করেছেন। তাই শয়তানের শক্তি ব্যবহার করছেন বলে ঈসাকে অভিযুক্ত করার ফলে তাদের নিজেদের অনুসারীদেরকেই দোষারোপ করছে বলে পরোক্ষভাবে বলা হচ্ছে।

১১:২০ আল্লাহ্‌র রাজ্য তো তোমাদের কাছে এসে পড়েছে। ঈসা মসীহ্‌ তাঁর নিজ ব্যক্তিত্বে এসে উপস্থিত হয়েছেন (৪:৪৩ আয়াতের নোট দেখুন) এবং মন্দতার শক্তিকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়া হয়েছে (হিজ ৮:১৯; জবুর ৮:৩)।

১১:২২ যে ব্যক্তি তার থেকে বেশি বলবান। ঈসা মসীহ্‌ বেল্‌সবূলের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিমান এবং বদ-রূহ্‌দের ছাড়ানোর মধ্য দিয়ে তিনি প্রকাশ করেছেন যে, তিনি শয়তানকে পরাভূত করেছেন ও তাকে নিরস্ত্র করেছেন। তাই এ কথা বলা বোকামি যে, ঈসা মসীহ্‌ শয়তানের শক্তিতে বদ-রূহ্‌ ছাড়ান।

১১:২৩ যে আমার সপক্ষ নয়, সে আমার বিপক্ষ। যে ব্যক্তি উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে ঈসা মসীহ্‌কে সমর্থন করে না, সে তাঁর বিরোধিতা করে এবং সে নিরপেক্ষও থাকতে পারে না। লূক ৯:৫০ আয়াতে সাহাবীগণ যে ব্যক্তিকে “আমাদের একজন নয়” বলে বর্ণনা করেছেন, স্পষ্টত তিনি এক ঈমানদার যিনি ঈসা মসীহের নামে কাজ করতেন (মার্ক ৯:৩৮ আয়াতের নোট দেখুন) এবং ঈসা তার কাজে বাধা দেন নি বা বাধা দিতে বলেন নি।

মার্থা

মার্থা নামের অর্থ *তিক্ততা*। তিনি লাসার এবং মরিয়মের বড় বোন। তাঁরা এক সাথে বৈথনিয়া গ্রামে থাকতেন, লূক ১০:৩৮,৪০,৪১; ইউ ১১:১-৩৯। অনেকের মতে তিনি ছিলেন একজন বিধবা স্ত্রীলোক, সে কারণে তিনি তার ভাই লাসার এবং বোন মরিয়মকে সঙ্গে নিয়ে থাকতেন। এই তিনজনকে ঘিরে সুসমাচারের অন্যতম একটি গল্প হচ্ছে ঈসা মসীহ্‌ ও তাঁর সাহাবীদেরকে আপ্যায়ন করার ঘটনা। এই ঘটনার সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে, অতিথিদের জন্য সবচেয়ে ভাল খাবার প্রস্তুত করার জন্য মার্থার অতি ব্যস্ততা এবং উদ্বিগ্নতা। অপরদিকে তাঁর বোন মরিয়ম আতিথেয়তার চেয়ে মসীহের কাছে বসে তাঁর শিক্ষা শোনার প্রতি বেশি আগ্রহী ছিলেন। উপরন্তু কাজে সাহায্য না করার জন্য মার্থা মরিয়মের বিরুদ্ধে মসীহের কাছে অভিযোগ করেন। মসীহ্‌ অত্যন্ত নম্রভাবে মার্থার ভুল দেখিয়ে দেন ও তাঁর করণীয় শিখিয়ে দেন।

এরপর আমরা দেখি ভাই লাসারের মৃত্যুতে শোকাতুর মার্থাকে। ঈসা যখন লাসারের মৃত্যুর পর তাঁদের গ্রামে আসলেন, মার্থা তখন দৌড়ে তাঁর সাথে দেখা করতে যান এবং তাঁর অন্তরে আশা ও নিরাশার যে দ্বন্দ্ব খেলা করছে তা প্রকাশ করেন। ঈসা মার্থার ভেতরে আশা ও ঈমানের অভাব দেখিয়ে দেন ও তাঁকে ঈমানে সবল হতে বলেন। কিন্তু এর কিছুক্ষণ পরেই মার্থা আবারও বলে বসেন যে, চার দিনের লাশ নিশ্চয়ই পচে গিয়ে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। খুঁটিনাটি বিষয় লক্ষ্য রাখতে গিয়ে মার্থা অনেক সময় মূল বিবেচ্য বিষয় থেকে দূরে সরে গেছেন। কিন্তু ঈসা তাঁর প্রতি সব সময় ধৈর্যশীল থেকেছেন।

এরপর আমরা আবার মার্থাকে ঈসা ও তাঁর সাহাবীদের কাছে খাবার পরিবেশন করতে দেখি। মার্থা তাঁর আতিথেয়তা থেকে সরে আসেন নি, কিন্তু পাক-কিতাবের বলা হয়েছে এবার তিনি নিশ্চুপ ছিলেন। ছোট বোনের মত তিনিও শিখেছিলেন যে, নীরব থাকা ও শ্রবণ করার মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌র এবাদতের সূচনা হয়।

সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:

- একজন অতিথিপরায়ণ গৃহিণী হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন।
- ঈসা মসীহের প্রতি ঈমান এনেছিলেন।
- সব কিছু অত্যন্ত নিখুঁতভাবে করার প্রচেষ্টা ছিল।

দুর্বলতা ও যে সব ভুল করেছেন:

- তাঁর কাজগুলোকে সবাই বেশি গুরুত্ব দেবে বলে ভাবতেন।
- খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে বেশি চিন্তিত ছিলেন।
- তাঁর প্রচেষ্টার প্রতি যথাযথ মনোযোগ দেওয়া না হলে অসন্তুষ্ট হতেন।
- জীবন দানের জন্য ঈসা ক্ষমতায় সন্দেহ ছিল।

তাঁর জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:

- খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে ব্যস্ত থাকলে আমাদের কাজের মূল উদ্দেশ্য ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে
- ঈসার কথা শোনা ও তাঁর জন্য কাজ করার পৃথক উপযুক্ত সময় আছে।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- **কোথায়:** বৈথনিয়া
- **আত্মীয়-স্বজন:** বোন: মরিয়ম, ভাই: লাসার।

মূল আয়াত: "কিন্তু মার্থা পরিচর্যা বিষয়ে বেশি ব্যতিব্যস্ত ছিলেন; আর তিনি কাছে এসে বললেন, প্রভু, আপনি কি কিছু মনে করছেন না যে, আমার বোন পরিচর্যার ভার একা আমার উপরে ফেলে রেখেছে? অতএব ওকে বলে দিন যেন আমার সাহায্য করে।" (লূক ১০:৪০)

মার্থার কথা লূক ১০:৩৮-৪২ ও ইউ ১১:১৭-৪৫ আয়াতে পাওয়া যায়।

আমাদের প্রভুর শেখানো মুনাজাত

আমাদের প্রভু ঈসা মসীহ্ তাঁর সাহাবীদের এই মুনাজাতটি শিখিয়েছিলেন, যে কারণে তা প্রভুর মুনাজাত বলে পরিচিত। এটি প্রবর্তন করা হয়েছিল দু'টি ভিন্ন উপলক্ষে ও ভিন্ন পরিস্থিতিতে এবং এই দু'টি সংস্করণের মধ্যে কিছু তারতম্য লক্ষ্য করা যায়: *প্রথমত*, পর্বতে দত্ত উপদেশে, যখন ঈসা তাঁর সাহাবীদেরকে মুনাজাতের কৃত্রিম আনুষ্ঠানিকতার ব্যাপারে সতর্ক করেছিলেন (লূক ৬:৫-১৩ আয়াতের সাথে মথি ৫:১ আয়াতের তুলনা করুন); এবং *দ্বিতীয়ত*, এক সাহাবীর অনুরোধে 'কোন একটি স্থানে' (লূক ১১:১-৪)। যদিও প্রভুর মুনাজাতকে কেবল একটি কাঠামোরূপে ব্যবহার করতে দেয়া হয়নি, দু'টো বিবরণ মুনাজাতের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমাদের অনেক মূল্যবান বিষয় শিক্ষা দেয়:-

১. এরূপ মুনাজাত সকলের পিতা হিসেবে আল্লাহ্‌র সম্পর্কের উপরে ভিত্তি করে করা হয়েছে, যারা সত্যিকারভাবে তাঁর পুত্রের উপরে ঈমান আনে (ইউ ১:১৩); কারণ কেবল তারাই আল্লাহ্‌কে বলতে পারে "আমাদের পিতা"।

২. মুনাজাতটি এবাদতের মনোভাব দিয়ে শুরু হতে হবে: "তোমার নাম পবিত্র বলে মান্য হোক" – যা আল্লাহ্‌র সমস্ত সত্তার পরম পবিত্রতার স্বীকৃতি।

৩. মুনাজাতের প্রথম আবেদন হিসেবে অবশ্যই প্রথমে আল্লাহ্ রাজ্য ও বেহেশতের আগমন কামনা করতে হবে।

৪. সত্যিকার মুনাজাত আল্লাহ্‌র সকল ইচ্ছাকে শিরোধার্য বলে মেনে নেয়, তা জানা বা অজানা হোক, কিংবা মঞ্জুরকৃত হোক বা না হোক।

৫. মুনাজাত সবসময় বেহেশতী ইচ্ছা ও রাজ্যকে লক্ষ্য বিষয় হিসেবে দেখবে, যা অবশ্যই দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে।

৬. এরপরে আল্লাহ্‌র সন্তানেরা তাদের মুনাজাতে বর্তমান জাগতিক চাহিদার কথা প্রকাশ করতে পারে।

৭. মুনাজাত বাধাগ্রস্ত হতে পারে, যখন গুনাহের কারণে পিতার সাথে সন্তানদের সহভাগিতা ছিন্ন হয়ে পড়ে (মথি ৬:১২,১৫)।

৮. আল্লাহ্‌র সন্তানেরা বেহেশতীভাবে অবশ্যই 'মুনাজাত করতে' শিখবে, কেবল মুনাজাতের 'পদ্ধতি' নয় (লূক ১১:১)। এই মুনাজাত মণ্ডলীর মুনাজাতের সম্পূর্ণ কাঠামো চিহ্নিত করে না। মুনাজাতে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের উপাদান সুনির্দিষ্টভাবে উল্লিখিত নেই (ফিলি ৪:৬-৭), তবুও "তোমার নাম পবিত্র বলে মান্য হোক" কথাটিতে স্পষ্টভাবে ধন্যবাদ প্রদানের বিষয়টি রয়েছে; কারণ ধন্যবাদ ব্যতিরেকে কে আল্লাহ্‌কে পবিত্র বলে সম্বোধন করে তাঁর এবাদত করতে পারে? পরবর্তীতে বেহেশতী প্রত্যাদেশের অগ্রগতির কারণে, আমাদের প্রভু ঈসায়ী ঈমানদারদেরকে তাঁর নামে মুনাজাত করার জন্য সুনির্দিষ্ট আদেশ দিয়েছেন (ইউ ১৬:২৩-২৪)।

সাত বিশ্রামবারে সাতটি অলৌকিক কাজ

ঈসা মসীহ্ নাপাক রূহ্ ছাড়ান	মার্ক ১:২১-২৮
ঈসা মসীহ্ পিতরের শাশুরী জ্বর সুস্থ করেন	মার্ক ১:২৯-৩১
বৈথেস্‌দার পুকুর পারে এক জন রোগীকে সুস্থ করা	ইউহোন্না ৫:১-১৮
ঈসা মসীহ্ একটি লোকের শুকিয়ে যাওয়া হাত সুস্থ করেন	মার্ক ৩:১-৬
ঈসা মসীহ্ এক জন কুঁজা স্ত্রীলোককে সুস্থ করেন	লূক ১৩:১০-১৭

আমার বিপক্ষ এবং যে আমার সঙ্গে কুড়ায় না,
সে ছড়িয়ে ফেলে।

নাপাক রূহের ফিরে আসা

২৪ যখন নাপাক রূহ্‌ মানুষ থেকে বের হয়ে
যায়, তখন পানিবিহীন নানা স্থান দিয়ে ভ্রমণ করে
বিশ্রামের খোঁজ করে; কিন্তু না পেয়ে বলে, আমি
যেখান থেকে বের হয়ে এসেছি, আমার সেই
বাড়িতে ফিরে যাই। ২৫ পরে এসে তা মার্জিত ও
সাজানো দেখতে পায়। ২৬ তখন সে গিয়ে নিজের
থেকে দুষ্ট অপর সাতটা রূহ্‌কে সঙ্গে নিয়ে আসে
এবং তারা সেই স্থানে প্রবেশ করে বাস করে;
তাতে সেই মানুষের প্রথম দশা থেকে শেষ দশা
আরও মন্দ হয়।
২৭ তিনি এসব কথা বলছেন, এমন সময়ে
ভিড়ের মধ্য থেকে কোন একটি স্ত্রীলোক চিৎকার
করে তাঁকে বললো, ধন্য সেই গর্ভ, যা আপনাকে
ধারণ করেছিল, আর সেই স্তন, যার দুগ্ধ আপনি
পান করেছিলেন। ২৮ তিনি বললেন, কিন্তু এর
চেয়ে বরং ধন্য তারাই, যারা আল্লাহ্‌র কালাম
শোনে ও তা পালন করে।

হযরত ইউনুসের চিহ্ন

২৯ পরে তাঁর কাছে আরও অনেক লোকের

[১১:২৬] পিতর ২:২০।
[১১:২৭] লূক ২৩:২৯।
[১১:২৮] ইব ৪:১২; মেসাল ৮:৩২; লূক ৬:৪৭; ৮:২১; ইউ ১৪:২১।
[১১:২৯] আঃ ১৬; ইউনুস ১:১৭; মথি ১২:৩৮; ১৬:৪।
[১১:৩১] ১বাদশা ১০:১; ২খান্দান ৯:১।
[১১:৩২] ইউনুস ৩:৫।
[১১:৩৩] মথি ৫:১৫।

জমায়েত হতে থাকলে তিনি বলতে লাগলেন,
এই কালের লোকেরা দুষ্ট। এরা চিহ্নের খোঁজ
করে, কিন্তু ইউনুসের চিহ্ন ছাড়া আর কোন চিহ্ন
তাদেরকে দেওয়া যাবে না। ৩০ কারণ ইউনুস
যেমন নিনেভের লোকদের কাছে চিহ্নস্বরূপ
হয়েছিলেন, তেমনি ইবনুল-ইনসানও এই
কালের লোকদের কাছে চিহ্ন হবেন। ৩১ বিচারে
সময় দক্ষিণ দেশের রাণী এই কালের লোকদের
সঙ্গে উঠে এদেরকে দোষী করবেন, কেননা
সোলায়মানের জ্ঞানের কথা শুনবার জন্য তিনি
দুনিয়ার প্রান্ত থেকে এসেছিলেন; আর দেখ,
সোলায়মানের চেয়েও মহান এক ব্যক্তি এখানে
আছেন। ৩২ নিনেভের লোকেরা বিচারের সময়ে
এই কালের লোকদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে এদেরকে
দোষী করবে; কেননা তারা ইউনুসের তবলিগের
ফলে মন ফিরিয়েছিল, আর দেখ, ইউনুস থেকে
মহান এক ব্যক্তি এখানে আছেন।

শরীরের আলো

৩৩ প্রদীপ জ্বেলে কেউ গুপ্ত কুঠরীতে কিংবা
কাঠার নিচে রাখে না, কিন্তু প্রদীপ-আসনের
উপরেই রাখে, যেন যারা ভিতরে যায় তারা
আলো দেখতে পায়। ৩৪ তোমার চোখই শরীরের

১১:২৪ নাপাক রূহ্‌ মানুষ থেকে বের হয়ে যায়। ঈসা মসীহ্‌ হয়তোবা এখানে ইহুদী ওঝাদেরকে বোঝাচ্ছেন, যারা বদ-রূহ্‌ ছাড়ানোর দাবী করে (১৯ আয়াত তুলনীয়), কিন্তু যারা আল্লাহ্‌র রাজ্যকে প্রত্যাখ্যান করে তাদের মন্ত্র দিয়ে বদ-রূহ্‌ ছাড়ানো অকার্যকর। মথি ১২:৪৩-৪৫ দেখুন, যেখানে ঈসা তৎকালীন ইহুদী জাতি সম্পর্কে একই মন্তব্য করেন।

পানিবিহীন নানা স্থান। এগুলো বদ-রূহ্‌দের স্বাভাবিক বাসস্থান বলে পরিচিত ছিল, কিন্তু তারা মানুষের দেহকে বসবাসের স্থান হিসেবে অগ্রাধিকার দিয়েছিল।

১১:২৫ মার্জিত ও সাজানো দেখতে পায়। স্থানটি পরিষ্কার করা হয়েছে, কিন্তু বেদখল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। এটি এমন এক জীবন যা সুসজ্জিত, কিন্তু আল্লাহ্‌র উপস্থিতির অভাবে মন্দতা কর্তৃক পুনর্দখলের জন্য উন্মুক্ত হয়ে রয়েছে।

১১:২৯ এরা চিহ্নের খোঁজ করে। ইহুদীরা ঈসা মসীহের কাছে অলৌকিক চিহ্নের অন্বেষণ করেছিল (আয়াত ১৬, মথি ১২:৩৮; মার্ক ৮:১১), কিন্তু ঈসা তাদের অনুরোধকে ফিরিয়ে দেন, কারণ তাদের উদ্দেশ্য ছিল অসৎ। লোকেরা তাঁর বাক্যের সত্যতা অনুধাবনের জন্য অলৌকিক কোন কিছু দেখতে চেয়েছিল, কিন্তু তিনি অলৌকিক ক্ষমতার কাজ দ্বারা তাঁর বাক্যকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে অনিচ্ছুক ছিলেন। অলৌকিক কাজ লোকদের অবাক করে, কিন্তু তিনি সেসব কাজ দেখিয়েছেন বিচারক ও নাজাতদাতারূপে তাঁর পিতার বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে।

১১:৩০ ইউনুস ... চিহ্নস্বরূপ হয়েছিলেন। ইউনুস তিন দিন বিরাট মাছের ভিতর 'কবরস্থ' হয়ে কাটিয়েছিলেন (মথি ১২:৪০ আয়াতের নোট দেখুন), ঠিক একইভাবে পুনরুত্থানের আগে ঈসা তিন দিন কবরে থাকবেন।

১১:৩১-৩২ সোলায়মানের চেয়েও মহান... ইউনুস থেকে মহান এক ব্যক্তি। ঈসা মসীহ্‌ ক্ষুদ্রতর থেকে মহত্তর দিকে যুক্তি দেখান। যদি সাবা দেশের রাণী সোলায়মানের প্রজ্ঞার কথা শুনে অনেক দূর দেশ থেকে এসেছিলেন এবং নিনবীর লোকেরা ইউনুসের তবলিগে সাড়া দিয়েছিল, তাহলে ঈসা মসীহের সময়কার লোকেদের আরও কত না বেশি করে তাঁর পরিচর্যা কাজে সাড়া দেয়া উচিত, যিনি সোলায়মান ও ইউনুসের চেয়ে আরও অনেক বড়।

১১:৩১ দক্ষিণ দেশের রাণী। সাবা দেশের রাণী (১ বাদশাহ্‌ ১০:১-১০ দেখুন)। প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ দেখায়, সাবা ছিল একটি বাণিজ্য নির্ভর দেশ, যে দেশটি ৯০০-৪৫০ খ্রীষ্টপূর্বে দক্ষিণ-পশ্চিম আরবে বিস্তার লাভ করেছিল। ভারত ও পূর্ব আফ্রিকার সাথে এই দেশের সামুদ্রিক ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল। দেশটি আরবীয় মরুভূমি দিয়ে মরুযাত্রীদের পথ ধরে উত্তরে দামেস্ক ও গাজার দিকে বিলাসদ্রব্য রপ্তানি করতো। সম্ভবত সোলায়মানের জাহাজের বহর সাবা দেশের এ ব্যবসার একচ্ছত্র আধিপত্যকে ঝুঁকির মুখে ফেলেছিল। সাবার রাণী সোলায়মানের প্রজ্ঞা ও সোলায়মানের এবাদতের বিষয় অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। ঈসা মসীহ্‌ তাঁর সময়কার লোকদের দোষারোপ করতে সাবার রাণীর উদাহরণ ব্যবহার করেছেন, কারণ তারা স্বীকার করে নি যে, 'সোলায়মানের চেয়েও মহৎ একজন' তাদের মাঝে রয়েছেন (মথি ১২:৪২)।

১১:৩৩ কাঠা। এক ধরনের পাত্র, যাতে প্রায় দশ কেজি তরল পদার্থ বহন করা যেত।

আলো দেখতে পায়। প্রদীপ এমন একটি আলোর উৎস, যা কেবলমাত্র যারা তার কাছে থাকবে তাদেরকে আলো দেয় (আয়াত ৩৬)। ঈসা মসীহ্‌ সবাইকে দেখানোর জন্য প্রকাশ্যে সুসমাচারের আলো জ্বালিয়েছেন, কিন্তু ইহুদীরা আরও নয়নাভিরাম চিহ্ন দেখতে চেয়েছিল।

BACIB International Bible CHURCH

প্রদীপ; তোমার চোখ যখন সরল হয়, তখন
তোমার সমস্ত শরীরও আলোতে পূর্ণ হয়; কিন্তু
চোখ মন্দ হলে তোমার শরীরও অন্ধকারে পূর্ণ
হয়। ৩৫ অতএব দেখো, তোমার অন্তরে যে
আলো আছে, তা অন্ধকার কি না। ৩৬ বাস্তবিক,
তোমার সমস্ত শরীর যদি আলোতে পূর্ণ হয়,
কোনও অংশ অন্ধকারময় না থাকে, তবে প্রদীপ
যেমন নিজের তেজে তোমাকে আলো দান করে,
তেমনি তোমার শরীর সম্পূর্ণভাবে আলোতে পূর্ণ
হবে।

ফরীশী ও আলেমদের প্রতি ঈসা মসীহের তিরস্কার

৩৭ তিনি কথা বলছেন এমন সময়ে এক জন
ফরীশী তাঁকে ভোজনের দাওয়াত করলো; আর
তিনি ভিতরে গিয়ে ভোজনে বসলেন। ৩৮ ফরীশী
দেখে আশ্চর্য জ্ঞান করলো যে, ভোজনের আগে
তিনি গোসল করেন নি। ৩৯ কিন্তু প্রভু তাকে
বললেন, তোমরা ফরীশীরা তো পানপাত্রের ও
ভোজনপাত্রের বাইরের দিকটা পরিষ্কার করে
থাক, কিন্তু তোমাদের ভিতরে দৌরাত্ম্য ও
নাফরমানীতে ভরা। ৪০ নির্বোধেরা, যিনি বাইরের
ভাগ তৈরি করেছেন, তিনি কি ভিতরের ভাগও
তৈরি করেন নি? ৪১ বরং ভিতরে যা যা আছে, তা
দান কর, আর দেখ, তোমাদের পক্ষে সকলই
পাক-পবিত্র।
৪২ কিন্তু ফরীশীরা, ধিক্‌ তোমাদেরকে, কেননা
তোমরা পুদিনা, তেজপাতা ও সকল প্রকার
শাকের দশ ভাগের এক ভাগ দান করে থাক,
আর ন্যায়বিচার ও আল্লাহ্‌-প্রেম উপেক্ষা করে
থাক; কিন্তু এসব পালন করা এবং ঐ সমস্ত
পরিত্যাগ না করা তোমাদের উচিত ছিল।
৪৩ ফরীশীরা, ধিক্‌ তোমাদেরকে, কেননা তোমরা
মজলিস-খানায় প্রধান আসন ও হাট বাজারে
লোকদের সালাম পেতে ভালবাস। ৪৪ ধিক্‌
তোমাদেরকে, কারণ তোমরা এমন গুপ্ত কবরের
মত, যার উপর দিয়ে লোকে না জেনে যাতায়াত
করে।
৪৫ তখন আলেমদের এক জন জবাবে তাঁকে
বললো, হুজুর, এই কথা বলে আপনি
আমাদেরও অপমান করছেন। ৪৬ তিনি বললেন,
আলেমেরা, ধিক্‌ তোমাদেরকেও, কেননা
তোমরা মানুষের উপরে দুর্বহ বোঝা চাপিয়ে
দিয়ে থাক, কিন্তু নিজেরা একটি আঙ্গুল দিয়ে
সেসব বোঝা স্পর্শ কর না। ৪৭ ধিক্‌
তোমাদেরকে, কেননা তোমরা নবীদের কবর
গেঁথে থাক, আর তোমাদের পূর্বপুরুষেরা
তাঁদেরকে খুন করেছিল। ৪৮ সুতরাং তোমরা
সাক্ষী হচ্ছ এবং তোমাদের পূর্বপুরুষদের কাজের
অনুমোদন করছো; কেননা তারা তাঁদেরকে খুন
করেছিল, আর তোমরা তাঁদের কবর গেঁথে
থাক। ৪৯ এই কারণ আল্লাহ্‌র প্রজ্ঞাও বললেন,
আমি তাদের কাছে নবী ও প্রেরিতদেরকে প্রেরণ
করবো, আর তাদের মধ্য থেকে তারা কাউকে
কাউকে খুন করবে ও নির্যাতন করবে, ৫০ যেন

[১১:৩৭] লূক ৭:৩৬; ১৪:১।
[১১:৩৮] মার্ক ৭:৩,৪।
[১১:৩৯] লূক ৭:১৩; মথি ২৩:২৫,২৬; মার্ক ৭:২০-২৩।
[১১:৪০] লূক ১২:২০; ১করি ১৫:৩৬।
[১১:৪১] লূক ১২:৩৩; প্রেরিত ১০:১৫।
[১১:৪২] লূক ১৮:১২; দ্বিঃবিঃ ৬,৫; মিকাহ্‌ ৬:৮; মথি ২৩:২৩।
[১১:৪৩] মথি ২৩:৬,৭; লূক ১৪:৭; ২০:৪৬।
[১১:৪৪] মথি ২৩:২৭।
[১১:৪৫] মথি ২২:৩৫।
[১১:৪৬] মথি ২৩:৪।
[১১:৪৮] মথি ২৩:২৯-৩২; প্রেরিত ৭:৫১-৫৩।

১১:৩৪ তোমার চোখই শরীরের প্রদীপ। চোখের মাধ্যমেই শরীর আলো লাভ করে থাকে। যদি চোখে কোন সমস্যা থাকে, তাহলে তার জীবন অন্ধকারময় হয়ে যায়। ফলে তার চলাফেরায় ও কাজে বিঘ্ন ঘটে। ঠিক একইভাবে যখন একজনের রূহানিক চোখ, অর্থাৎ তার মনোভাব, চিন্তা-চেতনা, ও বাসনাগুলো আল্লাহ্‌র দিকে থাকে ও আল্লাহ্‌র কালাম তার অন্তরে প্রবেশ করে তখন সেটি রহমত, দোয়া, সুফল ও নাজাত উৎপন্ন করে (গালা ৫:২২-২৩)। কিন্তু যদি তার আকাঙ্খা ও বাসনাগুলো আল্লাহ্‌মুখী না হয়, সেক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশ ও তার সত্যের কোন প্রভাবই তার জীবনে পড়ে না।

১১:৩৮ ভোজনের আগে তিনি গোসল করেন নি। বিশেষ আনুষ্ঠানিক পবিত্রতা রক্ষার নিয়ম, যা শরীয়তের আদেশ নয়– কিন্তু ফরীশীদের প্রচলিত নিয়মে যুক্ত হয়েছিল।

১১:৩৯ বাইরের দিকটা পরিষ্কার করে থাক। ফরীশীরা প্রায়ই তাদের শরীর আনুষ্ঠানিকভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতে ব্যস্ত থাকতো।

দৌরাত্ম্য ও নাফরমানী। এসব ফরীশীরা নৈতিকভাবে পবিত্র হওয়ার চেয়ে আচারানুষ্ঠান পালনের দিকে বেশি নজর রাখে।

১১:৪০ ভিতরের ভাগও নির্মাণ করেন নি?। মানুষের ভিতর অর্থাৎ অন্তর ও মনের পবিত্রতা বাইরের আনুষ্ঠানিক পবিত্রতার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

১১:৪১ ভিতরে যা যা আছে। রূপক অর্থে ৩৯ আয়াতের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

তোমাদের পক্ষে সকলই পাক-পবিত্র। অন্তর থেকে কোন কিছু দান করা হলে অন্য সব ন্যায্য কাজকে স্বাভাবিকভাবেই অনুমোদন দেওয়া যায়। যদি কেউ গরীবকে দান করে, তার অন্তর আর 'দৌরাত্ম্য ও নাফরমানীর' বেড়াজালে আবদ্ধ থাকতে পারে না (আয়াত ৩৯)।

১১:৪৪ গুপ্ত কবরের তুল্য। ইহুদীরা তাদের কবরকে সাদা ঝকঝকে করে থাকে, যাতে দুর্ঘটনাবশত কেউ সেগুলো স্পর্শ না করে এবং নোংরা হয়ে না পড়ে (শুমারী ১৯:১৬; মথি ২৩:২৭)। ঠিক যেভাবে কবর স্পর্শ করার মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে একজন ব্যক্তি নাপাক হয়, তেমনই ফরীশীদের সাথে ঘনিষ্ঠতা থাকলে যে কেউ নৈতিকভাবে অপবিত্রতায় চালিত হতে পারে।

১১:৪৬ মানুষের উপরে দুর্বহ বোঝা চাপিয়ে দিয়ে থাক। ফরীশীরা মূসার বিশুদ্ধ ও পূর্ণাঙ্গ শরীয়তের সাথে তাদের মনগড়া নিয়ম-কানুন যুক্ত করে (মথি ১৫:২) এবং অন্যদেরকে সেগুলো পালনের ব্যাপারে কোন সাহায্য করে না (মথি ২৩:৪)।

১১:৪৭ নবীদের কবর গেঁথে থাক। বাহ্যিকভাবে ফরীশীরা ইহুদী নবীদেরকে সম্মান প্রদর্শন করছে বলে ধারণা করা হত, কারণ তারা নবীদের স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণ করতো, কিন্তু নবীরা যে ঈসা মসীহের আগমনের কথা বলেছেন, তা তারা প্রত্যাখ্যান করেছিল; আর এই কাজের মধ্য দিয়ে তারা নবীদেরকে অসম্মান করেছিল। তারা নবীদের শিক্ষার বিপরীতে চলছিল, ঠিক যেরূপ তাদের পূর্বপুরুষরাও করত।

BACIB | International Bible CHURCH

দুনিয়া পত্তনের সময় থেকে যত নবীর রক্তপাত
হয়েছে, তার প্রতিশোধ এই কালের লোকদের
কাছ থেকে নেওয়া যায়– ৫১ হাবিলের রক্ত থেকে
সেই জাকারিয়ার রক্ত পর্যন্ত যিনি কোরবানগাহ্ ও
বায়তুল-মোকাদ্দসের মধ্যস্থানে নিহত
হয়েছিলেন– হ্যাঁ, আমি তোমাদেরকে বলছি, এই
কালের লোকদের কাছ থেকে তার প্রতিশোধ
নেওয়া যাবে। ৫২ আলেমেরা, ধিক্ তোমাদেরকে,
কেননা তোমরা জ্ঞানের চাবি হরণ করে নিয়েছ;
নিজেরা প্রবেশ করলে না এবং যারা প্রবেশ কর-
ছিল, তাদেরকেও বাধা দিলে।
৫৩ তিনি সেই স্থান থেকে বের হয়ে আসলে
আলেম ও ফরীশীরা তাঁকে অত্যন্ত পীড়াপীড়ি
করতে ও নানা বিষয়ে কথা বলাবার জন্য
উত্তেজিত করতে লাগল, ৫৪ তাঁর মুখের কথায়
তাঁকে ফাঁদে ফেলবার জন্য অপেক্ষা করে
রইলো।

কপটতা ও লোভের বিষয়ে ঈসা মসীহের উপদেশ

১২ ১ ইতোমধ্যে যখন হাজার হাজার লোক
সমাগত হয়ে এক জন অন্যের উপর
পড়তে লাগল, তখন তিনি প্রথমে তাঁর সাহ-
াবীদেরকে বলতে লাগলেন, তোমরা ফরীশীদের
খামি থেকে সাবধান থাক, তা কপটতা। ২ কিন্তু
এমন ঢাকা কিছুই নেই, যা প্রকাশ পাবে না এবং
এমন গুপ্ত কিছুই নেই, যা জানা যাবে না।
৩ অতএব তোমরা অন্ধকারে যা কিছু বলেছ, তা

[১১:৪৯] কল ২:৩; ১করি ১:২৪,৩০; মথি ২৩:৩৪।
[১১:৫১] পয়দা ৪:৮; ২খান্দান; ২৪:২০,২১; মথি ২৩:৩৫,৩৬।
[১১:৫২] মথি ২৩:১৩।
[১১:৫৪] মথি ১২:১০।
[১২:১] মথি ১৬:৬,১১,১২।
[১২:২] মার্ক ৪:২২।
[১২:৪] ইউ ১৫:১৪,১৫।
[১২:৫] ইব ১০:৩১।
[১২:৭] মথি ১০:৩০; ১২:১২।
[১২:৮] লূক ১৫:১০।
[১২:৯] মার্ক ৮:৩৮; ২তীম ২:১২।
[১২:১০] মথি ৮:২০; ১২:৩১,৩২; ১ইউ ৫:১৬।
[১২:১১] মথি ১০:১৭,১৯; লূক

আলোতে শোনা যাবে; এবং বন্ধ ঘরে কানে
কানে যা বলেছ, তা ছাদের উপর থেকে প্রচার
করা হবে।

তাঁকেই ভয় কর

৪ হে আমার বন্ধুরা, আমি তোমাদেরকে বলছি,
যারা শরীর ধ্বংস করার পর আর কিছু করতে
পারে না, তাদেরকে ভয় করো না। ৫ তবে কাকে
ভয় করবে, তা বলে দেই; হত্যা করার পর
দোজখে নিক্ষেপ করতে যাঁর ক্ষমতা আছে,
তাঁকেই ভয় কর; হ্যাঁ, আমি তোমাদেরকে বলছি,
তাঁকেই ভয় কর। ৬ পাঁচটি চড়াই পাখি কি দুই
পয়সায় বিক্রি হয় না? আর তাদের মধ্যে
একটিও আল্লাহ্‌র দৃষ্টিগোচরে গুপ্ত নয়। ৭ এমন
কি, তোমাদের মাথার চুলগুলোও সমস্ত গণনা
করা আছে। ভয় করো না, তোমরা অনেক চড়াই
পাখি থেকেও শ্রেষ্ঠ।
৮ আর আমি তোমাদেরকে বলছি, যে কেউ
মানুষের সাক্ষাতে আমাকে স্বীকার করে, ইবনুল
-ইনসানও আল্লাহ্‌র ফেরেশতাদের সাক্ষাতে
তাকে স্বীকার করবেন; ৯ কিন্তু যে কেউ মানুষের
সাক্ষাতে আমাকে অস্বীকার করে, আল্লাহ্‌র
ফেরেশতাদের সাক্ষাতে তাকে অস্বীকার করা
হবে। ১০ আর যে কেউ ইবনুল-ইনসানের
বিরুদ্ধে কোন কথা বলে, সে মাফ পাবে; কিন্তু
যে কেউ পাক-রূহের নিন্দা করে, সে মাফ পাবে
না। ১১ আর লোকে যখন তোমাদেরকে মজলিস-
খানায় এবং শাসনকর্তাদের ও কর্তৃপক্ষদের

১১:৫১ হাবিলের রক্ত ... জাকারিয়ার রক্ত। মথি ২৩:৩৫ আয়াতের নোট দেখুন।

১১:৫২ জ্ঞানের চাবি। শরীয়ত সম্পর্কিত বিষয়ে লোকদের অন্তর যাদের উন্মুক্ত করা উচিত, তারাই ধর্মতত্ত্বের ভুল ব্যাখ্যা এবং শিক্ষা দানের ভুল পদ্ধতি দ্বারা লোকদের উপলব্ধিকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে তোলে। তারা নিজেদেরকে ও লোকদেরকে নাজাতের পথ সম্পর্কে অজ্ঞতায় রাখে। মথির বর্ণনা অনুসারে তারা 'মানুষের সম্মুখে বেহেশতী-রাজ্য রুদ্ধ করে থাকে' (মথি ২৩:১৩)।

১১:৫৪ তাঁকে ফাঁদে ফেলবার জন্য। লূকের সম্পূর্ণ সুসমাচারে এ বিষয়টি স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে যে, ইহুদী ধর্মীয় নেতারা সব সময়ই ঈসা মসীহ্‌কে ফাঁদে ফেলে তাদের পথ থেকে সরাতে চেয়েছে (৬:১১; ১৯:৪৭-৪৮; ২০:১৯-২০; ২২:২)।

১২:১ ফরীশীদের খামি। মার্ক ৮:১৫ আয়াতের নোট দেখুন। **কপটতা।** কপটতা হচ্ছে আপনি নিজে যা নন সেই রকম অভিনয় করা। বাইরে ধার্মিক কিন্তু বাস্তবে গুনাহ্, অনৈতিকতা, লোভ অভিলাষ ও অন্যান্য অধার্মিকতার মধ্যে থাকা। ঈসা মসীহ্ ফরীশীদের ধিক্কার দিয়েছিলেন, এবং সাহাবীদের সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, যেন তাঁদের জীবন ও পরিচর্যার মধ্যে এই ধরনের গুনাহ্ দেখা না যায়।

১২:২ এমন ঢাকা কিছুই নেই, যা প্রকাশ পাবে না। আলোচ্য প্রেক্ষাপটে এর অর্থ হচ্ছে, ভণ্ডামি করে লুকিয়ে রাখা কোন কিছুই অজানা থাকবে না।

১২:৩ বন্ধ ঘর। বিশেষ নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য সম্বলিত কক্ষ, যা মূল্যবান সম্পদ সংরক্ষণের জন্য কিংবা ভয়ঙ্কর কোন অপরাধীকে বন্দী করে রাখার জন্য ব্যবহৃত হত।

১২:৪ আর কিছু করতে পারে না। ঈসায়ী ঈমানদারদেরকে অত্যাচারের সময় ঈমানে স্থির থাকার জন্য উৎসাহিত করা হচ্ছে (মথি ১০:২৮)।

১২:৫ দোজখে নিক্ষেপ করতে যাঁর ক্ষমতা আছে। কেবল আল্লাহ্‌র এই শক্তি রয়েছে। 'দোজখ'-এর গ্রীক প্রতিশব্দ হচ্ছে 'গেহান্না' (মথি ৫:২২ আয়াতের নোট দেখুন); তবে এটি 'হেডিস' নয়, যেটি মৃতদের রূহের একটি সাধারণ আবাসস্থল। **তাঁকেই ভয় কর।** ঈসা মসীহ্ তাঁর সাহাবীদের বলেন যে, তাঁদের অবশ্যই আল্লাহ্‌র উপস্থিতিতে এবং গুনাহের বিরুদ্ধে তাঁর ক্রোধের সামনে দাঁড়াতে হবে (ইশাইয়া ৬:১-৫ আয়াত তুলনা করুন।) সেজন্য আল্লাহ্‌র কর্তৃত্বের প্রতি সম্মান দেখাতে, তাঁর মহিমায় আনন্দিত হতে এবং তাঁর উপরে নির্ভর করতে হবে। আয়াত ৬-৭ আমাদের নির্ভরতার ভিত্তির কথা বলে।

১২:৬ পাঁচটি চড়াই পাখি কি দুই পয়সায় বিক্রি হয় না? আল্লাহ্ ক্ষুদ্র পাখিদের বিষয়েও খেয়াল রাখেন, যা সস্তায় খাবারের জন্য বিক্রি হয়। রোমীয় সাম্রাজ্যে প্রচলিত তিনটি মুদ্রা হচ্ছে *দিনার* (মথি ১৮:২৮), *এ্যাসারিওন* (মথি ১০:২৯) এবং *কোদ্রান্তে* (মথি ৫:২৬)। এখানে যে মুদ্রা বা পয়সার কথা বলা হয়েছে তা হল *এ্যাসারিওন*, যা দিয়ে পাঁচটি পাখি কেনা যেত।

১২:৮ আমাকে স্বীকার করে। যখন একজন ব্যক্তি স্বীকার করে যে, ঈসা-ই মসীহ্, আল্লাহ্‌র পুত্র (মথি ১৬:১৬; ১ ইউ ২:২২), তখন ঈসাও স্বীকার করবেন যে, সেই ব্যক্তিটি তাঁর অনুগত

BACIB International Bible CHURCH

সম্মুখে নিয়ে যাবে, তখন কিভাবে কি উত্তর দেবে, অথবা কি বলবে, সেই বিষয়ে চিন্তিত হয়ো না; ১২ কেননা কি কি বলা উচিত, তা পাক-রূহ্ সেই সময়ে তোমাদেরকে শিক্ষা দেবেন।

মূর্খ ও ধনবানের লোকের দৃষ্টান্ত

১৩ পরে লোকদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি তাঁকে বললো, হুজুর, আমার ভাইকে বলুন, যেন পৈতৃক ধন আমার সঙ্গে ভাগাভাগি করে নেয়। ১৪ কিন্তু তিনি তাকে বললেন, বন্ধু, তোমাদের উপরে বিচারকর্তা বা বিভাগকর্তা করে আমাকে কে নিযুক্ত করেছে? ১৫ পরে তিনি তাদেরকে বললেন, সাবধান, সমস্ত রকম লোভ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করো, কেননা উপ্‌চে পড়লেও মানুষের সম্পত্তিতে তার জীবন হয় না। ১৬ আর তিনি তাদেরকে এই দৃষ্টান্তটি বললেন, এক জন ধনবানের ভূমিতে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয়েছিল। ১৭ তাতে সে মনে মনে চিন্তা করতে লাগল, কি করি? ১৮ আমার শস্য রাখার স্থান নেই। পরে বললো, এরকম করবো, আমার গোলাঘরগুলো ভেঙ্গে বড় বড় গোলাঘর তৈরি করবো এবং তার মধ্যে আমার সমস্ত শস্য ও আমার দ্রব্য রাখবো। ১৯ আর আপন প্রাণকে বলবো, প্রাণ, বহু বছরের জন্য তোমার জন্য অনেক দ্রব্য সঞ্চিত আছে; বিশ্রাম কর, ভোজন পান কর, আমোদ প্রমোদ কর। ২০ কিন্তু আল্লাহ্ তাকে বললেন, হে নির্বোধ, আজ রাতেই তোমার প্রাণ তোমার কাছ থেকে দাবি করে নেওয়া যাবে, তবে তুমি এই যে আয়োজন করলে, এসব কার হবে? ২১ যে কেউ নিজের জন্য ধন সঞ্চয় করে কিন্তু আল্লাহ্‌র উদ্দেশে ধনবান নয়, সে এই রকম।

ভয় পেও না

২২ পরে তিনি তাঁর সাহাবীদেরকে বললেন, এই জন্য আমি তোমাদেরকে বলছি, 'কি ভোজন করবো' বলে প্রাণের বিষয়ে, কিংবা 'কি পরবো' বলে শরীরের বিষয়ে চিন্তিত হয়ো না। ২৩ কেননা খাদ্য থেকে প্রাণ ও কাপড় থেকে শরীর বড় বিষয়। ২৪ কাকগুলোর বিষয় চিন্তা কর; তারা বুনেও না কাটেও না; তাদের ভাণ্ডারও নেই, গোলাঘরও নেই; আর আল্লাহ্ তাদেরকে আহার দিয়ে থাকেন; ২৫ পাখিগুলোর চেয়ে তোমরা কত বেশি শ্রেষ্ঠ! আর তোমাদের মধ্যে চিন্তা-ভাবনা করে কে নিজের বয়স এক ঘণ্টা মাত্র বৃদ্ধি করতে পারে? ২৬ অতএব তোমরা অতি ছোট কাজও যদি করতে না পার, তবে অন্য অন্য বিষয়ে কেন চিন্তা কর? ২৭ ক্ষেতের ফুলের বিষয় বিবেচনা কর, সেগুলো কেমন বাড়ে; সেগুলো কোন পরিশ্রম করে না, সুতাও কাটে না, তবুও আমি তোমাদেরকে বলছি, সোলায়মান তাঁর সমস্ত জাঁক্‌জমকের মধ্যে থেকেও এর একটির মত সুসজ্জিত ছিলেন না। ২৮ ভাল, ক্ষেতের যে ঘাস আজ আছে ও আগামীকাল চুলায় ফেলে দেওয়া হবে, তা যদি আল্লাহ্ এভাবে সাজিয়ে থাকেন, তবে হে অল্পবিশ্বাসীরা, তোমাদেরকে কত বেশি নিশ্চয় সাজাবেন! ২৯ আর, কি ভোজন করবে, কি পান করবে, এই বিষয়ে তোমরা সচেষ্ট হয়ো না এবং উদ্বিগ্ন হয়ো না; ৩০ কেননা দুনিয়ার জাতিরা এসব বিষয়ে সচেষ্ট; কিন্তু তোমাদের পিতা জানেন যে, এসব দ্রব্যে তোমাদের প্রয়োজন আছে। ৩১ তোমরা বরং তাঁর রাজ্যের বিষয়ে সচেষ্ট হও, তা হলে এই সকলও তোমাদেরকে দেওয়া যাবে।

৩২ হে ক্ষুদ্র ভেড়ার পাল, ভয় করো না, কেননা তোমাদেরকে সেই রাজ্য দিতে তোমাদের পিতার মঙ্গল ইচ্ছা হয়েছে। ৩৩ তোমাদের যা আছে, বিক্রি করে দান কর। নিজেদের জন্য এমন থলি প্রস্তুত কর, যা পুরানো হয় না; বেহেশতে অক্ষয় ধন সঞ্চয় কর, যেখানে চোর কাছে আসে না, কীটেও ক্ষয় করে না; ৩৪ কেননা যেখানে তোমাদের ধন, সেখানে তোমাদের মনও থাকবে।

যে গোলাম মালিকের অপেক্ষায় জেগে থাকে

৩৫ তোমাদের কোমর বেঁধে রাখ ও প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখ; ৩৬ এবং তোমরা এমন লোকদের মত হও, যারা তাদের মালিকের অপেক্ষায় থাকে যে, তিনি বিয়ে ভোজ থেকে কখন ফিরে আসবেন, যেন তিনি এসে দরজায় আঘাত

২১:১২,১৪।

[১২:১২] হিজ ৪:১২; মথি ১০:২০; মার্ক ১৩:১১; লূক ২১:১৫।

[১২:১৫] আইউব ২০:২০; ৩১:২৪; জবুর ৬২:১০।

[১২:২০] ইয়ার ১৭:১১; লূক ১১:৪০; আইউব ২৭:৮; জবুর ৩৯:৬; ৪৯:১০।

[১২:২১] আঃ ৩৩।

[১২:২৪] আইউব ৩৮:৪১; জবুর ১৪৭:৯।

[১২:২৭] ১বাদশা ১০:৪-৭।

[১২:২৮] মথি ৬:৩০।

[১২:৩০] মথি ৬:৮; লূক ৬:৩৬।

[১২:৩১] মথি ৩:২; ১৯:২৯।

[১২:৩২] মথি ১৪:২৭; ২৫:৩৪।

[১২:৩৩] প্রেরিত ২:৪৫; মথি ৬:২০; ইয়াকুব ৫:২।

[১২:৩৪] মথি ৬:২১।

অনুসারী (মথি ৭:২১)।

১২:১৩ পৈতৃক ধন আমার সঙ্গে ভাগাভাগি করে নেয়। দ্বি.বি. ২১:১৭ আয়াতে উল্লিখিত আইন অনুসারে পিতার সম্পত্তি থেকে জ্যেষ্ঠ পুত্র কনিষ্ঠের চেয়ে দ্বিগুণ অংশ পাবে। এ ধরনের বিষয়ের বিরোধ স্বাভাবিকভাবে রব্বিদের দ্বারা নিষ্পত্তি করা হত। ঈসা মসীহের প্রতি এই ব্যক্তির অনুরোধ ছিল স্বার্থপর ও জাগতিক ভাবপূর্ণ। এমন কোন নির্দেশনা নেই যে, ঈসা যা বলছিলেন তা লোকটি গুরুত্ব দিয়ে শুনছিল (আয়াত ১-১১ তুলনা করুন)। ঈসা মসীহ্ এই অনুরোধের প্রেক্ষিতে একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে লোভের পরিণতি সম্পর্কে উত্তর দিয়েছেন।

১২:২০ নির্বোধ। বোকা, মূর্খ (১১:৪০; ইফি ৫:১৭)।

১২:৩১ তাঁর রাজ্যের বিষয়ে সচেষ্ট হও। যেহেতু আয়াত ৩২ আমাদেরকে দেখায় যে, মসীহ্ ঈসায়ী ঈমানদারদের প্রতি কথা বলছিলেন, যারা ইতোমধ্যেই বেহেশতী রাজ্যে প্রবেশের নিশ্চয়তা পেয়েছেন, সে কারণে এই আদেশ সম্ভবত এই কথা বোঝায় যে, ঈসায়ীদের জাগতিক জিনিসের চেয়ে বরং বেহেশতী রাজ্যের রূহানিক দোয়ার অন্বেষণ করা উচিত (মথি ৬:৩৩)।

১২:৩৩ দান কর। ধনীদের জাগতিক ঝুঁকি এবং দান করার প্রয়োজনীয়তা লূক লিখিত সুসমাচারে বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়েছে (৩:১১; ৬:৩০; ১১:৪১; ১৪:১৩-১৪; ১৬:৯; ১৮:২২; ১৯:৮)।

করলে তারা তখনই তাঁর জন্য দরজা খুলে দিতে
পারে। ৩৭ ধন্য সেই গোলামেরা, যাদেরকে
মালিক এসে জেগে থাকতে দেখবেন। আমি
তোমাদেরকে সত্যি বলছি, তিনি কোমর বেঁধে
তাদেরকে ভোজনে বসাবেন এবং কাছে এসে
তাদের পরিচর্যা করবেন। ৩৮ যদি দ্বিতীয় প্রহরে
কিংবা যদি তৃতীয় প্রহরে এসে তিনি জেগে
থাকতে দেখেন, তবে তারা ধন্য। ৩৯ কিন্তু এই
কথা জেনো, চোর কোন সময়ে আসবে, তা যদি
গৃহকর্তা জানতো, তবে জেগে থাকতো, নিজের
বাড়িতে সিঁধ কাটতে দিত না। ৪০ তোমরাও
প্রস্তুত থাক; কেননা যে সময়ে মনে করবে না,
সেই সময়েই ইবনুল-ইনসান আসবেন।

বিশ্বস্ত ও অবিশ্বস্ত গোলাম

৪১ তখন পিতর বললেন, প্রভু আপনি কি
আমাদেরকে, না সকলকেই এই দৃষ্টান্ত বলছেন?
৪২ প্রভু বললেন, সেই বিশ্বস্ত ও বুদ্ধিমান কর্মচারী
কে, যাকে তার মালিক নিজের পরিজনদের
উপরে নিযুক্ত করবেন, যেন সে তাদেরকে
উপযুক্ত সময়ে খাদ্যের নির্ধারিত অংশ দেয়?
৪৩ ধন্য সেই গোলাম, যাকে তার মালিক এসে
সেরকম করতে দেখবেন। ৪৪ আমি তোমাদেরকে
সত্যি বলছি, তিনি তাকে তার সমস্ত কিছুর নেতা
করে নিযুক্ত করবেন। ৪৫ কিন্তু সেই গোলাম যদি
মনে মনে বলে, আমার মালিকের আসার বিলম্ব
আছে এবং সে গোলাম-বাঁদীদের প্রহার করতে,
ভোজন পান করতে ও মাতাল হতে আরম্ভ করে,
৪৬ তবে যেদিন সে অপেক্ষা না করবে ও যে
সময়ের কথা সে না জানবে, সেদিন সেই সময়ে
সেই গোলামের প্রভু আসবেন এবং তাকে দ্বিখণ্ড
করে অবিশ্বস্তদের মধ্যে তার স্থান নির্ধারণ
করবেন। ৪৭ আর সেই গোলাম, যে নিজের
মালিকের ইচ্ছা জেনেও প্রস্তুত হয় নি ও তাঁর
ইচ্ছানুযায়ী কাজ করে নি, সে অনেক প্রহারে
প্রহৃত হবে। ৪৮ কিন্তু যে না জেনে প্রহারের
যোগ্য কাজ করেছে, সে অল্প প্রহারে প্রহৃত
হবে। আর যে কোন ব্যক্তিকে বেশি দেওয়া
হয়েছে, তার কাছে বেশি দাবি করা হবে এবং
লোকে যার কাছে বেশি রেখেছে, তার কাছে
বেশি চাইবে।
৪৯ আমি দুনিয়াতে আগুন জ্বালাতে এসেছি; আর
এখন যদি তা প্রজ্বলিত হয়ে থাকে, তবে আর
চাই কি? ৫০ কিন্তু আমাকে একটি বাপ্তিস্ম গ্রহণ
করতে হবে, আর তা যতদিন সম্পন্ন না হয়,
ততদিন আমি কত না চাপের মধ্যে আছি!
৫১ তোমরা কি মনে করছো, আমি দুনিয়াতে
শান্তি দিতে এসেছি? তোমাদেরকে বলছি, তা
নয়, বরং বিভেদ। ৫২ কারণ এখন থেকে এক
বাড়িতে পাঁচ জন ভিন্ন হবে, তিন জন দু'জনের
বিপক্ষে, ৫৩ ও দু'জন তিন জনের বিপক্ষে; পিতা
পুত্রের বিপক্ষে এবং পুত্র পিতার বিপক্ষে; মা
কন্যার বিপক্ষে এবং কন্যা মায়ের বিপক্ষে;
শাশুড়ি বধূর বিপক্ষে এবং বধূ শাশুড়ির বিপক্ষে
পৃথক হবে।

সময়কে চিনে নেওয়া

৫৪ আর তিনি লোকদেরকে বললেন, তোমরা
যখন পশ্চিমে মেঘ উঠতে দেখ, তখন অমনি
বলে থাক, বৃষ্টি আসছে; আর তা-ই ঘটে।
৫৫ আর যখন দক্ষিণা বাতাস বইতে দেখ, তখন
বলে থাক, বড় রৌদ্র হবে এবং তা-ই ঘটে।

[১২:৩৭] মথি ২৪:৪২,৪৬; ২৫:১৩; ২০:২৮।
[১২:৩৯] মথি ৬:১৯; ১থিষ ৫:২; ২পিতর ৩:১০; প্রকা ৩:৩; ১৬:১৫।
[১২:৪০] মার্ক ১৩:৩৩; লূক ২১:৩৬।
[১২:৪২] লূক ৭:১৩।
[১২:৪৬] আঃ ৪০।
[১২:৪৭] দ্বিঃবিঃ ২৫:২।
[১২:৪৮] লেবীয় ৫:১৭; শুমারী ১৫:২৭-৩০।
[১২:৫০] ইউ ১৯:৩; মার্ক ১০:৩৮;।
[১২:৫৩] মিকাহ্ ৭:৬; মথি ১০:২১।
[১২:৫৪] মথি ১৬:২।

১২:৩৭ কোমর বেঁধে ... পরিচর্যা করবেন। প্রভু ঈসা মসীহ্ এখানে স্বাভাবিক নিয়মকে উল্টে দিচ্ছেন এবং গোলামদের সেবা করছেন (লূক ২২:২৭; মার্ক ১০:৪৫; ইউ ১৩:৪-৫,১২-১৬)।

১২:৩৮ দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় প্রহরে। রোমীয়রা রাতকে চারটি প্রহরে ভাগ করতো (মার্ক ১৩:৩৫) এবং ইহুদীরা তিনটি প্রহরে ভাগ করতো (কাজী ৭:১৯; মথি ১৪:২৫)। এখানে সম্ভবত ইহুদী মান অনুসারে রাতের শেষ দু'টি প্রহরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ভোজটি প্রথম প্রহরে শুরু হয়েছিল।

১২:৪০ যে সময়ে মনে করবে না। ঈসা মসীহের আগমন সুনিশ্চিত, কিন্তু সময় জানা নেই (মথি ২৪:৩৬)।

১২:৪১ আমাদেরকে, না সকলকেই এই দৃষ্টান্ত বলছেন?। ঈসা মসীহ্ দৃষ্টান্ত ব্যবহার করে লোকদের শিক্ষা দিয়েছেন, কিন্তু সাহাবীদের সাথে তিনি সরাসরি ব্যাখ্যা সহকারে কথা বলেছেন। তবে তিনি কেবলমাত্র সাহাবীদেরকে জেগে থাকার জন্য সতর্ক করে দেন নি, বরং সকল মানুষের জন্যই বলেছেন (মার্ক ১৩:৩৭)। পরবর্তী আয়াতসমূহে তিনি পরিপূর্ণভাবে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করার উপরে জোর দিয়েছেন।

১২:৪২ বুদ্ধিমান কর্মচারী। অনেক সময় মালিকের প্রিয় নির্দিষ্ট কোন কর্মচারীকে সমস্ত সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত করে রেখে যাওয়া হত (আয়াত ৪৩; ১৬:১)।

১২:৪৬-৪৮ দ্বিখণ্ড করে ... অনেক প্রহারে প্রহৃত হবে ... অল্প প্রহারে প্রহৃত হবে। শাস্তির তিনটি স্তর; প্রত্যেক মানুষ তার জীবনে যে পরিমাণ সুযোগ-সুবিধা ও আরাম-আয়েশ ভোগ করবে সেই অনুপাতে তার জন্য শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে, যদি সে মসীহের সুসমাচারের আহ্বানে সাড়া না দেয় (রোমীয় ২:১২-১৬)।

১২:৪৯ আগুন। ইঞ্জিল শরীফে বিভিন্নভাবে রূপকভাবে আগুনের উল্লেখ করা হয়েছে (৩:১৬ আয়াতের নোট দেখুন)। এখানে এটি বিচারের সাথে (আয়াত ৪৯) এবং বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট (আয়াত ৫১)। বিচার দুষ্টদের উপর পতিত হয়, যারা ধার্মিকতা থেকে পৃথক।

১২:৫০ বাপ্তিস্ম। পুরাতন নিয়মে পানিতে নিমজ্জিত হওয়া দুর্দশা ও যাতনার প্রতীক (জবুর ৬৯:১-৩ আয়াতের সাথে তুলনা করুন); যে যাতনা ঈসা মসীহ্‌কে ক্রুশে বহন করতে হয়েছে (মার্ক ১০:৩৮ আয়াতের নোট দেখুন)।

তা যতদিন সম্পন্ন না হয়। ক্রুশ থেকে ঈসা মসীহের বাণীগুলো এই সমস্ত কাজের সমাপ্তি ঘোষণা করে (ইউ ১৯:২৮,৩০)।

১২:৫৪-৫৬ যখন পশ্চিমে মেঘ উঠতে দেখ ...। পশ্চিম দিক থেকে আসা বাতাসের উৎস ছিল ভূমধ্যসাগর এবং দক্ষিণ দিক থেকে আসা বাতাসের উৎস ছিল মরুভূমি। যদিও লোকেরা এ ধরনের চিহ্ন দেখে আবহাওয়ার পূর্বাভাস বলতে পারতো,

৫৬ ভণ্ডরা তোমরা দুনিয়ার ও আসমানের ভাব বুঝতে পার, কিন্তু এই সময় বুঝতে পার না, এটা কেমন?

বিপক্ষের সঙ্গে সমঝোতা

৫৭ আর ন্যায্য কি, তা তোমরা কেন বিচার কর না? ৫৮ ফলত যখন বিপক্ষের সঙ্গে শাসনকর্তার কাছে যাবে, পথের মধ্যে তা থেকে মুক্তি পেতে চেষ্টা করো; পাছে সে তোমাকে বিচারকর্তার সম্মুখে টেনে নিয়ে যায়, আর বিচারকর্তা তোমাকে পুলিশের হাতে তুলে দেয় এবং পুলিশ তোমাকে কারাগারে নিক্ষেপ করে। ৫৯ আমি তোমাকে বলছি, যতদিন শেষ পয়সাটা পর্যন্ত পরিশোধ না করবে, ততদিন তুমি কোন মতে সেখান থেকে বাইরে আসতে পারবে না।

মন ফিরানো আবশ্যক

১৩ ১ সেই সময়ে উপস্থিত কয়েক জন তাঁকে সেই গালীলীয়দের বিষয়ে সংবাদ দিল, যাদের রক্ত পীলাত তাদের কোরবানীর পশুর রক্তের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছিলেন। ২ জবাবে তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরা কি মনে করছো, সেই গালীলীয়দের এরকম দুর্গতি হয়েছে বলে তারা অন্য সকল গালীলীয় লোকের চেয়ে বেশি গুনাহ্‌গার ছিল? ৩ আমি তোমাদেরকে বলছি, তা নয়; বরং যদি মন না ফিরাও, তোমরা সকলেই তেমনি বিনষ্ট হবে। ৪ অথবা সেই আঠারো জন, যাদের উপরে শীলোহে অবস্থিত উচ্চগৃহ পড়ে গিয়ে তারা মারা পড়লো, তোমরা কি তাদের বিষয়ে মনে করছো যে, তারা জেরুশালেম-নিবাসী অন্য সকল লোকের চেয়ে বেশি অপরাধী ছিল? ৫ আমি তোমাদেরকে বলছি, তা নয়; বরং যদি মন না ফিরাও, তোমরা সকলেই তেমনি বিনষ্ট হবে।

ফলহীন ডুমুর গাছের দৃষ্টান্ত

৬ আর তিনি এই দৃষ্টান্তটি বললেন, কোন ব্যক্তির আঙ্গুর-ক্ষেতে তাঁর একটা ডুমুর গাছ ছিল; আর তিনি এসে সেই গাছে ফলের খোঁজ করলেন, কিন্তু পেলেন না। ৭ তাতে তিনি আঙ্গুর-ক্ষেতের রক্ষককে বললেন, দেখ, আজ তিন বছর ধরে এসে এই ডুমুর গাছে ফল খোঁজ করছি, কিন্তু কিছুই পাচ্ছি না। তুমি এটা কেটে ফেল; এটা কেন ভূমিও নষ্ট করবে। ৮ সে জবাবে তাঁকে বললো, মালিক, এই বছরও ওটা থাকতে দিন, আমি ওর মূলের চারদিকে খুঁড়ে সার দেব, ৯ তারপর যদি ওতে ফল ধরে তবে তো ভালই, নয় তো ওটা কেটে ফেলবেন।

এক জন কুঁজা স্ত্রীলোককে সুস্থ করা

১০ তিনি বিশ্রামবারে কোন মজলিস-খানায় শিক্ষা দিচ্ছিলেন। ১১ আর দেখ, এক জন স্ত্রীলোক, যাকে আঠারো বছর ধরে মন্দ রূহে পেয়েছিল, সে তাকে কুঁজা করে রেখেছে, কোন মতে সোজা হতে পারতো না। ১২ তাকে দেখে ঈসা কাছে ডাকলেন, আর বললেন, হে নারী, তোমার দুর্বলতা থেকে মুক্ত হলে। ১৩ পরে তিনি তার উপরে হাত রাখলেন; তাতে সে তখনই সোজা হয়ে দাঁড়াল, আর আল্লাহ্‌র গৌরব করতে লাগল। ১৪ কিন্তু বিশ্রামবারে ঈসা সুস্থ করে-ছিলেন বলে মজলিস-খানার নেতা ক্রুদ্ধ হল, সে জবাবে লোকদেরকে বললো, ছয় দিন আছে,

[১২:৫৬] মথি ১৬:৩।
[১২:৫৮] মথি ৫:২৫।
[১২:৫৯] মথি ৫:২৬; মার্ক ১২:৪২।
[১৩:১] মথি ২৭:২।
[১৩:২] ইউ ৯:২,৩।
[১৩:৪] ইউ ৯:৭,১১।
[১৩:৫] মথি ৩:২; প্রেরিত ২:৩৮।
[১৩:৬] ইশা ৫:২; ইয়ার ৮:১৩; মথি ২১:১৯।
[১৩:৭] মথি ৩:১০।
[১৩:১০] মথি ৪:২৩।
[১৩:১১] আঃ ১৬।
[১৩:১৩] মার্ক ৫:২৩।
[১৩:১৪] মথি ১২:২; মার্ক ৫:২২; হিজ ২০:৯।

তথাপি তারা তাদের রূহানিক সঙ্কট, মসীহের আগমন, তাঁর মৃত্যুর ভবিষ্যদ্বাণী, রোমের সাথে আসন্ন বিরোধ এবং অনন্তকালীন পরিণতির বিষয়ে কিছুই বুঝতে পারেনি, যা তাদের নিজেদের জীবনের অবশ্যম্ভাবীভাবে ঘটবে।

১২:৫৭ তোমরা কেন বিচার কর না? ফরীশীদের জোরাজুরি, রোমীয় আইন এবং এমনকি পরিবারের চাপ সত্ত্বেও একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই নিঃশর্তে আল্লাহ্‌কে গ্রহণ করতে হবে। সময়ের চিহ্ন তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তের আহ্বান জানায়– ইহুদী জাতির উপর বিচার নেমে আসার পূর্বে।

১২:৫৮ মুক্তি পেতে চেষ্টা করো। খুব বেশি দেরী হওয়ার আগেই হিসাব নিষ্পত্তি করতে বলা হয়েছে।

১৩:১ গালীলীয়দের। ঘটনাটি অন্য কোন সুসমাচারে পাওয়া যায় না। এবাদতখানায় কোরবানী করায় রত ইহুদীদের হত্যা করায় পীলাত প্রচুর পরিমাণে আলোচিত হয়েছিলেন; এই গালীলীয়েরা এক অলঙ্ঘনীয় রোমীয় আইন ভঙ্গ করেছিল, যার কারণে তাদেরকে এই শাস্তি পেতে হয়েছে।

১৩:২-৪ বেশি গুনাহ্‌গার ... বেশি অপরাধী ছিল? প্রাচীনকালে প্রায়ই এটি মনে করা হত যে, যারা প্রচণ্ড গুনাহ্‌গার কেবল তাদের প্রতিই দুরাবস্থা ঘটবে (ইউ ৯:১-২; আইউব ৪:৭; ২২:৫ দেখুন, যেখানে ইলীফস ভুলভাবে আইউবকে অভিযুক্ত করেছিলেন)। কিন্তু ঈসা মসীহ্‌ বলেন যে, ছোট-বড় সকল গুনাহ্‌গারকেই অনুতাপ করতে হবে বা ভয়াবহ পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে।

১৩:৪ সেই আঠারো জন। আরেকটি ঘটনা, যার পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায় না এবং কেবলমাত্র এই সুসমাচারেই এর উল্লেখ রয়েছে।

শীলোহে অবস্থিত উচ্চ গৃহ। জেরুশালেম নগরীর দেয়ালের দক্ষিণ-পূর্ব অংশের ভিতরে নির্মিত একটি গৃহ।

১৩:৬ ডুমুর গাছ। সম্ভবত এর দ্বারা সমগ্র ইহুদী জাতিকে বোঝানো হয়েছে (মার্ক ১১:১৪ আয়াতের নোট দেখুন), কিন্তু এর দ্বারা একজন ঈমানদারের জীবনকেও বোঝানো হতে পারে।

১৩:৭ তিন বৎসর ধরে। যথেষ্ট সুযোগ দেওয়া হয়েছে – এমন একটি ইঙ্গিত।

১৩:১১ সে তাকে কুঁজা করে রেখেছে। মন্দ রূহের দ্বারা বিভিন্ন বিকলাঙ্গতার সৃষ্টি হয় (৪:৩৩ আয়াতের নোট দেখুন)। এই নারীর বর্ণনা অনুসারে তার মেরুদণ্ডের হাড় বেঁকে শক্ত হয়ে গিয়েছিল।

১৩:১২ দুর্বলতা থেকে মুক্ত হলে। বদ-রূহ্‌কে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে এবং স্ত্রীলোকটি শয়তানের বন্দীত্ব থেকে মুক্ত হয়েছে, সেই সাথে সে তার শারীরিক বিকলাঙ্গতা থেকে মুক্ত হয়েছে।

১৩:১৪ বিশ্রামবারে ঈসা সুস্থ করেছিলেন। ঈসা মসীহের বিরুদ্ধে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু ছিল বিশ্রামবারে তাঁর কর্মকাণ্ড (৬:৬-

সেই সকল দিনে কাজ করা উচিত; অতএব ঐ
সমস্ত দিনে এসে সুস্থ হয়ো, বিশ্রামবারে নয়।
১৫ কিন্তু প্রভু তাকে উত্তর দিয়ে বললেন, ভণ্ডরা,
তোমাদের প্রত্যেক জন কি বিশ্রামবারে নিজ নিজ
বলদ কিংবা গাধা যাবপাত্র থেকে খুলে পানি
খাওয়াতে নিয়ে যায় না? ১৬ তবে এই স্ত্রীলোক,
ইব্রাহিমের কন্যা, যাকে শয়তান, দেখ, আজ
আঠারো বছর ধরে বেঁধে রেখেছিল, এর এই
বন্ধন থেকে বিশ্রামবারে মুক্তি পাওয়া কি উচিত
নয়? ১৭ তিনি এসব কথা বললে তাঁর বিপক্ষেরা
সকলে লজ্জিত হল; কিন্তু তাঁর দ্বারা যে সমস্ত
মহিমার কাজ হচ্ছিল, তাতে সমস্ত সাধারণ লোক
আনন্দিত হল।

সরিষা-দানার দৃষ্টান্ত

১৮ তখন তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র রাজ্য কিসের
মত? আমি কিসের সঙ্গে তার তুলনা দেব? ১৯ তা
সরিষা-দানার মত, যা কোন ব্যক্তি নিয়ে নিজের
বাগানে বপন করলো। পরে তা বেড়ে গাছ হয়ে
উঠলো এবং আসমানের পাখিরা এসে তার
শাখাতে বাস করলো।

খামির দৃষ্টান্ত

২০ আবার তিনি বললেন, আমি কিসের সঙ্গে
আল্লাহ্‌র রাজ্যের তুলনা দেব? ২১ তা এমন
খামির মত, যা কোন স্ত্রীলোক নিয়ে তিন মাণ
ময়দার মধ্যে মিশালো, শেষে সমস্তই ফেঁপে
উঠলো।

সঙ্কীর্ণ দ্বার

২২ আর তিনি নগরে নগরে ও গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ
করে উপদেশ দিতে দিতে জেরুশালেমের দিকে
গমন করছিলেন। ২৩ তখন এক ব্যক্তি তাঁকে
বললো, প্রভু, যারা নাজাত পাচ্ছে, তাদের সংখ্যা
কি অল্প? ২৪ তিনি তাদেরকে বললেন, সঙ্কীর্ণ দ্বার
দিয়ে প্রবেশ করতে প্রাণপণ কর; কেননা আমি
তোমাদেরকে বলছি, অনেকে প্রবেশ করতে চেষ্টা
করবে, কিন্তু পারবে না। ২৫ গৃহকর্তা উঠে দরজা
বন্ধ করলে পর তোমরা বাইরে দাঁড়িয়ে দরজায়

[১৩:১৫] লূক ১৪:৫। [১৩:১৬] লূক ৩:৮; মথি ৪:১০। [১৩:১৭] ইশা ৬৬:৫। [১৩:১৮] মথি ৩:২; ১৩:২৪। [১৩:১৯] লূক ১৭:৬; মথি ১৩:৩২। [১৩:২১] ১করি ৫:৬। [১৩:২২] লূক ৯:৫১। [১৩:২৪] মথি ৭:১৩। [১৩:২৫] মথি ৭:২৩; ২৫:১০-১২।

১১; ১৪:১-৬; মথি ১২:১-৮,১১-১২; ইউ ৫:১-১৮; হিজ ২০:৯-১০)।

১৩:১৫ বলদ কিংবা গাধা ... খাওয়াতে নিয়ে যায় না?। একজন মানুষের প্রয়োজনের চাইতে বরং একটি পশুর প্রয়োজনের প্রতি ইহুদীদের বেশি চিন্তা ছিল। ঈসা তাঁর সমালোচকদের বলেছেন ‘ভণ্ড’, কারণ তারা শরীয়তের ব্যাখ্যা জানার জন্য আগ্রহ দেখিয়েছে, কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য ছিল তাঁর সুস্থকরণের কাজটিকে দোষারোপ করা এবং তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করা।

১৩:২১ খামি। এর গাঁজানোর গুণকে এখানে জোর দিয়ে দেখানো হয়েছে, যেভাবে এটি ভিতর থেকে কাজ করে সমস্ত খামিকে প্রভাবিত করে। এই দৃষ্টান্ত আল্লাহ্‌র রাজ্যের ক্ষমতাপূর্ণ প্রভাবের কথা বলে। মূসার শরীয়তে খামিবিহীন রুটির ঈদ ও ঈদুল ফেসাখে ব্যবহৃত রুটিতে খামি নিষিদ্ধ ছিল (হিজ ১২:৮,১৫-২০; লেবীয় ২৩:৬-৮)। কোরবানগাহে রাখা উৎসর্গস্বরূপ রুটির উপরেও এমন নিষেধাজ্ঞা রয়েছে (হিজ ২৩:১৮; ৩৪:১৫; লেবীয় ২:১১; ৬:১৭)। একমাত্র ব্যতিক্রম দেখা যায় প্রথমে পাকা শস্য হিসেবে উপহার দেয়া দু'টি দোলনীয় কোরবানীর রুটিতে খামির ব্যবহার (লেবীয় ২৩:১৭) এবং ধন্যবাদ উপহার হিসেবে দেয়া রুটিতে (লেবীয় ৭:১৩)। খামির মূল কাজ হচ্ছে ময়দার তালকে ফাপিয়ে তোলা, যা পাক-কিতাবে সব সময়ই অপবিত্রতা বা মন্দতার প্রতীক হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে (হিজ ১২:১৫,১৯; ১৩:৭; লেবীয় ২:১১; দ্বি.বি. ১৬:৪; মথি ১৬:৬,১২; মার্ক ৮:১৫; লূক ১২:১; ১ করি ৫:৬-৯; গালা ৫:৯)। ‘তিন মান ময়দায়’ খামির ব্যবহার বেহেশতী রাজ্যের মধ্যে মন্দতার প্রবেশকে তুলে ধরেছে বলে ধারণা করা হয়। কিতাবের কোথাও খামিকে উত্তম বলা হয়নি; তাই এখানে সতর্ক করা হয়েছে যে, সত্যিকার শিক্ষা মিথ্যা শিক্ষা দ্বারা কলুষিত হবে (১ তীম ৪:১-৩; ২ তীম ২:১৭-১৮; ৪:৩-৪; ২ পিতর ২:১-৩)। পুরাতন নিয়মে এটি সবসময় মন্দ অর্থে ব্যক্ত হয়েছে (পয়দা ১৯:৩)। এখানে খামি মিথ্যা শিক্ষা (মথি ১৬:১২) হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছেঃ এতে ফরীশীবাদ, সদ্দূকীবাদ ও হেরোদীয়বাদের এই তিন মতবাদের সংমিশ্রণ ঘটেছে (মথি ১৬:৬; মার্ক ৮:১৫)। ফরীশীদের খামি হচ্ছে ধর্মের বাহ্যিকতা (মথি ২৩:১৪-১৬,২৩-২৮); সদ্দূকীদের রয়েছে অলৌকিকতা ও পাক-কিতাবের প্রতি সন্দেহবাদ (মথি ২২:২৩,২৯); হেরোদীয়দের রয়েছে জাগতিকতা (মথি ২২:১৬-২১; মার্ক ৩:৬)।

সমস্তই। গ্রীক ভাষায় বলা হয় তিন *স্যাতাস* (*Satas*), সম্ভবত প্রায় অর্ধেক *বুশেল* বা ২২ লিটার। একই পরিমাণ পয়দা ১৮:৬ আয়াতে সারা কর্তৃক ব্যবহৃত হয়েছে (সেখানকার হিসেবে প্রায় ২০ কোয়ার্ট বা প্রায় ২২ লিটার)।

১৩:২২ নগরে নগরে ও গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করে। ১১:১ ও ১৩:২১ আয়াতের ঘটনাবলীর মধ্যবর্তী কোন এক সময় ঈসা এহুদিয়া ত্যাগ করেন এবং পেরিয়া ও এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে তাঁর কাজ শুরু করেন, যা ১৩:২২-১৯:২৭; মথি ১৯:১-২০:২৮; মার্ক ১০ অধ্যায়; এবং ইউ ১০:৪০-৪২ আয়াতে লিপিবদ্ধ আছে। সম্ভবত পেরিয়াতে পরিচর্যা কাজের শেষ দিকে তিনি উত্তরে গালীলে গিয়েছিলেন এবং তারপর আবার পেরিয়া হয়ে দক্ষিণে জেরিকো ও জেরুশালেমের দিকে গিয়েছিলেন। মসীহের কথায় এর কিছু ইঙ্গিত প্রকাশ পায়, যা লূক পেরিয়াতে পরিচর্যা কাজের সময়কালীন বলে দেখিয়েছেন, কিন্তু মথিতে তা ভিন্ন পরিস্থিতিতে দেখানো হয়েছে (৭:১৩-১৪,২২-২৩)। সম্ভবত তিনি ভিন্ন ভিন্ন উপলক্ষে বিভিন্ন কথার পুনরুল্লেখ করেছিলেন।

জেরুশালেমের দিকে গমন করছিলেন। যেখানে তিনি মৃত্যুবরণ করবেন। যদিও ঈসা মসীহ্ সমগ্র পেরিয়া জুড়ে পরিচর্যা কাজ করছিলেন, তথাপি তাঁর দৃষ্টি অবিরতভাবে পবিত্র নগরী ও তাঁর সর্বশেষ কাজের দিকে নিবদ্ধ রয়েছে।

১৩:২৩ যারা নাজাত ... কি অল্প?। হয়তোবা প্রশ্নকর্তা লক্ষ্য করেছিলেন যে, বৃহৎ জনতা ঈসা মসীহের তবলিগ শুনতে ও সুস্থ হতে এসেছিল, কিন্তু খুব অল্প লোকই সত্যিকার অর্থে অনুসারী ও অনুগত ছিল। ঈসা এই প্রশ্নের সরাসরি উত্তর দেন নি, কিন্তু তিনি সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, অনেক দেরী হয়ে যাওয়ার পরও অনেকে প্রবেশ করতে চায়।

আঘাত করতে আরম্ভ করবে, বলবে, প্রভু,
আমাদেরকে দরজা খুলে দিন; আর জবাবে তিনি
তোমাদেরকে বলবেন, আমি জানি না, তোমরা
কোথাকার লোক; ২৬ তখন তোমরা বলতে আরম্ভ
করবে, আমরা আপনার সাক্ষাতে ভোজন পান
করেছি এবং আমাদের পথে পথে আপনি
উপদেশ দিয়েছেন। ২৭ কিন্তু তিনি বলবেন,
তোমাদেরকে বলছি, আমি জানি না, তোমরা
কোথাকার লোক; হে দুর্বৃত্তরা, আমার কাছ থেকে
দূর হও। ২৮ সেই স্থানে কান্নাকাটি করবে ও
যন্ত্রণায় দাঁতে দাঁত ঘষবে; তখন তোমরা দেখবে,
ইব্রাহিম, ইস্‌হাক ও ইয়াকুব এবং নবীরা সকলে
আল্লাহ্‌র রাজ্যে রয়েছেন, আর তোমাদেরকে
বাইরে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। ২৯ আর পূর্ব ও
পশ্চিম থেকে এবং উত্তর ও দক্ষিণ থেকে
লোকেরা এসে আল্লাহ্‌র রাজ্যে বসবে। ৩০ আর
দেখ, যারা শেষের, এমন কোন কোন লোক
প্রথম হবে এবং যারা প্রথম, এমন কোন কোন
লোক শেষে পড়বে।

জেরুশালেমের জন্য দুঃখ প্রকাশ

৩১ সেই সময়ে কয়েক জন ফরীশী কাছে এসে
তাঁকে বললো, বের হও, এই স্থান থেকে চলে
যাও; কেননা হেরোদ তোমাকে হত্যা করতে
চাইছেন। ৩২ তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরা
গিয়ে সেই শিয়ালকে বল, দেখ, আজ এবং
আগামীকাল আমি বদ-রূহ্‌ ছাড়াচ্ছি ও রোগীদের
সুস্থ করছি এবং তৃতীয় দিনে আমার কাজ শেষ
করবো। ৩৩ যা হোক, আজ, আগামীকাল ও
পরশু আমাকে গমন করতে হবে; কারণ এমন
হতে পারে না যে, জেরুশালেমের বাইরে কোন
নবী বিনষ্ট হয়। ৩৪ জেরুশালেম, জেরুশালেম,
তুমি নবীদেরকে হত্যা করে থাক ও তোমার
কাছে যারা প্রেরিত হয়, তাদেরকে পাথর মেরে
থাক! পাখির মা যেমন তার বাচ্চাদেরকে পাখার
নিচে একত্র করে, আমি কত বার তেমনি তোমার
সন্তানদেরকে একত্র করতে ইচ্ছা করেছি, কিন্তু
তোমরা সম্মত হলে না। ৩৫ দেখ, তোমাদের
সেই বাড়ি তোমাদের জন্য উৎসন্ন হয়ে পড়ে
রইলো। আর আমি তোমাদেরকে বলছি, যে
সময় পর্যন্ত তোমরা না বলবে, "ধন্য তিনি, যিনি
প্রভুর নামে আসছেন," সেই সময় পর্যন্ত তোমরা
আমাকে আর দেখতে পাবে না।

ঈসা মসীহ্‌ এক জন শোথ-রোগীকে সুস্থ করেন

১৪ ১ তিনি এক বিশ্রামবারে প্রধান
ফরীশীদের এক জন আলেমের
বাড়িতে আহার করতে গেলেন, আর তারা তাঁর
উপরে দৃষ্টি রাখল। ২ আর দেখ, এক জন শোথ-
রোগী তাঁর সম্মুখে ছিল। ৩ জবাবে ঈসা
আলেমদের ও ফরীশীদেরকে বললেন, বি-
শ্রামবারে সুস্থ করা উচিত কিনা? ৪ কিন্তু তারা
চুপ করে রইলো। তখন তিনি তাকে ধরে সুস্থ
করলেন, পরে বিদায় দিলেন। ৫ আর তিনি

[১৩:২৭] মথি ৭:২৩।
[১৩:২৮] মথি ৮:১২।
[১৩:২৯] মথি ৮:১১।
[১৩:৩০] মথি ১৯:৩০।
[১৩:৩১] মথি ১৪:১।
[১৩:৩২] ইব ২:১০।
[১৩:৩৩] মথি ২১:১১।
[১৩:৩৪] মথি ২৩:৩৭।
[১৩:৩৫] ইয়ার ১২:১৭; ২২:৫; জবুর ১১৮:২৬; লূক ১৯:৩৮।
[১৪:১] লূক ৭:৩৬; ১১:৩৭; মথি ১২:১০।
[১৪:৩] মথি ২২:৩৫; ১২:২।
[১৪:৫] লূক ১৩:১৫।

১৩:২৯ পূর্ব ও পশ্চিম ... উত্তর ও দক্ষিণ থেকে। সমগ্র বিশ্ব থেকে (জবুর ১০৭:৩) এবং অ-ইহুদীসহ সমস্ত লোকদের মধ্য থেকে।

১৩:৩১ হেরোদ তোমাকে হত্যা করতে চাইছেন। মথি ১৪:১ আয়াতের নোট দেখুন। ঈসা সম্ভবত পেরিয়াতে অবস্থান করছিলেন, যে অঞ্চলটি হেরোদের শাসনাধীন ছিল (৩:১ আয়াতের নোট দেখুন)। ফরীশীরা ঈসাকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করলো, যেন তিনি এই অঞ্চল ত্যাগ করে এহুদিয়ায় চলে যান।

১৩:৩২ শিয়াল। ধূর্ত প্রাণী।

কাজ শেষ করবো। ঈসা মসীহের জীবনের পূর্বনির্ধারিত পরিকল্পনা ছিল, যা অবশ্যই পালন করা হবে এবং তাঁর উদ্দেশ্য সম্পাদিত না হওয়া পর্যন্ত তাঁর কোন ক্ষতি হবে না (৪:৪৩; ৯:২২)।

১৩:৩৩ আজ এবং আগামীকাল। হোসিয়া ৬:১ আয়াত থেকে এর ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, যেখানে দু'দিন বলতে সঙ্কটের (তৃতীয় দিন) পূর্বে সংক্ষিপ্ত সময়কে বোঝায়। ঈসা মসীহের শেষ পর্যন্ত তাঁর পরিচর্যা কাজ করে যাওয়ার ব্যাপারে দৃঢ় সঙ্কল্প প্রকাশ করেছেন (২ তীম ৪:৭)।

জেরুশালেমের বাইরে। ঈসা মসীহের সময় এখনও আসে নি (লূক ২:৩৮; ইউ ৭:৩০; ৮:২০,৫৯; ১০:৩৯; ১১:৫৪); কিন্তু সময় পূর্ণ হলে তাঁর পূর্বের অসংখ্য নবীর মত তিনিও জেরুশালেমে মৃত্যুবরণ করবেন।

১৩:৩৪ কত বার। জেরুশালেমের প্রতি এই মাতম আমাদের কাছে প্রকাশ করে যে, অন্যান্য সুসমাচার যতটুকু বর্ণনা দিয়েছে তার চেয়েও অনেক বেশি সময় ঈসা জেরুশালেমে অবস্থান করেছেন (ইউ ২:১৩; ৪:৪৫; ৫:১; ৭:১০; ১০:২২)। তবে ৩৪-৩৫ আয়াতের বিবৃতি জেরুশালেম থেকে কিছু দূরে, অর্থাৎ পেরিয়াতে উচ্চারিত হতে পারে। মথি ২৩:৩৭-৩৮ আয়াত অনুসারে দুঃখভোগ সপ্তাহের মঙ্গলবারে এই উক্তি করা হয়েছিল। ঈসা মসীহ্‌ তাঁর অনেক উক্তি ও শিক্ষা পুনঃপুনঃ উল্লেখ করেছেন।

১৩:৩৫ সেই গৃহ ... পড়ে রইলো। আল্লাহ্‌ তাঁর এবাদতখানা ও তাঁর নগরীকে অবরুদ্ধ করবেন (লূক ২১:২০,২৪; ইয়ার ১২:৭; ২২:৫)।

সেই সময় পর্যন্ত ... দেখতে পাবে না। জাকা ১২:১০; প্রকা ১:৭; ইশা ৪৫:২৩; রোমীয় ১৪:১১; ফিলি ২:১০-১১ দেখুন।

১৪:১ এক বিশ্রামবারে। বিশ্রামবারে ঈসা মসীহের কৃত সাতটি অলৌকিক কাজের কথা আমরা সুসমাচারগুলোতে দেখতে পাই, এর মধ্যে লূক পাঁচটি ঘটনা তাঁর সুসমাচারে লিপিবদ্ধ করেন (৪:৩১,৩৮; ৬:৬; ১৩:১৪; ১৪:১); অন্য দু'টি হচ্ছে ইউ ৫:১০ এবং ৯:১৪। ফরীশীদের পরিদর্শনের ঘটনা জানতে ১৩:১৪ আয়াতের নোট দেখুন। বিশ্রামবারের ভোজ আগের দিনে প্রস্তুত করে রাখা হত।

১৪:২ শোথ-রোগ। এই রোগের কারণে শরীরের বিভিন্ন অংশে তরল পদার্থ জমা হয়, ফলে সেই স্থানটি ফুলে ওঠে।

১৪:৩ আলেমদের ও ফরীশীদেরকে। ৫:১৭; ৭:৩০ আয়াতের নোট দেখুন। অলৌকিক কাজ করার আগে তাদেরকে প্রশ্ন করার মধ্য দিয়ে ঈসা মসীহ্‌ তাদের মুখ বন্ধ করে দিয়েছিলেন,

তাদেরকে বললেন, তোমাদের মধ্যে কে আছে, যার সন্তান কিংবা বলদ কূপে পড়লে সে বি-শ্রামবারে তৎক্ষণাৎ তাকে তুলবে না? [৬] তারা এসব কথার উত্তর দিতে পারল না।

নম্রতার বিষয়ে শিক্ষা

[৭] আর দাওয়াতপ্রাপ্ত লোকেরা কিভাবে প্রধান প্রধান আসন মনোনীত করছে, তা লক্ষ্য করে তিনি তাদেরকে একটি দৃষ্টান্ত বললেন; তিনি তাদেরকে বললেন, [৮] যখন কেউ তোমাকে বিয়ে ভোজে দাওয়াত করে, তখন প্রধান আসনে বসবে না; কি জানি, তোমার চেয়ে বেশি সম্মানিত আর কোন লোককে তিনি দাওয়াত দিয়েছেন, [৯] আর যে ব্যক্তি তোমাকে ও তাকে দাওয়াত করেছে, সে এসে তোমাকে বলবে, এই স্থানটি ওনাকে ছেড়ে দাও; আর তখন তুমি লজ্জিত হয়ে নিম্নতম স্থান গ্রহণ করতে যাবে। [১০] কিন্তু তুমি যখন দাওয়াতপ্রাপ্ত হও, তখন নিম্নতম স্থানে গিয়ে বসবে; তাতে যে ব্যক্তি তোমাকে দাওয়াত করেছে, সে যখন আসবে, তোমাকে বলবে, বন্ধু, উচ্চতর স্থানে গিয়ে বস; তখন যারা তোমার সঙ্গে বসে আছে, সেই সবের সাক্ষাতে তোমার গৌরব হবে। [১১] কেননা যে কেউ নিজেকে উঁচু করে, তাকে নত করা যাবে, আর যে কেউ নিজেকে নত করে, তাকে উঁচু করা যাবে।

[১২] আবার যে ব্যক্তি তাঁকে দাওয়াত করেছিল, তাকেও তিনি বললেন, তুমি যখন মধ্যাহ্ন ভোজ কিংবা রাত্রিকালীন ভোজ প্রস্তুত কর, তখন তোমার বন্ধুদেরকে, বা তোমার ভাইদেরকে, বা তোমার জ্ঞাতিদেরকে কিংবা ধনী প্রতিবেশীদেরকে ডেকো না; কি জানি, তারাও তোমাকে পাল্টা দাওয়াত করবে, আর তুমি প্রতিদান পাবে। [১৩] কিন্তু তুমি যখন ভোজ প্রস্তুত কর, তখন দরিদ্র, নুলা, খঞ্জ ও অন্ধদেরকে দাওয়াত করো; [১৪] তাতে তুমি ধন্য হবে, কেননা তোমাকে প্রতিদান দিতে তাদের কিছু নেই, তাই ধার্মিকদের পুনরুত্থানের সময়ে তুমি প্রতিদান পাবে।

বড় ভোজের দৃষ্টান্ত

[১৫] এসব কথা শুনে যারা বসে ছিল, তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি তাঁকে বললো, ধন্য সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহ্‌র রাজ্যে ভোজন করবে। [১৬] তিনি তাকে বললেন, কোন ব্যক্তি বড় একটি ভোজ প্রস্তুত করে অনেককে দাওয়াত করলেন। [১৭] পরে ভোজনের সময়ে তাঁর গোলাম দ্বারা দাওয়াতীদেরকে বলে পাঠালেন, এসো, এখন সকলই প্রস্তুত। [১৮] তখন তারা সকলেই একমত হয়ে অজুহাত দিতে লাগল। প্রথম জন তাকে বললো, আমি একখানি ক্ষেত ক্রয় করলাম, তা দেখতে না গেলে নয়; ফরিয়াদ করি, আমাকে ছেড়ে দিতে হবে। [১৯] আর এক জন বললো, আমি পাঁচ জোড়া বলদ কিনলাম, তাদের পরীক্ষা করতে যাচ্ছি; ফরিয়াদ করি, আমাকে ছেড়ে দিতে হবে। [২০] আর এক জন বললো, আমি বিয়ে করলাম, এজন্য যেতে পারছি না। [২১] পরে সে গোলাম এসে তার মালিককে এ সব বৃত্তান্ত জানালো। তখন সেই গৃহকর্তা ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর গোলামকে বললেন, শীঘ্র বের হয়ে নগরের পথে পথে ও গলিতে গলিতে যাও, দরিদ্র, নুলা, খঞ্জ ও অন্ধদেরকে এখানে আন। [২২] পরে সেই গোলাম বললো, মালিক, আপনি যা হুকুম করেছিলেন, তা করা হয়েছে, আর এখনও স্থান আছে। [২৩] তখন মালিক সেই গোলামকে বললেন, বের হয়ে রাজপথে রাজপথে ও সরু পথগুলোতে যাও এবং আসার জন্য লোকদেরকে পীড়াপীড়ি

[১৪:৭] লূক ১১:৪৩।
[১৪:১১] মথি ২৩:১২।
[১৪:১৩] আঃ ২১।
[১৪:১৪] প্রেরিত ২৪:১৫।
[১৪:১৫] মথি ৩:২; ইশা ২৫:৬; মথি ২৬:২৯; লূক ১৩:২৯; প্রকা ১৯:৯।
[১৪:২১] আঃ ১৩।

যেন তারা পরে আর প্রতিবাদ জানাতে না পারে।

১৪:৫ সন্তান কিংবা বলদ। কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে 'সন্তান' এর স্থানে শুধুমাত্র 'বলদ' রয়েছে। কিন্তু দ্বি.বি. ৫:১৪ আয়াতে মানুষ ও পশু উভয়ের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট করে বলা হয়েছে। কেবল ফরীশীরা ঈসা মসীহের কাজকে অবৈধ বলে রায় দিয়েছিল, মূসার শরীয়ত অনুসারে তা কখনোই অবৈধ নয়।

১৪:৭ প্রধান প্রধান আসন। ইহুদীরা ভোজে সবচেয়ে ভাল আসনটি পাওয়ার জন্য হুড়োহুড়ি করতো, কারণ প্রধান আসনে বসা সম্মানের বিষয় ছিল (২২:২৪)।

১৪:১১ যে কেউ নিজেকে উঁচু করে, তাকে নত করা যাবে। এটি এক মৌলিক নীতি, যা কিতাবুল মোকাদ্দসে বার বার উল্লেখ করা হয়েছে (১১:৪৩; ১৮:১৪; ২০:৪৬; ২ খান্দান ৭:১৪-১৫; মেসাল ৩:৩৪; ২৫:৬-৭; মথি ১৮:৪; ২৩:১২; ইয়াকুব ৪:১০)।

১৪:১৪ ধার্মিক। যাদের ঈসা মসীহের কাফ্‌ফারার ভিত্তিতে আল্লাহ্‌ কর্তৃক এরূপ ঘোষিত হয়েছে এবং যারা তাদের কাজ দ্বারা তাদের ঈমানের প্রমাণ দিয়েছেন (মথি ২৫:৩৪-৪০ আয়াতের সঙ্গে তুলনা করুন)। **ধার্মিকদের পুনরুত্থান।** প্রত্যেক মানুষের পুনরুত্থান হবে (দানি ১২:২; ইউ ৫:২৮-২৯; প্রেরিত ২৪:১৫)। কেউ কেউ মনে করেন যে, ধার্মিকদের পুনরুত্থান (১ করি ১৫:২৩; ১ থিষ ৪:১৬; প্রকা ২০:৪-৬) 'সাধারণ' পুনরুত্থান থেকে আলাদা (১ করি ১৫:১২,২১; ইব ৬:২; প্রকা ২০:১১-১৫)।

১৪:১৫ যে আল্লাহ্‌র রাজ্যে ভোজন করবে; লূক ১৩:২৯; ইশা ২৫:৬; মথি ৮:১১; ২৫:১-১০; ২৬:২৯; প্রকা ১৯:৯ দেখুন।

১৪:১৬ তিনি তাকে বললেন। ঈসা মসীহ্‌ লোকটির মন্তব্যকে তাঁর দৃষ্টান্তের উপলক্ষ হিসেবে ব্যবহার করলেন এবং সতর্ক করে দিয়ে বললেন যে, প্রত্যেক মানুষ বেহেশতী রাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে না।

১৪:১৮ একখানি ক্ষেত ক্রয় করলাম। প্রাথমিক দাওয়াত নিঃশর্তে গ্রহণ করা হয়েছিল; কিন্তু যখন সেই দাওয়াতে উপস্থিত হবার চূড়ান্ত সময় আসলো তখন অন্যান্য স্বার্থ অগ্রাধিকার লাভ করলো। যে 'যুক্তি' দেয়া হয়েছে তার কোনটিই সত্যি নয়; উদাহরণস্বরূপ, প্রথমজন নিশ্চয়ই না দেখে জমি ক্রয় করে নি, বা দ্বিতীয়জনও নিশ্চয়ই পরীক্ষা করার আগেই বলদ ক্রয় করে নি (আয়াত ১৯)।

কর, যেন আমার বাড়ি পরিপূর্ণ হয়। [২৪] কেননা
আমি তোমাদেরকে বলছি, ঐ দাওয়াতপ্রাপ্ত
ব্যক্তিদের মধ্যে এক জনও আমার ভোজের
আস্বাদ পাবে না।

উম্মত হওয়ার মূল্য দেওয়া

[২৫] একবার অনেক লোক তার সঙ্গে যাচ্ছিল;
তখন তিনি মুখ ফিরিয়ে তাদেরকে বললেন,
[২৬] যদি কেউ আমার কাছে আসে, আর আপন
পিতা-মাতা, স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে, ভাই-বোন, এমন
কি নিজের প্রাণকেও অপ্রিয় জ্ঞান না করে, তবে
সে আমার সাহাবী হতে পারে না। [২৭] যে কেউ
নিজের ক্রুশ বহন না করে ও আমার পিছনে
পিছনে না আসে, সে আমার সাহাবী হতে পারে
না। [২৮] বাস্তবিক উচ্চগৃহ নির্মাণ করতে ইচ্ছা হলে
কে তোমাদের মধ্যে আগে বসে ব্যয় হিসাব করে
না দেখবে, সমাপ্ত করার সঙ্গতি তার আছে কি
না? [২৯] কি জানি ভিত্তিমূল বসালে পর যদি সে
সমাপ্ত করতে না পারে, তবে যত লোক তা
দেখবে, সকলে তাকে বিদ্রূপ করতে আরম্ভ
করবে, [৩০] বলবে, এই ব্যক্তি নির্মাণ করতে আরম্ভ
করেছিল, কিন্তু সমাপ্ত করতে পারল না।
[৩১] অথবা কোন্‌ বাদশাহ্‌ অন্য বাদশাহ্‌র সঙ্গে যুদ্ধ
করতে যাবার সময়ে আগে বসে বিবেচনা করবে
না, যিনি বিশ হাজার সৈন্য নিয়ে আমার বিরুদ্ধে
আসছেন, আমি দশ হাজার নিয়ে কি তার মুখ-
ামুখি হতে পারি? [৩২] যদি না পারেন, তবে দুশমন
দূরে থাকতে তিনি দূত প্রেরণ করে সন্ধি স্থাপন
করতে চাইবেন। [৩৩] ভাল, তেমনি তোমাদের

[১৪:২৪] মথি ২১:৪৩; প্রেরিত ১৩:৪৬।
[১৪:২৬] মথি ১০:৩৭; ইউ ১২:২৫।
[১৪:২৭] মথি ১০:৩৮; লূক ৯:২৩।
[১৪:৩৩] ফিলি ৩:৭,৮।
[১৪:৩৪] মার্ক ৯:৫০।
[১৪:৩৫] মথি ৫:১৩; ১১:১৫।
[১৫:১] লূক ৫:২৯।
[১৫:২] মথি ৯:১১।
[১৫:৩] মথি ১৩:৩।
[১৫:৪] জবুর ২৩; ১১৯:১৭৬; ইয়ার ৩১:১০; ইহি ৩৪:১১-১৬; লূক ৫:৩২; ১৯:১০।
[১৫:৬] আঃ ৯।
[১৫:৭] আঃ ১০।

মধ্যে যে কেউ নিজের সর্বস্ব ত্যাগ না করে, সে
আমার সাহাবী হতে পারে না।

লবণের বিষয়ে শিক্ষা

[৩৪] লবণ তো উত্তম; কিন্তু সেই লবণেরও যদি
স্বাদ চলে গিয়ে থাকে, তবে তা কিসে আস্বাদযুক্ত
করা যাবে? [৩৫] তা না ভূমির, না সারের ঢিবির
উপযোগী; লোকে তা বাইরে ফেলে দেয়। যার
শুনবার কান আছে সে শুনুক।

হারানো ভেড়ার দৃষ্টান্ত

১৫ [১] আর কর-আদায়কারী ও
গুনাহ্‌গারেরা সকলে তাঁর কথা শুনবার
জন্য তাঁর কাছে আসছিল। [২] তাতে ফরীশীরা ও
তাদের আলেমরা বচসা করে বলতে লাগল, এই
ব্যক্তি গুনাহ্‌গারদেরকে গ্রহণ করে ও তাদের
সঙ্গে ভোজন-পান করে।
[৩] তখন তিনি তাদেরকে এই দৃষ্টান্তটি বললেন।
[৪] তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তির একশত ভেড়া
আছে ও সেসব ভেড়ার মধ্য থেকে একটি ভেড়া
হারিয়ে যায় তবে কি সে নিরানব্বইটা
মরুভূমিতে ছেড়ে দিয়ে যে পর্যন্ত সেই হারানোটি
না পায়, সেই পর্যন্ত তার খোঁজ করতে যায় না?
[৫] আর তা পেলে পর সে আনন্দপূর্বক কাঁধে তুলে
নেয়। [৬] পরে ঘরে এসে বন্ধু-বান্ধব ও
প্রতিবেশীদেরকে ডেকে বলে, আমার সঙ্গে
আনন্দ কর, কারণ আমার যে ভেড়াটি হারিয়ে
গিয়েছিল তা খুঁজে পেয়েছি। [৭] আমি
তোমাদেরকে বলছি, তেমনি এক জন গুনাহ্‌গার
মন ফিরালে বেহেশতে আনন্দ হবে; যাদের মন

১৪:২৪ দাওয়াতপ্রাপ্ত ব্যক্তি। ইহুদীদের বিষয়ে স্পষ্ট উল্লেখ না করে ঈসা তাদের সতর্ক করে দিচ্ছেন যে, আল্লাহ্‌র দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করার কারণে তাদেরকেও প্রত্যাখান করা হবে এবং তাদের পরিবর্তে অ-ইহুদীদেরকে নিমন্ত্রিতদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে (২০:৯-১৯)।

১৪:২৬ আপন পিতামাতা ... অপ্রিয় জ্ঞান না করে। রূপক অর্থে বলা হচ্ছে যে, প্রত্যেক মানুষকে তার সবচেয়ে আপনজন বা তার পরিবারের চেয়ে ঈসা মসীহ্‌কে বেশি ভালবাসতে হবে (মথি ১০:৩৭)। মালাখি ১:২-৩ আয়াত দেখুন।

১৪:২৭ যে কেউ নিজের ক্রুশ বহন না করে। লূক ৯:২৩; মথি ১০:৩৮ দেখুন।

১৪:২৮ ব্যয় হিসাব করে না দেখবে। মসীহ্‌ কোন অন্ধ এবং সাদাসিধে প্রতিশ্রুতি চান নি, যা কেবল আশীর্বাদ চাইবে। যেভাবে নির্মাতা খরচের অনুমান করে বা একজন বাদশাহ্‌ সামরিক শক্তির মূল্যায়ন করে (আয়াত ৩১), ঠিক একইভাবে একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে ঈসা তাঁর অনুসারীদের কাছ থেকে ঠিক কী আশা করেন।

১৪:৩৩ যে কেউ নিজের সর্বস্ব ত্যাগ না করে। ঈসা মসীহ্‌ এই বলে সতর্ক করেছেন যে, শিষ্যত্বের মূল্য হচ্ছে তাঁর প্রতি সম্পূর্ণ সমর্পণ।

১৫:১-১০ হারানো ভেড়ার দৃষ্টান্ত। নিরানব্বইটি ভেড়া খোঁয়াড়ে থাকতে একটি হারানো ভেড়ায় কী আসে যায়? বেশির ভাগ মানুষই একক কোন কিছুর মূল্য অবজ্ঞা করে থাকে, কিন্তু আল্লাহ্‌র বেলায় তা নয়। হারানো মেষটি ফিরে আসাতে ঘরে যারা নিরাপদে আছে তাদের চেয়ে বরং তার জন্য তিনি বেশি আনন্দ করেন। সেই গৃহিনীর ক্ষেত্রেও একই ঘটনা দেখা যায়, যে দশটি হারানো মুদ্রা পেয়ে আনন্দ করে এবং তার আনন্দে সামিল হতে তার সাথীদেরও ডেকে আনে। একইভাবে, অবহেলিতদের নাজাত লাভের কারণে আল্লাহ্‌র আনন্দে ফরীশীদেরও অংশ নেয়া উচিত ছিল।

১৫:২ বচসা করে বলতে লাগল। তারা নিজেদের মধ্যে অভিযোগ করেছিল, কিন্তু সরাসরি নয়।

তাদের সঙ্গে ভোজন-পান করে। সাধারণত কারও সঙ্গে বসে খাওয়া সাধারণ সাহচার্যের তুলনায় চেয়ে বেশি ঘনিষ্ঠতার চিহ্ন বলে মনে করা হয়; একজন ব্যক্তির সঙ্গে খাওয়া গ্রহণ ও স্বীকৃতি নির্দেশ করে (প্রেরিত ১১:৩; ১ করি ৫:১১; গালা ২:১২)।

১৫:৩ এই দৃষ্টান্তটি। ঈসা মসীহ্‌ এখানে একটি দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়ে জবাব দিয়েছেন, যেটি ফরীশীদের অমিশুক মনোভাবের সাথে আল্লাহ্‌র ভালবাসার তুলনামূলক তারতম্য দেখায়।

১৫:৪ কোন ব্যক্তির একশত মেষ আছে। মেষপালকের বিষয়ে জবুর ২৩; ইশা ৪০:১১; ইয়ার ৩৪:১১-১৬ থেকে জানা যায়।

১৫:৭ বেহেশতে আনন্দ হবে। একজন গুনাহ্‌গারের মন পরিবর্তনের ঘটনায় আল্লাহ্‌র চিন্তা ও আনন্দ ফরীশী ও আলেমদের মনোভাবের সাথে পুরোদস্তুর আলাদা করে দেখানো হয়েছে (আয়াত ২)।

BACIB | International Bible CHURCH

ঈসা মসীহ্ সমদর্শী সুসমাচারগুলোতে যে সব দৃষ্টান্ত ব্যবহার করেছেন

দৃষ্টান্ত	মথি	মার্ক	লূক
কাঠার নিচে প্রদীপ	৫:১৪-১৫	৪:২১-২২	৮:১৬;১১:৩৩
বুদ্ধিমান ও নির্বোধ লোক	৭:২৪-২৭		৬:৪৭-৪৯
পুরাতন কোর্তায় নতুন তালি	৯:১৬	২:২১	৫:৩৬
পুরাতন কুপায় নতুন আঙ্গুর-রস	৯:১৭	২:২২	৫:৩৭-৩৮
বীজবাপক ও ভূমি	১৩:৩-৮,১৮-২৩	৪:৩-৮,১৪-২০	৮:৫-৮,১১-১৫
শ্যামাঘাস	১৩:২৪-৩০, ৩৬-৪৩		
সর্ষে দানা	১৩:৩১-৩২	৪:৩০-৩২	১৩:১৮-১৯
খামি	১৩:৩৩		১৩:২০-২১
গুপ্তধন	১৩:৪৪		
মূল্যবান মুক্তা	১৩:৪৫-৪৬		
জাল	১৩:৪৭-৫০		
গৃহকর্তা	১৩:৫২		
হারানো মেষ	১৮:১২-১৪		১৫:৪-৭
নির্দয় গোলাম	১৮:২৩-২৪		
আঙ্গুর-ক্ষেতের শ্রমিক	২০:১-১৬		
দুই পুত্র	২১:২৮-৩২		
গৃহকর্তা	২১:৩৩-৩৪	১২:১-১১	২০:৯-১৮
বিবাহ ভোজ	২২:২-১৪		
ডুমুর গাছ	২৪:৩২-৩৫	১৩:২৮-২৯	২১:২৯-৩১
বিশ্বস্ত ও বুদ্ধিমান গোলাম	২৪:৪৫-৫১		১২:৪২-৪৮
দশ কুমারী	২৫:১-১৩		১৯:১২-২৭
তালন্ত	২৫:১৪-৩০		
ভেড়া ও ছাগল	২৫:৩১-৪৬		
বাড়ন্ত বীজ		৪:২৬-২৯	
সতর্ক গোলাম		১৩:৩৫-৩৭	১২:৩৫-৪০
মহাজন			৭:৪১-৪৩
দয়ালু সামেরীয়			১০:৩০-৩৭
অভাবী বন্ধু			১১:৫-৮
নির্বোধ ধনী			১২:১৬-২১
নিষ্ফলা ডুমুর গাছ			১৩:৬-৯
হারানো মুদ্রা			১৫:৮-১০
হারানো (অপব্যয়ী) পুত্র			১৫:১১-৩২
ধূর্ত কর্মচারী			১৫:১-১৮
ধনী লোক ও লাসার			১৬:১৯-৩১
মালিক ও তাঁর গোলাম			১৭:৭-১০
নাছোড়বান্দা বিধবা			১৮:২-৮
ফরীশী ও কর-আদায়কারী			১৮:১০-১৪
ভোজে সবচেয়ে নিচু আসন			১৪:৭-১৪
মহা ভোজ			১৪:১৬-২৪

ফিরানো আবশ্যক নয়, এমন নিরানব্বই জন ধার্মিকের বিষয়ে তত আনন্দ হবে না।

হারানো সিকির দৃষ্টান্ত

৮ অথবা কোন স্ত্রীলোক যার দশটি সিকি আছে, সে যদি একটি হারিয়ে ফেলে, তবে প্রদীপ জ্বেলে ঘর ঝাড় দিয়ে যে পর্যন্ত তা না পায়, ভাল করে খুঁজে দেখে না? ৯ আর পেলে পর সে বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবেশীদেরকে ডেকে বলে, আমার সঙ্গে আনন্দ কর, কারণ আমি যে সিকিটি হারিয়ে ফেলেছিলাম তা পেয়েছি। ১০ তেমনি আমি তোমাদেরকে বলছি, এক জন গুনাহ্‌গার মন ফিরালে আল্লাহ্‌র ফেরেশতাদের মধ্যে আনন্দ হয়।

হারানো পুত্রের দৃষ্টান্ত

১১ আর তিনি বললেন, এক ব্যক্তির দু'টি পুত্র ছিল; ১২ তাদের মধ্যে কনিষ্ঠ জন তার পিতাকে বললো, আব্বা, সম্পত্তির যে অংশ আমার ভাগে পড়ে, তা আমাকে দাও। তাতে তিনি তাদের মধ্যে সম্পত্তি ভাগ করে দিলেন। ১৩ অল্প দিন পরে সেই কনিষ্ঠ পুত্র সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি করে টাকা নিয়ে দূরদেশে চলে গেল, আর সেখানে সে অনাচারে নিজের টাকা উড়িয়ে দিল। ১৪ সে সব ব্যয় করে ফেললে পর সেই দেশে ভারী দুর্ভিক্ষ হল, তাতে সে কষ্টে পড়তে লাগল। ১৫ তখন সে গিয়ে সেই দেশের এক জন গৃহস্থের আশ্রয় নিল; আর সে তাকে শূকর চরাবার জন্য তার মাঠে পাঠিয়ে দিল; ১৬ তখন শূকরে যে শুঁটি খেত, তা দিয়ে সে উদর পূর্ণ করতে বাঞ্ছা করতো, আর কেউই তাকে তাও দিত না। ১৭ কিন্তু চেতনা পেলে সে বললো, আমার পিতার কত মজুর বেশি বেশি খাদ্য পাচ্ছে, কিন্তু আমি এখানে ক্ষুধায় মরছি। ১৮ আমি উঠে আমার পিতার কাছে যাব, তাঁকে বলবো, আব্বা, বেহেশতের বিরুদ্ধে এবং তোমার সাক্ষাতে আমি গুনাহ্‌ করেছি; ১৯ আমি আর তোমার পুত্র নামের যোগ্য নই; তোমার এক জন মজুরের মত আমাকে রাখ। ২০ পরে সে উঠে তার পিতার কাছে আসল। সে দূরে থাকতেই তার পিতা তাকে দেখতে পেলেন ও করুণাবিষ্ট হলেন, আর দৌড়ে গিয়ে তার গলা ধরে তাকে চুম্বন করতে থাকলেন। ২১ তখন পুত্র তাঁকে বললো, আব্বা, বেহেশতের বিরুদ্ধে ও তোমার সাক্ষাতে আমি গুনাহ্‌ করেছি, আমি আর তোমার পুত্র নামের যোগ্য নই। ২২ কিন্তু পিতা তার গোলামদেরকে বললেন, শীঘ্র করে সর্বাপেক্ষা উত্তম কোর্তাটি আন, আর একে পরিয়ে দাও। এর হাতে আংটি দাও ও পায়ে জুতা পরাও; ২৩ আর হৃষ্টপুষ্ট বাছুরটি এনে জবেহ্‌ কর; আমরা ভোজন করে আমোদ প্রমোদ করি; ২৪ কারণ আমার এই পুত্র মারা গিয়েছিল, এখন বেঁচে উঠেছে; হারিয়ে গিয়েছিল, এখন পাওয়া গিয়েছে। তাতে তারা আমোদ প্রমোদ করতে লাগল।

২৫ তখন তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ক্ষেতে ছিল, পরে সে আসতে আসতে যখন বাড়ির কাছে পৌঁছালো, তখন বাদ্য ও নৃত্যের আওয়াজ শুনতে পেল। ২৬ আর সে এক জন গোলামকে কাছে ডেকে জিজ্ঞাসা করলো, এসব কি হচ্ছে? ২৭ সে তাকে বললো, তোমার ভাই ফিরে এসেছে এবং তোমার পিতা হৃষ্টপুষ্ট বাছুরটি মেরেছেন, কেননা তিনি তাকে সুস্থ অবস্থায় ফিরে পেয়েছেন। ২৮ তাতে সে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো, ভিতরে যেতে চাইল না; তখন তার পিতা সাধ্য সাধনা করতে

[১৫:৯] আঃ ৬।
[১৫:১০] আঃ ৭।
[১৫:১১] মথি ২১:২৮।
[১৫:১২] আঃ ৩০; দ্বিঃবিঃ ২১:১৭।
[১৫:১৩] আঃ ৩০; লূক ১৬:১।
[১৫:১৫] লেবীয় ১১:৭।
[১৫:১৮] মথি ৩:২; লেবীয় ২৬:৪০।
[১৫:২০] পয়দা ৪৫:১৪,১৫; ৪৬:২৯; প্রেরিত ২০:৩৭।
[১৫:২১] জবুর ৫১:৪।
[১৫:২২] জাকা ৩:৪; প্রকা ৬:১১; পয়দা ৪১:৪২।
[১৫:২৪] ইফি ২:১,৫; ৫:১৪; ১তীম ৫:৬; আঃ ৩২।
[১৫:২৮] ইউনুস ৪:১।

যাদের মন ফিরানো ... আনন্দ হবে না। সম্ভবত তাদের প্রতি এখানে ব্যাঙ্গোক্তি করা হয়েছে, যারা নিজেদেরকে ধার্মিক মনে করে (যেমন ফরীশী ও আলেমেরা) এবং মন পরিবর্তনের প্রয়োজন মনে করে না।

১৫:৮ দশটি সিকি। আনুমানিক এক রোমীয় দিনার, যা প্রায় এক দিনের মজুরির সমান (মথি ২০:২)।

ভাল করে খুঁজে দেখে না?। প্রাচীন যুগে মধ্যপ্রাচ্যের ঘরগুলোতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোন জানালা থাকতো না এবং মেঝে হত মাটির, যার কারণে মুদ্রার মত এমন ছোট জিনিস খুঁজে পেতে অসুবিধা হত।

১৫:১২ তাদের মধ্যে সম্পত্তি বিভাগ করে দিলেন। পিতা নিজে উত্তরাধিকারের সম্পত্তি ভাগ করে দিতে পারেন (জ্যেষ্ঠ সন্তানকে দ্বিগুণ পরিমাণ দেওয়া হত, দ্বি.বি. ২১:১৭; লূক ১২:১৩); তিনি তার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এই সম্পত্তি থেকে আয় গ্রহণ করার অধিকার রাখেন। কিন্তু কনিষ্ঠ সন্তানের অনুরোধের ভিত্তিতে সম্পত্তি বণ্টন করে দেওয়া খুবই অস্বাভাবিক ঘটনা ছিল।

১৫:১৩ সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি করে। কনিষ্ঠ পুত্রের উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যখন সে গৃহ ত্যাগ করে তার সমস্ত সম্পত্তি নিয়ে এবং ফিরে আসার মত কিছু রেখে না গিয়ে চলে গেল। সে তার পিতা-মাতার নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হতে চেয়েছিল এবং সে নিজের ইচ্ছা অনুসারে তার অংশ ব্যয় করতে চেয়েছিল।

অনাচারে। ৩০ আয়াতে বিষয়টি অধিকতর সুনির্দিষ্ট, যদিও তার বড় ভাইয়ের কথায় অতিরঞ্জন থাকতে পারে।

১৫:১৫ শূকর চরাবার জন্য। ইহুদীদের জন্য সবচেয়ে মারাত্মক অসম্মানের কাজ; কেবল কাজটি অরুচিকর নয়, সেই সাথে ঘৃণিতও বটে, কারণ শূকর 'নাপাক' পশু ছিল (লেবীয় ১১:৭)।

১৫:১৬ শুঁটি। শস্যের এক প্রকার উচ্ছিষ্ট বা এক ধরনের উদ্ভিদের মূল।

১৫:২২-২৩ সর্বাপেক্ষা উত্তম কোর্তা ... আংটি ... জুতা ... হৃষ্টপুষ্ট বাছুর। বিশেষ সম্মানসূচক পোশাক, কর্তৃত্বের জন্য মোহরাঙ্কিত আংটি, পুত্রের জন্য জুতা (গোলামেরা খালি পায়ে চলতো) এবং বিশেষ উপলক্ষে ভোজনের জন্য সংরক্ষিত হৃষ্টপুষ্ট বাছুর মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান প্রদান এবং বরণ করে নেওয়ার চিহ্ন প্রকাশ করে (পয়দা ৪১:৪২; জাকা ৩:৪)।

১৫:২৮ সে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো। এখানে পিতার ক্ষমা ও মহব্বত আল্লাহ্‌র বেহেশতী দয়া ও মহব্বতকে তুলে ধরে এবং বড় ভাইয়ের অসন্তুষ্টি ফরীশী ও আলেমদের মনোভাবকে তুলে ধরে,

BACIB International Bible CHURCH

লাগলেন। [২৯] কিন্তু সে জবাবে পিতাকে বললো, দেখ, এত বছর আমি তোমার সেবা করে আসছি, কখনও তোমার হুকুম লঙ্ঘন করি নি, তবুও আমাকে কখনও একটি ছাগলের বাচ্চা দাও নি, যেন আমি আমার বন্ধুদের সঙ্গে আমোদ প্রমোদ করতে পারি। [৩০] কিন্তু তোমার এই যে পুত্র পতিতাদের সঙ্গে তোমার ধন খেয়ে ফেলেছে, সে যখন আসল, তারই জন্য হৃষ্টপুষ্ট বাছুরটি জবেহ্ করলে। [৩১] তিনি তাকে বললেন, বৎস, তুমি সব সময়ই আমার সঙ্গে আছ, আর যা যা আমার, সকলই তোমার। [৩২] কিন্তু আমাদের আমোদ প্রমোদ ও আনন্দ করা উচিত, কারণ তোমার এই ভাই মারা গিয়েছিল, এখন বেঁচে উঠেছে; হারিয়ে গিয়েছিল, এখন পাওয়া গেছে।

ধন-সম্পদের সম্বন্ধে ঈসা মসীহের উপদেশ

১৬ [১] আর তিনি সাহাবীদেরকেও বললেন, এক জন ধনবান লোক ছিল, তার এক ব্যবস্থাপক ছিল; তাকে এই বলে অপবাদ দেওয়া হল যে, সে মালিকের ধন অপচয় করছে। [২] পরে সে তাকে ডেকে বললো, তোমার বিষয়ে এ কি কথা শুনছি? তোমার ব্যবস্থাপক পদের হিসাব দাও, কেননা তুমি আর ব্যবস্থাপক থাকতে পারবে না। [৩] তখন সেই ব্যবস্থাপক মনে মনে বললো, কি করবো? আমার মালিক তো আমার কাছ থেকে ব্যবস্থাপক-পদ নিয়ে নিচ্ছেন; মাটি কাটার বলও আমার নেই, ভিক্ষা করতে আমার লজ্জা হয়। [৪] আমার ব্যবস্থাপক-পদ গেলে লোকে যেন নিজ নিজ বাড়িতে আমাকে গ্রহণ করে, এজন্য যা করতে হবে তা আমি জানি। [৫] পরে সে তার মালিকের প্রত্যেক ঋণীকে ডেকে প্রথম জনকে বললো, তুমি আমার মালিকের কত ধার? [৬] সে বললো, এক শত মণ তেল। তখন সে তাকে বললো, তোমার ঋণপত্র নেও এবং শীঘ্র বসে পঞ্চাশ লেখ। [৭] পরে সে আর এক জনকে বললো, তুমি কত ধার? সে বললো, নয় শত মণ গম। তখন সে বললো, তোমার ঋণপত্র নিয়ে সাত শত বিশ মণ লেখ। [৮] তাতে সেই মালিক সেই অধার্মিক ব্যবস্থাপকের প্রশংসা করলো, কারণ সে বুদ্ধিমানের কাজ করেছিল। বাস্তবিক এই যুগের সন্তানেরা নিজের জাতির সম্বন্ধে আলোর সন্তানদের চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান। [৯] আর আমিই তোমাদেরকে বলছি, নিজেদের জন্যে অধার্মিকতার ধন দ্বারা বন্ধুত্ব লাভ কর, যেন সেটি শেষ হলে তারা তোমাদেরকে সেই অনন্ত আবাসে গ্রহণ করে।
[১০] যে ক্ষুদ্রতম বিষয়ে বিশ্বস্ত, সে প্রচুর বিষয়েও

[১৫:৩০] আঃ ১২,১৩; মেসাল ২৯:৩।
[১৫:৩২] আঃ ২৪; মালা ৩:১৭।
[১৬:১] লূক ১৫:১৩,৩০।
[১৬:৮] জবুর ১৭:১৪; ১৮:২৬; ইউ ১২:৩৬; ইফি ৫:৮; ১থিষ ৫:৫।
[১৬:৯] আঃ ১১:১৩; মথি ১৯:২১; লূক ১২:৩৩।
[১৬:১০] মথি ২৫:২১,২৩; লূক ১৯:১৭।

যারা ঈসা মসীহ্‌কে বাধা দিয়েছিল।

১৫:২৯ ছাগলের বাচ্চা দাও নি। মোটা তাজা বাছুরের চেয়ে আরও সস্তা খাবার।

১৫:৩০ তোমার এই যে পুত্র। বড় ভাই তাকে নিজের ভাই হিসেবেও স্বীকার করছে না, বরং অত্যন্ত তিক্ত স্বরে তার ঘৃণার কথা প্রকাশ করছে।

১৫:৩১ যা যা আমার, সকলই তোমার। পিতার ভালবাসা দুই ভাইকে যুক্ত করেছে। দৃষ্টান্তটির মধ্য দিয়ে ফরীশীদের আত্মকেন্দ্রিকতার প্রকাশ, ঘটেছে যারা আল্লাহ্‌র ভালবাসা অনুভব করতে ব্যর্থ হয়েছিল।

১৫:৩২ মারা গিয়েছিল, এখন বেঁচে উঠেছে। কনিষ্ঠ পুত্রের প্রত্যাবর্তনের চমৎকার এক দৃশ্য, যা ঈসা মসীহের মন পরিবর্তনের তবলিগের মূলবচনের চিত্রও তুলে ধরে (রোমীয় ৬:১৩; ইফি ২:১,৫)। "হারিয়ে গিয়েছিল, এখন পাওয়া গেল" কথাগুলো "ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থায় ছিল, এখন উদ্ধার পেল" বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে (লূক ১৯:১০; মথি ১০৬; ১৮:১০-১৪)।

১৬:১ সাহাবীদেরকেও বললেন। সম্ভবত বারোজন সাহাবী ছাড়া অন্যান্য সাহাবীরাও সেখানে ছিলেন (৬:১৩; ১০:১)।

ব্যবস্থাপক। একজন ধনাধ্যক্ষ বা ম্যানেজার, যে মালিকের সকল ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডের তদারকি করে থাকে।

মালিকের ধন অপচয় করছে। সে তার মালিকের বিষয়-সম্পত্তি অপব্যয় করছিল, ঠিক যেরূপ অপব্যয়ী পুত্র করেছিল (১৫:১৩)।

১৬:৩ কি করবো? অসৎ ব্যবস্থাপক (আয়াত ৮) নিজের সুবিধার্থে তার অবস্থানের সুযোগ নেওয়ার ক্ষেত্রে দ্বিধাগ্রস্ত ছিল না, যদিও এর মাধ্যমে তার মালিক প্রতারিত হয়েছে। সে তার চাকরি হারাবে জেনে তার মালিকের কাছে দায়বদ্ধ ঋণ গ্রহীতাদের ঋণ কমিয়ে দিয়ে তাদেরকে নিজের প্রতি দায়গ্রস্ত করে তার ভবিষ্যত সুনিশ্চিত করার জন্য পরিকল্পনা করেছিল। সে যে বাট্টা দিয়েছিল, তা অসৎ কাজ ছিল কি না সে ব্যাপারে ব্যাখ্যাকারীরা বিভিন্ন মত পোষণ করে থাকেন। সে কি তার মালিকের প্রকৃত যে পাওনা ছিল তার পরিমাণ কমিয়ে দিয়েছে, না কি তার মালিকের যে সুদ বসানোর অধিকার নেই এমন সুদ দেওয়া প্রতিরোধ করেছে? মূলত একজন ব্যবস্থাপক দেনাদারদের কাছ থেকে অতিরিক্ত সুদ আদায় করতো, যা মূসার আইনের বিরোধী ছিল, যেখানে আরেকজন ইহুদীর কাছ থেকে সুদ নেওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছিল (দ্বি.বি. ২৩:১৯)। তাই ঋণ কমানোর মধ্য দিয়ে হয়তোবা সে সুদ বাদ দিয়ে শুধু আসলটুকু ফেরত দেওয়ার জন্য নির্ধারণ করেছিল, যাতে করে সে তার মালিকেরা দেনাদারদের আনুকূল্য লাভ করতে পারে। যে কোন ঘটনায় মূল বিষয় এক – সে তার ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য পরিকল্পনা করার উদ্দেশ্যে তার পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির সুযোগ নেওয়ার মত যথেষ্ট ধূর্ত ছিল।

১৬:৭ নয় শত মণ গম। আনুমানিক ১০০ একর জমিতে উৎপন্ন গমের সমপরিমাণ।

১৬:৮ মালিক। ব্যবস্থাপকটির মালিক অথবা স্বয়ং আল্লাহ্ হতে পারেন। যে কোন দিক থেকে দেখলে এখানে ব্যবস্থাপকের কৌশলের কথা বলা হচ্ছে, তার নৈতিকতাকে নয়।

আলোর সন্তান। আল্লাহ্‌র লোক (ইউ ১২:৩৬; ইফি ৫:৮; ১ থিষ ৫:৫)।

১৬:৯ অধার্মিকতার ধন দ্বারা। আল্লাহ্ যা দিয়েছেন তা ব্যবহার করার ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র লোকদের সতর্ক থাকা উচিত।

বন্ধুত্ব লাভ কর। যারা অভাবে আছে তাদের সাহায্য কর; তারা ভবিষ্যতে তাদের কৃতজ্ঞতা দেখাবে যখন তারা বেহেশতে (অনন্তকালীন আবাস) তাদের উপকারকারীদের অভ্যর্থনা জানাবে। এভাবে জাগতিক সম্পদ অনন্তকালীন কল্যাণ লাভে বুদ্ধিপূর্বক ব্যবহার করতে হবে।

বিশ্বস্ত; আর যে ক্ষুদ্রতম বিষয়ে অধার্মিক, সে
প্রচুর বিষয়েও অধার্মিক। ১১ অতএব তোমরা যদি
অধার্মিকতার ধনে বিশ্বস্ত না হয়ে থাক, তবে কে
বিশ্বাস করে তোমাদের কাছে সত্য ধন রাখবে?
১২ আর যদি পরের বিষয়ে বিশ্বস্ত না হয়ে থাক,
তবে কে তোমাদের নিজের বিষয় তোমাদেরকে
দেবে? ১৩ কোন ভৃত্য দুই মালিকের গোলামী
করতে পারে না, কেননা সে হয় এক জনকে ঘৃণা
করবে, অন্যকে মহব্বত করবে, নয় তো এক
জনের প্রতি অনুরক্ত হবে, অন্যকে তুচ্ছ করবে।
তোমরা আল্লাহ্ এবং ধন উভয়ের গোলামী করতে
পার না।

শরীয়ত ও আল্লাহ্‌র রাজ্য

১৪ তখন ফরীশীরা, যারা টাকা ভালবাসত তারা
এসব কথা শুনছিল, আর তারা তাঁকে উপহাস
করতে লাগল। ১৫ তিনি তাদেরকে বললেন,
তোমরাই তো মানুষের সাক্ষাতে নিজেদেরকে
ধার্মিক দেখিয়ে থাক, কিন্তু আল্লাহ্ তোমাদের
অন্তঃকরণ জানেন; কেননা মানুষের মধ্যে যা উঁচু,
তা আল্লাহ্‌র সাক্ষাতে ঘৃণার যোগ্য।
১৬ শরীয়ত ও নবীদের কিতাব ইয়াহিয়া না
আসা পর্যন্ত কার্যকরী ছিল; সেই থেকে আল্লাহ্‌র
রাজ্যের সুসমাচার তবলিগ হচ্ছে এবং প্রত্যেক
জন সবলে সেই রাজ্যে প্রবেশ করছে। ১৭ কিন্তু
শরীয়তের এক বিন্দু পড়ে যাওয়ার চেয়ে বরং
আসমানের ও দুনিয়ার লোপ হওয়া সহজ।

[১৬:১১] আঃ ৯,১৩। [১৬:১৩] আঃ ৯,১১; মথি ৬:২৪। [১৬:১৪] ১তীম ৩:৩; লূক ২৩:৩৫। [১৬:১৫] লূক ১০:২৯; প্রকা ২:২৩। [১৬:১৬] মথি ৫:১৭; ১১:১২,১৩; ৪:২৩। [১৬:১৭] মথি ৫:১৮। [১৬:১৮] মথি ৫:৩১,৩২; ১৯:৯; মার্ক ১০:১১; রোমীয় ৭:২,৩; ১করি ৭:১০,১১। [১৬:১৯] ইহি ১৬:৪৯। [১৬:২০] প্রেরিত ৩:২। [১৬:২১] মথি ১৫:২৭; লূক ১৫:১৬। [১৬:২৪] আঃ ৩০; লূক ৩:৮; মথি ৫:২২। [১৬:২৫] জবুর ১৭:১৪; লূক

১৮ যে কেউ নিজের স্ত্রীকে তালাক দিয়ে আর
এক জনকে বিয়ে করে, সে জেনা করে; আর যে
কেউ স্বামী-পরিত্যক্তা স্ত্রীকে বিয়ে করে, সেও
জেনা করে।

লাসার ও এক জন ধনবান

১৯ এক জন ধনবান লোক ছিল, সে বেগুনে কাপড়
ও মসীনার কাপড় পরতো এবং প্রতিদিন
জাঁকজমকের সঙ্গে আমোদ প্রমোদ করতো।
২০ তার ফটক-দ্বারে লাসার নামে এক জন
ভিখারীকে রাখা হয়েছিল, ২১ তার শরীর ঘায়ে
ভরা ছিল এবং সে সেই ধনবানের টেবিল থেকে
পড়ে যাওয়া গুঁড়াগাঁড়া খেয়ে পেট ভরাতে চাইত;
আবার কুকুরেরাও এসে তার ঘা চেটে দিত।
২২ কালক্রমে ঐ ভিখারী মারা গেল, আর
ফেরেশতারা তাকে নিয়ে ইব্রাহিমের কোলে
বসালেন। ২৩ পরে সেই ধনবানও মারা গেল
এবং তাকে দাফন করা হল। আর পাতালে,
যাতনার মধ্যে, সে চোখ তুলে দূর থেকে
ইব্রাহিমকে এবং তাঁর কোলে লাসারকে দেখতে
পেল। ২৪ তাতে সে চিৎকার বললো, পিতা
ইব্রাহিম, আমার প্রতি করুণা করুন, লাসারকে
পাঠিয়ে দিন, যেন সে অঙ্গুলির অগ্রভাগ পানিতে
ডুবিয়ে আমার জিহ্বা শীতল করে, কেননা এই
আগুনের শিখায় আমি যন্ত্রণা পাচ্ছি। ২৫ কিন্তু
ইব্রাহিম বললেন, বৎস স্মরণ কর, তুমি তোমার
জীবন কালে কত সুখভোগ করেছ, আর লাসার

১৬:১০ প্রচুর বিষয়েও বিশ্বস্ত। লূক ১৯:১৭; মথি ২৫:২১ তুলনা করুন। যে পরিমাণ অর্পিত হয়েছে তা দ্বারা বিশ্বস্ততা নিরূপিত হয় না, কিন্তু যে এটি ব্যবহার করে সেই ব্যক্তির চরিত্র দ্বারা নিরূপিত।

১৬:১১ সত্য ধন। সর্বোচ্চ মূল্যবান বস্তু, যা চূড়ান্তভাবে রূহানিক এবং অনন্তকালীন।

১৬:১৩ দুই মালিকের গোলামী। মথি ৬:২৪; ইয়াকুব ৪:৪ দেখুন।

১৬:১৬ ইয়াহিয়া না আসা পর্যন্ত। বাপ্তিস্মদাতা ইয়াহিয়ার পরিচর্যা কাজ, যা ঈসা মসীহের জন্য পথ প্রস্তুত করেছিল, তা ছিল পুরাতন নিয়ম ও ইঞ্জিল শরীফের মধ্যকার বিভক্তকারী রেখা (ইয়ার ৩১:৩১-৩৪; ইবরানী ৮:৬-১২; ১০:১৬-১৭)। **প্রত্যেক জন।** সাধারণ লোকেরা, যারা বেহেশতী রাজ্যে প্রবেশ করতে আগ্রহী; এখানে বদ-রূহ্ বা মানুষের কথা বলা হয় নি। **সবলে সেই রাজ্যে প্রবেশ করছে।** সম্ভবত এখানে সেই তীব্র আকর্ষণের কথা বলা হয়েছে, যার দ্বারা লোকেরা আল্লাহ্‌র রাজ্যের সুসমাচারে সাড়া দিচ্ছিল। অগণিত লোক ঈসা মসীহের কথা শুনতে আসছিল এবং তাঁর বার্তা গ্রহণ করতে আসছিল (মথি ১১:১২)।

১৬:১৭ এক বিন্দু পড়ে যাওয়ার চেয়ে। ঈসা মসীহের পরিচর্যা কাজ (যা নতুন নিয়মের যুগের প্রতিনিধিত্ব করে) শরীয়তের পরিপূর্ণতা সাধন করেছিল (যা পুরাতন নিয়মের যুগের প্রতিনিধিত্ব করে) এবং তা হয়েছিল সম্ভাব্য সব ধরনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারে যথার্থ (২১:৩৩)। মথি ৫:১৭-১৮ আয়াতের নোট দেখুন।

১৬:১৮ নিজের স্ত্রীকে তালাক দিয়ে। মথি ৫:৩১-৩২; ১৯:৯; মার্ক ১০:১১-১২; ১ করি ৭:১০-১১ দেখুন। ঈসা মসীহ্ এখানে শরীয়তের ধারাবাহিক কর্তৃত্বকে নিশ্চিত করছেন: জেনা এখনও জেনা, এখনও তা অবৈধ ও গুনাহ্ কাজ। এটি দেখায় যে, তালাক দেয়া প্রসঙ্গে পুরুষের কঠিন হৃদয়ের কারণে এই শরীয়ত প্রণয়ন করা হয়েছিল (মথি ১৯:৯)।

১৬:১৯ বেগুনে কাপড় ও মসীনার কাপড়। দামী পোশাকের বৈশিষ্ট্য।

১৬:২০ লাসার। ঈসা মসীহ্ যাকে মৃত্যু থেকে জীবিত করে তুলেছিলেন সেই লাসার নয় (ইউ ১১:৪৩-৪৪)। যদি এটি কেবলই একটি দৃষ্টান্ত হয়ে থাকে, তাহলে এটিই একমাত্র দৃষ্টান্ত যেখানে ঈসা কোন একটি চরিত্রের নাম দিয়েছেন।

১৬:২১ ঘায়ে ভরা ছিল। মূল গ্রীক শব্দটি একটি চিকিৎসাশাস্ত্রীয় পরিভাষা, যা কেবল এখানেই দেখা যায়।

১৬:২২ ইব্রাহিমের কোলে। 'ইব্রাহিমের কোল' বলতে অনুগ্রহের স্থান বোঝায়, যাতে ধার্মিক মৃত ব্যক্তি তার ভবিষ্যতে সাফল্য লাভের অপেক্ষায় রয়েছে। এর পরম সুখ হচ্ছে অনুগ্রহের গুণ, যা ইব্রাহিমের মত লোকদের জন্য সংরক্ষিত আছে।

১৬:২৩ পাতালে। গ্রীক *হেডিস*; এটি এমন একটি স্থান যেখানে দুষ্ট মৃতরা চূড়ান্ত বিচার না পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষায় থাকে। ধনী লোকটির দুর্দশা থেকে এখানকার যন্ত্রণা সম্পর্কে প্রমাণ মেলে। পাতালের দুর্দশা দোজখের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে (আগুন, প্রকা ২০:১০; যন্ত্রণা, প্রকা ১৪:১১; পৃথকীকরণ মথি ৮:১২)।

BACIB International Bible CHURCH

তেমনি কষ্ট ভোগ করেছে; এখন সে এই স্থানে
সান্ত্বনা পাচ্ছে। [২৬] আর তাছাড়া আমাদের ও
তোমাদের মধ্যে বড় একটি ফাঁকা স্থান রয়েছে,
যেন এই স্থান থেকে যারা তোমাদের কাছে যেতে
চায়, তারা না পারে, আবার ঐ স্থান থেকে
আমাদের কাছে কেউ পার হয়ে আসতে না
পারে। [২৭] তখন সে বললো, আমি আপনাকে
অনুরোধ করি, পিতা, আমার পিতার বাড়িতে
লাসারকে পাঠিয়ে দিন; [২৮] কেননা আমার পাঁচটি
ভাই আছে; সে গিয়ে তাদের কাছে সাক্ষ্য দিক;
যেন তারাও এই যাতনা-স্থানে না আসে। [২৯] কিন্তু
ইব্রাহিম বললেন, তাদের কাছে মূসার শরীয়ত ও
নবীদের কিতাব রয়েছে; তাঁদেরই কথায় তারা
মনোযোগ দিক। [৩০] তখন সে বললো, তা নয়,
পিতা ইব্রাহিম, বরং মৃতদের মধ্য থেকে যদি
কেউ তাদের কাছে যায়, তা হলে তারা মন
ফিরাবে। [৩১] কিন্তু তিনি বললেন, তারা যদি মূসার
শরীয়ত ও নবীদের কিতাবের কথা না শুনে, তবে
মৃতদের মধ্য থেকে কেউ উঠলেও তারা মন
ফিরাবে না।

মাফ করার বিষয়ে উপদেশ

১৭ [১] ঈসা তাঁর সাহাবীদেরকে আরও
বললেন, গুনাহের পথে নিয়ে যাবার
জন্য উসকানি উপস্থিত হবে না এমন হতে পারে
না; কিন্তু ধিক্‌ তাকে, যার দ্বারা উসকানি
উপস্থিত হবে! [২] যে এই ক্ষুদ্রদের মধ্যে এক
জনের সম্মুখে এমন কোন বাধা স্থাপন করে
যাতে সে উচোট খায়, তবে তাকে বরং গলায়
যাঁতা বেঁধে সাগরে ফেলে দেওয়া তার পক্ষে
ভাল। তোমরা তোমাদের নিজেদের বিষয়ে
সাবধান থাক। [৩] তোমার ভাই যদি গুনাহ্‌ করে,
তাকে অনুযোগ করো; আর সে যদি তওবা করে,
তাকে মাফ করো। [৪] আর যদি সে এক দিনের
মধ্যে সাত বার তোমার বিরুদ্ধে গুনাহ্‌ করে,
আর সাত বার তোমার কাছে ফিরে এসে বলে,
অনুতাপ করলাম, তবে তাকে মাফ করো।
[৫] আর প্রেরিতেরা প্রভুকে বললেন, আমাদের
ঈমান বাড়িয়ে দিন। [৬] প্রভু বললেন, একটি
সর্ষেদানার মত ঈমান যদি তোমাদের থাকে,
তবে 'তুমি সমূলে উপড়ে গিয়ে সাগরে রোপিত
হও' এই কথা তুঁত গাছটিকে বললে গাছটি
তোমাদের কথা মানবে।
[৭] আর তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যার
গোলাম হাল বেয়ে কিংবা ভেড়া চরিয়ে ক্ষেত
থেকে ভিতরে আসলে সে তাকে বলবে, 'তুমি
এখনই এসে খেতে বস'? [৮] বরং তাকে কি
বলবে না, 'আমি কি খাব, তার আয়োজন কর
এবং আমি যতক্ষণ ভোজন পান করি, ততক্ষণ

৬:২১,২৪,২৫।
[১৬:২৯] লূক ২৪,২৭,৪৪; ইউ ১:৪৫; ৫:৪৫-৪৭; প্রেরিত ১৫:২১; লূক ৪:১৭; ২৪:২৭; ৪৪; ইউ ১:৪৫।
[১৬:৩০] লূক ৩:৮।
[১৭:১] মথি ৫:২৯; ১৮:৭।
[১৭:২] মার্ক ১০:২৪; লূক ১০:২১; মথি ৫:২৯।
[১৭:৩] মথি ১৮:১৫; ইফি ৪:৩২; কল ৩:১৩।
[১৭:৪] মথি ১৮:২১,২২।
[১৭:৫] মার্ক ৬:৩০; লূক ৭:১৩।
[১৭:৬] মথি ১৩:৩১; ১৭:২০; ২১:২১; লূক ১৩:১৯; মার্ক

অনেকেই ইব্রাহিমের কোল এবং পাতাল সম্পর্কে ঈসা মসীহের বর্ণনাকে রূপক অর্থে ব্যাখ্যা করে থাকেন। দু'ভাবে এর ব্যাখ্যা দেয়া যেতে পারে:

১. মৃত্যু ও মহান আল্লাহ্‌র সিংহাসনের সামনে বিচারের মাঝে নাজাতবিহীন লোকদের অবস্থা (প্রকা ২০:১১-১৫)। লূক ১৬:২৩-২৪ আয়াত দেখায় যে, পাতালে মৃত গুনাহ্‌গারেরা সচেতন অবস্থায় রয়েছে, তারা তাদের ইন্দ্রিয় ও স্মৃতির পূর্ণ ব্যবহার করছে এবং দুর্দশায় রয়েছে। এটি হারানোদের চূড়ান্ত বিচার পর্যন্ত চলবে (২ পিতর ২:৯), যখন সকল নাজাতবিহীন ব্যক্তিকে আগুনের হ্রদে নিক্ষেপ করা হবে (প্রকা ২০:১৩-১৫)।

২. সাধারণ অর্থে, মৃত্যু ও পুনরুত্থানের মাঝে সকল মানবীয় বিদেহী রূহের অবস্থান। এই ব্যাখ্যাটি পুরাতন নিয়মে কোন কোন বিশেষ উপলক্ষে দেখা যায়, কিন্তু ইঞ্জিল শরীফে এর উল্লেখ খুব কম (পয়দা ৩৭:৩৫; ৪২:৩৮; ৪৪:২৯,৩১)। এ ধরনের চিন্তা করা অবশ্যই উচিত নয় যে, মৃত্যুর পরে এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে; কারণ ২৩ আয়াত দেখায় যে, যখন নাজাতবিহীন লোকটি পাতালে ইব্রাহিম ও লাসারকে দেখেছিল, তখন বলা হয়েছিল তারা 'ঐ স্থানে' এবং ২৬ আয়াত বলে যে, দু'টো স্থানের মাঝে বিরাট শূন্যতা রয়েছে, যেন কেউ একটি থেকে অন্যটিতে যেতে না পারে।

১৬:২৮ আমার পাঁচটি ভাই আছে। প্রথম বারের মত ধনী লোকটি অন্যের জন্য চিন্তা করছে।

১৬:২৯ মূসার শরীয়ত ও নবীদের কিতাব। সমগ্র পুরাতন নিয়মের অপর নাম। ধনী লোকটি পাক-কিতাব ও এর শিক্ষায় মনোযোগ দিতে ব্যর্থ হয়েছিল এবং ভয় পেয়েছিল যে, তার ভাইয়েরাও একই রকম করবে।

১৬:৩০ মৃতদের মধ্য থেকে যদি কেউ। গল্পটি এ কথা বোঝায় যে, লাসারকে আশা করা হয়েছিল যেন সে গিয়ে তার ভাইদের সাবধান করে। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তির মন অন্ধ থাকে এবং পাক-কিতাবকে অস্বীকার করে, তাহলে কোন প্রমাণ– এমনকি পুনরুত্থিত হয়ে তার কাছে গেলেও সে পরিবর্তিত হবে না।

১৭:২ যাঁতা। শস্য চূর্ণ করার ভারী পাথর।

এই ক্ষুদ্রদের মধ্যে এক জন। ঈমানে ক্ষুদ্র বা বয়সে ক্ষুদ্র হতে পারে (লূক ১০:২১; মথি ১৮:৬; মার্ক ১০:২৪)।

১৭:৩ তোমার ভাই। মথি ১২:৫০; ১৮:১৫-১৭ দেখুন।

১৭:৪ সাত বার। অর্থাৎ সীমাহীন পরিমাণে ক্ষমা করতে হবে (জবুর ১১৯:১৬৪; মথি ১৮:২১-২২ দেখুন)।

১৭:৫ আমাদের ঈমান বাড়িয়ে দিন। ১-৪ আয়াতের কালাম অনুসারে তারা নিজেদেরকে অযোগ্য বলে অনুভব করল। তারা ঈসা মসীহের শিক্ষা অনুসারে জীবন-যাপন করার জন্য আরও বেশি ঈমান অর্জন করতে চেয়েছিল।

১৭:৬ সরিষা-দানার মত ঈমান। মথি ১৭:২০; মার্ক ১১:২৩ দেখুন; মথি ১৩:৩১-৩২; মার্ক ৪:৩১ আয়াতের নোট দেখুন।

১৭:৭ যার গোলাম। গোলাম যখন তার কর্তব্য পালন করে, সে তার স্বাভাবিক মজুরির চেয়ে অধিক প্রত্যাশা করার অধিকার রাখে না; এতে তার এমন কিছুই নেই যাতে সে গর্ব করতে পারে। এই দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়ে তিনি সকলের উদ্দেশ্যে আবশ্যকীয় এক পাঠ শিক্ষা দিচ্ছেন যে, যারা আল্লাহ্‌র রাজ্যের জন্য পরিচর্যা কাজ করে, তারা যেন তাদের ঈমানের জন্য

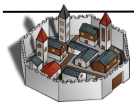

জেরিকো

জেরিকো নামের অর্থ হল *সুগন্ধি স্থান*। জর্ডানের সমভূমিতে অবস্থিত একটি সুরক্ষিত শহর, এর সামনে দিয়ে বনি-ইসরাইলরা জর্ডান নদী পার হয়, ইউসা ৩:১৬। শহরটি *"আইন-আস-সুলতান"* বা "আল-ইয়াসার ঝর্ণার" কাছে এবং জর্ডান থেকে প্রায় ৫ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত, ২ বাদশাহ্ ২:১৯-২২। এটি ছিল জর্ডান উপত্যকায় পশ্চিম প্যালেষ্টাইনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শহর এবং কেনান দেশের সবচেয়ে শক্তিশালী দুর্গ শহর, শুমারী ২২:১; ৩৪:১৫। বনি-ইসরাইলরা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে এই শহর দখল করে, ইউসা ৬ অধ্যায়। এটি ছিল "অভিশপ্ত" শহর, ইবরানী সমাজের সর্বাধিক ঘৃণিত এবং মাবুদের কাছে বর্জিত ব্যক্তি বা বস্তু ছিল এই শহরে। সে কারণে এ শহরের সকল অধিবাসী এবং সমস্ত বস্তু ধ্বংস করে ফেলা হয়, ইউসা ৬:১৭; লেবীয় ২৭:২৮,২৯; দ্বি.বি. ১৩:১৬। শুধুমাত্র রূপা, সোনা, পিতল এবং লোহার পাত্রগুলো সংরক্ষণ করে ইয়াহ্‌ওয়েহ্‌র গৃহের ভাণ্ডারে রাখা হয়, ইউসা ৬:২৪; শুমারী ৩১:২২,২৩,৫০-৫৪। গুপ্তচরদের ওয়াদা অনুসারে শুধুমাত্র রাহব এবং তার পিতার পরিবারস্থ সকল ব্যক্তি এবং বস্তুকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা হয়, ইউসা ২:১৪। আদোনী-সিদ্দিক একটি পোড়ামাটির ফলকে লিখে মিসরের বাদশাহ্‌কে জানান যে, *"আবিরি"* অর্থাৎ ইবরানীরা জয় লাভ করেছে এবং জেরিকোর দুর্গগুলো দখল করে বাদশাহ্‌র ভূমি সকল লুট করছে। সম্ভবত এ ঘটনার পূর্বেই প্যালেষ্টাইন থেকে মিসরীয় সৈন্য সরিয়ে নেওয়া হয়। শহরটি বিন্‌ইয়ামীন বংশকে দেওয়া হয় এবং কাজীগণের আমলে সেখানে লোকবসতি ছিল, ইউসা ১৮:২১; কাজী ৩:১৩; ২ শামু ১০:৫। হযরত দাউদের সময়ের আগ পর্যন্ত জেরিকোর কথা আর উল্লেখ করা হয়নি, ২ শামু ১০:৫। সরুব্বাবিলের অধীনে যারা বন্দীদশা থেকে ফিরে আসে তাদের মধ্যে "জেরিকোর সন্তানেরা" ছিল, উযা ২:৩৪; নহি ৭:৩৬। হীয়েলের সহযোগিতায় বেথেলীয়রা এটিকে পুনরায় আরও সুরক্ষিত শহর হিসেবে গড়ে তুলতে চেষ্টা করে, ১ বাদশাহ্ ১৬:৩৪। কিন্তু এই পুনর্নির্মাণ কাজের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত হীয়েলের সকল সন্তান একে একে মারা যায়।

ইঞ্জিল শরীফের সময়কালে জেরিকো তার পুরানো অবস্থান থেকে কিছুটা দক্ষিণ-পূর্বে এবং আখোর উপত্যকার প্রবেশ পথের কাছে অবস্থিত ছিল। সে সময় এটি ছিল একটি ধনী এবং সমৃদ্ধশালী শহর। এটি ব্যবসায়িকভাবে গুরুত্বপূর্ণ এবং সমতল ভূমির চারদিকে বিস্তৃত খেজুর গাছের জন্য বিখ্যাত ছিল। আমাদের খোদাবন্দ্ ঈসা মসীহ্ তাঁর শেষ জেরুশালেম যাত্রার সময় এই স্থান দিয়ে যান। এখানে তিনি দু'জন অন্ধ লোককে দৃষ্টি ফিরিয়ে দেন, মথি ২০:২৯-৩৪; মার্ক ১০:৪৬-৫২; সক্কেয় নামে একজন কর-আদায়কারীর গৃহে নাজাত নিয়ে আসেন, লূক ১৯:২-১০।

এর-রিহার একটি ছোট গ্রাম, যা আধুনিক জেরিকোর প্রতিনিধিত্ব করছে, এটি জেরিকো থেকে দুই মাইল পূর্ব দিকে অবস্থিত। ১৮৪০ সালে তুর্কিদের দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে এটি এখন ভগ্ন অবস্থায় আছে। যে উপত্যকার মাঝে প্রাচীন শহরটির অবস্থান, তার মাটি অত্যন্ত উর্বর, সেখানে সেচের জন্য পর্যাপ্ত পানি আছে এবং অসংখ্য পুরানো পানি প্রবাহের নালা আছে যা এখনো প্রায় নিঁখুত। তা সত্ত্বেও এখানকার সমস্ত সমভূমি পতিত এবং জনমানব শূন্য, কারণ জেরিকোর জলবায়ু অত্যন্ত গরম এবং অস্বাস্থ্যকর। এর কারণ হচ্ছে সমভূমিটি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে অনেক নিচে, প্রায় ১২০০ ফুট নিচে অবস্থিত। তিনটি পৃথক জেরিকোর সন্ধান পাওয়া যায়: হযরত ইউসার জেরিকো, বাদশাহ্ হেরোদের জেরিকো এবং জিহাদের জেরিকো। *এর-রিহা* অর্থাৎ আধুনিক জেরিকো ক্রুসেডের সময় থেকেই বিদ্যমান ছিল।

BACIB International Bible CHURCH

কোমর বেঁধে আমার সেবা কর, তারপর তুমি
ভোজন পান করবে'? ৯ সেই গোলাম হুকুম পালন
করলো বলে সে কি তাকে শুকরিয়া জানাবে?
১০ সেইভাবে সমস্ত হুকুম পালন করলে পর
তোমরাও বলো আমরা অযোগ্য গোলাম, যা
করতে বাধ্য ছিলাম, তা-ই করলাম।

ঈসা মসীহ্ দশ জন কুষ্ঠ রোগীকে সুস্থ করেন

১১ জেরুশালেমে যাবার সময়ে তিনি সামেরিয়া ও
গালীল দেশের মধ্য দিয়ে গমন করলেন।
১২ তিনি কোন গ্রামে প্রবেশ করছেন, এমন সময়ে
দশ জন কুষ্ঠ রোগী তাঁর সম্মুখে পড়লো, তারা
দূরে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলতে লাগল,
১৩ ঈসা, প্রভু, আমাদেরকে করুণা করুন!
১৪ তাদেরকে দেখে তিনি বললেন, যাও,
ইমামদের কাছে গিয়ে নিজেদের দেখাও। যেতে
যেতে তারা পাক-পবিত্র হয়ে গেল। ১৫ তখন
তাদের এক জন নিজেকে সুস্থ দেখে উচ্চরবে
আল্লাহ্‌র গৌরব করতে করতে ফিরে আসল,
১৬ এবং ঈসার পায়ে উবুড় হয়ে পড়ে তাঁকে
শুকরিয়া জানাতে লাগল; সেই ব্যক্তি এক জন
সামেরীয়। ১৭ জবাবে ঈসা বললেন, দশ জন কি
পাক-পবিত্র হয় নি? তবে সেই নয় জন কোথায়?
১৮ আল্লাহ্‌র গৌরব করার জন্য ফিরে এসেছে,
এই বিদেশী লোকটি ভিন্ন এমন কাউকেও কি
পাওয়া গেল না? ১৯ পরে তিনি তাকে বললেন,
উঠে চলে যাও, তোমার ঈমান তোমাকে সুস্থ
করেছে।

আল্লাহ্‌র রাজ্য আসার বিষয়ে শিক্ষা

২০ ফরীশীরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলো, আল্লাহ্‌র
রাজ্য কখন আসবে? জবাবে তিনি তাদেরকে
বললেন, আল্লাহ্‌র রাজ্য জাঁকজমকের সঙ্গে
আসে না; ২১ আর লোকে বলবে না, দেখ, এই
স্থানে! কিংবা ঐ স্থানে! কারণ দেখ, আল্লাহ্‌র
রাজ্য তোমাদের মধ্যেই আছে।
২২ আর তিনি সাহাবীদেরকে বললেন, এমন
সময় আসবে, যখন তোমরা ইবনুল-ইনসানের
সময়ের একটি দিন দেখতে ইচ্ছা করবে, কিন্তু
দেখতে পাবে না। ২৩ তখন লোকেরা
তোমাদেরকে বলবে, দেখ ঐ স্থানে! দেখ, এই
স্থানে! যেও না, তাদের পিছনে যেও না।
২৪ কেননা বিদ্যুৎ যেমন আসমানের নিচে এক
দিক থেকে চমকালে আসমানের নিচে অন্যদিক
পর্যন্ত আলোকিত হয়, ইবনুল-ইনসান তাঁর দিনে
ঠিক তেমনি হবেন। ২৫ কিন্তু প্রথমে তাঁকে
অনেক দুঃখ-ভোগ করতে এবং এই কালের
লোকদের কাছে অগ্রাহ্য হতে হবে। ২৬ আর

৯:২৩। [১৭:৮] লূক ১২:৩৭। [১৭:১০] ১করি ৯:১৬। [১৭:১১] লূক ৯:৫১; ৯:৫১,৫২; ইউ ৪:৩,৪। [১৭:১২] মথি ৮:২; লেবীয় ১৩:৪৫,৪৬। [১৭:১৩] লূক ৫:৫। [১৭:১৪] মথি ৮:৪; লেবীয় ১৪:২। [১৭:১৫] মথি ৯:৮। [১৭:১৬] মথি ১০:৫। [১৭:১৯] মথি ৯:২২। [১৭:২০] মথি ৩:২। [১৭:২১] আঃ ২৩। [১৭:২২] মথি ৮:২০; লূক ৫:৩৫। [১৭:২৩] মথি ২৪:২৩; লূক ২১:৮। [১৭:২৪] মথি ২৪:২৭। [১৭:২৫] মথি ১৬:২১; লূক ৯:২২;

গর্বিত হওয়ার প্রলোভনে না পড়ে (১ থিষ ১:৩)।

১৭:১২ কুষ্ঠ রোগী। লেবীয় ১৩:২ আয়াতে উল্লিখিত 'কুষ্ঠরোগ' -এর মূল হিব্রু শব্দের অর্থ 'চর্মরোগ'। এসব রোগে দৃশ্যনীয় খুঁত দেখা যেত, যা অপবিত্রতার প্রতীক হিসেবে গণ্য হত– যেমন 'কলঙ্ক' (লেবীয় ১৩:৪৭-৫৯; দ্বি.বি. ২৪:৮-৯)। এর লক্ষণ দ্রুত বদলায় (লেবীয় ১৩:৬,২৬-২৭,৩২-৩৭), যা সত্যিকার অর্থে কুষ্ঠ নয় বলে প্রতীয়মান হয়। এরূপ আনুষ্ঠানিক অপবিত্র ব্যক্তিকে ছাউনির বাইরে অর্থাৎ আবাস-তাঁবু ও চারপাশের এলাকা থেকে দূরে রাখা হত। এর সূত্র ধরে পরবর্তীতে কোন অপবিত্র ব্যক্তিকে এবাদতখানার এলাকায় প্রবেশ করতে দেয়া হত না, যেখানে সে অন্যের সঙ্গে মিশতে পারে। আল্লাহ্‌র উপস্থিতি কেবল আবাস-তাঁবুতেই থাকত না, সেই সাথে তাঁর উপস্থিতি পুরো ইসরাইল শিবিরেও অবস্থান করত (শুমারী ৫:৩; দ্বি.বি. ২৩:১৪); তাই অপবিত্র লোকদের শিবিরে থাকা উচিত নয় বলে মনে করা হত (শুমারী ৫:১-৪; ১২:১৪-১৫; ৩১:১৯-২৪; লেবীয় ১০:৪-৫; শুমারী ১৫:৩৫-৩৬; ২ বাদশাহ্ ৭:৩-৪; ২ খান্দান ২৬:২১)। আল্লাহ্‌র উপস্থিতির কাছ থেকে তাদেরকে পৃথক করে দেওয়ার কারণে তারা নিজেদের কাপড় ছিঁড়ে ও চুল এলোমেলো রেখে তাদের মুখ আংশিক ঢেকে রাখতো এবং তাদের দুঃখ প্রকাশ করতো (লেবীয় ১৩:৪৫)।

১৭:১৪ ইমামদের কাছে গিয়ে নিজেদের দেখাও। রোগ থেকে আরোগ্য লাভের পর সুস্থতা স্বীকৃতি লাভের স্বাভাবিক রীতি (লেবীয় ১৩:২-৩; ১৪:২-৩২)।

১৭:১৬ সামেরীয়। ১০:৩১-৩৩ আয়াতের নোট দেখুন। সচরাচর ইহুদীরা সামেরীয়দের সাথে মেলামেশা করতো না (ইউ ৪:৯), কিন্তু কুষ্ঠ রোগের কারণে রোগীদের মধ্যে এই সামাজিক বাধা ভেঙ্গে গিয়েছিল (লেবীয় ১৩:২,৪,৪৫-৪৬; ২২:৪; শুমারী ৫:২)।

১৭:১৯ তোমার ঈমান তোমাকে সুস্থ করেছে। মথি ৯:২২ দেখুন। এই অংশটিকে "তোমার ঈমান তোমাকে নাজাত দিয়েছে"– এভাবেও বলা যেতে পারে (৭:৫০)। একমাত্র সামেরীয় লোকটি ঈসা মসীহ্‌কে ধন্যবাদ দিতে ফিরে আসলো– এই সত্যতা নির্দেশ করতে পারে যে, দশ জনই দৈহিক সুস্থতা লাভ করেছিল, কিন্তু সে একা দৈহিক সুস্থতার পাশাপাশি নাজাতও পেয়েছিল (৭:৫০; ৮:৪৮,৫০)।

১৭:২১ আল্লাহ্‌র রাজ্য তোমাদের মধ্যেই আছে। ঈসা মসীহের কথা অনুসারে বর্তমান আল্লাহ্‌র রাজ্যটি রূহানিক, জাগতিক বা রাজনৈতিক নয়। আল্লাহ্‌র রাজ্য জাঁকজমকের সঙ্গে আসে না (২০ আয়াত) অর্থাৎ এটি পার্থিব কোন রাজনৈতিক ক্ষমতা নিয়ে আসে না। বরং এটি তাঁর লোকদের মধ্যে, তাদের হৃদয়ের মধ্যে থাকে, যারা ধার্মিকতা, শান্তি ও পাক-রূহে আনন্দ করে (রোমীয় ১৪:১৭)। আল্লাহ্‌র লোকেরা পাক-রূহের দ্বারা গুনাহের, রোগ-ব্যাধির ও শয়তানের শক্তিকে পরাজিত করে এর প্রকাশ ঘটায়, জাতিগণের শাসনকর্তাদের জয় করে নয়।

১৭:২২ দেখতে ইচ্ছা করবে। কষ্টের সময়ে ঈমানদাররা সেই দিনটিকে চাইবেন, যখন ঈসা মসীহ্ তাঁর আপন মহিমায় ফিরে আসবেন এবং তাঁর লোকদেরকে তাদের দুর্দশা থেকে মুক্ত করবেন।

১৭:২৩ যেও না, তাদের পিছনে যেও না। মসীহের দ্বিতীয় আগমনের জন্য অপেক্ষা করতে গিয়ে তোমাদের স্বাভাবিক কাজকর্ম থেকে দূরে সরে যেও না।

১৭:২৪ বিদ্যুৎ . . চমকালে। তাঁর আগমন হবে আকস্মিক, অপ্রত্যাশিত ও সবার দৃষ্টিগোচরে (১২:৪০)।

১৭:২৫ তাঁকে অনেক দুঃখভোগ ... অগ্রাহ্য হতে হবে। ঈসা মসীহ্ বার বার তাঁর আসন্ন মৃত্যুর বিষয়ে আগাম বলছেন

নূহের সময়ে যেমন হয়েছিল, ইবনুল-ইনসানের
সময়েও তেমনি হবে। ২৭ লোকে ভোজন পান
করতো, বিয়ে করতো, বিবাহিতা হত, যে পর্যন্ত
না নূহ্ জাহাজে প্রবেশ করলেন, আর বন্যা এসে
সকলকে বিনষ্ট করলো। ২৮ আবার লূতের সময়ে
যেমন হয়েছিল– লোকে ভোজন পান, ক্রয়-
বিক্রয়, গাছ লাগানো ও বাড়ি-ঘর নির্মাণ করতো;
২৯ কিন্তু যেদিন লূত সাদুম থেকে বের হলেন,
সেদিন আসমান থেকে আগুন ও গন্ধক বর্ষিয়ে
সকলকে বিনষ্ট করলো– ৩০ ইবনুল-ইনসান
যেদিন প্রকাশিত হবেন, সেই দিনেও ঠিক তেমনি
হবে। ৩১ সেদিন যে কেউ ছাদের উপরে থাকবে,
আর তার জিনিসপত্র ঘরে থাকবে, সে তা নেবার
জন্য নিচে না নামুক; আর তেমনি যে কেউ
ক্ষেতে থাকবে, সেও পিছনে ফিরে না আসুক।
৩২ লূতের স্ত্রীকে স্মরণ করো। ৩৩ যে কেউ আপন
প্রাণ লাভ করতে চেষ্টা করে, সে তা হারাবে;
আর যে কেউ প্রাণ হারায়, সে তা বাঁচাবে।
৩৪ আমি তোমাদেরকে বলছি, সেই রাতে দু'জন
এক বিছানায় থাকবে, তাদের এক জনকে নেওয়া
যাবে এবং অন্য জনকে ছেড়ে যাওয়া হবে।
৩৫ দু'জন স্ত্রীলোক একত্রে যাঁতা পিষবে; তাদের
এক জনকে নেওয়া যাবে এবং অন্য জনকে ছেড়ে
যাওয়া হবে। ৩৬ তখন তাঁরা জবাবে তাঁকে
বললেন, হে প্রভু, কোথায়? ৩৭ তিনি তাঁদেরকে
বললেন, যেখানে লাশ, সেখানেই শকুন জুটবে।

১৮:৩২; ২১:৩২; মার্ক ১৩:৩০। [১৭:২৬] পয়দা ৬:৫-৮; ৭:৬-২৪। [১৭:২৮] পয়দা ১৯:১-২৮। [১৭:৩০] মথি ১০:২৩; ১করি ১:৭; ১থিষ ২:১৯; ২থিষ ১:৭; ২:৮; ২পিতর ৩:৪; প্রকা ১:৭। [১৭:৩১] মথি ২৪:১৭,১৮। [১৭:৩২] পয়দা ১৯:২৬। [১৭:৩৩] ইউ ১২:২৫। [১৭:৩৫] মথি ২৪:৪১। [১৭:৩৭] মথি ২৪:২৮। [১৮:১] ইশা ৪০:৩১; লূক ১১:৫-৮; প্রেরিত ১:১৪; কল ৪:২। [১৮:৩] ইশা ১:১৭। [১৮:৫] লূক ১১:৮। [১৮:৬] লূক ৭:১৩। [১৮:৭] হিজ ২২:২৩; প্রকা ৬:১০। [১৮:৮] মথি ৮:২০।

মুনাজাতের বিষয়ে শিক্ষা

১৮ ১ নিরুৎসাহিত না হয়ে তাঁদের সব
সময়ই যে মুনাজাত করা উচিত, এই
বিষয়ে তিনি সাহাবীদের কাছে এই দৃষ্টান্তটি
বললেন, ২ তিনি বললেন, কোন নগরে এক জন
বিচারকর্তা ছিল, সে আল্লাহ্‌কে ভয় করতো না,
মানুষকেও মানতো না। ৩ আর সেই নগরে এক
বিধবা ছিল, সে তার কাছে এসে বলতো,
অন্যায়ের প্রতিকার করে আমার বিপক্ষের হাত
থেকে আমাকে উদ্ধার করুন! ৪ বিচারকর্তা
কিছুকাল পর্যন্ত সম্মত হল না; কিন্তু পরে মনে
মনে বললো, যদিও আমি আল্লাহ্‌কে ভয় করি
না, মানুষকেও মানি না, ৫ তবুও এই বিধবা
আমাকে কষ্ট দিচ্ছে, এজন্য অন্যায় থেকে একে
উদ্ধার করবো। তা নাহলে সে সব সময় এসে
আমাকে জ্বালাতন করবে। ৬ পরে প্রভু বললেন,
শোন, ঐ অধার্মিক বিচারকর্তা কি বলে। ৭ তবে
যারা দিনরাত আল্লাহ্‌র কাছে কান্নাকাটি করে,
আল্লাহ্ কি তাঁর সেই মনোনীতদের পক্ষে
অন্যায়ের প্রতিকার করবেন না, যদিও তিনি
তাঁদের বিষয়ে ধৈর্য ধরে আছেন? ৮ আমি
তোমাদেরকে বলছি, তিনি শীঘ্রই তাদের পক্ষে
অন্যায়ের প্রতিকার করবেন। কিন্তু ইবনুল-
ইনসান যখন আসবেন, তখন কি দুনিয়াতে
ঈমান দেখতে পাবেন?

(৫:৩৫; ৯:২২,৪৩-৪৫; ১২:৫০; ১৩:৩২-৩৩; ২৪:৭; মথি ১৬:২১), যা তাঁর মহিমান্বিত প্রত্যাবর্তনের পূর্বে ঘটবে।

১৭:২৮ লূতের সময়ে। পয়দা ১৮:১৬-১৯:২৮।

১৭:৩০ ইবনুল-ইনসান যে দিন প্রকাশিত হবেন। ঈসা মসীহ্ তাঁর দ্বিতীয় আগমনের মধ্য দিয়ে সকলের দৃষ্টিগোচর হবেন (১ করি ১:৭; ২ থিষ ১:৭; ১ পিতর ১:৭,১৩; ৪:১৩)।

১৭:৩১ ছাদের উপরে। ইহুদীরা তাদের ঘরের সমতল ছাদের উপরে বিশ্রাম নিত। যখন চূড়ান্ত সময় আসবে, তখন কেউ যেন ঘরের ভিতরে গিয়ে কোন জিনিস নিয়ে আসার চিন্তা না করে। মথি ও মার্ক জেরুশালেমের পতনের সময় একই রকম পলায়নের কথা উল্লেখ করেছেন এবং পরোক্ষভাবে তাঁরা শেষ সময়ের কথা বুঝিয়েছেন (মথি ২৪:১৭-১৮; মার্ক ১৩:১৫), কিন্তু এখানে পরিষ্কারভাবে ঈসা মসীহের প্রত্যাবর্তনকে বোঝানো হয়েছে (আয়াত ৩০; ২১:২১)।

১৭:৩৩ যে কেউ প্রাণ হারায়, সে তা বাঁচাবে। ৯:২৪ আয়াতের নোট দেখুন (মথি ১০:৩৯ আয়াতের সাথে তুলনা করুন)।

১৭:৩৫ নেওয়া যাবে। 'ধ্বংস থেকে' বা 'বেহেশতী-রাজ্যে নেওয়া' বোঝাতে পারে। স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে, যে কোন পরিস্থিতিতে দু'জন ব্যক্তি জীবনে যত ঘনিষ্ঠই হোক না কেন, তাদের অনন্তকালীন গন্তব্য একই হবে কি না সে ব্যাপারে কোন নিশ্চয়তা নেই। একজন শাস্তি পেতে পারে, অন্যজন নাজাত পেতে পারে। একজন পুরস্কার ও অন্যজন দোয়া পেতে পারে।

১৭:৩৭ যেখানে লাশ, সেখানেই শকুন জুটবে। একটি প্রবাদ; মথি ২৪:২৮ আয়াতের নোট দেখুন। সাহাবীদের প্রশ্নের উত্তরে ঈসা মসীহ্ ব্যাখ্যা করছেন যে, এসব ঘটনা সেখানেই ঘটবে যেখানে ঘটনাটির জন্য উপযুক্ত মানুষ রয়েছে।

১৮:২ মানুষকেও মানতো না। সে এমন একজন ব্যক্তি ছিল যে অন্যান্যদের অভাব সম্পর্কে বা তার ব্যাপারে তাদের মতামত সম্পর্কে চিন্তা করতো না।

১৮:৩ এক বিধাব। অত্যন্ত সহায়হীন ও মর্মাহত এক নারী, কারণ তার পক্ষে কথা বলার মত কেউ ছিল না; কেবল ন্যায়বিচার ও তার নিজের অটল ও দৃঢ় অবস্থান তার অনুকূলে ছিল।

১৮:৭ যারা দিনরাত আল্লাহ্‌র কাছে কান্নাকাটি করে। আল্লাহ্ মনোনীতদের প্রতি তাঁর সমর্থন দান করতে দেরি করবেন না, যদি তাদের আবেদন ন্যায্য হয়ে থাকে। তিনি অধার্মিক বিচারকের মত নন, যাকে ক্রমাগত বিরক্ত করতে হবে যতক্ষণ না তিনি ক্লান্ত হন ও মনোযোগ দেন।

আল্লাহ্ কি ... প্রতিকার করবেন না?। একজন অযোগ্য বিচারক, যে ন্যায় বা অন্যায়ের কোন বাধা অনুভব করে না, তাকে সহায়হীন কোন ব্যক্তি নাছোড়বান্দার মত ধরলে সে যদি ন্যায়বিচার করতে বাধ্য হয়, তাহলে আল্লাহ্ কত না সহজে আমাদের মুনাজাতের উত্তর দেবেন!

১৮:৮ তখন ... দেখতে পাবেন? এই ঈমান এমন, যা মুনাজাত ও আনুগত্যের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা যায় (মথি ২৪:১২-১৩)। মসীহ্ এমন এক সময়ের কথা বলেন যা তাঁর দ্বিতীয় আগমনের দিকে আলোকপাত করে। রূহানিক বিচ্যুতি ও তাড়নার সময়ের কথা এখানে বলা হচ্ছে, যখন এই বিধবার মত করে প্রচণ্ড

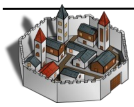

জেরুশালেম

জেরুশালেম শহরটি শালেম, অরীয়েল এবং যিবূষ নামে পরিচিত শহর, যাকে আল্লাহ্‌র শহর ও পবিত্র শহরও বলা হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে নামটির অর্থ "শান্তির শোভাযাত্রা' বা "শান্তির ভিত্তি"। এই দ্বৈত রূপ সম্ভবত সেই দুই পর্বতকে নির্দেশ করে যার উপরে এই শহরটি অবস্থিত, অর্থাৎ সিয়োন এবং মোরিয়া। কারো কারো মতে শহরটির দুইটি অংশ: উপরের শহর এবং নিচের শহর। জেরুশালেম একটি সুরক্ষিত পাহাড়ী শহর। এটি প্যালেষ্টাইনের সর্বোচ্চ সমতলভূমির প্রান্তে অবস্থিত এবং দক্ষিণ-পূর্ব, দক্ষিণ এবং পশ্চিম দিকে গভীর এবং অত্যন্ত খাড়া সঙ্কীর্ণ উপত্যকা দ্বারা পরিবেষ্টিত। কিতাবুল মোকাদ্দসে প্রথমে একে 'শালেম' নামে উল্লেখ করা হয়েছে, পয়দা ১৪:১৮; জবুর ৭৬:২। যখন একে প্রথম জেরুশালেম হিসেবে উল্লেখ করা হয় তখন জেরুশালেমের বাদশাহ্‌ ছিলেন অদোনী-সিদ্দিক, ইউসা ১০:১। হযরত ইউসার মৃত্যুর পরে এই শহরটি দখল হয়ে যায় এবং এহুদার লোকেরা এটিকে আগুনে পুড়িয়ে দেয়, কাজী ১: ১-৮; কিন্তু যিবূষীয়রা এখান থেকে সম্পূর্ণভাবে বিতাড়িত হয়নি। হযরত দাউদ জালুতের মাথা জেরুশালেমে নিয়ে আসার আগ পর্যন্ত এই শহরের কথা আর উল্লেখ করা হয় নি, ১ শামু ১৭:৫৪। হযরত দাউদ পরবর্তীতে জেরুশালেমের প্রাচীরের ভিতরে বসবাসরত অবশিষ্ট যিবূষীয়দের বিরুদ্ধে তাঁর সৈন্যদলের নেতৃত্ব দেন এবং তাদেরকে বিতাড়িত করেন, সিয়োনে তাঁর নিজের বাসস্থানের ব্যবস্থা করে তিনি এর নাম দেন "দাউদ শহর," ২ শামু ৫:৫-৯; ১ খান্দান ১১:৪-৮।

হযরত দাউদের মৃত্যুর পর হযরত সোলায়মান সেই বায়তুল-মোকাদ্দস নির্মাণ করলেন, যা মোরিয়া পর্বতে আল্লাহ্‌র নামে নির্মিত গৃহ (খ্রীষ্টপূর্ব ১০১০)। তিনি সেই শহর অত্যন্ত সুরক্ষিত করে সাজান এবং এটি বনি-ইসরাইলের সমস্ত সামাজিক এবং ধর্মীয় কার্যক্রমের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। পরবর্তীতে এটি প্রায়ই মিসরীয়, আশেরীয় এবং ইসরাইলের বাদশাহ্‌দের দ্বারা বেদখল হয়। শেষ পর্যন্ত বনি-ইসরাইলের ভীষণ গুনাহের ফলে ব্যাবিলনের বাদশাহ্‌ বখ্‌তে-নাসার শহরটি আক্রমণ করে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেন (খ্রীষ্টপূর্ব ৫৮৮)। শহরটি পুনঃস্থাপন করা হয় ৫৩৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে কোরসের প্রথম বছরে, উযা ১:২,৩,৫-১১। উযায়ের এবং নহিমিয়ার কিতাবে সেই শহর এবং বায়তুল-মোকাদ্দসের পুনর্নির্মাণের ইতিহাস বিবৃত হয়েছে।

এর পর অনেক সময় পার হয়ে গেছে। এর মধ্যে শহরটি পারস্যের অধীনে, গ্রীক সাম্রাজ্যের অধীনে, ইহুদী শাসনকর্তাদের অধীনে শাসিত হয়। ঈসা মসীহের জন্মের আগে থেকেই রোমান সাম্রাজ্যের অধীনে এটি হেরোদ এবং তাঁর পরিবার কর্তৃক শাসিত হয়। মহান হেরোদ (রাজত্বকাল খ্রী.পূ. ৩৭-৪) বায়তুল মোকাদ্দস এবং এর চারপাশের দেয়াল পুনর্নির্মাণ করেছিলেন, তৈরি করেছিলেন রঙ্গমঞ্চ, রাজপ্রাসাদ, দুর্গ ও একটি *হিপ্পোড্রোম* (স্টেডিয়াম) ঘোড়া ও রথের দৌড় প্রতিযোগিতার জন্য। তিনি নগরটিতে স্থাপত্যকলার উৎকর্ষতা সাধন করেছিলেন এবং এতে রোমান কৃষ্টির প্রকাশ ঘটেছিল।

প্রকৃতপক্ষে ৭০ খ্রীষ্টাব্দে জেরুশালেমের পতনের পূর্ব পর্যন্ত এটি রোমের অধীনে ছিল এবং এরপর ঈসা মসীহের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে সেই শহরটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। পরবর্তীতে মধ্যযুগে সেই প্রাচীন শহরের ধ্বংসাবশেষের উপর আধুনিক জেরুশালেম শহর নির্মিত হয়।

ফরীশী ও খাজনা-আদায়কারীর দৃষ্টান্ত

৯ যারা নিজেদের উপরে বিশ্বাস রাখতো, মনে
করতো যে, তারাই ধার্মিক এবং অন্য সকলকে
হেয় জ্ঞান করতো, এমন কয়েক জনকে তিনি এই
দৃষ্টান্তটি বললেন। ১০ দুই ব্যক্তি মুনাজাত করার
জন্য বায়তুল-মোকাদ্দসে গেল; এক জন ফরীশী
আর এক জন কর-আদায়কারী। ১১ ফরীশী
দাঁড়িয়ে নিজে নিজে এরকম মুনাজাত করলো, হে
আল্লাহ্‌, আমি তোমাকে শুকরিয়া জানাই যে,
আমি অন্য সব লোকের মত জুলুমবাজ,
অন্যায়কারী ও জেনাকারী নই কিংবা ঐ কর-
আদায়কারীর মতও নই; ১২ আমি সপ্তাহের মধ্যে
দুই বার রোজা রাখি, সমস্ত আয়ের দশ ভাগের
এক ভাগ দান করি। ১৩ কিন্তু কর-আদায়কারী
দূরে দাঁড়িয়ে বেহেশতের দিকে চোখ তুলতেও
সাহস পেল না, বরং সে বুকে করাঘাত করতে
করতে বললো, হে আল্লাহ্‌, আমার প্রতি, এই
গুনাহ্‌গারের প্রতি রহম কর। ১৪ আমি
তোমাদেরকে বলছি, এই ব্যক্তি ধার্মিক গণিত
হয়ে নিজের বাড়িতে নেমে গেল, ঐ ব্যক্তি নয়;
কেননা যে কেউ নিজেকে উঁচু করে, তাকে নত
করা যাবে; কিন্তু যে নিজেকে নত করে, তাকে
উঁচু করা যাবে।

ঈসা মসীহ্‌ ছেলেমেয়েদের দোয়া করেন

১৫ আর লোকেরা তাঁদের ছোট শিশুদেরকেও
তাঁর কাছে আনলো, যেন তিনি তাদেরকে স্পর্শ
করেন। সাহাবীরা তা দেখে তাদেরকে ভর্ৎসনা
করতে লাগলেন। ১৬ কিন্তু ঈসা তাদেরকে কাছে
ডাকলেন, বললেন, শিশুদেরকে আমার কাছে
আসতে দাও, বারণ করো না, কেননা আল্লাহ্‌র
রাজ্য এদের মত লোকদেরই। ১৭ আমি
তোমাদেরকে সত্যি বলছি, যে কেউ শিশুর মত
হয়ে আল্লাহ্‌র রাজ্য গ্রহণ না করে, সে কোন
মতে তাতে প্রবেশ করতে পারবে না।

ধনাসক্তির বিষয়ে শিক্ষা

১৮ এক জন নেতা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলো, হে
সৎ হুজুর, কি করলে আমি অনন্ত জীবনের
অধিকারী হব? ১৯ ঈসা তাকে বললেন, আমাকে
সৎ কেন বলছো? এক জন ছাড়া সৎ আর কেউ
নেই, তিনি আল্লাহ্‌। ২০ তুমি হুকুমগুলো জান,
“জেনা করো না, খুন করো না, চুরি করো না,
মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না, তোমার পিতা-মাতাকে
সমাদর কোরো”। ২১ সে বললো, বাল্যকাল
থেকে এসব পালন করে আসছি। ২২ এই কথা
শুনে ঈসা তাকে বললেন, এখনও একটি বিষয়ে
তোমার ত্রুটি আছে; তোমার যা কিছু আছে
সমস্ত বিক্রি কর, আর দরিদ্রদেরকে বিতরণ কর,
তাতে বেহেশতে ধন পাবে; আর এসো, আমার
পশ্চাৎগামী হও। ২৩ কিন্তু এই কথা শুনে সে
অতিশয় দুঃখিত হল, কারণ সে অতিশয় ধনবান
ছিল। ২৪ তখন তার প্রতি দৃষ্টিপাত করে ঈসা
বললেন, যাদের ধন আছে, তাদের পক্ষে
আল্লাহ্‌র রাজ্যে প্রবেশ করা কেমন দুষ্কর!
২৫ বাস্তবিক আল্লাহ্‌র রাজ্যে ধনবানের প্রবেশ
করার চেয়ে বরং সূচের ছিদ্র দিয়ে উটের প্রবেশ
করা সহজ।
২৬ যারা শুনলো, তারা বললো, তাহলে কে
নাজাত পেতে পারে? ২৭ তিনি বললেন, যা
মানুষের অসাধ্য, তা আল্লাহ্‌র সাধ্য। ২৮ তখন
পিতর বললেন, দেখুন, আমাদের নিজেদের
সবকিছু পরিত্যাগ করে আপনার অনুসারী
হয়েছি।
২৯ তিনি তাঁদেরকে বললেন, আমি তোমাদেরকে

[১৮:৯] লূক ১৬:১৫; ইশা ৬৫:৫।
[১৮:১০] প্রেরিত ৩:১।
[১৮:১১] মথি ৬:৫; মার্ক ১১:২৫।
[১৮:১২] ইশা ৫৮:৩;
[১৮:১৩] ইশা ৬৬:২; ইয়ার ৩১:১৯; লূক ২৩:৪৮; ১তীম ১:১৫।
[১৮:১৪] মথি ২৩:১২।
[১৮:১৭] মথি ১১:২৫; ১৮:৩।
[১৮:১৮] লূক ১০:২৫।
[১৮:২০] হিজ ২০:১২-১৬; দ্বিঃবিঃ ৫:১৬-২০; রোমীয় ১৩:৯।
[১৮:২২] প্রেরিত ২:৪৫; মথি ৬:২০।
[১৮:২৪] মেসাল ১১:২৮।
[১৮:২৭] মথি ১৯:২৬।
[১৮:২৮] মথি ৪:১৯।

পশ্চাৎধাবন করতে হবে।

১৮:১০ মুনাজাত করার জন্য। সকাল ও বিকেলের কোরবানীর সাথে মুনাজাতের সময়সূচীর সম্পর্ক ছিল। তবে এছাড়া লোকেরা যে কোন সময় ব্যক্তিগত মুনাজাতের জন্য এবাদতখানায় যেতে পারতো।

১৮:১২ সপ্তাহের মধ্যে দুই বার রোজা রাখি। কাফ্‌ফারার দিনের রোজা ছাড়া অন্য কোন রোজার কোন আদেশ মূসার শরীয়তে দেয়া হয় নি। ফরীশীরা সোমবার ও বৃহস্পতিবারেও রোজা রাখতো (লূক ৫:৩৩; মথি ৬:১৬; মার্ক ২:১৮; প্রেরিত ২৭:৯)।

সমস্ত আয়ের দশ ভাগের এক ভাগ দান করি। প্রথম শতাব্দীর ফরীশীরা তাদের যা কিছু আছে সবকিছুর দশমাংশ দিত, কেবল তারা যা উপার্জন করতো তার উপর নয়।

১৮:১৩ আমার প্রতি, এই গুনাহ্‌গারের প্রতি রহম কর। এখানে লোকটির কাফ্‌ফারার কথা বোঝানো হচ্ছে (১ ইউ ২:২ আয়াতের নোট দেখুন)। কর-আদায়কারী তার সৎকর্মের পক্ষে বলছে না, কিন্তু তার গুনাহ্‌ ক্ষমা করার জন্য আল্লাহ্‌র দয়ার কথা বলছে। ‘রহম কর’ কথাটি ইঞ্জিল শরীফে বেশ কিছু প্রেক্ষাপটে ব্যবহৃত হয়েছে (হিজ ২৫:১৭,১৮,২১; ইব ৯:৫)।

১৮:১৪ ধার্মিক গণিত হয়ে। আল্লাহ্‌ তাকে ধার্মিক বলে স্বীকার করলেন, অর্থাৎ তার গুনাহ্‌ মাফ করা হয়েছে এবং তাকে ধার্মিক বলে গণ্য করা হয়েছে (আয়াত ৯); কিন্তু তার নিজের গুণে এই ক্ষমা আসে নি, বরং এই ক্ষমা সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা অনুসারে এসেছে।

১৮:১৭ শিশুর মত হয়ে। পরিপূর্ণ ঈমান, আন্তরিকতা ও পূর্ণ নিষ্ঠার সাথে আসে পূর্ণ নির্ভরতা, (মথি ১৮:৩; ১৯:১৪; মার্ক ১০:১৫; ১ পিতর ২:২)।

১৮:১৮ সৎ হুজুর। লোকটির এই সম্বোধনের প্রেক্ষিতে মসীহ্‌ জিজ্ঞেস করলেন যে, সে ‘সৎ’ শব্দটির প্রকৃত অর্থ জানে কি না। লক্ষ্য করুন, মসীহ্‌ তাঁর উপর আরোপিত ‘সৎ’ সম্বোধনটিকে অস্বীকার করেন নি; এখানে বেহেশতী পুত্রত্বের নিগূঢ় রহস্য লুক্কায়িত রয়েছে (মার্ক ১০:১৭-২৭)।

অনন্ত জীবন। মথি ১৯:১৬ আয়াতের নোট দেখুন।

১৮:২০ হুকুমগুলো। সাধারণভাবে দশ হুকুমের কথা বলা হয়েছে।

BACIB International Bible CHURCH

সত্যি বলছি, এমন কেউ নেই, যে আল্লাহ্‌র
রাজ্যের জন্য নিজের বাড়ি বা স্ত্রী বা ভাই-বোন
বা পিতা-মাতা বা সন্তান-সন্ততি ত্যাগ করলে,
৩০ ইহকালে তার বহুগুণ এবং আগামী যুগে অনন্ত
জীবন না পাবে।

তৃতীয়বারের মত মৃত্যু ও পুনরুত্থানের বিষয়ে ঈসা মসীহের ভবিষ্যদ্বাণী

৩১ পরে তিনি সেই বারো জনকে কাছে নিয়ে
তাঁদেরকে বললেন, দেখ, আমরা জেরুশালেমে
যাচ্ছি; আর নবীদের দ্বারা ইবনুল-ইনসানের বিষয়ে
যা যা লেখা হয়েছে, সেসব সিদ্ধ হবে। ৩২ কারণ
তাঁকে অ-ইহুদীদের হাতে ধরিয়ে দেওয়া হবে
এবং লোকেরা তাঁকে বিদ্রূপ করবে, তাঁকে
অপমান করবে, তাঁর গায়ে থুথু দেবে; ৩৩ এবং
কশাঘাত করে তাঁকে হত্যা করবে; পরে তৃতীয়
দিনে তিনি পুনরায় উঠবেন।
৩৪ সাহাবীরা কিন্তু এই সমস্ত বিষয়ের কিছুই
বুঝতে পারলেন না। প্রকৃতপক্ষে তিনি তাঁদের
কাছে যা যা বলেছিলেন তার অর্থ তাঁদের থেকে
গুপ্ত রইলো, তা তাঁরা বুঝে উঠতে পারলেন না।

এক জন অন্ধকে চোখ দান

৩৫ আর যখন তিনি জেরিকোর নিকটবর্তী
হলেন, এক জন অন্ধ পথের পাশে বসে ভিক্ষা
করছিল; ৩৬ সে লোকদের চলার আওয়াজ শুনে
জিজ্ঞাসা করলো, এর কারণ কি? ৩৭ লোকে
তাকে বললো, নাসরতীয় ঈসা এই পথ দিয়ে
যাচ্ছেন। ৩৮ তখন সে চিৎকার বললো, হে ঈসা,
দাউদ-সন্তান, আমার প্রতি করুণা করুন।

[১৮:৩০] মথি ১২:৩২; ২৫:৪৬।
[১৮:৩১] লূক ৯:৫১; জবুর ২২; ইশা ৫৩; মথি ৮:২০।
[১৮:৩২] লূক ২৩:১; মথি ১৬:২১; প্রেরিত ২:২৩।
[১৮:৩৩] মথি ১৬:২১।
[১৮:৩৪] মার্ক ৯:৩২।
[১৮:৩৫] লূক ১৯:১।
[১৮:৩৭] লূক ১৯:৪।
[১৮:৩৮] আঃ ৩৯; মথি ৯:২৭; ১৭:১৫; লূক ১৮:১৩।
[১৮:৩৯] আঃ ৩৮।
[১৮:৪২] মথি ৯:২২।
[১৮:৪৩] মথি ৯:৮; লূক ১৩:১৭।
[১৯:১] লূক ১৮:৩৫।
[১৯:৪] ইশা ৯:১০; ১বাদশা ১০:২৭; ১খান্দান ২৭:২৮; লূক ১৮:৩৭।

৩৯ যারা আগে আগে যাচ্ছিল, তারা চুপ চুপ বলে
তাকে ধমক্ দিল, কিন্তু সে আরও বেশি চেঁচিয়ে
বলতে লাগল, হে দাউদ-সন্তান আমার প্রতি
করুণা করুন। ৪০ তখন ঈসা থেমে তাকে তাঁর
কাছে আনতে হুকুম করলেন; পরে সে কাছে
আসলে তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ৪১ তুমি
কি চাও? আমি তোমার জন্য কি করবো? সে
বললো, প্রভু, যেন দেখতে পাই। ৪২ ঈসা তাকে
বললেন, দেখতে পাও; তোমার ঈমান তোমাকে
সুস্থ করলো। ৪৩ তাতে সে তৎক্ষণাৎ দেখতে
পেল এবং আল্লাহ্‌র গৌরব করতে করতে তাঁর
পিছনে পিছনে গমন চললো। তা দেখে সকল
লোক আল্লাহ্‌র প্রশংসা করলো।

সক্কেয়ের মন পরিবর্তন

১৯ ১ পরে তিনি জেরিকোতে প্রবেশ করে
নগরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন। ২ আর
দেখ, সক্কেয় নামে এক ব্যক্তি ছিল, আর সে ছিল
এক জন প্রধান কর-আদায়কারী এবং ধনবান।
৩ আর ঈসা কে, সে তা দেখতে চেষ্টা করছিল,
কিন্তু ভিড়ের দরুন পারল না, কেননা সে খর্বকায়
ছিল। ৪ তাই সে আগে দৌড়ে গিয়ে তাঁকে
দেখবার জন্য একটি ডুমুর গাছে উঠলো, কারণ
তিনি সেই পথে যাচ্ছিলেন। ৫ পরে ঈসা যখন
সেই স্থানে উপস্থিত হলেন, তখন উপরের দিকে
চেয়ে তাকে বললেন, সক্কেয়, শীঘ্র নেমে এসো,
কেননা আজ তোমার বাড়িতে আমাকে থাকতে
হবে। ৬ তাতে সে শীঘ্র নেমে আসল এবং
আনন্দের সঙ্গে তাঁর মেহমানদারী করলো। ৭ তা

১৮:৩০ ইহকালে … আগামী যুগে। বর্তমান যুগ গুনাহ্ ও দুঃখের; ভবিষ্যৎ যুগের উদ্বোধন হবে মসীহের প্রত্যাবর্তন দ্বারা।

১৮:৩১ নবীদের দ্বারা … লেখা হয়েছে। এই উক্তিটিকে ঈসা মসীহের মৃত্যুর তৃতীয় পূর্বাভাস হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে (১৭:২৫ আয়াতের নোট দেখুন)। প্রথম একক পূর্বাভাস ৯:২২ আয়াতে এবং দ্বিতীয়টি ৯:৪৩-৪৫ আয়াতে। মসীহের মৃত্যুর বিষয়ে অনেক বছর আগে থেকেই এই ঘটনার পূর্বাভাস দেয়া হয়ে আসছে (জবুর ২২ ও ৬৯ অধ্যায়; ইশা ৪৯:৭; ৫০, ৫২ ও ৫৩ অধ্যায়; জাকা ১৩:৭; লূক ২৪:২৭; মথি ২৬:২৪,৩১,৫৪ দেখুন)।

ইবনুল-ইনসান। মার্ক ৮:৩১ আয়াতের নোট দেখুন।

১৮:৩৫ জেরিকোর নিকটবর্তী হলেন। মার্ক ১০:৪৬ আয়াতের নোট দেখুন।

একজন অন্ধ। বর্‌তীময় (মার্ক ১০:৪৬)। মথি বলেন যে, দু'জন অন্ধ লোককে সুস্থ করা হয়েছিল (মথি ৮:২৮ আয়াতের নোট দেখুন)। সম্ভবত যেহেতু এখানে মসীহের সাথে শুধুমাত্র একজন অন্ধ কথা বলেছিল, সে কারণে মার্ক ও লূক অন্যজনের উপস্থিতির কথা উল্লেখ করেন নি। মার্কে রয়েছে, ঈসা মসীহ্ জেরিকো শহর ত্যাগ করার সময় বর্‌তীময়কে সুস্থ করেন (মার্ক ১০:৪৬-৫২), এখানে বলা হচ্ছে তিনি নগরীতে প্রবেশের সময়ে তাকে সুস্থ করেন। বলা হয়ে থাকে যে, পুরাতন ও নতুন জেরিকো শহর দু'টো পরস্পর নিকটবর্তী এবং ঘটনাটি এই দু'টি শহরের মাঝামাঝি স্থানে ঘটেছিল।

১৮:৩৮-৩৯ দাউদ-সন্তান। মসীহের একটি উপাধি (মথি ১২:২৩; ২১:১৫-১৬; ২২:৪১-৪৫; মার্ক ১২:৩৫; ইউ ৭:৪২; ২ শামু ৭:১২-১৩; জবুর ৮৯:৩-৪; আমোস ৯:১১ দেখুন)।

১৯:১ জেরিকোতে। মার্ক ১০:৪৬ আয়াতের নোট দেখুন।

১৯:২ প্রধান কর-আদায়কারী। সম্ভবত এমন একজন ব্যক্তি, যে একটি প্রদেশের দায়িত্বে থাকতো এবং তার অধীনে অন্যান্য কর-আদায়কারীরা কাজ করতো। সে সময়ে এলাকাটি সমৃদ্ধ ছিল; তাই এতে কোন বিস্ময় নেই যে, সক্কেয় ধনী হয়ে উঠেছিল। রোমীয়রা কোন বিশেষ জায়গায় কর-আদায়কারী নির্বাচনের সময় নিলামে সর্বোচ্চ দাম-দাতাকে সুযোগ দিত। এরূপ কর-আদায়কারী তার কাজের জন্য কোন বেতন পেত না, তাই সে চেষ্টা করতো সরকারকে নিরূপিত পরিমাণ দেয়ার পর তার হাতে যেন যথেষ্ট অর্থ থাকে। এ কারণে সে অনেক সময় আইন বহির্ভূতভাবে অতিরিক্ত কর আদায় করতো। সক্কেয় এই ধরনের কর-আদায়কারী ছিল (লূক ৩:১২; মার্ক ২:১৪-১৫ আয়াতের নোট দেখুন)।

১৯:৪ ডুমুর গাছ। ৩০-৪০ ফুট উঁচু এক ধরনের শক্ত গাছ, যার কাণ্ড বেঁটে এবং শাখা-প্রশাখা অনেক দূর পর্যন্ত প্রসারিত, যা একজন বর্ধিষ্ণু লোকের ভার বহন করতে সক্ষম (আমোস ৭:১৪)। এই গাছ ফল দেয় এবং এর কাঠ উপকারী।

১৯:৫ তোমার গৃহে আমাকে থাকতে হবে। বেহেশতী পরিকল্পনা ও আবশ্যকতা প্রকাশ করা হয়েছে।

দেখে সকলে বচসা করে বলতে লাগল, ইনি এক
জন গুনাহ্‌গারের ঘরে রাত যাপন করতে
গেলেন। ৮ তখন সক্কেয় দাঁড়িয়ে প্রভুকে বললো,
প্রভু দেখুন, আমার সম্পত্তির অর্ধেক আমি
দরিদ্রদেরকে দান করছি; আর যদি অন্যায়পূর্বক
কারো কিছু হরণ করে থাকি, তার চারগুণ ফিরিয়ে
দিচ্ছি। ৯ তখন ঈসা তাকে বললেন, আজ এই
বাড়িতে নাজাত উপস্থিত হল; যেহেতু এই
ব্যক্তিও ইব্রাহিমের সন্তান। ১০ কারণ যা হারিয়ে
গিয়েছিল, তার খোঁজ ও নাজাত করতে ইবনুল-
ইনসান এসেছেন।

দশটি মুদ্রার দৃষ্টান্ত

১১ যখন, তারা এসব কথা শুনছিল, তখন তিনি
একটি দৃষ্টান্তও বললেন, কারণ তিনি
জেরুশালেমের কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন; আর
তারা অনুমান করছিল যে, আল্লাহ্‌র রাজ্যের
প্রকাশ তখনই হবে। ১২ অতএব তিনি বললেন,
ভদ্র-বংশীয় এক ব্যক্তি দূরদেশে গেলেন,
অভিপ্রায় এই যে, নিজের জন্য রাজপদ নিয়ে
ফিরে আসবেন। ১৩ আর তিনি তাঁর দশ জন
গোলামকে ডেকে দশটি মুদ্রা দিয়ে বললেন, আমি
যে পর্যন্ত না আসি, তুমি তা দিয়ে ব্যবসা কর।
১৪ কিন্তু তাঁর লোকেরা তাঁকে ঘৃণা করতো, তারা
তাঁর পিছনে দূত পাঠিয়ে দিল, বললো, আমাদের
ইচ্ছা নয় যে, এই ব্যক্তি আমাদের উপরে রাজত্ব
করেন। ১৫ পরে তিনি রাজপদ লাভ করে যখন
ফিরে আসলেন, তখন যাদেরকে টাকা
দিয়েছিলেন, সেই গোলামদেরকে তাঁর কাছে
ডেকে আনতে বললেন, যেন তিনি জানতে
পারেন, তারা ব্যবসা করে কে কত লাভ
করেছে। ১৬ তখন প্রথম ব্যক্তি কাছে এসে
বললো, প্রভু, আপনার মুদ্রা দিয়ে আরও দশটি
মুদ্রা লাভ করেছি। ১৭ তিনি তাকে বললেন, ধন্য!
উত্তম গোলাম, তুমি অতি অল্প বিষয়ে বিশ্বস্ত
হলে; এজন্য দশটি নগরের উপরে কর্তৃত্ব কর।
১৮ দ্বিতীয় ব্যক্তি কাছে এসে বললো, প্রভু,
আপনার মুদ্রা দিয়ে আরও পাঁচটি মুদ্রা লাভ
করেছি। ১৯ তিনি তাকেও বললেন, তুমিও পাঁচটি
নগরের উপরে কর্তৃত্ব কর। ২০ পরে আর এক
জন এসে বললো, প্রভু, দেখুন, এই আপনার
মুদ্রা। ২১ আমি এটি রুমালে বেঁধে রেখে
দিয়েছিলাম, কারণ আপনার সম্বন্ধে আমার ভয়
ছিল, কেননা আপনি কঠিন লোক, যা রাখেন নি,
তা তুলে নেন এবং যা বুনেন নি, তা কাটেন।
২২ তিনি তাকে বললেন, দুষ্ট গোলাম, আমি
তোমার নিজের মুখের কথা দিয়েই তোমার
বিচার করবো। তুমি না জানতে যে, আমি কঠিন
লোক, যা রাখি নি, তা-ই তুলে নেই এবং যা
বুনি নি, তা-ই কাটি? ২৩ তবে আমার টাকা
মহাজনদের কাছে রাখ নি কেন? তা করলে আমি
এসে সুদের সঙ্গে তা আদায় করতে পারতাম।
২৪ আর যারা কাছে দাঁড়িয়েছিল, তিনি তাদেরকে
বললেন, এর কাছ থেকে ঐ মুদ্রা নিয়ে নেও
এবং যার দশটি মুদ্রা আছে তাকে দাও। ২৫ তারা

[১৯:৭] মথি ৯:১১।

[১৯:৮] লূক ৭:১৩; ৩:১২,১৩; হিজ ২২:১; শুমারী ৫:৭; লেবীয় ৬:৪,৫; ২শামু ১২:৬; ইহি ৩৩:১৪,১৫।

[১৯:৯] লূক ৩:৮।

[১৯:১০] ইহি ৩৪:১২,১৬; ইউ ৩:১৭।

[১৯:১১] মথি ৩:২; লূক ১৭:২০; প্রেরিত ১:৬।

[১৯:১৩] মার্ক ১৩:৩৪।

[১৯:১৭] মেসাল ২৭:১৮; লূক ১৬:১০।

[১৯:২১] মথি ২৫:২৪।

[১৯:২২] ২শামু ১:১৬; আইউব ১৫:৬; মথি ২৫:২৬।

১৯:৮ চারগুণ। শরীয়তের নিয়ম অনুসারে চুরির জন্য ক্ষতিপূরণের পরিমাণ (হিজ ২২:১; ১ শামু ১২:৬; মেসাল ৬:৩১)।

১৯:৯ ইব্রাহিমের সন্তান। এক সত্যিকার ইহুদী; কেবল ইব্রাহিমের বংশের বলে নয়, কিন্তু এমন একজন যে ইব্রাহিমের ঈমানের 'পদাঙ্ক' অনুসরণ করে চলে (রোমীয় ৪:১২)। ঈসা এই কর-আদায়কারীকে এরূপে চিনেছিলেন, যদিও ইহুদী সমাজ তাকে বহিষ্কার করেছিল।

১৯:১০ ইবনুল-ইনসান। মসীহের উপাধি (দানি ৭:১৩); চারটি সুসমাচারে কেবল ঈসা নিজের প্রতি এই উপাধি আরোপ করেছেন; এছাড়া পুরাতন নিয়মে স্তিফানের মুখে (প্রেরিত ৭:৫৬) এবং ইউহোন্নার দর্শনে এই উপাধিটি উল্লিখিত হয়েছে (প্রকা ১:১৩)। মার্ক ৮:৩১ আয়াতের নোট দেখুন।

খোঁজ ও নাজাত করতে। ঈসা মসীহের উদ্দেশ্যের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ – নাজাত আনা, অর্থাৎ অনন্ত জীবন দান করা (১৮:১৮) এবং আল্লাহ্‌র রাজ্য আনা (১৮:২৫)। ১৫:৩২ আয়াতের নোট দেখুন।

১৯:১১ আল্লাহ্‌র রাজ্যের প্রকাশ তখনই হবে। তারা চেয়েছিল যেন মসীহ্‌ আপন ক্ষমতা ও মহিমায় প্রকাশিত হন এবং অন্যান্য সব রাজনৈতিক ও সামরিক শত্রুদের পরাজিত করে তাঁর পার্থিব রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯:১২ নিজের জন্য রাজপদ নিয়ে ফিরে আসবেন। এটি এক অস্বাভাবিক রীতি, কিন্তু হেরোদীয়রা তাদের কর্তৃত্ব লাভের জন্য ঠিক এই কাজই করেছিল; তারা ইহুদীদের উপরে শাসক হওয়ার জন্য রোমে অনুমতি আনতে গিয়েছিল। একইভাবে ঈসাকে শীঘ্রই চলে যেতে হবে এবং ভবিষ্যতে বাদশাহ্‌ হিসেবে ফিরে আসতে হবে। তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর গোলামদেরকে তাদের প্রভুর সমস্ত বিষয়ের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে (একই রকম দৃষ্টান্তের জন্য মথি ২৫:১৪-৩০ দেখুন)।

১৯:১৩ দশটি মুদ্রা। এক তালন্ত ৬০ মুদ্রার সমান (মথি ২৫:১৫) এবং এক মুদ্রা ১০০ ড্রাকমার সমান, এক ড্রাকমা প্রায় এক দিনের মজুরির মূল্য (১৫:৮ আয়াতের নোট দেখুন)। এরূপ পূর্ণ পরিমাণ দুই ও তিন বছরের গড় মজুরির মূল্য ধরা হয়েছে এবং দশমাংশ হবে প্রায় তিন মাসের মজুরি। যাহোক, মথিতে লিপিবদ্ধ দৃষ্টান্তে উল্লিখিত পরিমাণের তুলনায় এটি সামান্য। এখানে দশজনের সবাইকে একই পরিমাণ দেয়া হয়েছে।

১৯:১৪ তাঁর পশ্চাৎ দূত পাঠিয়ে দিল। আর্খিলার ক্ষেত্রে এ ধরনের একটি ঘটনা ত্রিশ বছর আগে ঘটেছিল এবং আরও অসংখ্য ক্ষেত্রে ঘটেছে; গল্পটির এই অংশ ঈসাকে ইহুদীদের বাদশাহ্‌ হিসেবে প্রত্যাখ্যানের বিপক্ষে হুঁশিয়ার করে দেয়া হচ্ছে।

১৯:২২ তুমি না জানতে...? প্রভু তার গোলামের বিবৃতিতে স্বীকৃতি দিচ্ছেন না, বরং প্রশ্নরূপে তার পুনরুক্তি করছেন। যদি গোলামটি এই ধারণাই পোষণ করে, তাহলে তার সেভাবে কাজ করা উচিত ছিল।

BACIB International Bible CHURCH

তাঁকে বললো, প্রভু এর যে দশটি মুদ্রা আছে।
২৬ তিনি তাদেরকে বললেন, আমি তোমাদেরকে
বলছি, যার আছে, তাকে আরও দেওয়া যাবে;
কিন্তু যার নেই, তার যা আছে, তাও তার কাছ
থেকে নিয়ে নেওয়া যাবে। ২৭ এছাড়া, আমার
এই যে দুশমনেরা ইচ্ছা করে নি যে, আমি
তাদের উপরে রাজত্ব করি, তাদেরকে এই স্থানে
আন, আর আমার সাক্ষাতে হত্যা কর।

ঈসা মসীহের জেরুশালেমে প্রবেশ

২৮ এসব কথা বলে তিনি তাদের আগে আগে
চললেন, জেরুশালেমের দিকে উঠতে লাগলেন।
২৯ পরে যখন জৈতুন নামক পর্বতের পাশে
অবস্থিত বৈৎফগী ও বৈথনিয়ার নিকটবর্তী হলেন,
তখন তিনি দু'জন সাহাবীকে পাঠিয়ে দিলেন,
৩০ বললেন, ঐ সম্মুখস্থ গ্রামে যাও; সেখানে
প্রবেশ করামাত্র একটি গাধার বাচ্চা বাঁধা দেখতে
পাবে, যাতে কোন মানুষ কখনও বসে নি; সেটি
খুলে আন। ৩১ আর যদি কেউ তোমাদেরকে
জিজ্ঞাসা করে, এটি কেন খুলছ, তবে এরকম
বলবে, এতে প্রভুর প্রয়োজন আছে। ৩২ তখন
যাঁদেরকে পাঠানো হল, তাঁরা গিয়ে, তিনি যেমন
বলেছিলেন, তেমনই দেখতে পেলেন। ৩৩ যখন
তাঁরা গাধার বাচ্চাটি খুলছিলেন, তখন মালিকেরা
তাঁদেরকে বললো, গাধার বাচ্চাটি খুলছ কেন?
৩৪ তাঁরা বললেন, এতে প্রভুর প্রয়োজন আছে।
৩৫ পরে তাঁরা সেটিকে ঈসার কাছে নিয়ে

[১৯:২৬] মথি ২৫:২৯।
[১৯:২৮] মার্ক ১০:৩২; লূক ৯:৫১।
[১৯:২৯] মথি ২১:১,১৭।
[১৯:৩২] লূক ২২:১৩।
[১৯:৩৬] ২বাদশা ৯:১৩।
[১৯:৩৭] মথি ২১:১।
[১৯:৩৮] জবুর ১১৮:২৬; লূক ১৩:৩৫; লূক ২:১৪।
[১৯:৩৯] মথি ২১:১৫,১৬।
[১৯:৪০] হাবা ২:১১।
[১৯:৪১] ইশা ২২:৪; লূক ১৩:৩৪,৩৫।
[১৯:৪৩] ইশা ২৯:৩; ইয়ার ৬:৬; ইহি ৪:২; ২৬:৮;

আসলেন এবং তার পিঠে তাঁদের কাপড় পেতে
তার উপরে ঈসাকে বসালেন। ৩৬ পরে যখন
তিনি যেতে লাগলেন, লোকেরা নিজ নিজ কাপড়
পথে পেতে দিতে লাগল। ৩৭ আর তিনি
নিকটবর্তী হচ্ছেন, জৈতুন পর্বত থেকে নামবার
স্থানে উপস্থিত হয়েছেন, এমন সময়ে, সমস্ত
সাহাবীরা যেসব কুদরতি-কাজ দেখেছিল, সেই
সব কাজের জন্য আনন্দপূর্বক চিৎকার আল্লাহ্‌র
প্রশংসা করে বলতে লাগল,
৩৮ "ধন্য সেই বাদশাহ্‌, যিনি প্রভুর নামে
আসছেন;
বেহেশতে শান্তি এবং ঊর্ধ্বলোকে মহিমা।"
৩৯ তখন লোকদের মধ্য থেকে কয়েক জন
ফরীশী তাঁকে বললো, হুজুর, আপনার সাহ-
াবীদেরকে ধমক দিন। ৪০ জবাবে তিনি বললেন,
আমি তোমাদেরকে বলছি, এরা যদি চুপ করে
থাকে, তবে পাথরগুলো চেঁচিয়ে উঠবে।

জেরুশালেমকে দেখে ঈসা মসীহের কান্না

৪১ পরে যখন তিনি কাছে আসলেন, তখন
নগরটি দেখে তার জন্য কাঁদলেন, ৪২ বললেন,
তুমি, তুমিই যদি আজ যা যা শান্তিজনক, তা
বুঝতে! কিন্তু এখন সেসব তোমার দৃষ্টি থেকে
গুপ্ত রইলো। ৪৩ কারণ তোমার উপরে এমন
সময় উপস্থিত হবে, যে সময়ে তোমার
দুশমনেরা তোমার চারদিকে জাঙ্গাল বাঁধবে,
তোমাকে বেষ্টন করবে, তোমাকে সমস্ত দিক

১৯:২৬ যার আছে, তাকে ... নিয়ে নেওয়া যাবে। যারা নিজেদের জন্য ও অন্যান্যদের জন্য সুসমাচারের রূহানিক সুফল অন্বেষণ করে, তারা আরও ধন লাভ করবে এবং যাদের যা দেয়া হয় তাতে অবজ্ঞা করে বা অপচয় করে, তারা ক্ষীণ হয়ে পড়বে; এমনকি তাদের যা আছে তাও তারা হারাবে।

১৯:২৭ আমার এই যে দুশমনেরা ... হত্যা কর। সম্ভবত এখানে ৭০ খ্রীষ্টাব্দে জেরুশালেমের ধ্বংস হওয়ার ঘটনার পূর্বাভাস দেওয়া হচ্ছে। যারা বাদশাহ্‌র বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে এবং সক্রিয় বিরোধিতা করেছে (আয়াত ১৪), তারা অবহেলাকারী ও অলস গোলামের চেয়ে আরও অনেক বেশি মারাত্মক শাস্তি পাবে।

১৯:২৮ জেরুশালেমে দিকে। দুঃখভোগ সপ্তাহের রবিবারে বিজয়-যাত্রা অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

১৯:২৯ বৈৎফগী। জেরিকো থেকে জেরুশালেমগামী পথের নিকটস্থ একটি গ্রাম।

বৈথনিয়া। জেরুশালেমের দক্ষিণ-পূর্বে প্রায় দু'মাইল দূরের আরেকটি গ্রাম (ইউ ১১:১৮)। এখানেই মার্থা, মরিয়ম ও লাসারের বাড়ি ছিল।

জৈতুন পর্বত। জেরুশালেম নগরীর পূর্ব দিকে অবস্থিত। জৈতুন পর্বত ও জেরুশালেমের মধ্যে কিদ্রোন উপত্যকাটি রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এটি এক মাইলের বেশি দীর্ঘ একটি গিরিশ্রেণী (জাকা ১৪:৪; মার্ক ১১:১)। পুরাতন নিয়মে পর্বতটির এই নাম কেবল ২ শামু ১৫:৩০ আয়াতে দেখা যায়। এই পর্বতটি বায়তুল মোকাদ্দসের চূড়ার দিকে মুখ করা। পর্বতটি প্রায় ২,৭০০ ফুট উঁচু এবং বায়তুল মোকাদ্দসের চূড়া থেকে এর উচ্চতা প্রায় ২০০ ফুট বেশি)।

দু'জন সাহাবী। এখানে বা অন্যান্য কিতাবে নাম উল্লেখ করা হয় নি।

১৯:৩০ সম্মুখস্থ গ্রাম। সম্ভবত বৈৎফগী গ্রাম।

গাধার বাচ্চা। অন্যান্য বিবরণেও গাধার বাচ্চা (ইউ ১২:১৫) বলে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং বাচ্চাটির সাথে তার মায়ের কথাও বলা হয়েছে (মথি ২১:৭)। ঈসা মসীহ্‌ এ সময়ে গাধার বাচ্চার পিঠে চড়ে জেরুশালেমে প্রবেশ করলেন প্রকাশ্যে এই দাবী করতে যে, দাউদের সিংহাসনে বসার জন্য তিনিই মনোনীত দাউদ-সন্তান (১ বাদশাহ্‌ ১:৩৩,৪৪), যাঁর সম্পর্কে নবীরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন (জাকা ৯:৯)।

যাতে কোন মানুষ কখনও বসে নি। যেটিকে দুনিয়াবী কোন কাজে কখনও ব্যবহার করা হয় নি (শুমারী ১৯:২; ১ শামু ৬:৭)।

১৯:৩১ প্রভুর প্রয়োজন আছে। হয় আল্লাহ্‌, বা স্বয়ং ঈসা; এখানে ঈসা মসীহ্‌ ইসরাইলের প্রভু হিসেবে তাঁর নিজের অতুলনীয় পদমর্যাদা দাবী করছেন।

১৯:৩৭ কুদরতি-কাজ। লাসারের মৃত্যু থেকে জীবিত হওয়া এবং অন্ধ বরতীয়ময়ের সুস্থতা লাভ এ ধরনের কুদরতি-কাজের সাম্প্রতিক উদাহরণ। তবে জেরুশালেমে বিভিন্ন উপলক্ষে যেসব অলৌকিক কাজ সাধন করেছেন এবং গালীলে তাঁর সম্পূর্ণ পরিচর্যা কাজ ইউহোন্না লিখিত সুসমাচারে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে (মথি ২১:১৪; ইউ ১২:১৭)।

১৯:৪৩ তোমার দুশমনেরা তোমার চারদিকে জাঙ্গাল বাঁধবে। লূক ২১:২০ দেখুন; এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা লাভ করেছিল যখন

দিয়ে অবরোধ করবে, [৪৪] এবং তোমাকে ও
তোমার মধ্যবর্তী তোমার সন্তানদেরকে ভূমিসাৎ
করবে, তোমার মধ্যে পাথরের উপরে পাথর
থাকতে দেবে না; কারণ তোমার তত্ত্বাবধানের
সময় তুমি চিনে নাও নি।

বায়তুল মোকাদ্দস পরিষ্কার করা

[৪৫] পরে তিনি বায়তুল-মোকাদ্দসে প্রবেশ
করলেন এবং বিক্রেতাদেরকে বের করতে আরম্ভ
করলেন, [৪৬] তাদেরকে বললেন, লেখা আছে,
"আমার গৃহ মুনাজাতের গৃহ হবে,"
কিন্তু তোমরা তা "দস্যুদের গহ্বর" করে
তুলেছ।"
[৪৭] আর তিনি প্রতিদিন বায়তুল-মোকাদ্দসে
উপদেশ দিতেন। আর প্রধান ইমামেরা ও
আলেমরা এবং লোকদের নেতৃবর্গরা তাঁকে বিনষ্ট
করতে চেষ্টা করতে লাগল; [৪৮] কিন্তু কিভাবে তা
করবে তার কোন উপায় তারা খুঁজে পেল না,
কেননা লোকেরা সকলে একাগ্র মনে তাঁর কথা
শুনত।

জেরুশালেমে দেওয়া ঈসার উপদেশ

২০ [১] এক দিন তিনি বায়তুল-মোকাদ্দসে
লোকদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন ও
সুসমাচার তবলিগ করছেন, ইতোমধ্যে প্রধান
ইমামেরা ও আলেমেরা প্রাচীনদের সঙ্গে এসে
তাঁকে জিজ্ঞাসা করলো, [২] আমাদেরকে বল, তুমি
কি ক্ষমতায় এসব করছো? তোমাকে যে এই
ক্ষমতা দিয়েছেন, সেই বা কে? [৩] জবাবে তিনি
তাদেরকে বললেন, আমিও তোমাদেরকে একটি
কথা জিজ্ঞাসা করবো, আমাকে বল; [৪] ইয়াহিয়ার
বাপ্তিস্ম বেহেশত থেকে হয়েছিল না মানুষ
থেকে? [৫] তখন তারা পরস্পর তর্ক করলো,
বললো, যদি বলি, বেহেশত থেকে, তা হলে সে
বলবে, তোমরা তাঁকে বিশ্বাস কর নি কেন?
[৬] আর যদি বলি, মানুষ থেকে, তবে লোকেরা
আমাদেরকে পাথর মারবে; কারণ তাদের এই
ধারণা হয়েছে যে, ইয়াহিয়া নবী ছিলেন। [৭] তারা
জবাবে বললো, আমরা জানি না, কোথা থেকে।
[৮] ঈসা তাদেরকে বললেন, তবে আমিও কি
ক্ষমতায় এসব করছি তা তোমাদেরকে বলবো
না।

দুষ্ট কৃষকদের দৃষ্টান্ত

[৯] পরে তিনি লোকদেরকে এই দৃষ্টান্তটি বলতে
লাগলেন; কোন ব্যক্তি আঙ্গুরের বাগান
করেছিলেন, পরে তা কৃষকদেরকে জমা দিয়ে

লূক ২১:২০। [১৯:৪৪] জবুর ১৩৭:৯; লূক ২১:৬; ১পিতর ২:১২। [১৯:৪৬] ইশা ৫৬:৭; ইয়ার ৭:১১। [১৯:৪৭] মথি ২৬:৫৫; ১২:১৪; মার্ক ১১:১৮। [২০:১] মথি ২৬:৫৫; লূক ৮:১। [২০:২] ইউ ২:১৮; প্রেরিত ৪:৭; ৭:২৭। [২০:৪] মার্ক ১:৪। [২০:৬] লূক ৭:২৯; মথি ১১:৯। [২০:৯] ইশা ৫:১-৭; মথি ২৫:১৪।

রোম ৭০ খ্রীষ্টাব্দে জেরুশালেম দখল করেছিল এবং নগরীটিকে দখল করতে 'জাঙ্গাল' ব্যবহার করেছিল। এই উক্তিটি পুরাতন নিয়মের ভবিষ্যদ্বাণীর স্মৃতিচারণ (ইশা ২৯:৩; ৩৭:৩৩; ইহি ৪:১-৩)।

১৯:৪৪ তোমার তত্ত্বাবধানের সময় তুমি চিনে নাও নি। আল্লাহ্‌ ঈসা মসীহের ব্যক্তিত্বে ইহুদীদের কাছে এসেছিলেন, কিন্তু তারা তাঁকে চিনতে ব্যর্থ হয়েছিল এবং তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছিল (ইউ ১:১০-১১; লূক ২০:১৩-১৬)।

১৯:৪৫ বায়তুল-মোকাদ্দসে। বাইরের প্রাঙ্গণ বা অ-ইহুদীদের প্রাঙ্গন, যেখানে কোরবানী দেয়ার জন্য বেশি দামে জন্য পশু বিক্রি হত। ইউহোন্না ঈসা মসীহের পরিচর্যা কাজের শুরুর দিকে বায়তুল মোকাদ্দস পরিষ্কারকরণের ঘটনা লিপিবদ্ধ করেন (ইউ ২:১৩-২৫), কিন্তু প্রথম দু'টি সুসমাচার (মথি ২১:১২-১৩; মার্ক ১১:১৫-১৭) ঈসা মসীহের পরিচর্যা কাজের শেষের দিকে এই পরিষ্কারকরণের ঘটনাটি উল্লেখ করে (মথি ২১:১২-১৭; ইউ ২:১৪-১৭)।

বিক্রেতাদেরকে বের করতে আরম্ভ করলেন। মথি (১১:১১-১৭) স্পষ্টভাবে বলেন যে, বায়তুল মোকাদ্দস পরিষ্কারকরণের এই কাজটি বিজয় যাত্রার পরের দিন ঘটেছিল, অর্থাৎ দুঃখভোগের সপ্তাহের সোমবারে।

১৯:৪৭ প্রধান ইমামেরা ও আলেমরা। লূক ৩:২; ২২:৫২; ২৩:৪; ২৪:২০ দেখুন। তারা মহাসভা, অর্থাৎ শাসনকারী ইহুদী পরিষদের সভ্য (মার্ক ১৪:৫৫ আয়াতের নোট দেখুন)।

তাঁকে বিনষ্ট করতে চেষ্টা করতে লাগল। লূক ২০:১৯-২০; ইউ ৭:১; ১১:৫৩-৫৭ দেখুন।

২০:১ এক দিন। সুনির্দিষ্ট করে বলা নেই, কিন্তু মার্কের সুসমাচারে এই একই ঘটনার বিবরণ (মার্ক ১১:১৯-২০,২৭-৩৩) নির্দেশনা দেয় যে, এই দিন (মঙ্গলবার) বায়তুল মোকাদ্দস পরিষ্কার করার (অর্থাৎ সোমবারের) পরের দিন।

প্রধান ইমামেরা। লূক ১৯:৪৭ ও মথি ২:৪ আয়াতের নোট দেখুন।

আলেমেরা। লূক ৫:১৭,৩০; মথি ২:৪ আয়াতের নোট দেখুন।

প্রাচীন। মথি ১৫:২ আয়াতের নোট দেখুন। এই দলগুলোর প্রত্যেকেই ইহুদী পরিষদে প্রতিনিধিত্ব করে থাকে, যার নাম মহাসভা (লূক ২২:৬৬)।

২০:২ তোমাকে যে এই ক্ষমতা দিয়েছেন, সেই বা কে? তারা এটি বাপ্তিস্মদাতা ইয়াহিয়ার (ইউ ১:১৯-২৫) এবং ঈসা মসীহের প্রথম দিককার পরিচর্যা কাজের সময় (ইউ ২:১৮-২২) জিজ্ঞেস করেছিল। এখানে বায়তুল মোকাদ্দস পরিষ্কার করাকে ভিত্তি করে এই প্রশ্ন করা হচ্ছে, যা কেবল মাত্র ইহুদী নেতাদের কর্তৃত্বকে অবমাননা করে নি, কিন্তু তাদের অর্থনৈতিক লাভেও আঘাত হেনেছিল। নেতারা লোকদের চোখে ঈসাকে হেয় করার জন্য একটি পথ খুঁজছিল বা রোমীয় সরকারের বিরুদ্ধে বিপজ্জনক হিসেবে উপস্থাপন করে তাঁকে সন্দেহজনক করে তুলতে চেয়েছিল।

২০:৪ ইয়াহিয়ার বাপ্তিস্ম ... মানুষ থেকে? একটিমাত্র প্রশ্নের মাধ্যমে প্রত্যুত্তর দিয়ে ঈসা মসীহ্‌ তাঁর বিরোধীদের উপর এক বোঝা চাপিয়ে দিলেন, যেখানে কেবল দু'টো বিকল্প রয়েছে: ইয়াহিয়ার বাপ্তিস্ম ছিল আল্লাহ্‌ কর্তৃক অনুপ্রাণিত অথবা মানুষ দ্বারা পরিকল্পিত। উত্তর দিতে না চেয়ে তারা নিজেদেরকে এক বিব্রতকর পরিস্থিতিতে ফেলেছিল।

বেহেশত থেকে। মার্ক ১১:৩০ আয়াতের নোট দেখুন। এখানে ঈসা মসীহ্‌ কর্তৃক তাদেরকে উল্টো প্রশ্ন করে আটকে ফেলাটা মুখ্য বিষয় নয়; কিন্তু এখানে সেই সমস্ত প্রশ্নকারীদের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে, যারা বেহেশতী কর্তৃত্বকে স্বীকার করতে অনিচ্ছুক অথচ জনগণের ভয়ে তারা চুপচাপ হয়ে পড়েছিল।

দীর্ঘকালের জন্য অন্য দেশে চলে গেলেন।
১০ পরে যথা সময়ে কৃষকদের কাছে এক
গোলামকে পাঠিয়ে দিলেন, যেন তারা আঙ্গুর-
ক্ষেতের ফলের অংশ তাকে দেয়; কিন্তু কৃষকেরা
তাকে প্রহার করে খালি হাতে বিদায় করে দিল।
১১ পরে তিনি আর এক জন গোলামকে পাঠালেন,
তারা তাকেও প্রহার করে অপমান- পূর্বক খালি
হাতে বিদায় করে দিল। ১২ পরে তিনি তৃতীয়
এক জনকে পাঠালেন, তারা তাকেও ক্ষতবিক্ষত
করে বাইরে ফেলে দিল। ১৩ তখন আঙ্গুর-
ক্ষেতের মালিক বললেন, আমি কি করবো?
আমার প্রিয় পুত্রকে পাঠাব; হয়তো তারা তাঁকে
সম্মান করবে; ১৪ কিন্তু কৃষকেরা তাঁকে দেখে
পরস্পর বলাবলি করতে লাগল, এই ব্যক্তিই
উত্তরাধিকারী; এসো, আমরা একে হত্যা করি,
যেন অধিকার আমাদেরই হয়। ১৫ পরে তারা
তাঁকে আঙ্গুর-ক্ষেতের বাইরে নিয়ে গিয়ে হত্যা
করলো। এখন আঙ্গুর-ক্ষেতের মালিক তাদেরকে
নিয়ে কি করবেন? ১৬ তিনি এসে এই
কৃষকদেরকে বিনষ্ট করবেন এবং ক্ষেত অন্য
লোকদেরকে দেবেন। এই কথা শুনে তারা
বললো, এমন না হোক। ১৭ কিন্তু তিনি তাদের
প্রতি দৃষ্টিপাত করে বললেন, তবে এই যে কথা
লেখা রয়েছে তার অর্থ কি, “যে পাথর
রাজমিস্ত্রিরা অগ্রাহ্য করেছে, তা-ই কোণের প্রধান
পাথর হয়ে উঠলো”? ১৮ সেই পাথরের উপরে যে
পড়বে, সে ভেঙ্গে যাবে; কিন্তু সেই পাথর যার
উপরে পড়বে, তাকে চুরমার করে ফেলবে।
১৯ সেই সময়ে আলেমেরা ও প্রধান ইমামেরা

[২০:১৩] মথি ৩:১৭।
[২০:১৬] লূক ১৯:২৭।
[২০:১৭] জবুর ১১৮:২২; প্রেরিত ৪:১১।
[২০:১৮] ইশা ৮:১৪,১৫।
[২০:১৯] লূক ১৯:৪৭; মার্ক ১১:১৮।
[২০:২০] মথি ১২:১০; ২৭:২।
[২০:২১] ইউ ৩:২; ২০:২৫; লূক ২৩:২; রোমীয় ১৩:৭।
[২০:২৭] প্রেরিত ৪:১; ২৩:৮; ১করি ১৫:১২।

তাঁর উপরে হস্তক্ষেপ করতে চেষ্টা করলো, কিন্তু
তারা লোকদেরকে ভয় করলো; কেননা তারা
বুঝেছিল যে, তিনি তাদেরই বিষয়ে সেই দৃষ্টান্ত
বলেছিলেন।

কর দেবার বিষয়ে প্রশ্ন

২০ তখন তারা তাঁর উপরে দৃষ্টি রাখল এবং এমন
কয়েক জন গোয়েন্দা পাঠিয়ে দিল যারা ছদ্মবেশী
ধার্মিক সাজবে, যেন তাঁর কথা ধরে তাঁকে
শাসনকর্তার ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের হাতে তুলে
দিতে পারে। ২১ তারা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলো,
হুজুর, আমরা জানি, আপনি যথার্থ কথা বলেন
ও যথার্থ শিক্ষা দেন, কারো প্রতি পক্ষপাতিত্ব
করেন না, কিন্তু সত্যরূপে আল্লাহ্‌র পথের বিষয়ে
শিক্ষা দিচ্ছেন। ২২ সীজারকে কর দেওয়া
শরীয়ত অনুসারে আমাদের উচিত কি না?
২৩ কিন্তু তিনি তাদের ধূর্ততা বুঝতে পেরে
বললেন, আমাকে একটি দীনার দেখাও; এতে
কার মূর্তি ও নাম আছে? ২৪ তারা বললো, রোম-
সম্রাটের। ২৫ তখন তিনি তাদেরকে বললেন,
তবে যা যা রোম-সম্রাটের তা সম্রাটকে দাও,
আর যা যা আল্লাহ্‌র তা আল্লাহ্‌কে দাও।
২৬ এতে তারা লোকদের সাক্ষাতে তাঁর কথার
কোন ছিদ্র ধরতে পারল না, বরং তার উত্তরে
আশ্চর্য জ্ঞান করে চুপ করে রইলো।

পুনরুত্থানের বিষয়ে শিক্ষা

২৭ আর সদ্দূকীরা, যারা প্রতিবাদ করে বলে,
পুনরুত্থান নেই, তাদের কয়েক জন কাছে এসে
তাঁকে জিজ্ঞাসা করলো, ২৮ হুজুর, মূসা আমাদের
জন্য লিখেছেন, কারো ভাই যদি স্ত্রী রেখে মারা

২০:১০ এক গোলামকে পাঠিয়ে দিলেন। এই দৃষ্টান্ত (আয়াত ৯) ইশা ৫:১-৭ আয়াতের পুনরুল্লেখ। যে গোলামদেরকে কৃষকদের কাছে পাঠানো হয়েছিল তাঁরা হচ্ছেন নবী, যাদের আল্লাহ্‌ আগে পাঠিয়েছিলেন এবং যারা প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলেন (নহি ৯:২৬; ইয়ার ৭:২৫-২৬; ২৫:৪-৭; মথি ২৩:৩৪; প্রেরিত ৭:৫২; ইব ১১:৩৬-৩৮)।

যেন ... তাঁকে দেয়। শস্য কর্তনের চুক্তি অনুসারে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ শস্য মালিকের নিকট দিতে হয়। সঠিক সময়ে তিনি তার প্রাপ্য শস্যের অংশ আশা করে থাকেন।

২০:১৩ আমার প্রিয় পুত্রকে পাঠাব। প্রিয় পুত্রের প্রতি সুনির্দিষ্ট ইঙ্গিত আরও পরিষ্কার করে যে, দৃষ্টান্তে যে পুত্রকে বোঝানো হয়েছে তিনিই আল্লাহ্‌র পুত্র ঈসা মসীহ্‌ (লূক ৩:২২; মথি ১৭:৫)।

২০:১৮ তাকে চুরমার করে ফেলবে। যেভাবে পাথরের সাথে ধাক্কা খেলে একটি পাত্র ভেঙ্গে যায় এবং অনেক উঁচু থেকে নিচে পাথরের উপর পড়লে তা চূর্ণ হয়ে যায়, ঠিক সেইভাবে যারা ঈসা মসীহ্‌কে প্রত্যাখ্যান করবে তারা শেষ হয়ে যাবে (ইশা ৮:১৪; দানি ২:৩৪-৩৫,৪৪; লূক ২:৩৪)।

২০:১৯ আলেমেরা ও প্রধান ইমামেরা। ঈসা মসীহের প্রতি তাদের বিরোধিতার বিষয়ে জানতে দেখুন, লূক ৫:৩০; ৯:২২; ১৯:৪৭; ২২:২; ২৩:১০ আয়াত।

২০:২০ শাসনকর্তার ... কর্তৃত্ব। ইহুদী ধর্মীয় নেতারা নিজেরা পদক্ষেপ নিতে ভয় পেয়ে ঈসা মসীহের কাছ থেকে কিছু বিবৃতি বের করে নিতে চাইল, যার ফলে রোমীয় কর্মকর্তারা মসীহের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেবে এবং লোকদের সাথে তাঁর সংযোগ রক্ষার পথ দূরে সরিয়ে দেবে।

২০:২২ সীজারকে কর দেওয়া। সীজারের আদেশ অনুসারে কর দিতে বললে লোকেরা হতাশ হবে, আবার কর দিতে নিষেধ করলে রোমীয় কর্মকর্তাদের মধ্যে আলোড়ন শুরু হবে। প্রশ্নকারীরা ঈসা মসীহ্‌কে এই উভয় সঙ্কটের ফাঁদে ফেলতে চেয়েছিল।

২০:২৩ দীনার। রোমীয় মুদ্রা, যা একজন শ্রমিকের এক দিনের মজুরির সমান (মথি ২২:১৯ আয়াতের নোট দেখুন)।

মূর্তি ও নাম। প্রতিটি দীনারের একদিকে সীজারের প্রতিমূর্তি ছিল এবং অন্য পিঠে লেখা ছিল – “টিবেরিয়াস অগাস্টাস সীজার, প্রধান পুরোহিত স্বর্গত অগাস্টাসের পুত্র।”

২০:২৭ সদ্দূকী। এক অভিজাত রাজনৈতিক দল, যারা জাগতিক ও পৌত্তলিক নেতাদের সাথে আপোষ করে চলতে আগ্রহী। তারা এ সময় মহা-ইমামের পক্ষ সমর্থন করতো এবং তারা মহাসভায় অধিকাংশ আসন দখল করেছিল। তারা পুনরুত্থান বা পরজীবনে বিশ্বাস করত না এবং তারা ফরীশীদের শেখানো মৌখিক প্রচলিত ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল (মথি

যায়, আর তার সন্তান না থাকে, তবে তার ভাই
সেই স্ত্রীকে গ্রহণ করবে ও আপন ভাইয়ের জন্য
বংশ উৎপন্ন করবে। ২৯ ভাল, সাতটি ভাই ছিল;
প্রথম জন এক জন স্ত্রীকে বিয়ে করলো, আর সে
সন্তান না রেখে মারা গেল। ৩০ পরে দ্বিতীয় ও
তৃতীয় ভাই সেই স্ত্রীকে বিয়ে করলো; ৩১ এভাবে
সাত জনই সন্তান না রেখে মারা গেল। ৩২ শেষে
সেই স্ত্রীও মারা গেল। ৩৩ অতএব পুনরুত্থানে সে
তাদের মধ্যে কার স্ত্রী হবে? তারা সাত জনই তো
তাকে বিয়ে করেছিল।

৩৪ ঈসা তাদেরকে বললেন, এই দুনিয়ার
সন্তানেরা বিয়ে করে এবং বিবাহিতা হয়।
৩৫ কিন্তু যারা সেই দুনিয়ার এবং মৃতদের মধ্য
থেকে পুনরুত্থানের অধিকারী হবার যোগ্য গণিত
হয়েছে, তারা বিয়ে করে না এবং বিবাহিতাও হয়
না। ৩৬ তারা আর মরতেও পারে না, কেননা
তারা ফেরেশতাদের সমতুল্য এবং পুনরুত্থানের
সন্তান হওয়াতে আল্লাহ্‌র সন্তান। ৩৭ আবার
মৃতরা যে উত্থাপিত হয়, এই বিষয়ে মূসাও
ঝোপের বৃত্তান্তে দেখিয়েছেন; কেননা তিনি
প্রভুকে "ইব্রাহিমের আল্লাহ্‌, ইস্‌হাকের আল্লাহ্‌ ও
ইয়াকুবের আল্লাহ্‌" বলেছেন। ৩৮ আল্লাহ্‌ তো
মৃতদের আল্লাহ্‌ নন, কিন্তু জীবিতদের; কেননা
তাঁর সাক্ষাতে সকলেই জীবিত।

৩৯ তখন কয়েক জন আলেম বললো, হুজুর,
আপনি বেশ বলেছেন। ৪০ বাস্তবিক, সেই সময়
থেকে তাঁকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করতে
তাদের আর সাহস হল না।

[২০:২৮] দ্বিঃবিঃ ২৫:৫।
[২০:৩৫] মথি ১২:৩২।
[২০:৩৬] ইউ ১:১২।
[২০:৩৭] হিজ ৩:৬।
[২০:৪০] মথি ২২:৪৬; মার্ক ১২:৩৪।
[২০:৪১] মথি ১:১।
[২০:৪৩] জবুর ১১০:১; মথি ২২:৪৪।
[২০:৪৬] লূক ১১:৪৩।
[২১:১] মথি ২৭:৬; ইউ ৮:২০।

হযরত দাউদের পুত্রের বিষয়ে প্রশ্ন

৪১ আর তিনি তাদেরকে বললেন, লোকে কেমন
করে মসীহ্‌কে দাউদের সন্তান বলে? ৪২ দাউদ
তো নিজে জবুর শরীফে বলেন,

"প্রভু আমার প্রভুকে বললেন,
প্রভু তুমি আমার ডানদিকে বস,
৪৩ যতদিন না আমি তোমার দুশমনদেরকে
তোমার পায়ের তলায় রাখি।"

৪৪ অতএব দাউদ তাঁকে প্রভু বলেছেন; তবে
তিনি কিভাবে তাঁর সন্তান?

আলেমদের থেকে সাবধান

৪৫ পরে তিনি সব লোকের কর্ণগোচরে তাঁর
সাহাবীদের বললেন, ৪৬ আলেমদের থেকে
সাবধান, তারা লম্বা লম্বা কাপড় পরে বেড়াতে
চায় ও হাট বাজারে লোকদের মঙ্গলবাদ,
মজলিস-খানায় প্রধান প্রধান আসন এবং ভোজে
প্রধান প্রধান স্থান ভালবাসে। ৪৭ তারা বিধবাদের
বাড়ি গ্রাস করে এবং লোককে দেখাবার জন্য
লম্বা লম্বা মুনাজাত করে; তারা বিচারে আরও
বেশি দণ্ড পাবে।

প্রকৃত দানশীলতার বিষয়ে শিক্ষা

২১ ১ পরে তিনি চোখ তুলে দেখলেন,
ধনবানেরা ভাণ্ডারে নিজ নিজ দান
রাখছে। ২ আর তিনি দেখলেন, এক জন
দীনহীন বিধবা সেই স্থানে দু'টি সিকি পয়সা
রাখছে। ৩ তখন তিনি বললেন, আমি
তোমাদেরকে সত্যি বলছি, এই দরিদ্র বিধবা
সকলের চেয়ে বেশি রাখল; ৪ কেননা এরা

২:৪; ৩:৭; মার্ক ১২:১৮; প্রেরিত ৪:১ আয়াতের নোট দেখুন)।

২০:২৮ তার ভাই সেই স্ত্রীকে গ্রহণ করবে। স্বামীর মৃত্যুতে দেবর বিধবা ভাবীকে বিয়ে করবে, এমন একটি 'দেবর-বিয়ে' আইন প্রচলিত ছিল (মথি ২২:২৪ আয়াতের নোট দেখুন; পয়দা ৩৮:৮ তুলনীয়)।

২০:৩৪-৩৫ এই দুনিয়ার ... সেই দুনিয়ার। ১৮:৩০ আয়াতের নোট দেখুন।

২০:৩৬ ফেরেশতাদের সমতুল্য। পুনরুত্থান-পরবর্তী জীবন এই পার্থিব জীবনের ধারাকে অনুসরণ করবে, এমনটি মনে করা উচিত নয়। নতুন যুগ কোন বিবাহ, জন্মদান ও মৃত্যু থাকবে না।

পুনরুত্থানের সন্তান। যারা ধার্মিকদের পুনরুত্থানের সময়ে পুনরুত্থিত হবে (মথি ২২:২৩-৩৩; মার্ক ১২:১৮-২৭; প্রেরিত ৪:১-২; ২৩:৬-১০)।

২০:৩৭ ঝোপের বৃত্তান্ত। যেহেতু ঈসা মসীহের সময়ে পাক-কিতাবের অধ্যায় ও আয়াত নির্ণয় করা হয় নি, সেই কারণে কোন নির্দিষ্ট অংশের উল্লেখ করার প্রয়োজন হলে এভাবে ঘটনাবলীর ইঙ্গিত দিয়ে পরিচিত করানো হত। এখানে জ্বলন্ত ঝোপে মূসার অভিজ্ঞতার প্রতি ইঙ্গিত দেয়া হচ্ছে (হিজ ৩:২)।

২০:৩৯ হুজুর, আপনি বেশ বলেছেন। এমনকি যদিও ঈসা মসীহের বিরুদ্ধে ফরীশী ও আলেমদের মহা শত্রুতা ছিল, তবুও পুনরুত্থানের বিষয়ে তারা সদ্দূকীদের বিপক্ষে থাকায় ঈসা মসীহের পক্ষ নিল।

২০:৪৪ দাউদ তাঁকে প্রভু বলেছেন। যদি মসীহ্‌ দাউদের বংশধর হন, তাহলে কীভাবে দাউদ সম্মানিত বাদশাহ্‌ হয়ে তাঁর বংশধরকে প্রভু বলে সম্বোধন করছেন? যতক্ষণ না ঈসা মসীহের প্রতি বিরোধিতাকারীরা এ কথা স্বীকার করে নিচ্ছে যে, মসীহ্‌ আল্লাহ্‌র বেহেশতী পুত্র, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে না (জবুর ১১০:১; মার্ক ১২:৩৬ আয়াতের নোট দেখুন)।

২০:৪৬ লম্বা লম্বা কাপড় ... প্রধান প্রধান আসন। মার্ক ১২:৩৮-৩৯ আয়াতের নোট দেখুন।

২০:৪৭ বিধবাদের গৃহ গ্রাস করে। আলেমরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য জালিয়াতি ও ষড়যন্ত্র করে এসব সহায়হীন মানুষের থেকে সুবিধা নিয়ে থাকে।

তারা বিচারে আরও অধিক দণ্ড পাবে। লূক ১২:৪৭-৪৮ দেখুন। মানুষের মূল্যবোধ যত বেশি হবে, প্রকৃত ন্যায়বিচারের দাবী তত কঠোর হবে; এবং যত বেশি ভণ্ডামী থাকবে (মথি ২৩:১-৩৬), শাস্তি তত বেশি হবে।

২১:১ ভাণ্ডারে। বায়তুল মোকাদ্দসের মহিলাদের প্রাঙ্গনে এবাদতকারীদের দান সংগ্রহ করার জন্য ১৩টি চোঙ্গাকৃতির বাক্স বসানো ছিল।

২১:২ দু'টি সিকি পয়সা। ইহুদীদের মধ্যে প্রচলিত মুদ্রা, যার মূল্যমান খুবই কম।

২১:৩ সকলের চেয়ে বেশি রাখল। ২ করি ৮:১২ আয়াতের নোট দেখুন।

সকলে নিজ নিজ অতিরিক্ত ধন থেকে কিছু কিছু
দানের মধ্যে রাখল, কিন্তু এ নিজের অনটন
সত্ত্বেও এর বেঁচে থাকবার জন্য যা কিছু ছিল,
সমস্তই রাখল।

জেরুশালেমের বিনাশের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী

৫ আর যখন কেউ কেউ বায়তুল-মোকাদ্দসের
বিষয় বলছিল, সেটি কেমন সুন্দর সুন্দর পাথরে
ও উপহারের জিনিসে সুশোভিত, ৬ তখন তিনি
বললেন, তোমরা তো এই সব দেখছো, কিন্তু
এমন সময় আসছে, যখন এর একখানি পাথর
অন্য পাথরের উপরে থাকবে না, সমস্তই ভূমিসাৎ
হবে।

চিহ্ন ও জুলুম

৭ তাঁরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, হুজুর, তবে
এসব ঘটনা কখন হবে? আর যখন এসব সফল
হবার সময় হবে, তখন তার চিহ্নই বা কি?
৮ তিনি বললেন, দেখো, ভ্রান্ত হয়ো না; কেননা
অনেকে আমার নাম ধরে আসবে, বলবে,
'আমিই তিনি' ও সময় সন্নিকট; তোমরা তাদের
পিছনে যেও না। ৯ আর যখন তোমরা যুদ্ধের ও
গণ্ডগোলের কথা শুনবে, ভয় পেও না, কেননা
প্রথমে এসব ঘটবেই ঘটবে, কিন্তু তখনই শেষ
নয়।
১০ পরে তিনি তাঁদেরকে বললেন, জাতির
বিপক্ষে জাতি ও রাজ্যের বিপক্ষে রাজ্য উঠবে।
১১ বড় বড় ভূমিকম্প এবং স্থানে স্থানে দুর্ভিক্ষ ও
মহামারী হবে, আর আসমানে ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর
লক্ষণ ও মহৎ মহৎ চিহ্ন-কাজ হবে; ১২ কিন্তু
এসব ঘটনার আগে লোকেরা তোমাদের উপরে
হস্তক্ষেপ করবে, তোমাদেরকে নির্যাতন করবে,
মজলিস-খানায় নিয়ে যাবে ও কারাগারে তুলে
দেবে; আমার নামের জন্য তোমাদেরকে
বাদশাহ্‌দের ও শাসনকর্তাদের সম্মুখে নিয়ে
যাওয়া হবে। ১৩ সাক্ষ্যের জন্য এসব তোমাদের
প্রতি ঘটবে। ১৪ অতএব মনে মনে স্থির করো
যে, কি উত্তর দিতে হবে, তার জন্য আগে চিন্তা
করবে না। ১৫ কেননা আমি তোমাদেরকে এমন
মুখ ও বিজ্ঞতা দেব যে, তোমাদের বিপক্ষেরা
কেউ প্রতিরোধ করতে বা উত্তর দিতে পারবে
না। ১৬ আর তোমাদের পিতা-মাতা, ভাইয়েরা,
জ্ঞাতি ও বন্ধুরা তোমাদের ধরিয়ে দেবে এবং
তোমাদের কোন কোন ব্যক্তিকে তারা খুন
করাবে। ১৭ আর আমার নামের দরুন সকলে
তোমাদের ঘৃণা করবে। ১৮ কিন্তু তোমাদের
মাথার একগাছি কেশও নষ্ট হবে না। ১৯ তোমরা
নিজ নিজ ধৈর্যে নিজ নিজ প্রাণ লাভ করবে।
২০ আর যখন তোমরা জেরুশালেমকে
সৈন্যসামন্ত দ্বারা ঘেরাও হতে দেখবে, তখন

[২১:৪] ২করি ৮:১২।
[২১:৬] লূক ১৯:৪৪।
[২১:৮] লূক ১৭:২৩।
[২১:১০] ২খান্দান ১৫:৬; ইশা ১৯:২।
[২১:১১] ইশা ২৯:৬; যোয়েল ২:৩০।
[২১:১৩] ফিলি ১:১২।
[২১:১৪] লূক ১২:১১।
[২১:১৫] লূক ১২:১২।
[২১:১৬] লূক ১২:৫২,৫৩।
[২১:১৭] ইউ ১৫:২১।
[২১:১৮] মথি ১০:৩০।
[২১:১৯] মথি ১০:২২।
[২১:২০] লূক ১৯:৪৩।

২১:৫ পাথরে ও উপহারের জিনিসে সুশোভিত। বায়তুল মোকাদ্দস ছিল অত্যন্ত সুসজ্জিত একটি ভবন। এর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের একটি প্রস্তর ফলক প্রায় ৩৬ ফুট দীর্ঘ ছিল। যোসেফাস বলেছেন, "যা কিছু স্বর্ণ দ্বারা মোড়ানো হয় নি, তা ধবধবে নিখুঁত সাদা।" বায়তুল মোকাদ্দসের অঙ্গসজ্জার জন্য হেরোদ স্বর্ণ নির্মিত আঙ্গুরলতা নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। স্বর্ণনির্মিত আঙ্গুরের এককেটি থোকা একজন মানুষের সমান লম্বা ছিল। সাম্প্রতিক সময়ে বায়তুল মোকাদ্দসের ধ্বংসস্তূপে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান চালানোর পর হেরোদ কর্তৃক সংস্কারকৃত বায়তুল মোকাদ্দসের সৌন্দর্য আরও স্পষ্ট হয়ে আমাদের সামনে ফুটে উঠছে।

২১:৬ একখানি পাথর ... সমস্তই ভূমিসাৎ হবে। ৭০ খ্রীষ্টাব্দে এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছিল, যখন রোমীয়রা জেরুশালেম দখল করেছিল এবং বায়তুল মোকাদ্দস আগুনে জ্বালিয়ে দিয়েছিল।

২১:৭ এসব ঘটনা কখন হবে?। মার্ক বলেছেন যে, এই প্রশ্নটি পিতর, ইয়াকুব ও আন্দ্রিয় – এই চারজন সাহাবী এক সাথে জিজ্ঞাসা করেছিলেন (মার্ক ১৩:৩)। মথি প্রশ্নটির পূর্ণ রূপ উল্লেখ করেছেন, যেখানে ঈসা মসীহের আগমনের ও শেষ যুগের চিহ্ন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে (মথি ২৪:৩)।

চিহ্নই বা কী?। যে সমস্ত ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে তার চিহ্ন কেমন হবে, সে বিষয়ে জানতে চাওয়া হয়েছে।

২১:৮ 'আমিই তিনি'। ঈসা মসীহ্‌ তাঁর পুনরাগমনের সময় এই কথা বলবেন।

সময় সন্নিকট। শেষ কাল কাছে এসে গেছে।

২১:৯ তখনই শেষ নয়। শেষকালের কথা বলা হচ্ছে (মথি ২৪:৩-৬)। ৮-১৮ আয়াতে উল্লিখিত সকল ঘটনা সম্পূর্ণরূপে বর্তমান যুগের বৈশিষ্ট্য, যুগের শেষে সময়ের চিহ্ন নয়।

২১:১১ আসমানে ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর লক্ষণ। ২৫ আয়াত দেখুন। প্রভুর দিনের সাথে সম্পৃক্ত বেহেশতী চিহ্নের ভাববাণীমূলক বর্ণনার জন্য মার্ক ১৩:২৫ আয়াতের নোট দেখুন।

২১:১২ মজলিস-খানায় নিয়ে ... তুলে দেবে। মজলিস-খানা কেবল এবাদতখানা ও বিদ্যালয় হিসেবে ব্যবহৃত হত না, কিন্তু সেই সাথে পৌর অঞ্চলের প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা এবং বিচার চলাকালীন সময়ে আসামীদের বন্দী করে রাখার জন্যও ব্যবহৃত হত।

২১:১৫ কেউ প্রতিরোধ করতে বা উত্তর দিতে পারবে না। প্রেরিত ৬:৯-১০ দেখুন।

২১:১৮ তোমাদের মাথার একগাছি কেশও নষ্ট হবে না। ১৬ আয়াতের আলোকে এখানে দৈহিক নিরাপত্তা বোঝানো হয় নি। উক্তিটি রূপক অর্থে নির্দেশ করছে যে, প্রকৃত অর্থাৎ রূহানিক কোন ক্ষতি সাধিত হবে না। যদিও নিপীড়ন এবং মৃত্যু আসতে পারে, তথাপি আল্লাহ্‌ সব কিছুর নিয়ন্ত্রণে রয়েছেন এবং আমাদের চূড়ান্ত পরিণতি হবে নিশ্চিত অনন্তকালীন বিজয়।

২১:১৯ নিজ নিজ ধৈর্যে নিজ নিজ প্রাণ। মার্ক ১৩:১৩ আয়াতের নোট দেখুন।

২১:২০ সৈন্যসামন্ত দ্বারা ঘেরাও হতে দেখবে। ১৯:৪৩ দেখুন। শেষকাল সন্নিকট হওয়ার চিহ্ন (আয়াত ৭ তুলনা করুন); সে সময় জেরুশালেম নগরীর চারপাশ সৈন্যবাহিনী দ্বারা পরিবেষ্টিত হবে। 'ধ্বংসের সেই ঘৃণার্হ বস্তু' এ সময় বায়তুল মোকাদ্দসে স্থাপিত হবে (মথি ২৪:১৫)।

জানবে যে, তার ধ্বংস সন্নিকট। ২১ তখন যারা
এহুদিয়ায় থাকে, তারা পাহাড়ী এলাকায় পালিয়ে
যাক এবং যারা নগরের মধ্যে থাকে, তারা বাইরে
যাক; আর যারা পল্লীগ্রামে থাকে, তারা নগরে
প্রবেশ না করুক। ২২ কেননা তখন প্রতিশোধের
সময়, যে সমস্ত কথা লেখা আছে, সেসব পূর্ণ
হবার সময়। ২৩ হায়, সেই সময়ে গর্ভবতী ও
স্তন্যদাত্রী স্ত্রীদের সন্তাপ! কেননা দেশে বিষম
দুর্গতি হবে এবং এই জাতির উপরে আল্লাহ্‌র
গজব নেমে আসবে। ২৪ লোকেরা তলোয়ারের
আঘাতে মারা পড়বে এবং বন্দী হয়ে সকল
জাতির মধ্যে নীত হবে; আর জাতিদের সময়
সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত জেরুশালেম জাতিদের
দ্বারা পদ-দলিত হবে।

ইবনুল-ইনসানের আগমন

২৫ আর সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রগুলোর মধ্যে নানা
চিহ্ন প্রকাশ পাবে এবং দুনিয়াতে সমস্ত জাতি কষ্ট
পাবে, তারা সমুদ্রের ও তরঙ্গের গর্জনে ভীষণ ভয়
পাবে। ২৬ ভয়ে এবং ভূমণ্ডলে যা যা ঘটবে তার
আশঙ্কায় মানুষের প্রাণ উড়ে যাবে; কেননা
আসমানের পরাক্রমগুলো বিচলিত হবে। ২৭ আর
সেই সময় তারা ইবনুল-ইনসানকে পরাক্রম ও
মহামহিমা সহকারে মেঘযোগে আসতে দেখবে।

[২১:২১] লূক ১৭:৩১।
[২১:২২] ইশা ৬৩:৪;
[২১:২৪] ইশা ৫:৫; ৬৩:১৮; দানি ৮:১৩; প্রকা ১১:২।
[২১:২৫] ২পিতর ৩:১০,১২।
[২১:২৬] মথি ২৪:২৯।
[২১:২৭] মথি ৮:২০; প্রকা ১:৭।
[২১:২৮] লূক ১৮:১৭।
[২১:৩১] মথি ৩:২।
[২১:৩২] লূক ১১:৫০; ১৭:২৫।
[২১:৩৩] মথি ৫:১৮।
[২১:৩৪] মার্ক ৪:১৯; লূক ১২:৪০,৪৬; ১থিষ ৫:২-৭।
[২১:৩৬] মথি ২৬:৪১।

২৮ কিন্তু এসব ঘটনা আরম্ভ হলে তোমরা উঠে
দাঁড়িয়ো, মাথা তুলো, কেননা তোমাদের মুক্তি
সন্নিকট।

ডুমুর গাছের দৃষ্টান্ত থেকে শিক্ষা

২৯ আর তিনি তাদেরকে একটি দৃষ্টান্ত বললেন,
ডুমুর গাছ ও অন্যান্য গাছগুলোকে লক্ষ্য কর;
৩০ যখন সেগুলো পল্লবিত হয়, তখন তা দেখে
তোমরা নিজেরাই বুঝতে পার যে, এখন
গ্রীষ্মকাল সন্নিকট। ৩১ তেমনি তোমরাও যখন
এসব ঘটছে দেখতে পাবে, তখন জানবে,
আল্লাহ্‌র রাজ্য সন্নিকট। ৩২ আমি তোমাদেরকে
সত্যি বলছি, যে পর্যন্ত সমস্ত সিদ্ধ না হবে, সেই
পর্যন্ত এই কালের লোকদের লোপ হবে না।
৩৩ আসমানের ও দুনিয়ার লোপ হবে, কিন্তু
আমার কথার লোপ কখনও হবে না।

জেগে থেকো এবং মুনাজাত করো

৩৪ কিন্তু নিজেদের বিষয়ে সাবধান থেকো, পাছে
উচ্ছৃঙ্খলতায়, মত্ততায় এবং জীবিকার চিন্তায়
তোমাদের অন্তর ভারগ্রস্ত হয়, আর সেদিন হঠাৎ
ফাঁদের মত তোমাদের উপরে এসে পড়ে;
৩৫ কেননা সেদিন সমস্ত ভূতল-নিবাসী সকলের
উপরে উপস্থিত হবে। ৩৬ কিন্তু তোমরা সব সময়
জেগে থেকো এবং মুনাজাত করো, যেন এই

২১:২১ পাহাড়ী এলাকায় পালিয়ে যাক। যখন সৈন্যবাহিনী নগরীকে ঘিরে ফেলে, তখন স্বাভাবিকভাবে সবাই নগরীর দেয়ালের ভিতরে রক্ষা পেতে চাইবে; কিন্তু ঈসা মসীহ্‌ তাঁর অনুসারীদের পর্বতে নিরাপদে স্থান খুঁজতে নির্দেশ দেন, কারণ নগরীটি একেবারে ধ্বংস করে ফেলা হবে (মথি ২৪:১৬ আয়াতের নোট দেখুন)।

২১:২২ প্রতিশোধের সময়। ঈমানহীনতার পরিণতিস্বরূপ আল্লাহ্‌র শাস্তিমূলক ন্যায়বিচার (ইশা ৬৩:৪; ইয়ার ৫:২৯)।

২১:২৪ জাতিদের সময়। অ-ইহুদীরা রূহানিক সুযোগ বা ধর্মান্তর (লূক ২০:১৬; রোমীয় ১১:২৫) এবং জেরুশালেমের উপর আধিপত্য উভয়ই পাবে, কিন্তু এই সময় শেষ হবে যখন অ-ইহুদীদের জন্য আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্য পূর্ণতা লাভ করবে।

২১:২৭ সেই সময় ... মেঘযোগে আসতে দেখবে। ঈসা মসীহের দ্বিতীয় আগমনের সময় (দানি ৭:১৩)। এই শিক্ষার পূর্বাভাসগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চূড়ান্তভাবে শেষ কালকে বোঝাচ্ছে, সেই সাথে ৭০ খ্রীষ্টাব্দে জেরুশালেমের আসন্ন ধ্বংসের পূর্বাভাসও এখানে রয়েছে।

২১:২৮ উঠে দাঁড়িয়ো, মাথা তুলো; এই সকল চিহ্ন যখন দেখা যাবে, তখন নিচের দিকে দৃষ্টিপাত করা উচিত নয়; বরং আনন্দ, আশা ও ঈমান নিয়ে উপরের দিকে অর্থাৎ আল্লাহ্‌র প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত।

২১:২৯ ডুমুর গাছ ... লক্ষ্য কর। বসন্তের আগমন গাছের সবুজ পাতা গজানোর মধ্য দিয়ে ঘোষিত হয় (মথি ২৪:৩২-৩৫; মার্ক ১৩:২৮-৩১)। প্যালেস্টাইনে ডুমুর গাছে পাতা আসে সবার আগে। 'অন্যান্য গাছ' কথাটি যুক্ত করে অন্যান্য দেশে গ্রীষ্মকালের আগমনের বার্তা ঘোষণা করা হয়েছে। একইভাবে একটি রাজ্যের আগমনের ব্যাপারে আগেভাগে ধারণা করা যায়, যখন এর চিহ্নগুলো দেখা যায়; তবে এখানে 'রাজ্য' ভিন্নভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। ৩১ আয়াতে ভবিষ্যৎ রাজ্য সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে।

২১:৩২ এই কালের লোক। যদি এখানে জেরুশালেমের ধ্বংস বোঝানো হয়, যা ঈসা মসীহ্‌ এসব কথা বলার প্রায় ৪০ বছর পর ঘটেছিল, সেক্ষেত্রে 'এই কাল' কথাটি স্বাভাবিক আয়ুষ্কালের সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এসব ঘটনা ৭০ খ্রীষ্টাব্দের জেরুশালেম নগরী ধ্বংসের মধ্য দিয়ে প্রাথমিকভাবে পূর্ণতা লাভ করেছে। যদি এখানে ঈসা মসীহের দ্বিতীয় আগমন বোঝানো হয়, তাহলে এখানে ইহুদী জাতির লোকদের নির্দেশ করা হতে পারে, যারা যুগের শেষ পর্যন্ত প্রতিজ্ঞাত জাতি হিসেবে স্বীকৃত থাকবে; অথবা এসব বিষয়ের শুরুতে জীবিত থাকা ভবিষ্যৎ বংশকেও বোঝাতে পারে। এখানে এ কথা বোঝানো হয় নি যে, ঈসা মসীহের এমন কোন ভুল ধারণা ছিল যে, তিনি তৎক্ষণাৎ প্রত্যাবর্তন করতে যাচ্ছেন। নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, ঈসা মসীহের প্রথম আগমন ও জেরুশালেমের উপর বিচার বেহেশতী রাজ্যের আগমনকে সন্নিকট করেছে। যদিও 'সন্নিকট' সম্পর্কে আল্লাহ্‌র ধারণা আমাদের প্রত্যাশা থেকে ভিন্ন প্রমাণিত হয়েছে।

২১:৩৪ সেদিন। যখন ঈসা ফিরে আসবেন এবং আল্লাহ্‌র রাজ্যের ভবিষ্যৎ বৈশিষ্ট্য সূচিত হবে (আয়াত ৩১)।

হঠাৎ ফাঁদের মত তোমাদের উপরে এসে পড়ে। এখানে বোঝানো হয় নি যে, ঈসা মসীহের দ্বিতীয় আগমন সম্পূর্ণরূপে অঘোষিত থাকবে, কারণ এর পূর্বাভাস হিসেবে চিহ্ন দেখা যাবে (আয়াত ২৮,৩১)।

২১:৩৫ সমস্ত ভূতল-নিবাসী। ঈসা মসীহের দ্বিতীয় আগমন সমস্ত মানবজাতিকে একত্রিত করবে, যা জেরুশালেমের

BACIB International Bible CHURCH

এহুদা ইষ্কারিয়োত

এহুদা ইষ্কারিয়োত ছিল শিমোনের পুত্র, ইউ ৬:৭১; ১৩:২,২৬। মথি, মার্ক, ও লূক লিখিত সুসংবাদে ঈসা মসীহের ১২ জন সাহাবীর তালিকায় তার নাম সব শেষে উল্লেখ করা হয়েছে। ঈসা মসীহের সাহাবী হিসাবে সে এই দলটির কোষাধ্যক্ষ হিসাবে দায়িত্ব পালন করে। যেহেতু তার কাছে টাকার থলি থাকত তাই সে সেখান থেকে টাকা চুরি করত, ইউ ১২:৬। শয়তান তার মধ্যে প্রবেশ করার পর ধীরে ধীরে তার চরিত্রের মন্দ দিকটি প্রকাশ পায়, ইউ ১৩:২৭; সে আমাদের প্রভু ঈসা মসীহ্‌র সাথে বেঈমানী করে, ইউ ১৮:৩। পরবর্তীতে সে অত্যন্ত দুঃখে ভেঙ্গে পড়ে নিজের গুনাহ্‌ স্বীকার করে; গুনাহের বিনিময়ে যে অর্থ সে পেয়েছিল তা বায়তুল-মোকাদ্দসের মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে চলে যায় এবং গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে, মথি ২৭:৫; প্রেরিত ১:২৫। প্রেরিত ১:১৮ আয়াত অনুসারে প্রথমে সে হিন্নোম উপত্যকায় একটি গাছের ডালে ঝুলে আত্মহত্যা করে এবং সেই ডাল ভেঙ্গে মাটিতে পড়ে গিয়ে তার পেট ফেটে নাড়িভুঁড়ি বেড়িয়ে আসে, মথি ২৭:৫। কেন এমন একজন মানুষকে ঈসা মসীহ্‌ সাহাবী হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন তা আমাদের জানা নেই, কিন্তু পাক-কিতাবে এই কথা লেখা আছে: "ঈসা মসীহ্‌ আগে থেকেই জানতেন কে তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে," ইউ ৬:৬৪।

সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:

- বারোজন সাহাবীর সঙ্গে ঈসা মসীহ্‌ তাকেও বেছে নেন। সে একমাত্র সাহাবী যে গালীলীয় ছিল না।
- সে সাহাবী দলের টাকা-পয়সা রাখবার দায়িত্ব পালন করত।
- ঈসা মসীহ্‌কে ধরিয়ে দিয়ে সে যে মন্দ কাজ করেছে তা সে বুঝতে পেরেছিল।

দুর্বলতা ও যে সব ভুল করেছে:

- সে লোভী ছিল (ইউহোন্না ১২:৬)।
- সে ঈসা মসীহের সঙ্গে বেইমানী করেছে।
- সে গুনাহ্‌ করে ক্ষমা না চেয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে।

তার জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:

- মন্দ পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্য শয়তানকে সুযোগ করে দেয় আমাদেরকে তার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার জন্য।
- মন্দ কাজের পরিণতি খুবই ভয়ংকর হয়, এমন কি, একটুখানি ভুল ও মন্দ কাজ খুবই ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনতে পারে।
- আল্লাহ্‌র পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্য কোন নিকৃষ্ট ঘটনার মধ্য দিয়েও কাজ করে থাকে।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- **কোথায়:** খুব সম্ভবত করিয়োত গ্রাম
- **কাজ:** ঈসা মসীহের সাহাবী
- **আত্মীয়-স্বজন:** পিতা: শিমিয়োন
- **সমসাময়িক যারা ছিলেন:** ঈসা মসীহ্‌, বাপ্তিস্মদাতা ইয়াহিয়া, পীলাত ও ঈসা মসীহের অন্য সাহাবীগণ।

মূল আয়াত: "আর শয়তান ঈষ্করিয়োতীয় এহুদা, বারো জনের এক জন, তার ভিতরে প্রবেশ করলো। তখন সে গিয়ে কিভাবে ঈসাকে তাদের হাতে তুলে দিতে পারবে সেই ব্যাপারে প্রধান ইমামদের ও সেনাপতিদের সঙ্গে কথাবার্তা বললো।" (লূক ২২:৩,৪)

সুসমাচারগুলোর মধ্যে এহুদা ইষ্কারিয়োতের কথা পাওয়া যায়। এছাড়া প্রেরিত কিতাবের ১:১৮,১৯ আয়াতে তার বিষয়ে উল্লেখ পাওয়া যায়।

BACIB International Bible CHURCH

যেসব ঘটনা হবে তা এড়াতে এবং ইবনুল-
ইনসানের সম্মুখে দাঁড়াতে শক্তিমান হও।
৩৭ আর তিনি প্রতিদিন বায়তুল-মোকাদ্দসে
উপদেশ দিতেন এবং প্রতি রাত্রে বাইরে গিয়ে
জৈতুন নামক পর্বতে গিয়ে থাকতেন। ৩৮ আর
সমস্ত লোক তাঁর কথা শুনবার জন্য খুব ভোরে
বায়তুল-মোকাদ্দসে তাঁর কাছে আসতো।

ঈসা মসীহ্‌কে হত্যা করবার ষড়যন্ত্র

২২ ১ তখন খামিহীন রুটির ঈদ নিকটবর্তী
হচ্ছিল। এই ঈদকে ঈদুল ফেসাখও
বলা হয়। ২ আর প্রধান ইমামেরা ও আলেমেরা
কিভাবে তাঁকে হত্যা করতে পারে, তারই চেষ্টা
করছিল; কেননা তারা লোকদেরকে ভয় করতো।

ঈষ্করিয়োতীয় এহুদার বেঈমানী

৩ আর শয়তান ঈষ্করিয়োতীয় এহুদা, বারো
জনের এক জন, তার ভিতরে প্রবেশ করলো।
৪ তখন সে গিয়ে কিভাবে ঈসাকে তাদের হাতে
তুলে দিতে পারবে সেই ব্যাপারে প্রধান
ইমামদের ও সেনাপতিদের সঙ্গে কথাবার্তা
বললো। ৫ এতে তারা আনন্দিত হয়ে তাকে টাকা
দিতে ওয়াদা করলো। ৬ তাতে এহুদা সম্মত হল
এবং জনতার অগোচরে তাঁকে তাদের হাতে
ধরিয়ে দেবার সুযোগ খুঁজতে লাগল।

[২১:৩৭] মথি ২৬:৫৫; মার্ক ১১:১৯; মথি ২১:১।
[২১:৩৮] ইউ ৮:২।
[২২:১] ইউ ১১:৫৫।
[২২:২] মথি ১২:১৪।
[২২:৩] মথি ৪:১০; ১০:৪।
[২২:৪] আঃ ৫২; প্রেরিত ৪:১; ৫:২৪।
[২২:৫] জাকা ১১:১২।
[২২:৭] হিজ ১২:১৮-২০; দ্বিঃবিঃ ১৬:৫-৮; মার্ক ১৪:১২।
[২২:৮] প্রেরিত ৩:১,১১; ৪:১৩,১৯; ৮:১৪।
[২২:১৩] লূক ১৯:৩২।

ঈদুল ফেসাখের প্রস্তুতি

৭ পরে খামিহীন রুটির দিন, অর্থাৎ যেদিন ঈদুল
ফেসাখের ভেড়ার বাচ্চা কোরবানী করতে হত,
সেই দিন আসল। ৮ তখন তিনি পিতর ও
ইউহোন্নাকে প্রেরণ করে বললেন, তোমরা গিয়ে
আমাদের জন্য ঈদুল ফেসাখের মেজবানী প্রস্তুত
কর, আমরা ভোজন করবো। ৯ তাঁরা বললেন,
কোথায় প্রস্তুত করবো? আপনার ইচ্ছা কি?
১০ তিনি তাঁদেরকে বললেন, দেখ, তোমরা নগরে
প্রবেশ করলে এমন এক ব্যক্তি তোমাদের সম্মুখে
পড়বে, যে ব্যক্তি এক কলসী পানি নিয়ে আসছে;
তোমরা তার পিছন পিছন যে বাড়িতে সে প্রবেশ
করবে সেখানে যাবে। ১১ আর তোমরা বাড়ির
মালিককে বলবে, হুজুর আপনাকে বলছেন,
যেখানে আমি আমার সাহাবীদের সঙ্গে ঈদুল
ফেসাখের মেজবানীর ভোজন করতে পারি, সেই
মেহমানশালা কোথায়? ১২ তাতে সে
তোমাদেরকে সাজানো একটি উপরের বড় কুঠরী
দেখিয়ে দেবে; সেই স্থানে মেজবানী প্রস্তুত
করো। ১৩ তাঁরা গিয়ে তিনি যেমন বলেছিলেন,
তেমনই দেখতে পেলেন; আর ঈদুল ফেসাখের
মেজবানীর প্রস্তুত করলেন।

পতনের সময়েও ঘটে নি।

২১:৩৭ প্রতিদিন। ঈসা মসীহ্ তাঁর জীবনের শেষ সপ্তাহের প্রতিটি দিন, তাঁর বিজয়-যাত্রা থেকে ঈদুল ফেসাখ পর্যন্ত (রবিবার-বৃহস্পতিবার)।

জৈতুন নামক পর্বত। লূক ১৯:২৯; মথি ২১:১৭ আয়াতের নোট দেখুন।

২২:১ খামিহীন রুটির ঈদ ... ঈদুল ফেসাখ। ঈদুল ফেসাখকে দু'টো ভিন্ন উপায়ে উদ্‌যাপন করা হত:

(১) নিশান মাসের ১৪ তারিখ সন্ধ্যা শুরু হওয়ার সাথে সাথে এই ঈদের ভোজ শুরু হত (লেবীয় ২৩:৪-৫), যেহেতু ইহুদীদের একটি নতুন দিবস শুরু হত সূর্যাস্তের পরপরই, সে কারণে মূলত ১৫ তারিখের প্রথম ঘটিকায় ঈদ শুরু হত।

(২) ঈদুল ফেসাখের ভোজের পরবর্তী সপ্তাহ (ইহি ৪৫:২১); অন্যান্য জায়গায় এই সপ্তাহ্‌টি খামিহীন রুটির ঈদ নামে পরিচিত, কারণ এই সপ্তাহে কোন খাবারেই খামি ব্যবহার করা হত না (হিজ ১২:১৫-২০; ১৩:৩-৭)।

২২:২ প্রধান ইমামেরা ও আলেমেরা। লূক ২০:১ আয়াত দেখুন।

২২:৩ শয়তান ঈষ্করিয়োতীয় ... প্রবেশ করলো। সুসমাচারে এই উক্তিটি দু'টো ভিন্ন অর্থ নিয়ে উল্লিখিত হয়েছে:

(১) এহুদা প্রধান ইমামের কাছে যাওয়ার ও এখন ঈসা মসীহের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করার প্রস্তাব দেওয়ার পূর্বে; এবং

(২) শেষ ভোজের সময়ে (ইউ ১৩:২৭)। এরূপে সুসমাচার লেখকগণ এহুদার উপর শয়তানের নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে বলছেন, যে কখনও পূর্ণ পরিচর্যায় নিবেদিত হয় নি বা ঈসা মসীহের প্রতি যথাযোগ্যভাবে নিজেকে সমর্পণ করে নি।

২২:৪ সেনাপতি। এদের সবাইকে ইহুদী এবং প্রধানত লেবীয়দের থেকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল।

২২:৭ যে দিন ... কোরবানী করতে হত। নিশান মাসের ১৪ তারিখে বিকেল ২:৩০ থেকে ৫:৩০ এর মধ্যে ইমামদের প্রাঙ্গনে এই কোরবানী দেওয়া হত; দুঃখভোগ সপ্তাহের বৃহস্পতিবারে এই উৎসব উদ্‌যাপিত হয়।

২২:১০ যে ব্যক্তি এক কলসী পানি নিয়ে আসছে। একজন পুরুষ পানির কলসী বহন করছে দেখাটা খুবই বিস্ময়কর, কারণ স্বাভাবিকভাবে এটি মহিলাদের কাজ।

২২:১১ হুজুর আপনাকে বলছেন। এরূপ সম্বোধন করার সম্ভাব্য কারণ হল, সেই গৃহের মালিক ঈসা মসীহের পরিচিত কিংবা তাঁর অনুসারী ছিলেন।

২২:১৩ তিনি যেমন বলেছিলেন। হতে পারে যে ঈসা লোকটির সাথে আগেই কথা বলে রেখেছিলেন এটি নিশ্চিত করতে যে, ঈদুল ফেসাখের ভোজে যেন কোন বিঘ্ন না আসে। যেহেতু ঠিক কোথায় মসীহ্ ঈদুল ফেসাখের ভোজ পালন করবেন তা তিনি আগেভাগে বলেন নি, সে কারণে এহুদা শত্রুদেরকে এই সংবাদ দিতে ব্যর্থ হয়েছিল; তা না হলে হয়তো সে এই গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানকে ব্যাহত করত। ভোজের জন্য মেষশাবক, রুটি, তেতো শাক ও আঙ্গুর-রস যোগাড় করা প্রয়োজন ছিল। কক্ষটি সম্ভবত প্রেরিত ১:১৩ আয়াতে উল্লিখিত কক্ষটি হতে পারে, তবে খুব সম্ভব এটি মরিয়মের ঘর (প্রেরিত ১২:১২) ছিল বলেও অনেকে মনে করেন।

প্রভুর মেজবানী স্থাপন

১৪ পরে সময় উপস্থিত হলে তিনি ও তাঁর সঙ্গে
প্রেরিতেরা ভোজনে বসলেন। ১৫ তখন তিনি
তাঁদেরকে বললেন, আমার দুঃখভোগের আগে
তোমাদের সঙ্গে আমি এই ঈদুল ফেসাখের
মেজবানীর ভোজন করতে একান্তই বাঞ্ছা করেছি;
১৬ কেননা আমি তোমাদেরকে বলছি, যে পর্যন্ত
আল্লাহ্‌র রাজ্যে এর উদ্দেশ্য পূর্ণ না হয়, সেই
পর্যন্ত আমি তা আর ভোজন করবো না। ১৭ পরে
তিনি পানপাত্র গ্রহণ করে শুকরিয়াপূর্বক বললেন,
এই নাও এবং নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নাও;
১৮ কেননা আমি তোমাদেরকে বলছি, যে পর্যন্ত
আল্লাহ্‌র রাজ্যের আগমন না হয়, এখন থেকে
সেই পর্যন্ত আমি আঙ্গুর ফলের রস আর পান
করবো না। ১৯ পরে তিনি রুটি নিয়ে
শুকরিয়াপূর্বক ভাঙ্গলেন এবং তাঁদেরকে দিলেন,
বললেন, এ আমার শরীর, যা তোমাদের জন্য
দেওয়া যাচ্ছে, আমার স্মরণার্থে এরকম করো।
২০ আর সেভাবে তিনি ভোজন শেষ হলে
পানপাত্রটি নিয়ে বললেন, এই পানপাত্র আমার
রক্তে নতুন নিয়ম, যে রক্ত তোমাদের জন্য ঢেলে
দেওয়া হচ্ছে। ২১ কিন্তু দেখ, যে ব্যক্তি আমার
সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে, তার হাত আমার
সঙ্গে টেবিলের উপরে রয়েছে। ২২ কেননা যেমন
নির্ধারিত হয়েছে, সেই অনুসারে ইবনুল-ইনসান
যাচ্ছেন, কিন্তু ধিক্ সেই ব্যক্তিকে, যে ব্যক্তি তাঁর
সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে। ২৩ তখন তাঁরা
পরস্পর জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, তবে
আমাদের মধ্যে এই কাজ কে করবে?

শ্রেষ্ঠ কে তা নিয়ে বিতর্ক

২৪ আর তাঁদের মধ্যে এই বিবাদও উৎপন্ন হল
যে, তাঁদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য? ২৫ কিন্তু
তিনি তাঁদেরকে বললেন, জাতিদের বাদশাহ্‌রাই
তাদের উপরে প্রভুত্ব করে এবং তাদের
শাসনকর্তারাই 'হিতকারী' বলে আখ্যাত হয়।
২৬ কিন্তু তোমরা সেরকম হয়ো না; বরং
তোমাদের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ, সে কনিষ্ঠের মত
হোক এবং যে প্রধান, সে পরিচারকের মত
হোক। ২৭ কারণ কে শ্রেষ্ঠ? যে ভোজনে বসে, না
যে পরিচর্যা করে? যে ভোজনে বসে, সেই কি
নয়? কিন্তু আমি তোমাদের মধ্যে পরিচারকের
মত রয়েছি।

[২২:১৪] মার্ক ৬:৩০; ১৪:১৭,১৮মথি ২৬:২০।
[২২:১৫] মথি ১৬:২১।
[২২:২৪] মার্ক ৯:৩৪; লূক ৯:৪৬।
[২২:২৬] ১পিতর ৫:৫; মার্ক ৯:৩৫।
[২২:২৭] মথি ২০:২৮।

২২:১৪ ভোজনে বসলেন। মার্ক ১৪:৩ আয়াতের নোট দেখুন। ঈসা মসীহের যুগের আগে থেকেই যে ধারায় ঈদুল ফেসাখের ভোজ খাওয়া হত তা ছিল:

১. প্রারম্ভিক দোয়া ও মুনাজাতের পর চার কাপ আঙ্গুর-রসের প্রথমটি নেয়া হত এবং শাক ও চাটনিযুক্ত খাবার নেয়া হত।
২. ঈদুল ফেসাখের প্রচলনের কাহিনী আলোচনা করা হত, জবুর ১১৩ গাওয়া হত এবং দ্বিতীয় বার আঙ্গুর-রস পান করা হত।
৩. মূল ভোজের জন্য মুনাজাত করার পর খামিহীন রুটিসহ ঝলসানো মেষশাবকের মাংস খাওয়া হত ও লতাজাতীয় সবজি খাওয়া হত। এরপর আবারও মুনাজাত করে তৃতীয় কাপ আঙ্গুর-রস পান করা হত।
৪. জবুর ১১৪-১১৮ গাওয়া হত এবং চতুর্থ ও শেষবারের মত আঙ্গুর-রস পান করা হত।

২২:১৬ যে পর্যন্ত আল্লাহ্‌র রাজ্যে এর উদ্দেশ্য পূর্ণ না হয়। ঈসা মসীহ্ তাঁর সাহাবীদের সাথে এই ঈদুল ফেসাখ পালন করতে আকুল আকাঙ্ক্ষী ছিলেন, কারণ তিনি খাঁটি 'ঈদুল ফেসাখের মেষশাবক' (১ করি ৫:৭) হিসেবে নিজে কোরবারী হওয়ার পূর্বে এটি ছিল শেষ উপলক্ষ এবং এরূপে সকল সময়ের জন্য এ কোরবানী পরিপূর্ণ করলেন। ভবিষ্যৎ রাজ্য না আসা পর্যন্ত ঈসা মসীহ্ আর ঈদুল ফেসাখের ভোজে অংশ নেবেন না। নতুন নিয়মের এই যুগে মণ্ডলীর মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্য পূর্ণতা পাচ্ছে এবং সবশেষে আসন্ন মহান মেষশাবকের বিয়ের 'ভোজে' আবার এই সহভাগিতা পূর্ণতা লাভ করবে (প্রকা ১৯:৯)।

২২:১৭ পানপাত্র গ্রহণ করে। সম্ভবত ঈদুল ফেসাখের ভোজে গৃহীত চারটি পানপাত্রের প্রথম বা তৃতীয় পানপাত্র।

২২:১৮ যে পর্যন্ত আল্লাহ্‌র রাজ্যের আগমন না হয়। আয়াত ১৬ এবং ৪:৪৩ আয়াতের নোট দেখুন।

২২:১৯ তোমাদের জন্য। এখানে বলা হচ্ছে মসীহ্ ক্রুশে তিনি নিজেকে আমাদের জন্য কাফ্‌ফারামূলক কোরবানী দান করবেন।

আমার স্মরণার্থে। ঈদুল ফেসাখ যেমন ছিল মিসরের বন্দীত্ব থেকে ইসরাইলকে আল্লাহ্‌র উদ্ধারের অবিরাম স্মরণ করা ও ঘোষণা করা, তেমনি মণ্ডলীর যুগে ঈসা মসীহের স্মরণার্থে ক্রুশে তাঁর কাফ্‌ফারামূলক কাজের মাধ্যমে গুনাহের বন্দীত্ব থেকে ঈমানদারদের মুক্তি স্মরণ করা ও ঘোষণা করার আদেশ দেওয়া হয়েছে।

২২:২০ ভোজন শেষ হলে। এই অংশের পুনরুল্লেখ কেবলমাত্র ১ করি ১১:২৫ আয়াতে পাওয়া যায় (১ করি ১১:২৩-২৬ আয়াতের নোট দেখুন)।

পানপাত্রটি নিয়ে বললেন। মার্ক ১৪:২৪ আয়াতের নোট দেখুন।

নতুন নিয়ম। নবী ইয়ারমিয়ার মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌তা'লা নাজাত ও অনুগ্রহের পূর্ণতার যে নতুন নিয়মের প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তা ঈসা মসীহের মৃত্যু দ্বারা ("আমার রক্তে") প্রতিষ্ঠিত ও সীলমোহরকৃত হতে যাচ্ছে (১ করি ১১:২৫ আয়াতের নোট দেখুন)।

২২:২৫ হিতকারী। এই উপাধিটি মিসর, সিরিয়া ও রোমের শাসকদের জন্য মর্যাদাসূচক সম্বোধন হিসেবে স্বীকৃত ছিল, কিন্তু তাদের কাজের মাধ্যমে সব সময় এই পরিচয় পাওয়া যায় না।

২২:২৬ সে পরিচারকের মত হোক। ঈসা মসীহ্ গোলামরূপ-নেতৃত্বের বিষয়ে উৎসাহিত করার জন্য এই উদাহরণ দেন– নেতৃত্বের এ ধরনের বৈশিষ্ট্য তৎকালীন সমাজে এখনকার চেয়ে আরও বেশি অপ্রচলিত ছিল। মসীহ্ বুঝিয়েছেন যে, আল্লাহ্‌র রাজ্যে মর্যাদার তারতম্যের প্রশ্ন নেই, অথচ এই দুনিয়াতেই শুধুমাত্র এসব ঘটনা ঘটে। মানবীয় সমাজে যার জন্য অপেক্ষা

BACIB International Bible CHURCH

২৮ তোমরাই আমার সকল পরীক্ষার মধ্যে আমার সঙ্গে সঙ্গে বরাবর রয়েছ; ২৯ আর আমার পিতা যেমন আমার জন্য নির্ধারণ করেছেন, আমিও তেমনি তোমাদের জন্য একটি রাজ্য নির্ধারণ করছি, ৩০ যেন তোমরা আমার রাজ্যে আমার মেঝে ভোজন পান কর; আর তোমরা সিংহাসনে বসে ইসরাইলের বারো বংশের বিচার করবে।

পিতরের অস্বীকার করার বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী

৩১ শিমোন, শিমোন, দেখ, শয়তান তোমাদেরকে গমের মত চালবার জন্য দাবী করছে; ৩২ কিন্তু আমি তোমার জন্য ফরিয়াদ করেছি, যেন তোমার নিজের ঈমান ব্যর্থ না হয়; আর তুমিও একবার ফিরলে পর তোমার ভাইদেরকে সুস্থির করো। ৩৩ তিনি তাঁকে বললেন, প্রভু, আপনার সঙ্গে আমি কারাগারে যেতে এবং মরতেও প্রস্তুত আছি। ৩৪ তিনি বললেন, পিতর, আমি তোমাকে বলছি, যে পর্যন্ত তুমি আমাকে চেনো না বলে তিন বার অস্বীকার না করবে, সেই পর্যন্ত আজ মোরগ ডাকবে না।

থলি, ঝুলি ও তলোয়ার

৩৫ আর তিনি তাঁদেরকে বললেন, আমি যখন থলি, ঝুলি ও জুতা ছাড়া তোমাদেরকে পাঠিয়েছিলাম, তখন তোমাদের কি কিছুর অভাব হয়েছিল? তাঁরা বললেন, কিছুরই নয়। ৩৬ তখন তিনি তাঁদেরকে বললেন, কিন্তু এখন যার থলি আছে, সে তা গ্রহণ করুক, একইভাবে ঝুলিও গ্রহণ করুক এবং যার নেই, সে তার কোর্তা বিক্রি করে তলোয়ার ক্রয় করুক। ৩৭ কেননা আমি তোমাদেরকে বলছি, এই যে কালাম লেখা আছে, "আর তিনি অধর্মীদের সঙ্গে গণিত হলেন," তা আমার মধ্যে পূর্ণ হতে হবে; কারণ আমার সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, তা পূর্ণ হচ্ছে। ৩৮ তখন তাঁরা বললেন, প্রভু, দেখুন, দু'খানি তলোয়ার আছে। তিনি তাদেরকে বললেন, এই যথেষ্ট।

গেৎশিমানী বাগানে ঈসা মসীহের মুনাজাত

৩৯ পরে তিনি বের হয়ে আপন রীতি অনুসারে জৈতুন পর্বতে গেলেন এবং সাহাবীরাও তাঁর পিছন পিছন চললেন। ৪০ সেই স্থানে উপস্থিত হলে পর তিনি তাঁদেরকে বললেন, তোমরা মুনাজাত কর, যেন পরীক্ষায় না পড়। ৪১ পরে তিনি তাদের থেকে কমবেশ এক ঢেলার পথ দূরে গেলেন এবং জানু পেতে মুনাজাত করতে লাগলেন, ৪২ বললেন, পিতা, যদি তোমার অভিমত হয়, আমার কাছ থেকে এই পানপাত্র

[২২:২৯] মথি ২৫:৩৪; ২তীম ২:১২।
[২২:৩০] লূক ১৪:১৫; মথি ১৯:২৮।
[২২:৩১] আইউব ১:৬-১২; আমোস ৯:৯।
[২২:৩২] ইউ ১৭:৯,১৫; ২১:১৫-১৭; রোমীয় ৮:৩৪।
[২২:৩৩] ইউ ১১:১৬।
[২২:৩৫] মথি ১০:৯,১০; লূক ৯:৩; ১০:৪।
[২২:৩৭] ইশা ৫৩:১২।
[২২:৩৯] লূক ২১:৩৭; মথি ২১:১।
[২২:৪০] মথি ৬:১৩।
[২২:৪১] লূক ১৮:১১।
[২২:৪২] মথি ২০:২২; ২৬:৩৯।

করা হয় বা যে দেরীতে কোথাও আসে সে সবচেয়ে বড় বলে গণ্য হয়, কিন্তু ঈসা মসীহ্ দৃষ্টান্ত হিসেবে তাঁর সাহাবীদের পরিচর্যা করেছেন এবং দেখিয়েছেন যে, বেহেশতী রাজ্যে এরূপ ঘটে না।

২২:২৮ আমার সকল পরীক্ষার মধ্যে। এতে প্রলোভন (৪:১৩), কষ্ট (৯:৫৮) ও প্রত্যাখ্যান (ইউ ১:১১) অন্তর্ভুক্ত।

২২:২৯ তোমাদের জন্য একটি রাজ্য নির্ধারণ করছি। পরবর্তী প্রেক্ষাপট (আয়াত ৩০) নির্দেশ করে যে, এই রাজ্য হচ্ছে সেই মহান বেহেশতী রাজ্যের ভবিষ্যৎ রূপ (লূক ৪:৪৩; মথি ৩:২ আয়াতের নোট দেখুন)।

২২:৩০ সিংহাসনে বসে। যেভাবে সাহাবীরা ঈসা মসীহের দুঃখ-কষ্টে অংশ নিচ্ছেন, একইভাবে তাঁর শাসন কাজেও তাঁরা অংশগ্রহণ করবেন (২ তীম ২:১২)।

ইসরাইলের বারো বংশ। মথি ১৯:২৮ দেখুন। ঈসা মসীহ্ এই অংশে সাহাবীদের বিশেষ মর্যাদার কথা বলেছেন। সম্ভবত এর মাধ্যমে নতুন ইসরাইল সম্পর্কিত লুপ্ত উপমা দান করা হয়েছে।

বিচার করবে। বিচারক বা কাজী হিসেবে পরিচালনা বা শাসন করবে (কাজী ২:১৬)।

২২:৩১ তোমাদেরকে ... দাবী করছে। শয়তান সাহাবীদের পরীক্ষা করতে চেয়েছিল, যাতে করে সে তাঁদের রূহানিক ধ্বংস সাধন করতে পারে।

২২:৩৬ থলি ... ঝুলি। পূর্ববর্তী নির্দেশের সাথে তুলনা করুন (৯:৩; ১০:৪)। এখন পর্যন্ত তাঁরা উদার মেহমানদারীর উপর নির্ভর করছিলেন, কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য তাঁদেরকে এখন থেকেই নিজেদের খরচ নিজেদের বহন করার জন্য প্রস্তুত হতে হবে।

তলোয়ার ক্রয় করুক। সাহাবীদেরকে আসন্ন ধ্বংসের কথা স্মরণ করিয়ে সতর্ক করে দিতে এ কথা বলা হয়েছে। তাঁদের সে সময় আত্মরক্ষা ও সুরক্ষার প্রয়োজন হবে।

২২:৩৭ অধর্মীদের সঙ্গে গণিত হলেন। ঈসা মসীহ্ শীঘ্রই একজন অপরাধী হিসেবে গ্রেফতার হবেন। পাক-কিতাবে উল্লিখিত ভবিষ্যদ্বাণীর পরিপূর্ণতা অনুসারে এই ঘটনা ঘটবে এবং তাঁর সাহাবীগণও তাঁর অনুসারী হওয়ার জন্য বিপদে পড়বেন।

২২:৩৮ দু'খানি তলোয়ার ... এই যথেষ্ট। সাহাবীরা মসীহের কথা যে একেবারেই আক্ষরিক অর্থে নিয়েছেন, সেটা বুঝতে পেরে তিনি ব্যঙ্গাত্মক কণ্ঠে বলেছেন "যথেষ্ট হয়েছে!" এই উক্তির মধ্য দিয়েই তিনি তাঁর এই আলোচনা শেষ করলেন। এর কিছুক্ষণ পরেই তিনি পিতরকে তলোয়ার ব্যবহারের জন্য ভর্ৎসনা করেছেন (আয়াত ৫০)। "যথেষ্ট হয়েছে" কথাটির অর্থ হল, "এ ধরনের কথা বলা বন্ধ কর। ঈসা মসীহের পথ তরবারি দিয়ে নয়, বরং ভালবাসা দিয়ে প্রস্তুত করা হবে।"

২২:৩৯ জৈতুন পর্বত। লূক ২১:৩৭; ইউ ১৮:২ দেখুন। মথি সুনির্দিষ্টভাবে গেৎশিমানীর কথা বলেছেন (মথি ২৬:৩৬) এবং ইউহোন্না বলেছেন জলপাইয়ের উদ্যান (ইউ ১৮:১)। স্পষ্টত এই স্থানটি জৈতুন পর্বতের ঢালু পাদদেশে অবস্থিত ছিল।

২২:৪০ সেই স্থানে। ঈসা মসীহ্ নিয়মিত এখানে মুনাজাত করার জন্য আসতেন (আয়াত ৩৯ দেখুন); তাই এহুদা জানতো তাঁকে কোথায় পাওয়া যাবে।

পরীক্ষা। এখানে ২৮-৩৮ আয়াতে উল্লিখিত কঠোর পরীক্ষাকে বোঝানো হয়েছে, যা সাহাবীদের ঈমানের স্খলন ঘটাতে পারে।

২২:৪২ এই পানপাত্র। যন্ত্রণার পানপাত্র (মথি ২০:২২-২৩;

দূর কর; তবুও আমার ইচ্ছা নয়, তোমারই ইচ্ছা
পূর্ণ হোক; ৪৩ তখন বেহেশত থেকে এক জন
ফেরেশতা দেখা দিয়ে তাঁকে সবল করলেন।
৪৪ পরে তিনি মর্মভেদী দুঃখে মগ্ন হয়ে আরও
একাগ্রভাবে মুনাজাত করলেন; আর তাঁর শরীরের
ঘাম যেন রক্তের ঘনীভূত বড় বড় ফোঁটা হয়ে
ভূমিতে পড়তে লাগল। ৪৫ পরে তিনি মুনাজাত
করে উঠলে পর সাহাবীদের কাছে এসে দেখলেন,
তাঁরা মনের দুঃখের কারণে ঘুমিয়ে পড়েছেন,
৪৬ আর তাঁদেরকে বললেন, কেন ঘুমাচ্ছো? উঠ,
মুনাজাত কর, যেন পরীক্ষায় না পড়।

দুশমনদের হাতে ঈসা মসীহ্

৪৭ তিনি কথা বলছেন, এমন সময়ে দেখ,
অনেক লোক এবং যার নাম এহুদা– সেই বারো
জনের মধ্যে এক জন– সে তাদের আগে আগে
আসছে; সে ঈসাকে চুম্বন করার জন্য তাঁর কাছে
আসল। ৪৮ কিন্তু ঈসা তাঁকে বললেন, এহুদা,
চুম্বন দ্বারা কি ইবনুল-ইনসানকে ধরিয়ে দিচ্ছ?
৪৯ তখন কি কি ঘটবে, তা দেখে যাঁরা তাঁর কাছে
ছিলেন, তাঁরা বললেন, প্রভু, আমরা কি তলোয়ার
দ্বারা আঘাত করবো? ৫০ আর তাঁদের মধ্যে এক
ব্যক্তি মহা-ইমামের গোলামকে আঘাত করে তার
ডান কান কেটে ফেললেন। ৫১ কিন্তু জবাবে ঈসা
বললেন, এই পর্যন্ত ক্ষান্ত হও। পরে তিনি তার
কান স্পর্শ করে তাকে সুস্থ করলেন। ৫২ আর
তাঁর বিরুদ্ধে যে প্রধান ইমামেরা, বায়তুল-
মোকাদ্দসের সেনাপতিরা ও প্রাচীনবর্গেরা

[২২:৪৩] মথি ৪:১১; মার্ক ১:১৩।
[২২:৪৬] আঃ ৪০।
[২২:৪৯] আঃ ৩৮।
[২২:৫২] আঃ ৪।
[২২:৫৩] মথি ২৬:৫৫; ৮:১২; ইউ ১২:২৭; ১:৫; ৩:২০।
[২২:৫৪] মথি ২৬:৫৭,৫৮; মার্ক ১৪:৫৩,৫৪; ইউ ১৮:১৫।
[২২:৫৯] লূক ২৩:৬।
[২২:৬১] আঃ ৩৪; লূক ৭:১৩।

এসেছিল, ঈসা তাদেরকে বললেন, লোকে যেমন
দস্যুর বিরুদ্ধে যায়, তেমনি তলোয়ার ও লাঠি
নিয়ে কি তোমরা আসলে? ৫৩ আমি যখন
প্রতিদিন বায়তুল-মোকাদ্দসে তোমাদের সঙ্গে
ছিলাম, তখন তো আমার উপর তোমরা হাত
তোল নি; কিন্তু এখন তোমাদের সময় এবং
অন্ধকারের অধিকার।

হযরত পিতরের অস্বীকার

৫৪ পরে তারা তাঁকে ধরে নিয়ে গেল এবং মহা-
ইমামের বাড়িতে আনলো; আর পিতর দূরে
থেকে পিছন পিছন চললেন। ৫৫ পরে লোকেরা
প্রাঙ্গণের মধ্যে আগুন জ্বেলে একত্রে বসলে
পিতর তাদের মধ্যে বসলেন। ৫৬ তিনি সেই
আলোর কাছে বসলে এক জন বাঁদী তাঁকে দেখে
তাঁর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে বললো, এই ব্যক্তিও
ওর সঙ্গে ছিল। ৫৭ কিন্তু তিনি অস্বীকার করে
বললেন, হে নারী, আমি তাঁকে চিনি না।
৫৮ একটু পরে আর এক জন তাঁকে দেখে
বললো, তুমিও তাদের এক জন। পিতর
বললেন, ওহে, আমি নই। ৫৯ ঘণ্টা খানেক পরে
আর এক জন দৃঢ়ভাবে বললো, সত্যি, এই
ব্যক্তিও তার সঙ্গে ছিল, কেননা এ গালীলীয়
লোক। ৬০ তখন পিতর বললেন, ওহে, তুমি কি
বলছো আমি বুঝতে পারছি না। তিনি কথা
বলছিলেন, আর অমনি মোরগ ডেকে উঠলো।
৬১ আর প্রভু মুখ ফিরিয়ে পিতরের দিকে দৃষ্টিপাত
করলেন; তাতে প্রভু এই যে কালাম বলেছিলেন,

ইশা ৫১:১৭; ইয়ার ২৩:৩৩)। মার্ক ১৪:৩৬ আয়াতের নোট দেখুন।

২২:৪৩ বেহেশত থেকে একজন ফেরেশতা। মথি ও মার্ক একজন ফেরেশতার কথা উল্লেখ করেছেন, যিনি ঈসা মসীহের চল্লিশ দিনব্যাপী রোজা ও প্রান্তরে বসবাসের শেষদিকে শয়তান কর্তৃক প্রলোভিত হওয়ার সময় তাঁর পরিচর্যা করেছেন (মথি ৪:১১; মার্ক ১:১৩), কিন্তু লূক সেই ঘটনা উল্লেখ করেন নি। আবার এখানে একজন ফেরেশতার শক্তিদায়ক উপস্থিতির কথা লূক উল্লেখ করেছেন, কিন্তু অন্যান্য সুসমাচার এই ঘটনার কথা উল্লেখ করে নি।

২২:৪৪ রক্তের ঘনীভূত বড় বড় ফোঁটা। সম্ভবত রক্তের মত বড় বড় ফোঁটায় ঘাম পড়েছিল, অথব সে সময় মসীহের চরম দুর্দশা, অত্যধিক পরিশ্রম বা মর্মান্তিক বেদনা অনুভবের কারণে রক্ত ও ঘাম একত্রে মিশ্রিত হয়ে রক্তক্ষরণ হচ্ছিল।

২২:৪৭ অনেক লোক ... আগে আসছে। তাদেরকে প্রধান ইমাম, প্রাচীনবর্গ (মথি ২৬:৪৭) এবং আলেমরা (মার্ক ১৪:৪৩) পাঠিয়েছিল; তারা তলোয়ার ও লাঠি নিয়ে এসেছিল। ইহুদী কর্মকর্তাদের সাথে এক সৈন্যদলও ছিল (আয়াত ৫২; ইউ ১৮:৩)।

ঈসাকে চুম্বন করার জন্য। কর্তৃপক্ষের কাছে ঈসাকে চিহ্নিত করে দেওয়ার জন্য আগেই সংকেত দেওয়ার ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছিল (মথি ২৬:৪৮)। এটি অনাবশ্যক ছিল, কারণ ঈসা নিজেই নিজেকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন (ইউ ১৮:৫), কিন্তু এহুদা তার পরিকল্পনা মতই কাজ করেছিল।

২২:৫০ মহা-ইমামের গোলাম। তার নাম হচ্ছে মল্ক; শিমোন পিতর তাকে আঘাত করেছিলেন (ইউ ১৮:১০)।

২২:৫১ তাকে সুস্থ করলেন। ঈসা মসীহ্ তাঁর সাহাবীর অন্যায়কে শুধরে দিলেন। মল্কর ঈমানের পরিচয় এখানে পাওয়া যায় না, কিন্তু পিতর যা করেছেন সে ধরনের কাজের অনুমতি দেয়া ঈসা মসীহের শিক্ষার পরিপন্থী।

২২:৫৩ এখন তোমাদের সময়। এটি ছিল ঈসা মসীহের শত্রুদের জন্য তাঁকে বন্দী করার নিরূপিত সময়; এটি এমন এক সময় যখন অন্ধকারের শক্তি (মন্দতার ক্ষমতা) আল্লাহ্‌র পরিকল্পনাকে পরাজিত করতে তার সবচেয়ে খারাপ কাজটি করবে।

২২:৫৪ মহা-ইমামের বাড়ি। লূক ৩:২; মার্ক ১৪:৫৩; ১৫:১৫ আয়াতের নোট দেখুন।

২২:৫৯ এ গালীলীয় লোক। পিতর তাঁর বাচনভঙ্গি (মথি ২৬:৭৩) এবং মহা-ইমামের গোলাম মল্কর এক আত্মীয় দ্বারা মসীহের সাহাবী হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিলেন (ইউ ১৮:২৬)।

২২:৬১ প্রভু ... দৃষ্টিপাত করলেন। পিতর সংযুক্ত প্রাঙ্গনের বাইরে অবস্থান করছিলেন, তাই সম্ভবত ঈসাকে যখন কায়াফার আদালত থেকে মহাসভায় নেওয়া হচ্ছিল, তখন ঈসা ও পিতরের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় হয়েছিল।

‘আজ মোরগ ডাকবার আগে তুমি তিন বার
আমাকে অস্বীকার করবে,’ তা পিতরের মনে
পড়লো। ৬২ আর তিনি বাইরে গিয়ে ভীষণভাবে
কান্নাকাটি করলেন।

ঈসা মসীহ্‌কে প্রহার ও বিদ্রুপ করা

৬৩ আর যে লোকেরা ঈসাকে ধরেছিল, তারা
তাঁকে বিদ্রূপ ও প্রহার করতে লাগল। ৬৪ আর
তাঁর চোখ ঢেকে জিজ্ঞাসা করলো, ভবিষ্যদ্বাণী
বল্‌ দেখি, কে তোকে মারলো? ৬৫ আর তারা
নিন্দা করে তাঁর বিরুদ্ধে আরও অনেক কথা
বলতে লাগল।

মহাসভার সম্মুখে ঈসা মসীহ্‌

৬৬ যখন দিন হল, তখন লোকদের প্রাচীনদের
সমাজ, প্রধান ইমামেরা আলেমরা একত্র হল
এবং তাদের মাহ্‌ফিলের মধ্যে তাঁকে আনালো,
আর বললো, তুমি যদি সেই মসীহ্‌ হও, তবে
আমাদেরকে বল। ৬৭ তিনি তাদেরকে বললেন,
যদি তোমাদেরকে বলি, তোমরা বিশ্বাস করবে
না; ৬৮ আর যদি তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করি,
কোন উত্তর দেবে না; ৬৯ কিন্তু এখন থেকে ইব-
নুল-ইনসান আল্লাহ্‌র পরাক্রমের ডান পাশে
উপবিষ্ট থাকবেন। ৭০ তখন সকলে বললো, তবে
তুমি কি আল্লাহ্‌র পুত্র? তিনি তাদেরকে বললেন,

[২২:৬৫] মথি ১৬:২১।
[২২:৬৬] মথি ৫:২২; ২৭:১; মার্ক ১৫:১।
[২২:৬৮] লূক ২০:৩-৮।
[২২:৬৯] মার্ক ১৬:১৯।
[২২:৭০] মথি ৪:৩; ২৭:১১; লূক ২৩:৩।
[২৩:১] মথি ২৭:২।
[২৩:২] লূক ২০:২২; ইউ ১৯:১২।
[২৩:৪] মথি ২৭:২৩; ইউ ১৮:৩৮; ১তীম ৬:১৩; ২করি ৫:২১।
[২৩:৫] মার্ক ১:১৪।
[২৩:৬] লূক ২২:৫৯।
[২৩:৭] মথি ১৪:১।

তোমরাই বলছো যে, আমি সেই। ৭১ তখন তারা
বললো, আর সাক্ষ্যে আমাদের কি প্রয়োজন?
আমরা নিজেরাই তো এর মুখে শুনলাম।

পীলাতের সামনে ঈসা মসীহের বিচার

২৩ ১ পরে তারা দলসুদ্ধ সকলে উঠে
তাঁকে পীলাতের কাছে নিয়ে গেল।
২ আর তারা তাঁর উপরে দোষারোপ করে বলতে
লাগল, আমরা দেখতে পেলাম যে, এই ব্যক্তি
আমাদের জাতিকে বিপথগামী করছে, সীজারকে
কর দিতে বারণ করে, আর বলে যে, আমিই
মসীহ্‌, বাদশাহ্‌। ৩ তখন পীলাত তাঁকে জিজ্ঞাসা
করলেন, তুমি কি ইহুদীদের বাদশাহ্‌? তিনি
তাঁকে জবাবে বললেন, তুমিই বললে। ৪ তখন
পীলাত প্রধান ইমামদেরকে ও সমাগত
লোকদেরকে বললেন, আমি এই ব্যক্তির কোন
দোষই দেখতে পাচ্ছি না। ৫ কিন্তু তারা আরও
জোর দিয়ে বলতে লাগল, এই ব্যক্তি সমুদয়
এহুদিয়ায় এবং গালীল থেকে এই স্থান পর্যন্ত
শিক্ষা দিয়ে লোকদেরকে উত্তেজিত করে।
৬ এই কথা শুনে পীলাত জিজ্ঞাসা করলেন, এই
ব্যক্তি কি গালীলীয়? ৭ পরে যখন তিনি জানতে
পারলেন, ইনি হেরোদের অধিকারের লোক,
তখন তাঁকে হেরোদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন,

পিতরের মনে পড়লো। ঈসা মসীহের বলা কথা পিতরের মনে পড়ে গেল (আয়াত ৩৪)।

২২:৬৬ যখন দিন হল। কেবলমাত্র দিনের বেলায় মহাসভার বিচার কাজ চালানো যেত।

২২:৬৭ তুমি যদি সেই মসীহ্‌ হও। এই দাবী পরবর্তীতে আনীত প্রশ্নের সাথে সম্পর্কিত: “তবে তুমি কি আল্লাহ্‌র পুত্র?” (আয়াত ৭০)।

২২:৬৯ এখন থেকে ... উপবিষ্ট থাকবেন। এখানকার কথোপথন মার্কের সুসমাচার থেকে ভিন্ন (মার্ক ১৪:৬১-৬৪)। মার্কের বর্ণনা অনুসারে মসীহ্‌কে একটি প্রশ্ন করা হয়েছে এবং একটি উত্তর এসেছে। লূকে রয়েছে দু'টি প্রশ্ন, ইবনুল-ইনসান ও আল্লাহ্‌র পুত্র – এই দু'টি উপাধির জন্য পৃথক দু'টি প্রশ্ন। মার্কে ঈসা বলেছেন যে, তাঁর বিচারকেরা অর্থাৎ ইমাম ও ফরীশীরা তাঁকে আল্লাহ্‌র ডান পাশে বসে থাকতে দেখবে এবং বিচারক হিসেবে তাঁর আগমন দেখবে; আর এখানে তিনি বলছেন ইবনুল-ইনসানের বর্তমান রাজত্বের বিষয়ে। এই দু'টি বিবৃতি বিরোধমূলক নয়, বরং পরিপূরক। এখানে বিচারক হিসেবে আল্লাহ্‌র ডান পাশে ইবনুল-ইনসানের আসীন হওয়ার পূর্বে পূর্ববর্তী এক মহিমান্বিত অবস্থার কথা বোঝানো হয়েছে, যা লূকে জোর দেওয়া হয়েছে। লক্ষ্য করুন, ঈসা কীভাবে মসীহের পরিবর্তে ইবনুল-ইনসান উপাধিকে বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করেছেন (৯:২০-২২)।

২২:৭১ আমরা নিজেরাই ... শুনলাম; ঈসা মসীহের উত্তরের প্রতিক্রিয়া এ কথা স্পষ্ট করে দিল যে, তাঁর উত্তর ছিল জোরালো হ্যাঁ-সূচক। মার্কে সহজভাবে “আমি” বলা হয়েছে (মার্ক ১৪:৬২)। মসীহ্‌ ও আল্লাহ্‌র পুত্র হিসেবে দাবী করা কুফরী, যদি না অবশ্যই দাবীটি সত্য হয় (মার্ক ১৪:৬৪ আয়াতের নোট দেখুন)।

২৩:১ দলসুদ্ধ সকলে; মহাসভার সদস্য ও উপস্থিত সকলে (মথি ২৬:৫৯; ২৭:১), যারা খুব ভোরে একত্রিত হয়েছিল (২২:৬৬)।

তাঁকে পীলাতের কাছে নিয়ে গেল; মথি ২৭:২; মার্ক ১৫:১ আয়াতের নোট দেখুন। রোমীয় শাসনকর্তার প্রধান কার্যালয় ছিল সিজারিয়াতে, কিন্তু ঈদুল ফেসাখের সময় আগত অসংখ্য ইহুদীদের দ্বারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা থাকায় তিনি সে সময় জেরুশালেমে অবস্থান করছিলেন।

২৩:২ আমাদের জাতিকে বিপথগামী করছে। বৃহৎ জনতা ঈসাকে অনুসরণ করেছিল বটে, কিন্তু তিনি তাদের ভুলভাবে চালিত করছিলেন না বা রোমের বিরুদ্ধে নিয়ে যাচ্ছিলেন না।

সীজারকে কর দিতে বারণ করে। আরেকটি অসত্য অভিযোগ (লূক ২০:২৫ দেখুন)।

আমিই মসীহ্‌, বাদশাহ্‌। ঈসা নিজেকে মসীহ্‌ এবং বাদশাহ্‌ বলে দাবী করেছেন, কিন্তু রাজনৈতিক বা সামরিক বাদশাহ্‌ নন, যে দাবীর কারণে রোম উদ্বিগ্ন হয়ে পড়বে।

২৩:৩ তুমিই বললে। ঈসা মসীহ্‌ স্বীকার করেছেন যে, তিনি বাদশাহ্‌; কিন্তু তারপরেই তিনি ব্যাখ্যা করেছেন যে, তাঁর রাজ্য এই দুনিয়ার নয় (ইউ ১৮:৩৩-৩৮)।

২৩:৫ সমুদয় এহুদিয়া। বা ‘ইহুদীদের দেশের উপরে;’ এখানে গালীলসহ ইহুদীদের সম্পূর্ণ দেশ বোঝানো হতে পারে, বা কেবল দক্ষিণাঞ্চল বোঝানো হতে পারে, যেখানে মূল এহুদিয়া অঞ্চল পীলাত দ্বারা শাসিত ছিল (৪:৪৪ আয়াতের নোট দেখুন)।

২৩:৭ হেরোদের অধিকারের লোক। ৩:১ আয়াতের নোট দেখুন। যদিও পীলাত ও হেরোদ পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন, তথাপি পীলাত নিজে এই মামলাটি নিষ্পত্তি করতে চান নি বলে ঈসাকে হেরোদের কাছে পাঠালেন (আয়াত ১২)।

BACIB
International Bible CHURCH

কেননা সেই সময়ে তিনিও জেরুশালেমে ছিলেন।
৮ ঈসাকে দেখে হেরোদ অতিশয় আনন্দিত
হলেন, কেননা তিনি তাঁর বিষয় শুনেছিলেন,
এজন্য অনেক দিন থেকে তাঁকে দেখতে বাঞ্ছা
করছিলেন এবং তাঁর কৃত কোন চিহ্ন দেখবার
আশা করতে লাগলেন। ৯ তিনি তাঁকে অনেক
কথা জিজ্ঞাসা করলেন, কিন্তু ঈসা তাঁকে কোন
জবাব দিলেন না। ১০ আর প্রধান ইমামেরা ও
আলেমেরা দাঁড়িয়ে উগ্রভাবে তাঁর উপর
দোষারোপ করছিল। ১১ আর হেরোদ ও তাঁর
সৈন্যেরা তাঁকে তুচ্ছ করলেন ও বিদ্রূপ করলেন
এবং জমকালো পোশাক পরিয়ে তাঁকে আবার
পীলাতের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। ১২ সেদিন
হেরোদ ও পীলাত পরস্পর বন্ধু হয়ে উঠলেন,
কেননা আগে তাঁদের মধ্যে শত্রুভাব ছিল।

ঈসা মসীহের প্রতি মৃত্যুদণ্ডের রায়

১৩ পরে পীলাত প্রধান ইমামেরা নেতৃবর্গ ও
লোকদেরকে একত্র ডেকে তাদেরকে বললেন,
১৪ তোমরা এই ব্যক্তিকে আমার কাছে এই বলে
এনেছ যে, সে লোককে বিপথে নিয়ে যায়; আর
দেখ, আমি তোমাদের সাক্ষাতে বিচার করলেও,
তোমরা তার উপরে যেসব দোষারোপ করছো,
তার মধ্যে এই ব্যক্তির কোন দোষই পেলাম না;
১৫ আর হেরোদও পান নি, কেননা তিনি তাকে
আমাদের কাছে ফেরৎ পাঠিয়েছেন; আর দেখ,
এই ব্যক্তি প্রাণদণ্ডের যোগ্য কিছুই করে নি।
১৬ অতএব আমি তাকে শাস্তি দিয়ে ছেড়ে দেব।
১৭ তিনি এই কথা বললেন কারণ ঐ ঈদের
সময়ে তাদের জন্য এক জনকে তাঁর ছেড়ে
দিতেই হত। ১৮ কিন্তু তারা দলসুদ্ধ সকলে

[২৩:৮] লূক ৯:৯।
[২৩:৯] মার্ক ১৪:৬১।
[২৩:১১] মার্ক ১৫:১৭-১৯; ইউ ১৯:২,৩।
[২৩:১২] প্রেরিত ৪:২৭।
[২৩:১৪] আঃ ৪।
[২৩:১৬] আঃ ২২; মথি ২৭:২৬; ইউ ১৯:১; প্রেরিত ১৬:৩৭; ২করি ১১:২৩,২৪।
[২৩:১৮] প্রেরিত ৩:১৩,১৪।
[২৩:২২] আঃ ১৬।
[২৩:২৬] মথি ২৭:৩২; মার্ক ১৫:২১; ইউ ১৯:১৭।
[২৩:২৭] লূক ৮:৫২।
[২৩:২৮] লূক ১৯:৪১-৪৪; ২১:২৩,২৪।

চিৎকার করে বললো, একে দূর কর, আমাদের
জন্য বারাব্বাকে ছেড়ে দাও। ১৯ নগরের মধ্যে
দাঙ্গা ও খুন হওয়ার কারণে সেই ব্যক্তিকে
কারাগারে আটক রাখা হয়েছিল। ২০ পরে
পীলাত ঈসাকে মুক্ত করার বাসনায় আবার
তাদের কাছে কথা বললেন। ২১ কিন্তু তারা
চেঁচিয়ে বলতে লাগল, ওকে ক্রুশে দাও, ওকে
ক্রুশে দাও। ২২ পরে তিনি তৃতীয় বার তাদেরকে
বললেন, কেন? এ কি অপরাধ করেছে? আমি
তার প্রাণদণ্ডের যোগ্য কোন দোষই পাই নি,
অতএব একে শাস্তি দিয়ে ছেড়ে দেব। ২৩ কিন্তু
তারা চিৎকার করে উগ্রভাবে চেঁচাতে থাকলো,
যেন তাঁকে ক্রুশে দেওয়া হয়; আর তাদের
চিৎকার প্রবল হল। ২৪ তখন পীলাত তাদের
যাচ্ঞা অনুসারে করতে হুকুম দিলেন; ২৫ দাঙ্গা
ও খুন করার কারণে যে ব্যক্তিকে কারাগারে
আটক করে রাখা হয়েছিল তারা তাকে চাইলো,
তিনি তাকে মুক্ত করলেন, কিন্তু লোকদের
ইচ্ছামত ঈসাকে তাদের হাতে তুলে দিলেন।

ঈসা মসীহের ক্রুশারোপণ

২৬ পরে তারা তাঁকে নিয়ে যাচ্ছে, ইতোমধ্যে
শিমোন নামে এক জন কুরীণীয় লোক পল্লীগ্রাম
থেকে আসছিল, তারা তাকে ধরে তার কাঁধে
ক্রুশ চাপিয়ে দিল, যেন সে ঈসার পিছনে পিছনে
তা বহন করে। ২৭ আর অনেক লোক তাঁর
পিছনে পিছনে চললো। তাদের মধ্যে অনেক
স্ত্রীলোক ছিল, তারা তাঁর জন্য হাহাকার ও মাতম
করছিল। ২৮ কিন্তু ঈসা তাদের দিকে ফিরে
বললেন, ওগো জেরুশালেমের কন্যারা, আমার
জন্য কেঁদো না, বরং নিজেদের এবং নিজ নিজ

জেরুশালেমে ছিলেন। হেরোদের প্রধান কার্যালয় ছিল গালীল সাগরের টিবেরিয়াস; কিন্তু পীলাতের মত তিনিও জেরুশালেমে এসেছিলেন ঈদুল ফেসাখে আগত জনতার কারণে।

২৩:৮ তাঁকে দেখতে বাঞ্ছা করছিলেন। হেরোদ ঈসা মসীহের পরিচয় নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন (৯:৭-৯) এবং তাঁকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন (লূক ১৩:৩১), যদিও তাঁদের দু'জনের কখনো দেখা হয় নি। এমন কোন কথার উল্লেখ নেই যে, ঈসা মসীহ্ টিবেরিয়াসে তবলিগ করেছিলেন, যেখানে হেরোদের বাসস্থান ছিল।

২৩:৯ কোন জবাব দিলেন না। হেরোদ ঈসাকে যাদুকর বলে ধরে নিয়েছিলেন, তাই এ ধরনের লোকের কাছে উত্তর দেয়ার মত কোন কথা ঈসা মসীহের নেই।

২৩:১১ জমকালো পোশাক। মার্ক ১৫:১৭ আয়াতের নোট দেখুন।

২৩:১৬ আমি তাকে শাস্তি দিয়ে ছেড়ে দেব। যদিও ঈসাকে যেভাবে দোষী করা হয়েছিল সেভাবে তিনি 'দোষী নন' বলে পীলাত দেখলেন, তথাপি তিনি তাঁকে অবৈধভাবে প্রহার করে প্রধান ইমামদের ও লোকদের সন্তুষ্ট করতে চাইলেন এবং ভবিষ্যতে যে কোন সম্ভাব্য সমস্যা সম্পর্কে সতর্ক করে দিতে চাইলেন। বেত্রাঘাতের উদ্দেশ্য যদিও মেরে ফেলা নয়, তারপরও মাঝে মাঝে তা মৃত্যু ডেকে আনত (মার্ক ১৫:১৫ আয়াতের নোট দেখুন)।

২৩:১৮ বারাব্বা। অর্থাৎ 'আব্বার সন্তান'। পীলাত জনতাকে একজন মন্দ ও বিপজ্জনক অপরাধী এবং ঈসা মসীহের মধ্যে যে কোন একজনকে বেছে নেওয়ার সুযোগ দিলেন (মথি ২৭:১৫-২০; মার্ক ১৫:৬-১১; ইউ ১৮:৩৯- ৪০)।

২৩:১৯ দাঙ্গা ও খুন। কী কারণে এই দাঙ্গা হয়েছিল সে বিষয়ে বিশেষ কিছু জানা যায় না, কিন্তু খুনের অভিযোগ থাকায় তার চরিত্র সম্পর্কে আমরা বুঝতে পারি (ইউ ১৮:৪০ দেখুন)।

২৩:২৫ ঈসাকে ... তুলে দিলেন। এই অংশে লূকের বিবরণটি সংক্ষেপিত। পীলাত ইতোমধ্যেই ঈসা মসীহ্‌কে তাঁর বিচার ও দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পূর্বে বেত্রাঘাত করার জন্য সৈন্যদের হাতে সমর্পণ করেছেন (ইউ ১৯:১-৫)। তিনি এখন তাঁকে ক্রুশারোপণের জন্য সমর্পণ করছেন।

২৩:২৬ শিমোন। রূফ ও সিকন্দর-এর পিতা (মার্ক ১৫:২১)। তিনি পরবর্তী সময়ে ঈসায়ী ধর্মে দীক্ষিত হন এবং সম্ভবত তিনি রোম মণ্ডলীর সাথে সংযুক্ত ছিলেন (রোমীয় ১৬:১৩)।

কুরীণী। মিসরের পশ্চিমে অবস্থিত লিবিয়ার অন্যতম একটি প্রধান নগর।

২৩:২৮ নিজেদের ... জন্য কাঁদ। নিরপরাধ ঈসা মসীহের প্রতি এমন আচরণের কারণে ইহুদীদের উপর আরও ভয়াবহ নিষ্ঠুরতা ও নির্যাতন নেমে আসবে। এ উক্তিটি দয়া ও করুণাসুলভ কণ্ঠে

BACIB International Bible CHURCH

সন্তান-সন্ততির জন্য কাঁদ। ২৯ কেননা দেখ, এমন
সময় আসছে, যে সময়ে লোকে বলবে, ধন্য সেই
স্ত্রীলোকেরা, যারা বন্ধ্যা, যাদের উদর কখনও
প্রসব করে নি, যাদের স্তন কখনও দুধ দেয় নি।
৩০ সেই সময়ে লোকেরা পর্বতমালাকে বলতে
আরম্ভ করবে, আমাদের উপরে পড়; এবং
উপপর্বতমালাকে বলবে, আমাদেরকে ঢেকে
রাখ। ৩১ কারণ লোকেরা সরস গাছের প্রতি যদি
এমন করে, তবে শুকনো গাছের প্রতি কি না
ঘটবে?

৩২ আরও দু'জন লোককে, দু'জন
দুষ্কৃতিকারীকে হত্যা করবার জন্য ঈসার সঙ্গে
নিয়ে চললো।

৩৩ পরে মাথার খুলি নামক স্থানে গিয়ে তারা
সেখানে তাঁকে এবং সেই দুই দুষ্কৃতিকারীকে
ক্রুশে দিল, এক জনকে তাঁর ডান পাশে ও অন্য
জনকে বাম পাশে রাখল। ৩৪ তখন ঈসা বললেন,
পিতা, এদেরকে মাফ কর, কেননা এরা কি
করছে, তা জানে না। পরে তারা তাঁর
কাপড়গুলো ভাগ করে গুলিবাঁট করলো। লোকেরা
দাঁড়িয়ে দেখছিল। ৩৫ আলেমেরাও তাঁকে উপহাস
করে বলতে লাগল, ঐ ব্যক্তি অন্যান্য লোককে
রক্ষা করতো, যদি সে আল্লাহ্‌র সেই মসীহ্, তাঁর
মনোনীত হয়, নিজেকে রক্ষা করুক; ৩৬ আর

[২৩:২৯] মথি ২৪:১৯।
[২৩:৩০] হোসিয়া ১০:৮; ইশা ২:১৯; প্রকা ৬:১৬।
[২৩:৩১] ইহি ২০:৪৭।
[২৩:৩২] ইশা ৫৩:১২।
[২৩:৩৪] মথি ১১:২৫।
[২৩:৩৫] জবুর ২২:১৭; ইশা ৪২:১।
[২৩:৩৬] জবুর ২২:৭; মথি ২৭:৪৮।
[২৩:৩৭] লূক ৪:৩,৯।
[২৩:৩৮] মথি ২:২।
[২৩:৪২] মথি ১৬:২৭।
[২৩:৪৩] ২করি ১২:৩,৪; প্রকা ২:৭।
[২৩:৪৪] আমোস ৮:৯।
[২৩:৪৫] হিজ

সেনারাও তাঁকে বিদ্রূপ করলো, কাছে গিয়ে তাঁর
কাছে অম্লরস নিয়ে বলতে লাগল, ৩৭ তুমি যদি
ইহুদীদের বাদশাহ্ হও, তবে নিজেকে রক্ষা
কর। ৩৮ আর তাঁর মাথার উপরে একটি ফলকে
এই কথা লেখা ছিল, "এই ব্যক্তি ইহুদীদের
বাদশাহ্।"

৩৯ আর যে দুই দুষ্কৃতিকারীকে ক্রুশে টাঙ্গান
হয়েছিল, তাদের মধ্যে এক জন তাঁকে নিন্দা
করে বলতে লাগল, তুমি নাকি সেই মসীহ্?
নিজেকে ও আমাদেরকে রক্ষা কর। ৪০ কিন্তু
অন্য জন উত্তর দিয়ে তাকে অনুযোগ করে
বললো, তুমি কি আল্লাহ্‌কেও ভয় কর না?
৪১ আমরা তো একই দণ্ড পাচ্ছি। আর আমরা
ন্যায়সঙ্গত দণ্ড পাচ্ছি; কারণ যা যা করেছি,
তারই সমুচিত ফল পাচ্ছি; কিন্তু ইনি কোন
অপকর্ম করেন নি। ৪২ পরে সে বললো, ঈসা
আপনি যখন আপন রাজ্যে ফিরে আসবেন তখন
আমাকে স্মরণ করবেন। ৪৩ তিনি তাকে
বললেন, আমি তোমাকে সত্যি বলছি, আজই
তুমি পরমদেশে আমার সঙ্গে উপস্থিত হবে।

ঈসা মসীহের মৃত্যু

৪৪ তখন বেলা অনুমান ষষ্ঠ ঘটিকা, আর নবম
ঘটিকা পর্যন্ত সারা দেশ অন্ধকারময় হয়ে রইলো,
সূর্যের আলো রইলো না। ৪৫ আর বায়তুল-

উচ্চারিত হয়েছে, দোষী ঘোষণা করতে নয়; কারণ প্রায় ৪০ বছর পর জেরুশালেমের উপর ভয়ানক অত্যাচার ও নির্যাতন শুরু হবে। রোমীয়রা নগরটি দখল করবে এবং বায়তুল মোকাদ্দস সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে ফেলবে।

২৩:২৯ ধন্য সেই স্ত্রীলোকেরা, যারা বন্ধ্যা। চোখের সামনে নিজের সন্তানদের এমন দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করতে দেখার চেয়ে সন্তান জন্ম না দেওয়াই উত্তম বলে মনে হবে (ইয়ার ১৬:১-৪; ১ করি ৭:২৫-৩৫)।

২৩:৩০ আমাদের উপরে পড়। অবিরত যন্ত্রণা ও শাস্তি ভোগ করার চেয়ে লোকেরা তাৎক্ষণিক মৃত্যুর মধ্য দিয়ে চিরতরে শেষ হয়ে যেতে চাইবে (হোসিয়া ১০:৮; প্রকা ৬:১৬)।

২৩:৩১ সরস বৃক্ষে ... শুষ্ক বৃক্ষে। যখন 'বৃক্ষে' উত্তমরূপে পানি দেয়া হচ্ছে ও তা সবুজ আছে, অর্থাৎ মসীহ্ যখন তাদের মাঝে সার্বক্ষণিকভাবে অবস্থান করছেন, সে সময় যদি তারা তাঁর প্রতি এ ধরনের আচরণ করে, তাহলে যখন তাঁকে তাদের মধ্য থেকে তুলে নেয়া হবে, যখন তাদের মাঝে সেই বৃক্ষ শুষ্ক হয়ে যাবে, সে সময় তারা তাদের প্রত্যাখ্যানের জন্য কেমন যন্ত্রণা পাবে এবং তাদের ভাগ্যে কী ঘটবে?

২৩:৩২ দু'জন দুষ্কৃতিকারী। ১৮ আয়াতের নোট দেখুন।

২৩:৩৩ মাথার খুলি। মার্ক ১৫:২২ আয়াতের নোট দেখুন।

ক্রুশে দিল। মার্ক ১৫:২৪ আয়াতের নোট দেখুন।

২৩:৩৪ তাঁর কাপড়গুলো ভাগ করে। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তির সাথে থাকা যে কোন বস্তু তার দণ্ডাদেশ পালনকারীরা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিত। সৈন্যরা অজ্ঞাতসারে (ইউ ১৯:২৩-২৪ দেখুন) জবুর ২২:১৮ আয়াতের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করেছে (একই সাথে জবুর ২২ অধ্যায় দেখুন)। জবুর ২২:১৭ আয়াতের বিবরণ অনুসারে মনে হতে পারে, কোন ব্যক্তি রাস্তায় ডাকাত বা শত্রু সৈন্য কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে গায়ের সমস্ত কাপড় হারিয়েছে।

২৩:৩৬ অম্লরস। এক ধরনের টক স্বাদবিশিষ্ট পানীয়, যা সৈন্যরা দিনের বেলায় নিজেদের সাথে বহন করতো। ঈসা প্রশান্তিদায়ক পানীয় পান করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন (মথি ২৭:৩৪; মার্ক ১৫:২৩); কিন্তু পরবর্তীতে তাঁকে সিরকা পান করতে দেওয়া হয়েছিল, যখন তিনি তৃষ্ণার্ত হয়েছিলেন (ইউ ১৯:২৮-৩০)। লূক দেখিয়েছেন যে, তাঁকে অপমানসূচকভাবে এই পানীয় দেওয়া হয়েছে।

২৩:৩৮ ফলক। এই ফলক মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রাপ্ত অপরাধীর মাথার উপরে ক্রুশের গায়ে টাঙ্গিয়ে দেওয়া হত, যেখানে তার অপরাধের বিবরণ লেখা থাকতো। ইহুদীদেরকে অপমান করার জন্য পীলাত এই নিয়ম প্রচলন করেছিলেন।

ইহুদীদের বাদশাহ্। মার্ক ১৫:২৬ আয়াতের নোট দেখুন।

২৩:৩৯ তাদের মধ্যে এক জন। মার্ক ১৫:৩২ আয়াতের নোট দেখুন।

২৩:৪৩ পরমদেশ। সেপ্টুয়াজিন্ট (পুরাতন নিয়মের গ্রীক ভাষার অনুবাদ) অনুসারে শব্দটির অর্থ বাগান (পয়দা ২:৮-১০) বা জঙ্গল (নহি ২:৮)। কিন্তু ইঞ্জিল শরীফে (শুধুমাত্র লূক ২৩:৪৩; ২ করি ১২:৪ ও প্রকা ২:৭ আয়াতে ব্যবহৃত হয়েছে) এটি বেহেশতী সুখের স্থান এবং মৃত্যু ও পুনরুত্থানের মধ্যকার বিশ্রামস্থল হিসেবে বোঝানো হয়েছে (লূক ১৬:২২; ২ করি ১২:২)। এই স্থান চূড়ান্ত বিচারের পূর্বে নাজাতপ্রাপ্তদের জন্য এবং যারা ঈসাতে ঈমান এনেছে তাদের জন্য উন্মুক্ত (মথি ১২:৪০; প্রেরিত ২:২৭,৩১; ১ পিতর ৩:১৯)।

২৩:৪৪ ষষ্ঠ ঘটিকা ... নবম ঘটিকা: দুপুর ১২টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত, ইহুদীদের নিয়ম অনুসারে এই সময় গণনা করা

পুনরুত্থানের পর ঈসা মসীহের দর্শন দান

ঘটনা	স্থান	সময়	মথি	মার্ক	লূক	ইউহোন্না	প্রেরিত	১ করিন্থীয়
শূন্য কবর	জেরুশালেম	পুনরুত্থান রবিবার	২৮:১-১০	১৬:১-৮	২৪:১-১২	২০:১-৯		
বাগানে মগ্দলীনী মরিয়মকে	জেরুশালেম	পুনরুত্থান রবিবার		১৬:৯-১১		২০:১১-১৮		
অন্যান্য স্ত্রীলোককে	জেরুশালেম	পুনরুত্থান রবিবার	২৮:৯-১০					
ইম্মায়ুর পথে গমনরত দু'জন লোককে	ইম্মায়ুর পথে	পুনরুত্থান রবিবার		১৬:১২-১৩	২৪:১৩-৩২			
পিতরকে	জেরুশালেম	পুনরুত্থান রবিবার			২৪:৩৪	২০:১৯-২৫	১৫:৫	
উপরের কুঠরীতে ১০ জন সাহাবীকে	জেরুশালেম	পুনরুত্থান রবিবার			২৪:৩৬-৪৩	২০:১৯-২৫		
উপরের কুঠরীতে ১১ জন সাহাবীকে	জেরুশালেম	পরবর্তী রবিবার		১৬:১৪		২০:২৬-৩১	১৫:৫	
মাঝ ধরার সময় ৭ জন সাহাবীকে	গালীল সাগরে	কিছুকাল পর				২১:১-২৩		
পর্বতে ১১ জন সাহাবীকে	গালীল	কিছুকাল পর	২৮:১৬-২০	১৬:১৫-১৮				
পাঁচশতেরও বেশিজনকে	অজানা	কিছুকাল পর					১৫:৬	
ইয়াকুবকে	অজানা	কিছুকাল পর					১৫:৭	
বেহেশতারোহণের সময় সাহাবীদেরকে	জৈতুন পর্বত	পুনরুত্থানের ৪০ দিন পর			২৪:৪৪-৪৯		১:৩-৮	
পৌলকে	দামেস্ক	কয়েক বছর পর					৯:১-১৯ ২৬:৯-১৮	৯:১

মোকাদ্দসের পর্দাখানি মাঝামাঝি চিরে গেল।
৪৬ আর ঈসা উচ্চরবে চিৎকার করে বললেন,
আব্বা, তোমার হাতে আমার রূহ্‌ সমর্পণ করি।
আর এই কথা বলে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ
করলেন। ৪৭ যা ঘটলো, তা দেখে শতপতি
আল্লাহ্‌র গৌরব করে বললেন, সত্যি এই ব্যক্তি
ধার্মিক ছিলেন। ৪৮ আর যে সমস্ত লোক এই দৃশ্য
দেখবার জন্য সমাগত হয়েছিল, তারা যা যা
ঘটলো, তা দেখে বুকে করাঘাত করতে করতে
ফিরে গেল। ৪৯ আর তাঁর পরিচিত সকলে এবং
যে স্ত্রীলোকেরা তাঁর সঙ্গে গালীল থেকে
এসেছিলেন, তারা দূরে দাঁড়িয়ে এসব
দেখছিলেন।

ঈসা মসীহের কবর

৫০ আর সেই স্থানে ইউসুফ নামে এক ব্যক্তি
ছিলেন, তিনি ধর্মসভার এক জন সদস্য, এক
জন সৎ ও ধার্মিক লোক, ৫১ এই ব্যক্তি ওদের
মন্ত্রণাতে ও কর্মকাণ্ডে সম্মত হন নি; তিনি
ইহুদীদের অরিমাথিয়া নগরের লোক; তিনি
আল্লাহ্‌র রাজ্যের অপেক্ষা করছিলেন। ৫২ এই
ব্যক্তি পীলাতের কাছে গিয়ে ঈসার লাশ যাচ্ঞা
করলেন; ৫৩ পরে তা নামিয়ে সরু চাদরে
জড়ালেন এবং শৈলে খোদিত এমন একটি
কবরের মধ্যে তাঁকে রাখলেন, যাতে কখনও
কাউকেও রাখা হয় নি। ৫৪ সেদিন আয়োজনের
দিন এবং বিশ্রামবারের আরম্ভ সন্নিকট হচ্ছিল।
৫৫ আর যে স্ত্রীলোকেরা তাঁর সঙ্গে গালীল থেকে
এসেছিলেন, তাঁরা পিছনে পিছনে গিয়ে সেই
কবর এবং কিভাবে তাঁর লাশ রাখা হয়েছে তা
দেখলেন; ৫৬ পরে ফিরে গিয়ে খোশবু মলম ও

২৬:৩১-৩৩; ইব ৯:৩,৮; ১০:১৯,২০। [২৩:৪৬] মথি ২৭:৫০; ইউ ১৯:৩০। [২৩:৪৮] লূক ১৮:১৩। [২৩:৪৯] লূক ৮:২। [২৩:৫১] লূক ২:২৫,৩৮। [২৩:৫৪] মথি ২৭:৬২। [২৩:৫৬] মার্ক ১৬:১; লূক ২৪:১; হিজ ১২:১৬। [২৪:১] লূক ২৩:৫৬।

হয়েছে। ঈসাকে ক্রুশে দেয়া হয়েছিল তৃতীয় ঘটিকায় (সকাল ৯টায়, মার্ক ১৫:২৫)। ইউহোন্না যে ‘ষষ্ঠ ঘটিকা’ (সকাল ৬টা) উল্লেখ করেছেন, তা সম্ভবত রোমীয় নিয়ম অনুসারে গণনা করা হয়েছে, যখন পীলাত তাঁর সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন (ইউ ১৯:১৪)।

২৩:৪৫ বায়তুল-মোকাদ্দসের পর্দা: পবিত্র স্থান ও মহাপবিত্র স্থানের মধ্যকার পর্দা। এর ছিঁড়ে যাওয়া মসীহ্‌ কর্তৃক আল্লাহ্‌র কাছে যাওয়ার জন্য সরাসরি পথ খুলে দেওয়া বোঝায় (ইব ৯:৩,৮; ১০:১৯-২২)।

২৩:৪৭ আল্লাহ্‌র গৌরব করে বললেন: বেহেশত থেকে পরাক্রমী চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ্যে মসীহ্‌কে সম্মানিত করার কারণে কিংবা আতঙ্কের কারণে শতপতি আল্লাহ্‌র গৌরব করেছিলেন (মথি ২৭:৫৪)।

সত্যি এই ব্যক্তি ধার্মিক ছিলেন: মথি ও মার্কের বর্ণনা অনুসারে শতপতি বলেছিলেন, “সত্যিই, ইনি আল্লাহ্‌র পুত্র ছিলেন”। ‘ধার্মিক’ ও ‘আল্লাহ্‌র পুত্র’ অবশ্য সমান অর্থবোধক পরিভাষা হতে পারে। একইভাবে, ‘আল্লাহ্‌র পুত্র’ ও ‘একজন ধার্মিক লোক’ সমার্থবোধক। শতপতি মূলত কোন অর্থে কথাটি বলেছেন তা নির্ধারণ করা কষ্টকর (মথি ২৭:৫৪ আয়াতের নোট দেখুন)। তবে এটি পরিষ্কার মনে হয় যে, সুসমাচার লেখকগণ এই শতপতির ঘোষণার মধ্য ঈসা মসীহের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের প্রতিই সমর্থন ব্যক্ত করেছেন। যেহেতু শতপতিই হচ্ছেন ক্রুশারোপণের দায়িত্বপ্রাপ্ত রোমীয় কর্মকর্তা, সুতরাং তার সাক্ষ্য তাৎপর্যপূর্ণ বলে ধরা হয়ে থাকে (পীলাতের ঘোষণাও দেখুন আয়াত ৪,১৪-১৫,২২; মথি ২৭:২৩-২৪)।

২৩:৪৮ বুকে করাঘাত করতে করতে: যন্ত্রণা, দুঃখ বা বেদনার চিহ্ন (১৮:১৩ আয়াত দেখুন)।

২৩:৪৯ যে স্ত্রীলোকেরা ... গালীল থেকে এসেছিলেন: মথি ২৭:৫৫-৫৬; মার্ক ১৫:৪০-৫১; লূক ২৪:১০; ইউ ১৯:২৫ দেখুন।

২৩:৫০ ইউসুফ: মহাসভার একজন সদস্য। সম্ভবত মসীহের মৃত্যুদণ্ডাদেশ ধার্য করা বা তাঁকে বন্দী করার পরিকল্পনা করার সময় ইউসুফ মহাসভায় উপস্থিত ছিলেন না (২২:৬৬), অথবা তিনি ঈসাকে মৃত্যুদণ্ড দানের সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় সমর্থনসূচক ভোট দেন নি (আয়াত ৫১)। মার্ক ১৪:৬৪ আয়াত অনুসারে তিনি তখন মহাসভায় উপস্থিত ছিলেন না, কারণ সিদ্ধান্তটি ‘উপস্থিত সকলের’ দ্বারা সমর্থিত হয়েছিল।

২৩:৫১ অরিমাথিয়া: মথি ২৭:৫৭ আয়াতের নোট দেখুন।

আল্লাহ্‌র রাজ্যের অপেক্ষা করছিলেন: ২:২৫ দেখুন। যেহেতু সকল ইহুদী আল্লাহ্‌র রাজ্যের জন্য অপেক্ষা করছিল, সে কারণে এ কথা বলা যায় যে, ইউসুফ ঈসা কর্তৃক প্রচারিত আল্লাহ্‌র রাজ্যের বিষয়ে বিশ্বাস করেছিলেন এবং এর আগমনের প্রত্যাশা নিয়ে বেঁচে ছিলেন।

২৩:৫২ ঈসার লাশ যাচ্ঞা করলেন: দণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধীর মৃতদেহ অনেক সময় দাফন করা হত না এবং নোংরা স্থানে ফেলে রাখা হত। নিকট আত্মীয়, যেমন মা-বাবা কিংবা স্ত্রী মৃতদেহটি চাইতে পারতো। মহাসভার একজন সদস্য হিসেবে মসীহের মৃতদেহ যাচ্ঞা করা ইউসুফের জন্য অপরিমেয় সাহসী একটি পদক্ষেপ ছিল।

২৩:৫৩ যাতে কখনও কাউকেও রাখা হয় নি: সাধারণত কয়েকটি মৃতদেহ দাফন করার মত জায়গা রেখে একটি পাহাড় কেটে গুহাকৃতির কবর তৈরি করা হত। এখানে আলোচ্য কবর-টি যদিও তৈরি ছিল, তথাপি তখনও তা ব্যবহার করা হয় নি (লূক ১৯:৩০; মার্ক ১৫:৪৬ আয়াতের নোট দেখুন)।

২৩:৫৪ আয়োজনের দিন: বিশ্রামবারের আগের দিন, অর্থাৎ শুক্রবার, যখন বিশ্রামবারের জন্য প্রস্তুতি নেয়া হয়। ঈদুল ফেসাখের জন্যও এই দিন প্রস্তুতি গ্রহণ করা হত; কিন্তু যেহেতু এই দিনটির পরদিনই বিশ্রামবার আসছে, কাজেই দিনটিকে শুক্রবার হিসেবে ধরে নেওয়া হয়।

২৩:৫৫ স্ত্রীলোকেরা: আয়াত ৪৯; ৮:২-৩; ২৪:১০ দেখুন। তাঁরা দেখেছিলেন যে, ঈসা মসীহ্‌কে কোথায় কবর দেয়া হয়েছিল, যাতে করে বিশ্রামবার শেষ হলে তাঁরা আবার মসীহের কবরে ফিরে যেতে পারেন।

২৩:৫৬ খোশবু মলম ও তেল: কবর দেওয়ার জন্য দেহকে প্রস্তুত করতে কয়েক গজ কাপড় এবং প্রচুর মসলা ব্যবহার করা হত। মসীহ্‌কে কবর দেওয়ার সময়ই গন্ধরসে মিশ্রিত ৫০ সের অগুরু তাঁর দেহে দেওয়া হয়েছিল (ইউ ১৯:৩৯)। বিশ্রামবারের পর এই স্ত্রীলোকেরা আবারও মসীহের মৃতদেহের পরিচর্যা করতে ফিরে আসবেন বলে এই খোশবু মলম ও তৈল কিনে রেখেছিলেন।

তেল প্রস্তুত করলেন।

ঈসা মসীহের পুনরুত্থান

২৪ ১ বিশ্রামবারে তাঁরা বিধিমতে বিশ্রাম
করলেন। কিন্তু সপ্তাহের প্রথম দিন খুব
ভোরে তাঁরা কবরের কাছে আসলেন এবং যে
খোশবু মলম প্রস্তুত করেছিলেন তা নিয়ে
আসলেন। ২ তারা দেখলেন কবর থেকে
পাথরখানা সরানো রয়েছে, ৩ কিন্তু ভিতরে গিয়ে
ঈসার লাশ দেখতে পেলেন না। ৪ তাঁরা এই
বিষয় ভাবছেন, এমন সময়ে দেখ, উজ্জ্বল
পোশাক পরা দুই জন পুরুষ তাঁদের কাছে
দাঁড়ালেন। ৫ তখন তাঁরা ভয় পেয়ে ভূমির দিকে
মুখ নত করলে সেই দুই ব্যক্তি তাঁদেরকে
বললেন, মৃতদের মধ্যে জীবিতের খোঁজ কেন
করছো? তিনি এখানে নেই, কিন্তু উঠেছেন।
৬ গালীলে থাকতে থাকতেই তিনি তোমাদেরকে
যা বলেছিলেন, তা স্মরণ কর; ৭ তিনি তো
বলেছিলেন, ইবনুল-ইনসানকে গুনাহ্‌গার মানুষের
হাতে তুলে দেওয়া হবে, ক্রুশারোপিত হতে হবে
এবং তৃতীয় দিনে উঠতে হবে। ৮ তখন তাঁর সেই
কথাগুলো তাঁদের স্মরণ হল; ৯ আর তাঁরা কবর
থেকে ফিরে গিয়ে সেই এগারো জনকে ও অন্য
সকলকে এই সব সংবাদ দিলেন। ১০ এঁরা
মগ্দলীনী মরিয়ম, যোহানা ও ইয়াকুবের মা
মরিয়ম; আর এঁদের সঙ্গে অন্য স্ত্রীলোকেরাও
প্রেরিতদেরকে এসব কথা বললেন। ১১ কিন্তু
এসব কথা তাঁদের কাছে গল্পের মত মনে হল;
তাঁরা তাঁদের কথায় বিশ্বাস করলেন না।
১২ তবুও পিতর উঠে কবরের কাছে দৌড়ে
গেলেন এবং হেঁট হয়ে দৃষ্টিপাত করে দেখলেন,
কেবল কাপড় পড়ে রয়েছে; আর যা ঘটেছে,
তাতে আশ্চর্য জ্ঞান করে স্বস্থানে চলে গেলেন।

ইম্মায়ূ নামক গ্রামের পথে

১৩ আর দেখ, সেদিন তাঁদের দু'জন জেরুশালেম
থেকে চার মাইল দূরবর্তী ইম্মায়ূ নামক গ্রামে
যাচ্ছিলেন, ১৪ এবং তাঁরা ঐ সমস্ত ঘটনার বিষয়ে
পরস্পর কথোপকথন করছিলেন। ১৫ তাঁরা
কথাবার্তা বলছেন ও পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ
করছেন, এমন সময়ে ঈসা নিজে কাছে এসে
তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে গমন করতে লাগলেন;
১৬ কিন্তু তাঁদের চোখ যেন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল,
তাই তাঁকে চিনতে পারলেন না। ১৭ তিনি
তাঁদেরকে বললেন, তোমরা চলতে চলতে
পরস্পর যেসব কথা বলাবলি করছো, সেসব
কি? তাঁরা বিষণ্ণভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন। ১৮ পরে

[২৪:৪] ইউ ২০:১২। [২৩:৫৪] মথি ২৭:৬২। [২৩:৫৬] মার্ক ১৬:১। [২৪:১] লূক ২৩:৫৬। [২৪:৪] ইউ ২০:১২। [২৪:৬] মথি ১৭:২২,২৩। [২৪:৭] মথি ৮:২০; ১৬:২১। [২৪:৮] ইউ ২:২২। [২৪:১০] লূক ৮:১-৩; মার্ক ৬:৩০। [২৪:১১] মার্ক ১৬:১১। [২৪:১২] ইউ ২০:৩-৭; ২০:১০। [২৪:১৩] মার্ক ১৬:১২। [২৪:১৬] ইউ ২০:১৪; ২১:৪। [২৪:১৮] ইউ ১৯:২৫। [২৪:১৯]

২৪:১ সপ্তাহের প্রথম দিন: ইহুদী রীতি অনুসারে একটি সূর্যাস্তের পরপরই আরেকটি দিন শুরু হয়। সুতরাং হয়তো রবিবার শুরু হওয়ার সাথে সাথে খোশবু মশলা কেনা হয়েছিল (মার্ক ১৬:১) এবং তাঁরা রাতের মধ্যে সেগুলোকে প্রক্রিয়াজাত করেছিলেন। যখন এই স্ত্রীলোকেরা রওনা দিলেন, তখন অন্ধকার ছিল (ইউ ২০:১) এবং যখন তাঁরা কবরে পৌঁছে গেলেন, তখনও খুব ভোর ছিল (মথি ২৮:১; মার্ক ১৬:২)।

২৪:২ পাথরখানা সরানো রয়েছে: কবরের প্রবেশ পথ স্বাভাবিকভাবেই বন্ধ রাখা হত, যেন দেহটিকে নষ্ট করার মত বর্বর লোক বা পশু থেকে নিরাপদ রাখা যায়। তবে মসীহের কবরের মুখের এই পাথরটি রোমান কর্তৃপক্ষ দ্বারা অতি সতর্কতার চিহ্ন হিসেবে সীলমোহর করে রাখা হয়েছিল (মথি ২৭:৬২-৬৬)।

২৪:৪ দুই জন পুরুষ: তাঁদেরকে পুরুষের মত দেখাচ্ছিল, কিন্তু তাঁদের পোষাক ছিল দৃশ্যনীয় (লূক ৯:২৯; প্রেরিত ১:১০; ১০:৩০ দেখুন)। অন্যান্য সুসমাচারে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, তাঁরা ছিলেন ফেরেশতা (আয়াত ২৩; ইউ ২০:১২ দেখুন)। অবশ্য মথি একজন ফেরেশতার কথা বলেছেন (দু'জন নয়, মথি ২৮:২) এবং মার্ক বলেছেন শুভ্র-বস্ত্র পরিহিত এক জন যুবকের কথা (মার্ক ১৬:৫); তবে তাঁদের সংখ্যার গরমিল নিয়ে বিস্ময়ের কিছু নেই, কারণ অনেক সময় যিনি কথা বলেন কেবল তার কথাই উল্লেখ করা হয় এবং বক্তার সাথে যিনি থাকেন তার উল্লেখ করা হয় না।

২৪:৬ গালীলে থাকতে ... যা বলেছিলেন: ঈসা মসীহ্‌ তাঁর পরিচর্যা কাজের সময় অসংখ্যবার তাঁর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের পূর্বাভাস দিয়েছিলেন (৯:২২); কিন্তু সাহাবীরা তা বুঝতে ব্যর্থ হয়েছিলেন বা তিনি যা বলেছিলেন তা গ্রহণ করতে তাঁরা অসমর্থ ছিলেন।

২৪:৯ এগারো জনকে ও অন্য সকলকে: এহুদার বিশ্বাসঘাতকতার পর থেকে 'এগারোজন' শব্দটি দিয়ে মাঝে মাঝে প্রেরিতদের দলটিকে বোঝানো হত (প্রেরিত ১:২৬; ২:১৪)। যে সময় প্রেরিতরা প্রথমে পুনরুত্থিত ঈসা মসীহের দেখা পেলেন, সে সময় এহুদা মারা গিয়েছিল, তথাপি তখনও এবং এখনও দলটিকে বারোজনের বলে উল্লেখ করা হয়ে থাকে (ইউ ২০:২৪)। 'অন্যান্যরা' বলতে বারো জন সাহাবীর বাইরে যারা গালীল থেকে এসেছিলেন তাদেরকে বোঝানো হয়ে থাকে।

২৪:১০ মগ্দলীনী: ৮:২ আয়াতের নোট দেখুন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মহিলাদের তালিকাতে তাঁর নাম প্রথমে এসেছে (মথি ২৭:৫৬; মার্ক ১৫:৪০; ইউ ১৯:২৫ তুলনীয়) এবং তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি পুনরুত্থিত ঈসাকে দেখেছিলেন (ইউ ২০:১৩-১৮)।

যোহানা: ৮:৩ দেখুন। শুধুমাত্র লূক তাঁর নাম উল্লেখ করেছেন (অপর দিকে শুধুমাত্র মার্ক শালোমীর নাম যুক্ত করেন, মার্ক ১৬:১)।

ইয়াকুবের মা মরিয়ম: মার্ক ১৬:১ দেখুন। তিনিই সম্ভবত মথি ২৮:১ আয়াতে উল্লিখিত 'অন্য মরিয়ম'। এখানে ঈসা মসীহের মা মরিয়মের অনুপস্থিতি তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি সম্ভবত সে সময় সাহাবী ইউহোন্নার সাথে ছিলেন (ইউ ১৯:২৭)।

২৪:১২ পিতর ... দৌড়ে গেলেন: এখানে শুধুমাত্র পিতরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু ইউহোন্নার সুসমাচারে অন্য একজন সাহাবীকে যুক্ত করা হয়েছে, যিনি ইউহোন্না নিজেই।

২৪:১৩ তাঁদের দু'জন। একজনের নাম ক্লিয়পা (আয়াত ১৮; যিনি ইউ ১৯:২৫ আয়াতে উল্লিখিত ক্লোপা হতে পারেন)।

২৪:১৬ তাঁকে চিনতে পারলেন না: বিশেষ বেহেশতী হস্তক্ষেপের কারণে।

ক্লিয়পা নামে তাঁদের এক জন জবাবে তাঁকে বললেন, আপনি কি একা জেরুশালেমে প্রবাস করছেন, আর এই কয়েক দিনের মধ্যে সেখানে যেসব ঘটনা হয়েছে, তা জানেন না? ১৯ তিনি তাঁদেরকে বললেন, কি কি ঘটনা ঘটেছে? তাঁরা তাঁকে বললেন, নাসরতীয় ঈসা বিষয়ক ঘটনা, যিনি আল্লাহ্‌র ও সব লোকের সাক্ষাতে কাজে ও কথায় পরাক্রমী নবী ছিলেন; ২০ আর কিভাবে প্রধান ইমামেরা ও আমাদের নেতৃবর্গরা প্রাণদণ্ড দেবার জন্য তুলে দিলেন ও ক্রুশে হত্যা করালেন। ২১ কিন্তু আমরা আশা করছিলাম যে, তিনিই সেই ব্যক্তি, যিনি ইসরাইলকে মুক্ত করবেন। আর এসব ছাড়া আজ তিন দিন চলছে, এসব ঘটেছে। ২২ আবার আমাদের কয়েক জন স্ত্রীলোক আমাদেরকে চমৎকৃত করলেন; তাঁরা খুব ভোরে তাঁর কবরের কাছে গিয়েছিলেন। ২৩ তারা তাঁর লাশ দেখতে না পেয়ে এসে বললেন, ফেরেশতাদের দর্শন পেয়েছি, তাঁরা বলেন, তিনি জীবিত আছেন। ২৪ আর আমাদের সঙ্গীদের মধ্যে কেউ কেউ কবরের কাছে গিয়ে, সেই স্ত্রীলোকেরা যেমন বলেছিলেন, তেমনি দেখতে পেলেন, কিন্তু তাঁকে দেখতে পান নি। ২৫ তখন তিনি তাঁদেরকে বললেন, তোমরা কত অবোধ! এবং নবীরা যে সমস্ত কথা বলেছেন, সেই সকল কথা বিশ্বাস করতে তোমাদের চিত্ত কত শিথিল! ২৬ মসীহের কি আবশ্যক ছিল না যে, এ সব দুঃখভোগ করেন ও আপন প্রতাপে প্রবেশ করেন? ২৭ পরে তিনি মূসার শরীয়ত ও সমস্ত নবীদের কিতাব থেকে আরম্ভ করে সমস্ত কিতাবে তাঁর নিজের বিষয়ে যেসব কথা আছে, তা তাঁদেরকে বুঝিয়ে দিলেন।

মার্ক ১:২৪; মথি ২১:১১।
[২৪:২০] লূক ২৩:১৩।
[২৪:২১] লূক ১:৬৮; ২:৩৮; ২১:২৮; মথি ১৬:২১।
[২৪:২২] আঃ ১-১০।
[২৪:২৪] আঃ ১২।
[২৪:২৬] ১পিতর ১:১১; ইব ২:১০।
[২৪:২৭] পয়দা ৩:১৫; শুমারী ২১:৯; দ্বিঃবিঃ ১৮:১৫; ইশা ৭:১৪; ৯:৬; ৪০:১০,১১; ৫৩; ইহি ৩৪:২৩; দানি ৯:২৪; মিকাহ্‌ ৭:২০; মালা ৩:১; ইউ ১:৪৫।
[২৪:৩০] মথি ১৪:১৯।
[২৪:৩২] জবুর ৩৯:৩; আঃ ২৭,৪৫।
[২৪:৩৪] লূক ৭:১৩; ১করি ১৫:৫।
[২৪:৩৬] ইউ ২০:১৯,২১,২৬; ১৪:২৭।
[২৪:৩৭] মার্ক ৬:৪৯।

২৮ পরে তাঁরা যেখানে যাচ্ছিলেন, সেই গ্রামের কাছে উপস্থিত হলেন; আর তিনি আগে যাবার লক্ষণ দেখালেন। ২৯ কিন্তু তাঁরা সাধ্য সাধনা করে বললেন, আমাদের সঙ্গে অবস্থান করুন, কারণ সন্ধ্যা হয়ে আসল, বেলা প্রায় গেছে। তাতে তিনি তাঁদের সঙ্গে অবস্থান করার জন্য বাড়িতে প্রবেশ করলেন। ৩০ পরে যখন তিনি তাঁদের সঙ্গে ভোজনে বসলেন, তখন রুটি নিয়ে দোয়া করলেন এবং ভেঙ্গে তাঁদেরকে দিতে লাগলেন। ৩১ অমনি তাঁদের চোখ খুলে গেল, তাঁরা তাঁকে চিনতে পারলেন; আর তিনি তাঁদের থেকে অন্তর্হিত হলেন। ৩২ তখন তাঁরা পরস্পর বললেন, পথের মধ্যে যখন তিনি আমাদের সঙ্গে কথা বললেন, আমাদের কাছে পাক-কিতাবের অর্থ খুলে দিচ্ছিলেন, তখন আমাদের অন্তর কি আমাদের ভিতরে উত্তপ্ত হয়ে উঠছিল না? ৩৩ আর তাঁরা সেই দণ্ডেই উঠে জেরুশালেমে ফিরে গেলেন; এবং সেই এগারো জনকে ও তাঁদের সঙ্গীদেরকে সমবেত দেখতে পেলেন; ৩৪ তাঁরা বললেন, প্রভু নিশ্চয়ই উঠেছেন এবং শিমোনকে দেখা দিয়েছেন। ৩৫ পরে সেই দু'জন পথের ঘটনার বিষয় এবং রুটি ভাঙ্গবার সময়ে তাঁরা কিভাবে তাঁকে চিনতে পেরেছিলেন, এসব বৃত্তান্ত বললেন।

সাহাবীদের সঙ্গে ঈসা মসীহের সাক্ষাৎ

৩৬ তাঁরা পরস্পর এসব কথাবার্তা বলছেন, ইতোমধ্যে তিনি নিজে তাঁদের মধ্যস্থানে দাঁড়ালেন ও তাঁদেরকে বললেন, তোমাদের শান্তি হোক। ৩৭ এতে তাঁরা ভীষণ ভয় পেয়ে ও আতঙ্কিত হয়ে মনে করলেন, রূহ্‌ দেখছি। ৩৮ তিনি তাঁদেরকে বললেন, কেন ভয় পাচ্ছ?

২৪:১৯ যিনি ... নবী ছিলেন: আল্লাহ্‌র লোক হিসেবে ঈসাকে তাঁরা সম্মান করতেন, কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর তাঁরা তাঁকে মসীহ্‌ বলতে অনিচ্ছুক ছিলেন।

২৪:২১ ইসরাইলকে মুক্ত করবেন: রোমের বন্দীত্ব থেকে ইহুদী জাতিকে মুক্ত করবেন এবং আল্লাহ্‌র রাজ্যের পথ প্রদর্শন করবেন (লূক ১:৬৮; ২:৩৮; ২১:২৮,৩১; তীত ২:১৪; ১ পিতর ১:১৮)।

তিন দিন: সম্ভবত এখানে ইহুদীদের এই বিশ্বাসের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, মৃত্যুর তিন দিন পর রূহ্‌ দেহকে ত্যাগ করে থাকে; অথবা এখানে ঈসা মসীহের এই উক্তির কথা বোঝানো হতে পারে যে, তিনি তৃতীয় দিবসে পুনরুত্থিত হবেন (৯:২২)।

২৪:২৩ ফেরেশতাদের দর্শন পেয়েছি: ২৪:৪ আয়াতের নোট দেখুন।

২৪:২৪ আমাদের সঙ্গীদের মধ্যে কেউ কেউ: ২৪:১২ আয়াতের নোট দেখুন।

২৪:২৭ মূসার শরীয়ত ও সমুদয় নবীদের কিতাব: সমগ্র পুরাতন নিয়ম কিতাবটিকে সম্বোধন করার আরেকটি নাম। ইহুদী রীতি অনুসারে পাক-কিতাবের তিনটি অংশ: মূসার শরীয়ত; নবীদের কিতাব এবং অন্যান্য লেখাসমূহ। প্রথম দু'টো ভাগ ঈসা মসীহের সময়ে একসাথে ছিল। তৃতীয়টি (মাঝে মাঝে জবুর বলা হয়, কারণ এটিই এ অংশের প্রধান কিতাব) পৃথক কিতাব আকারে ছিল।

২৪:২৮ তিনি আগে যাবার লক্ষণ দেখালেন: যদি তাঁরা তাঁকে ভেতরে যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ না জানাতেন, তাহলে তিনি স্পষ্টতই একা চলতে থাকতেন।

২৪:৩১ তাঁদের চোখ খুলে গেল: সহজভাবে চেনার বদলে পাক-রূহের নির্দেশে তাঁদের অন্তদৃষ্টি খুলে গেল এবং তাঁরা মসীহ্‌কে চিনতে পারলেন।

২৪:৩৬ তিনি নিজে তাঁদের মধ্যস্থানে দাঁড়ালেন: বদ্ধ দরজার পেরিয়ে তিনি তাঁদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন (ইউ ২০:১৯), অর্থাৎ পুনরুত্থানের পর তাঁর দেহ ভিন্ন ধরনের বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হয়ে উঠেছিল। তাঁর দেহ তখন ছিল পুনরুত্থিত ও মহিমান্বিত দেহ (মার্ক ১৬:১২)।

তোমাদের শান্তি হোক: সম্ভাষণ জানানোর প্রচলিত ভাষা; এখানে পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে এর নতুন তাৎপর্য প্রকাশিত

BACIB
International Bible
CHURCH

তোমাদের অন্তরে বিতর্কের উদয়ই বা কেন
হচ্ছে? ৩৯ আমার হাত ও আমার পা দেখ, এ
আমি স্বয়ং; আমাকে স্পর্শ কর, আর দেখ; কারণ
আমাকে যেমন দেখছো, রূহের এরকম অস্থি-
মাংস নেই। ৪০ এই কথা বলে তিনি তাঁদেরকে
হাত ও পা দেখালেন। ৪১ তখনও তাঁরা এত
আনন্দিত হয়েছিলেন যে, বিশ্বাস করতে
পারছিলেন না এবং তখনও আশ্চর্য জ্ঞান
করছিলেন, তাই তিনি তাঁদেরকে বললেন,
তোমাদের কাছে এখানে কি কোন খাবার আছে?
৪২ তখন তাঁরা তাঁকে একখানি ভাজা মাছ
দিলেন। ৪৩ তিনি তা নিয়ে তাঁদের সাক্ষাতে
ভোজন করলেন।
৪৪ পরে তিনি তাঁদেরকে বললেন, তোমাদের
সঙ্গে থাকতে থাকতে আমি তোমাদেরকে যা
বলেছিলাম। আমার সেই কথা এই, মূসার
শরীয়তে ও নবীদের কিতাবে এবং জবুর শরীফে
আমার বিষয়ে যা যা লেখা আছে, সেসব অবশ্য
পূর্ণ হবে। ৪৫ তখন তিনি তাঁদের বুদ্ধির দ্বার খুলে
দিলেন, যেন তাঁরা পাক-কিতাব বুঝতে পারেন;
৪৬ আর তিনি তাঁদেরকে বললেন, এরকম লেখা
আছে যে, মসীহ্ দুঃখভোগ করবেন এবং তৃতীয়
দিনে মৃতদের মধ্য থেকে উঠবেন; ৪৭ আর তাঁর
নামে গুনাহ্ মাফের মন পরিবর্তনের কথা
সর্বজাতির কাছে তবলিগ হবে– জেরুশালেম
থেকে আরম্ভ করা হবে। ৪৮ তোমরাই এই
সকলের সাক্ষী। ৪৯ আর দেখ, আমার পিতা যা
ওয়াদা করেছেন, তা আমি তোমাদের কাছে
প্রেরণ করছি; কিন্তু যে পর্যন্ত উপর থেকে শক্তি
না পাও, সেই পর্যন্ত তোমরা এই নগরেই
থেকো।

ঈসা মসীহের বেহেশতে চলে যাওয়া

৫০ পরে তিনি তাঁদেরকে বৈথনিয়ার সম্মুখ পর্যন্ত
নিয়ে গেলেন এবং হাত তুলে তাঁদেরকে দোয়া
করলেন। ৫১ পরে এ রকম হল, তিনি দোয়া
করতে করতে তাঁদের থেকে পৃথক হলেন এবং
ঊর্ধ্বে, বেহেশতে নীত হতে লাগলেন। ৫২ আর
তাঁরা তাঁকে সেজ্‌দা করে মহানন্দে জেরুশালেমে
ফিরে গেলেন; ৫৩ এবং সব সময় বায়তুল-
মোকাদ্দসে থেকে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করতে
থাকলেন।

[২৪:৩৯] ১ইউ ১:১; ইউ ২০:২৭।
[২৪:৪৩] প্রেরিত ১০:৪১।
[২৪:৪৪] লূক ৯:৪৫; ১৮:৩৪; মথি ১:২২; ১৬:২১; লূক ৯:২২,৪৪; ১৮:৩১-৩৩; ২২:৩৭।
[২৪:৪৬] মথি ১৬:২১।
[২৪:৪৭] ঈশা ২:৩।
[২৪:৪৮] প্রেরিত ১:৮; ১পিতর ৫:১।
[২৪:৪৯] প্রেরিত ১:৪; ইউ ১৪:১৬।
[২৪:৫০] মথি ২১:১৭।
[২৪:৫১] ২বাদশা ২:১১।
[২৪:৫৩] প্রেরিত ২:৪৬

হয়েছে।

২৪:৩৯ আমার হাত ও আমার পা: ঈসা মসীহের পা ও হাতে ক্রুশের পেরেক গাঁথার কারণে যে ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছিল, সে ব্যাপারে বলা হয়েছে (মার্ক ১৫:২৪; ইউ ২০:২০,২৭)।

২৪:৪২ একখানি ভাজা মাছ: এর মাধ্যমে প্রকাশিত হল যে, পুনরুত্থানের পর মসীহের দুনিয়াবী দেহ ছিল, যা দিয়ে তিনি খাবার গ্রহণ করতে পারতেন।

২৪:৪৪ মূসার শরীয়তে ও নবীদের কিতাবে এবং জবুর শরীফে: হিব্রু পুরাতন নিয়মের তিনটি অংশ। তৃতীয় অংশের প্রথম কিতাব হচ্ছে জবুর শরীফ। এখানে প্রকাশ পায় যে, সম্পূর্ণ পুরাতন নিয়মে মসীহ্ হিসেবে ঈসার বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল।

২৪:৪৫ তিনি তাঁদের বুদ্ধির দ্বার খুলে দিলেন: পুরাতন নিয়মের কিতাব ব্যাখ্যা করার মধ্য দিয়ে (আয়াত ২৭ তুলনা করুন)।

২৪:৪৬ দুঃখভোগ করবেন ... মৃতদের মধ্য থেকে উঠবেন: পুরাতন নিয়ম এমন মসীহ্ সম্পর্কে বলে, যিনি দুঃখভোগ করবেন (জবুর ২২ অধ্যায়; ঈশা ৫৩ অধ্যায়) এবং তৃতীয় দিনে মৃতদের থেকে পুনরুত্থিত হবেন (জবুর ৬:৯-১১; ঈশা ৫৩:১০-১১; মথি ১২:৪০; এর সাথে ইউনুস ১:১৭ আয়াতের তুলনা করুন)।

২৪:৪৭ গুনাহ্ মাফের মন পরিবর্তন: প্রেরিত ৫:৩১; ১০:৪৩; ১৩:৩৮; ২৬:১৮ দেখুন। ঈসা মসীহের মৃত্যু ও পুনরুত্থানের পূর্বাভাস (আয়াত ৪৬) মানুষের সাড়াদানের বা মন পরিবর্তনের সত্তার সঙ্গে সংযুক্ত এবং এর ফলস্বরূপ অনুগ্রহ লাভ করা সম্ভব (ক্ষমা; ঈশা ৪৯:৬; প্রেরিত ১৩:৪৭; ২৬:২২-২৩ দেখুন)।

জেরুশালেম থেকে আরম্ভ করা হবে: প্রেরিত ১:৮ তুলনা করুন।

২৪:৪৯ আমার পিতা যা ওয়াদা করেছেন: যোয়েল ২:২৮-২৯ দেখুন। এখানে পাক-রূহের আসন্ন ক্ষমতা সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে, যা প্রেরিত ২:৪ আয়াতে পূর্ণতা লাভ করেছে।

২৪:৫০ বৈথনিয়া। জৈতুন পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত একটি গ্রাম (লূক ১৯:২৯; মথি ২১:১৭ আয়াতের নোট দেখুন)।

২৪:৫১ ঊর্ধ্বে, বেহেশতে নীত হতে লাগলেন: পূর্ববর্তী অন্তর্হিত হওয়া থেকে ভিন্ন (লূক ৪:৩০; ২৪:৩; ইউ ৮:৫৯); এখন সাহাবীরা মসীহ্‌কে মেঘে চড়ে বেহেশতে আরোহণ করতে দেখলেন (প্রেরিত ১:৯)।

২৪:৫৩ সব সময়: আক্ষরিকভাবে এর অনুবাদ না করাই উচিত (২:৩৭ আয়াতের সাথে তুলনা করুন), যেমনটা প্রেরিত ১:১৩ ও পরবর্তী আয়াতসমূহে দেখা যায়।

বায়তুল মোকাদ্দসে: ঈসা মসীহ্ বেহেশতে নীত হওয়ার পর-পরই ঈমানদাররা বায়তুল মোকাদ্দসে অবিরত মুনাজাতে মিলিত হয়েছিলেন (প্রেরিত ২:৪৬; ৩:১; ৫:২১,৪২); সেখানে অনেকে একত্রে সমবেত হতে পারতেন (২:৩৭ আয়াতের নোট দেখুন)।

যে সকল ঘটনার বিবরণ শুধুমাত্র লূক লিখিত সুসমাচারেই পাওয়া যায়

১:৫-২৫	জাকারিয়ার দর্শন ও এলিজাবেতের গর্ভবতী হওয়া
১:২৬-৩৮	মরিয়মের শুভেচ্ছা
১:৩৯-৫৬	এলিজাবেতের ঘরে মরিয়ম
১:৫৭-৮০	বাপ্তিস্মদাতা ইয়াহিয়ার জন্ম ও জাকারিয়ার মুখে আল্লাহ্‌র প্রশংসা
২:১-৩	অগাস্টাস সীজারের আদমশুমারীর আদেশ
২:৪-৭	বেথেলহেমে ঈসা মসীহের জন্ম
২:৮-২০	ঈসা মসীহের জন্মের বর্ণনা
২:২১	ঈসা মসীহের খৎনা করানো
২:২২-২৪	বায়তুল মোকাদ্দসে ঈসাকে উৎসর্গ
২:২৫-৩৮	শামাউন ও হান্নার ঘটনা
২:৩৯-৪০	নাসরতে নীরব বছরগুলো
২:৪১-৫২	ঈদুল ফেসাখে ও আলেমদের মধ্যে ঈসা মসীহ্‌
৩:১-২	বাপ্তিস্মদাতা ইয়াহিয়ার তবলিগ কাজের আরম্ভের সময়
৩:১০-১৫	ইয়াহিয়ার কৃতকার্যতা
৩:২৩-৩৮	মরিয়ম থেকে মসীহের বংশ-তালিকা
৪:১৫-৩০	নাসরতে ঈসা মসীহ্‌কে প্রত্যাখ্যান করা
৫:১-১০	পিতর, ইউহোন্না ও ইয়াকুবকে আহ্বান
৬:১৭-৪৯	সমভূমিতে ঈসার বক্তব্য
৭:১১-১৭	নায়িন গ্রামে বিধবার ছেলেকে মৃত্যু থেকে জীবন দান
৭:৩৬-৫০	শিমোনের বাড়িতে একজন স্ত্রীলোক ঈসাকে অভিষেক করেন
৮:১-৩	যে স্ত্রীলোকেরা ঈসা মসীহের সেবা করতেন
৯:৫১-৫৬	ইয়াকুব ও ইউহোন্নার প্রাসঙ্গিক ঘটনা
১০:১-১২	৭০ জনকে বাইরে তবলিগে পাঠানো
১০:১৭-২৪	তাদের ফিরে আসা ও প্রতিবেদন দেওয়া
১০:২৫-৩৭	দয়ালু সামেরীয়ের গল্প
১০:৩৮-৪২	মার্থা ও মরিয়মের ঘরে ঈসা
১১:৫-৮	মাঝরাতের বন্ধুর দৃষ্টান্ত
১১:৩৭-৫৪	ফরীশী কর্তৃক ঈসা মসীহ্‌ আপ্যায়িত হলেন
১২:১-৫৩	বিরাট জনতার প্রতি ঈসা মসীহের শিক্ষা
১৩:১-৫	পীলাত কর্তৃক কয়েকজন গালীলীয়কে হত্যা
১৩:৬-৯	ফলহীন ডুমুর গাছের দৃষ্টান্ত
১৩:১০-১৭	১৮ বছর ধরে যে স্ত্রীলোক রক্তস্রাবে ভুগছিল
১৩:২২-৩০	কয়জন লোক নাজাত পাবে?
১৩:৩১-৩৩	ইহুদীদের কাছে বাদশাহ্‌ হেরোদ সম্বন্ধে ঈসার উত্তর
১৪:১-৬	শোথ-রোগে ভোগা লোকের সুস্থতা লাভ
১৪:৭-১৪	উচ্চাভিলাষী মেহমানের দৃষ্টান্ত
১৪:১৫-২৪	বিরাট ভোজের দৃষ্টান্ত
১৪:২৫-৩৫	সাহাবীত্ব গ্রহণের শর্তের বিষয়
১৫:৩-৭	হারানো ভেড়ার দৃষ্টান্ত
১৫:৮-১০	হারানো টাকার দৃষ্টান্ত
১৫:১১-৩২	হারানো ছেলের দৃষ্টান্ত

১৬:১-১৮	অসৎ কর্মচারীর দৃষ্টান্ত
১৬:১৯-৩১	ধনী লোক ও ভিখারী লাসার
১৭:১-১০	সাহাবীদের প্রতি নির্দেশ
১৭:১২-১৯	দশজন কুষ্ঠরোগীকে সুস্থতা দান
১৭:২০-৩৭	আল্লাহ্‌র রাজ্যের বিষয়ে প্রশ্ন
১৮:১-৮	নাছোড়বান্দা বিধবার দৃষ্টান্ত
১৮:৯-১৪	ফরীশী ও কর-আদায়কারীর দৃষ্টান্ত
১৯:২-১০	সক্কেয়ের মন পরিবর্তন ও আহ্বান
১৯:১১-২৭	দীনারের দৃষ্টান্ত
১৯:৪১-৪৪	জেরুশালেমের নারীদের জন্য ঈসা মসীহের দুঃখ প্রকাশ
২২:৩১-৩২	পিতরের প্রতি সতর্কবাণী
২২:৩৫-৩৮	ভবিষ্যতের সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হওয়া
২২:৪৩	গেৎশিমানীতে একজন ফেরেশতা
২২:৪৪	রক্তের মত ঘাম
২৩:৬-১২	পীলাত মসীহ্‌কে হেরোদের কাছে পাঠালেন
২৩:২৭-৩১	জেরুশালেমের স্ত্রীলোকদের প্রতি মসীহের বাণী
২৩:৩৯-৪৩	অনুশোচনাকারী ডাকাত
২৪:১৩-৩৫	ইম্মায়ূর পথে সাহাবীদের কাছে ঈসা মসীহ্‌
২৪:৩৭-৪৯	১১ জন সাহাবীর কাছে ঈসা মসীহের দেখা দেওয়া
২৪:৫০-৫৩	সাহাবীদের প্রতি ঈসা মসীহের দোয়া ও বেহেশতারোহণ